

# আলোকিত জীবনে ব্রহ্মচর্য

(দুর্লভ উপসম্পদাপ্রার্থী শ্রমণদের জন্য অবশ্য পাঠ্য  
উৎসর্গ ও সূত্র-সংগ্রহ, শ্রামণ-কর্তব্য ও বিবিধ প্রশ্নোত্তর  
এই তিনটি বইয়ের সমন্বয়ে একটি অনবদ্য সংকলন গ্রন্থ)



সংকলন ও সম্পাদনা  
শ্রীমৎ জ্ঞানলোক ভিক্ষু

শ্রামণজীবন হচ্ছে শিক্ষার্থী জীবন। তাই শ্রামণ থাকা অবস্থায় অনেক কিছুই শিক্ষা করতে হয়। তার পর রীতিমতো হৃদয়ে কাঁপন ধরিয়ে দেওয়া কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে সফলভাবে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তবেই দুর্লভ উপসম্পদা লাভ করতে হয়, ভিক্ষু হতে হয়।

উপসম্পদাপ্রার্থী শ্রামণদেরকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো বিভিন্ন বই থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে অধ্যয়ন করতে হয়। এক জায়গায় সবগুলো বিষয়ের তথ্য পাওয়া যায় না। দীর্ঘদিনের কথা মাথায় রেখে এই প্রথম একটি মাত্র বইয়ে অবশ্য পাঠ্য ‘উৎসর্গ ও সূত্র-সংগ্রহ’, ‘শ্রামণ-কর্তব্য’ ও ‘বিবিধ প্রশ্নোত্তর’ এই তিনটি বিষয়ের সংকলন করা হয়েছে।

সফলতার সঙ্গে ভিক্ষু-পরীক্ষায় পাস করতে ইচ্ছুক প্রত্যেক শ্রামণদের জন্য এই বইটি হতে পারে একমাত্র ও অপরিহার্য অবলম্বন।

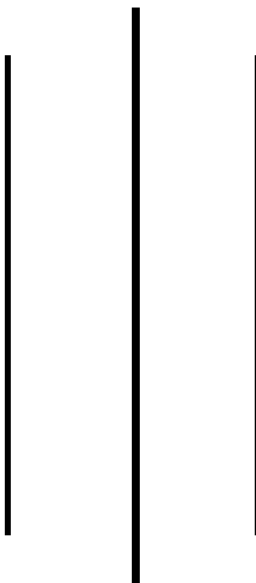
ভিক্ষু-পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শ্রামণদের দৃঢ় মনোবল ও গভীর আত্মবিশ্বাস অটুট রাখতে এবং দৃষ্টিভ্রমের মেঘে ঢাকা কালো মুখে ঝকঝকে তকতকে উজ্জ্বল আলো ফেলতেই আমাদের এই প্রকাশনা

‘আলোকিত জীবনে ব্রহ্মচর্য’।

প্রত্যেক শ্রামণের সংগ্রহে রাখার মতো একটি বই।

# আলোকিত জীবনে ব্রহ্মচর্য

(দুর্লভ উপসম্পদাপ্রার্থী শ্রামণদের জন্য অবশ্য পাঠ্য  
উৎসর্গ ও সূত্র-সংগ্রহ, শ্রামণ-কর্তব্য ও বিবিধ প্রশ্নোত্তর  
এই তিনটি বইয়ের সমন্বয়ে একটি অনবদ্য সংকলন গ্রন্থ)



সংকলন ও সম্পাদনা  
শ্রীমৎ জ্ঞানলোক ভিক্ষু

## আলোকিত জীবনে ব্রহ্মচর্য

সংকলক : শ্রীমৎ জ্ঞানলোক ভিক্ষু

প্রকাশকাল : আষাঢ়ী পূর্ণিমা ১৪২৩ বঙ্গাব্দ,

১৭ জুলাই ২০১৬

প্রকাশক : শ্রীমৎ অমররত্ন ভিক্ষু

প্রাফ সংশোধন : ভদন্ত কর্ণাবংশ ভিক্ষু

শ্রীমৎ জ্ঞানলোক ভিক্ষু

প্রচ্ছদ : শ্রীমৎ জ্ঞানলংকার স্থবির

মুদ্রণ : জনি প্রসেস, আন্দরকিছা, চট্টগ্রাম

# সংকলকের নিবেদন

দুর্লভ মানবজীবনে ত্যাগময় প্রব্রজ্যা লাভ করতে পারা একটি পরম সৌভাগ্যের বিষয়। গৃহীজীবন নানান ভোগ্য-উপভোগ্য বিষয়-আশয়ে টইটসুর। তাই মন সহজেই সেখানে রমিত হয়। খোলা চোখে তাকালে প্রব্রজ্যাজীবন অনেকটা কষ্টকর। এখানে অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হয়। এই করা যাবে না, সেই করা যাবে না, এভাবে করা যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি নানান বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ। অথচ আমরা একটু গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তাকালে দেখতে পাই, গৃহীজীবনের চেয়ে প্রব্রজ্যাজীবন অনেক অনেক বুটঝামেলা মুক্ত ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা মুক্ত, সম্পূর্ণ স্বাধীন একটা জীবন। তাই বলে আবার স্বেচ্ছাচারী জীবন ভেবে বসবেন না।

বর্তমানে অনেকেই যুবা বয়সে দুঃখমুক্তির উদ্দেশ্যে প্রব্রজ্যা নিয়ে থাকেন। অনেকে আবার সাময়িকভাবেও প্রব্রজ্যা নিয়ে থাকেন মানত হিসেবে, পুণ্য লাভের আশায়। যারা স্থায়ীভাবে প্রব্রজ্যা নিয়ে থাকেন তাদের মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা দুর্লভ উপসম্পদা নেওয়ার সুপ্ত বাসনা যতই দিন গড়ায় ততই চাগাড় দিয়ে ওঠে, ধুক ধুক করতে থাকে বুকের মধ্যখানে। চাইলেই তো আর দুর্লভ উপসম্পদা লাভ করা যায় না। তার জন্যে যথেষ্ট সাধনা করা চাই, অধ্যয়ন করা চাই। শ্রামণজীবন হচ্ছে শিক্ষার্থী জীবন। তাই শ্রামণ থাকা অবস্থায় অনেক কিছুই শিক্ষা করতে হয়। তার পর রীতিমতো হৃদয়ে কাঁপন ধরিয়ে দেওয়া কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে সফলভাবে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তবেই দুর্লভ উপসম্পদা লাভ করতে হয়, ভিক্ষু হতে হয়।

সেই কথিত ভিক্ষু-পরীক্ষায় কী কী আসতে পারে বা ধরা হতে পারে তার কোনো বিধিবদ্ধ সিলেবাস নেই। তবে দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায় ভিক্ষু-পরীক্ষার অলিখিত সিলেবাসটি মোটামুটি এভাবেই হয়ে থাকে; যথা: ১. পঞ্চশীল, অষ্টশীলসহ বিভিন্ন ধরনের উৎসর্গ, ২. কমপক্ষে ১৫/২০টি সূত্র, ৩. শ্রামণ-কর্তব্য, ৪. ধম্মপদ এবং ৫. বিবিধ প্রশ্ন।

উপসম্পদাপ্রার্থী শ্রামণদেরকে এর আগে বিভিন্ন বই থেকে সংগ্রহ করে এই বিষয়গুলোর উপর পড়ালেখা করতে হতো। এক জায়গায় সবগুলো বিষয়ের তথ্য পাওয়া যেত না। সেই কাজটাই আমি করতে চেয়েছি। উপসম্পদাপ্রার্থী শ্রামণদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে আমি ‘ধম্মপদ’ বাদে বাকি সবগুলো বিষয়ে বিভিন্ন বই থেকে এক জায়গায় জড়ো করেছি আমার

এই সংকলিত বইয়ে। আশা করি বইটি ভিক্ষু-পরীক্ষায় শ্রামণদের জন্য সহায়ক হবে।

আমার এই বইটিকে আমি মোট তিনটি অংশে সাজিয়েছি। প্রথম অংশটি হচ্ছে ‘উৎসর্গ ও সূত্র-সংগ্রহ’। এই অংশে আমি পঞ্চশীল, অষ্টশীল, বিভিন্ন বন্দনা, উৎসর্গ আর বহু সূত্রের সংকলন করেছি বিভিন্ন বই থেকে। দ্বিতীয় অংশটি মূলত ‘শ্রামণ-কর্তব্য’। এই অংশটি মূলত আমি সংগ্রহ করেছি রাজগুরু ভক্তের শ্রামণ-কর্তব্য বই থেকে। তবে পালি অংশগুলো বাদ দিয়েছি কলেবর ও ব্যয় বৃদ্ধির ভয়ে। আর তৃতীয় ও শেষ অংশটি হচ্ছে ‘বিবিধ প্রশ্নোত্তর’। এই অংশটি অনেক আয়াস স্বীকার করে মূলত সংকলন করেছেন অভিজ্ঞ ও খ্যাতিমান অনুবাদক জ্ঞানশান্ত ভিক্ষু, পরম পরহিতব্রতী বিমলজ্যোতি ভিক্ষু ও অভিজ্ঞ টাইপিস্ট শাসনহিত ভিক্ষু। বইটি এখনো অপ্রকাশিত। এই প্রথম আমি তাদের অনুমতি নিয়ে বইটি আমার এই বইয়ে জুড়ে দিয়েছি। তবে পরে আমি নিজেও কিছু কিছু তথ্য জুড়ে দিয়েছি। যাই হোক, পরিশেষে আমি আবারও পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমি এই বইটির সংকলক মাত্র, লেখক তো নয়ই। যাদের বই থেকে লেখাগুলো সংকলন করেছি তাদের প্রতি রইল আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

বর্তমানে গ্রন্থ সংকলন করা বড় একটা কঠিন কোনো ব্যাপার না। বরং সংকলিত বইয়ের প্রকাশনা একটা বিরাট ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। ভাগ্য ভালো, আমারই গুরুভাই স্নেহভাজন অমররত্ন ভিক্ষুকে বইটি প্রকাশ করার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সানন্দে রাজি হয়ে যান। তিনিই এই বইটির সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছেন। তাই তাকে আমি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আশীর্বাদ করি তার প্রব্রজিত জীবন যাতে সুন্দর ও প্রজ্ঞাবিমণ্ডিত হয়।

বইটি যাতে ত্রুটিমুক্ত হয় সেদিকে সযত্ন দৃষ্টি দিয়েছি। তার পরও বলা যায় না আমার দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে একটু-আধটু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতেই পারে। ভিক্ষু হলেও শেষ পর্যন্ত আমি তো মানুষই। আর আমরা তো সবাই জানি মানুষ মাত্রই ভুল করে। তাই আমার সহৃদয় পাঠকদের উপর দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে তারা আমার একান্তই অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলো ক্ষমা সুন্দর চক্ষেই দেখবেন। সবশেষে বইটি যদি শ্রামণদের জন্য ভিক্ষু-পরীক্ষায় কিছুটা হলেও সহায় হয় তবেই আমার সমস্ত শ্রম ও প্রকাশকের অর্থব্যয় সার্থক হবে।

শ্রীমৎ জ্ঞানলোক ভিক্ষু

রাজবন বিহার, রাণামাটি

# ❀ সূচিপত্র ❀

## উৎসর্গ ও সূত্র-সংগ্রহ

বিষয়	পৃষ্ঠা
বন্দনা পর্ব .....	১৭
ত্রিরত্ন বন্দনা .....	১৭
ত্রিরত্ন বন্দনা গাথা .....	১৭
বুদ্ধের নয়গুণ .....	১৭
ধর্মের ছয়গুণ .....	১৭
সংঘের নয়গুণ .....	১৮
অষ্টবিংশতি বুদ্ধ বন্দনা .....	১৮
বুদ্ধের দন্তধাতু বন্দনা .....	১৮
ত্রিচৈত্য বন্দনা .....	১৮
বোধিবৃক্ষ বন্দনা .....	১৯
সীবলী বন্দনা .....	১৯
উপগুপ্ত মহাথেরো বন্দনা .....	১৯
বনভন্তে বন্দনা .....	১৯
ভিক্ষু বন্দনা .....	১৯
পঞ্চশীল প্রার্থনা .....	১৯
অষ্টশীল প্রার্থনা .....	২০
ধূতাজ শীল প্রার্থনা .....	২০
অষ্টশীল নিক্ষেপ প্রার্থনা .....	২০
দশশীল নিক্ষেপ প্রার্থনা .....	২০
উৎসর্গ পর্ব .....	২০
বুদ্ধমূর্তি দান .....	২০
সংঘ দান উৎসর্গ .....	২০
অষ্ট পরিস্কার দান উৎসর্গ .....	২১
বিহার দান .....	২১
তৈরি কঠিন চীবর দান .....	২১
কঠিন চীবর দান (সাদা বস্ত্র) .....	২১
পুদালিক দান .....	২১

কল্পতরু দান .....	২১
স্মৃতিমন্দির উৎসর্গ .....	২১
সহস্র প্রদীপ উৎসর্গ .....	২১
আকাশ প্রদীপ উৎসর্গ .....	২২
ধ্বজা (পতাকা) উৎসর্গ .....	২২
বোধিবৃক্ষ উৎসর্গ .....	২২
বুদ্ধপূজা উৎসর্গ .....	২২
সীবলী পূজা উৎসর্গ .....	২৩
সর্বসাধারণ দান অনুমোদন উৎসর্গ .....	২৩
চাঙমা কধায় পানি ঢালা উৎসর্গ .....	২৪
গাথা পর্ব .....	২৬
অক্ষণ দীপন গাথা .....	২৬
মরণানুস্মৃতি গাথা .....	২৭
মৈত্রী ভাবনা গাথা .....	২৯
মৈত্রী ভাবনা গাথা (২য়) .....	৩১
মেত্তা ভাবনা (পালি) .....	৩২
মৈত্রী ভাবনার ফল .....	৩৩
দান পর্ব .....	৩৩
দানবিধি .....	৩৩
কুশলাকুশল নিরূপণ .....	৩৪
মানব চার প্রকার .....	৩৪
যজ্ঞ তিন প্রকার .....	৩৪
উপাসকের দশটি গুণ .....	৩৫
পরোপকার .....	৩৫
সৎপুরুষের পঞ্চবিধ দান .....	৩৬
ত্রিবিধ দান চেতনা .....	৩৭
৪টি গুণ দ্বারা মানুষের ইহ-পরকালের মহা উপকার সাধিত হয় .....	৩৭
শীল কি? .....	৩৭
মানুষ পাঁচটি কারণে পাপ করেন .....	৩৮
আর্য্য ধন .....	৩৮
চার প্রকার বৌদ্ধ .....	৩৯
বৌদ্ধ ধর্মই উত্তম ধর্ম .....	৩৯
বৌদ্ধধর্ম আচারিত ধর্ম .....	৪০



মানুষের ধন চারটি কারণে বিনষ্ট হয়.....	৪১
সদ্ধর্ম ও পরধর্ম কি? .....	৪২
নিজকে উন্নত ও চরিত্রবান করার উপায় .....	৪৫
বুদ্ধের আহ্বান .....	৪৬
একজন গৃহপতির ষড়্‌দিক বজায় রাখা কর্তব্য .....	৪৬
স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য .....	৪৯
স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য .....	৪৯
নারীদের কর্তব্য.....	৪৯
বালক-বালিকাদের কর্তব্য .....	৫১
পিতামাতার প্রতি ছেলেমেয়েদের কর্তব্য.....	৫১
ভিক্ষু-শ্রামণের প্রতি দায়কের কর্তব্য .....	৫২
উপাসক-উপাসিকাদের বিহার ব্রত.....	৫৩
ভিক্ষু দর্শনের ফল .....	৫৩
শ্রদ্ধা.....	৫৪
মন পরিবর্তন করা.....	৫৪
সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম .....	৫৫
ছাত্র-ছাত্রীদের নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য.....	৫৬
একজন ভাল ছাত্র-ছাত্রীর ইচ্ছা শক্তিই থাকা চাই.....	৬১
মনে উৎসাহ উৎপন্ন করণ.....	৬৪
শিক্ষা ছাড়া মানুষ, মানুষ হিসেবে বিবেচিত হয় না .....	৭২
উৎসাহী হোন মনে জাগাও শক্তি.....	৭৩
স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করার উপায় .....	৭৪
পরিত্রাণ পর্ব .....	৮৪
পরিত্রাণ প্রার্থনা .....	৮৪
দেবতা আমন্ত্রণ.....	৮৪
বিশেষ দেবতা আহ্বান .....	৮৪
দেবতাগণকে পূজ্যদান ও রক্ষা প্রার্থনা .....	৮৪
বুদ্ধ শাসনের উন্নতি ও রক্ষা প্রার্থনা .....	৮৪
দেবগণের নিকট রক্ষা প্রার্থনা .....	৮৪
মহামঙ্গল সুত্তং (১).....	৮৫
রতন সুত্তং (২) .....	৮৬
করণীয় মেত্ত সুত্তং (৩) .....	৮৯
খন্ধ পরিসুত্তং (৪) .....	৯০
মোর পরিসুত্তং (৫).....	৯১

বটুক পরিত্তং (৬) .....	৯২
ধজ্ঞা পরিত্তং (৭) .....	৯২
আটানাটিয় সুত্তং (৮) .....	৯৪
সুপ্পব্বণহ সুত্তং (৯) .....	৯৬
বোজ্জঙ্গ পরিত্তং (১০) .....	৯৮
অঙ্গুলিমাল পরিত্তং (১১) .....	৯৯
ধারণ পরিত্তং (১২) .....	৯৯
জিনপঞ্জর গাথা (১৩) .....	১০১
সীবলী পরিত্তং (১৪) .....	১০২
ভূমি সুত্তং (১৫) .....	১০৪
জয় পরিত্তং (১৬) .....	১০৫
ছাদিসাপাল সুত্তং (১৭) .....	১০৬
রতন উল্লাস পরিত্তং (১৮) .....	১০৮
জয়মঙ্গল অট্ট গাথা (১৯) .....	১১০
নবঙ্গ সুত্তং (২০) .....	১১১
অট্টবীসতি পরিত্তং (২১) .....	১১২
তিরোকুড্ড সুত্তং (২২) .....	১১২
দসধম্ম সুত্তং (২৩) .....	১১৩
চক্ক পরিত্তং (২৪) .....	১১৪
গিরিমানন্দ সুত্তং (২৫) .....	১১৫
মহাকস্সপথের বোজ্জঙ্গ (২৬) .....	১১৯
মহামোঙ্গল্লানথের বোজ্জঙ্গ (২৭) .....	১২০
মহাচুন্দথের বোজ্জঙ্গ (২৮) .....	১২১
আটানাটিয় সুত্তং (বড়) (২৯) .....	১২৩
মহাসময় সুত্তং (৩০) .....	১৩৬
মচ্ছরাজ পরিত্তং (৩১) .....	১৪২
মহাসতিপট্টান সুত্তং (৩২) .....	১৪৩
বিনয়-বিধান .....	১৭২
টীবরাদিতে বিনয়কর্ম বিধান .....	১৭২
প্রত্যাঙ্গার কর্ম .....	১৭২
নিস্সঙ্গিয় দেশনা বিধান .....	১৭৩
টীবরে রাত্রিবিপ্রযুক্ত নিস্সঙ্গিয়ের বিধান .....	১৭৩
বিকল্পন কথা .....	১৭৪
প্রবারিতের প্রতিবিধান .....	১৭৪

উপোসথ বিধান .....	১৭৫
একজন ভিক্ষুর উপোসথ কর্মবাক্য .....	১৭৫
দুইজন ভিক্ষুর উপোসথ কর্মবাক্য .....	১৭৫
তিনজন ভিক্ষুর অঃঃঃঃঃ উপোসথ কর্মবাক্য.....	১৭৫
বিকালে থামে যাওয়ার বিনয় বিধান.....	১৭৫
বর্ষাবাস অধিষ্ঠান কর্মবাক্য .....	১৭৫
বর্ষাবাসিক স্নানবস্ত্র অধিষ্ঠান.....	১৭৬
সপ্তাহ করণীয় কর্মবাক্য.....	১৭৬
প্রবারণা বিধান .....	১৭৬
একজন ভিক্ষুর প্রবারণা কর্মবাক্য.....	১৭৬
দুইজন ভিক্ষুর প্রবারণা.....	১৭৬
তিনজন ভিক্ষুর প্রবারণা .....	১৭৬
সঙ্ঘের প্রবারণা.....	১৭৭
কঠিনচীবর বিনয় বিধান .....	১৭৭
কঠিনখার কর্মবাক্য.....	১৭৭
কঠিনচীবর অনুমোদন কর্মবাক্য.....	১৭৮
বুদ্ধমূর্তির জীবন্যাস.....	১৭৮
বুদ্ধের নয়গুণ আরোপ .....	১৭৮
ধর্মের ছয়গুণ আরোপ.....	১৭৮
সঙ্ঘের নয়গুণ আরোপ .....	১৭৯
অনেক জাতি সংসার গাথা.....	১৭৯
পটিচ্চসমুপ্পাদ (অনুলোম) .....	১৭৯
পটিচ্চসমুপ্পাদ (প্রতিলোম) .....	১৭৯
উদান গাথা.....	১৭৯
পট্টানপাচয় উদ্দেশ.....	১৮০
বুদ্ধের নয়গুণ আরোপ .....	১৮০
অভিসেক গাথা.....	১৮০
উগ্গ্‌হোসন গাথা.....	১৮০
গিলানপ্রত্যয় পূজা (সকালে).....	১৮১
সরবতাদি ভৈষজ্য দান (সন্ধ্যায়) .....	১৮১
মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে পাঠ করা যায়.....	১৮১
শ্মশানে পাঠ করা যায় .....	১৮১

## শ্রামণ-কর্তব্য

শ্রামণ-কর্তব্য .....	১৮৫
গ্রন্থারম্ভ .....	১৮৫
বুদ্ধশাসনে পুত্রদান .....	১৮৫
পুত্রদানের ফল .....	১৮৫
প্রব্রজ্যা প্রার্থনা .....	১৮৬
কাষায়বস্ত্র দান .....	১৮৬
কাষায়বস্ত্র প্রার্থনা .....	১৮৬
চীবর পরিধানার্থে প্রত্যবেক্ষণ করার নিয়ম .....	১৮৬
অশুভ কর্মস্থান দান .....	১৮৬
কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা .....	১৮৭
প্রব্রজ্যা গ্রহণকারী শ্রামণের দশশীল প্রার্থনা .....	১৮৭
প্রব্রজ্যা গ্রহণকারী শ্রামণের দশশীল .....	১৮৮
দশশীলের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা .....	১৮৯
উপাধ্যায় গ্রহণ .....	১৯০
প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা .....	১৯১
বর্তমান চীবর প্রত্যবেক্ষণ .....	১৯১
বর্তমান পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ .....	১৯১
বর্তমান শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ .....	১৯২
বর্তমান গিলান প্রত্যবেক্ষণ .....	১৯২
অতীত চীবর প্রত্যবেক্ষণ .....	১৯২
অতীত পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ .....	১৯৩
অতীত শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ .....	১৯৩
অতীত গিলান প্রত্যবেক্ষণ .....	১৯৪
উক্ত প্রত্যবেক্ষণ সম্বন্ধে শ্রামণদের কর্তব্য .....	১৯৫
শ্রামণের শিক্ষা .....	১৯৫
১। শ্রামণের দশশীল কি কি? .....	১৯৫
২। শ্রামণের দশ শিক্ষা কি? .....	১৯৬
৩। শ্রামণের দশটি পারাজিকা কি কি? .....	১৯৬
৪। শ্রামণদের দশটি নাশের কারণ কি কি? .....	১৯৬
৫। পাঁচটি লিঙ্গ নাশের কারণ কি? .....	১৯৬
৬। পাঁচটি সর্বনাশের কারণ কি কি? .....	১৯৬
৭। শ্রামণের দশটি দণ্ডকর্মের বিষয় কি কি? .....	১৯৬

৯। পঞ্চ বালুকা দণ্ডকর্ম কি কি? .....	১৯৭
১০। বিহার হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়ার বিষয় কি কি? .....	১৯৭
শৈক্ষ্য ধর্ম .....	১৯৭
পরিমণ্ডল বর্গ .....	১৯৭
উচ্চহাস্য বর্গ .....	১৯৮
কটিদেশ বর্গ .....	১৯৮
সুন্দর বর্গ .....	১৯৯
গ্রাস বর্গ .....	২০০
সুরূপ বর্গ .....	২০০
পাদুকা বর্গ .....	২০১
কুমার প্রশ্ন .....	২০২
চতুর্দশ প্রকার খন্ডক ব্রতাদি কি কি? .....	২০৩
প্রশ্নোত্তরে শ্রামণ-কর্তব্য .....	২০৬
মহাস্থবির শীলবংশের উপদেশাবলী .....	২১৯
দৈনিক চরিত্র সংগ্রহ .....	২২৫
কুলদুষক কর্ম .....	২২৮

## বিবিধ প্রশ্নোত্তর

বিবিধ প্রশ্নোত্তর .....	২৩৫
বিবিধ শ্রেণি— ১ .....	২৩৫
বিবিধ শ্রেণি— ২ .....	২৬২
বিবিধ শ্রেণি— ৩ .....	২৬৩
বিবিধ শ্রেণি— ৪ .....	২৬৮
বিবিধ শ্রেণি— ৫ .....	২৭৯
বিবিধ শ্রেণি— ৬ .....	২৮৯
বিবিধ শ্রেণি— ৭ .....	২৯৩
বিবিধ শ্রেণি— ৮ .....	২৯৬
বিবিধ শ্রেণি— ৯ .....	৩০০
বিবিধ শ্রেণি— ১০ .....	৩০২
বিবিধ শ্রেণি— ১০+ .....	৩০৭
পঞ্চবুদ্ধ পরিচিতি .....	৩১৫
(বনভক্তে) 'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি .....	৩২৩

রাজবন বিহারের কিছু তথ্য সংগ্রহ .....	৩২৭
ত্রিপিটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি.....	৩৩২
বুদ্ধ পরিচয়.....	৩৩৮

-----

# উৎসর্গ ও সূত্র-সংগ্রহ

শ্রীমৎ জ্ঞানলোক ভিক্ষু  
কর্তৃক সংকলিত





# উৎসর্গ ও সূত্র-সংগ্রহ

## বন্দনা পর্ব

নমো তস্মৈ ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্মৈ । (৩বার)

## ত্রিৱল্প বন্দনা

বুদ্ধং বন্দামি, ধম্মং বন্দামি, সংঘং বন্দামি, অহং বন্দামি সৰ্ব্বদা । (৩বার)

## ত্রিৱল্প বন্দনা গাথা

যো সন্নিসিন্নো বর বোধিমূলে,  
মারং সসেনং মহতিং বিজেত্বা,  
সম্মোধি মাগপ্পি অনন্তএগ্গণো,  
লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধং ।  
অট্ঠঙ্গিকো অরিয়োপথো জনানং,  
মোক্খপ্লবেসো উজ্জুকো\*ব মগ্গণো ।  
ধম্মো অযং সন্তিকরো পণীতো,  
নিয়্যানিকো তং পণমামি ধম্মং ।  
সঙ্কো বিসুদ্ধো বর-দকখিণেয্যো,  
সন্তিন্দিযো সৰ্ব মলপ্লহীনো ।  
গুণেহি নেকেহি সমিদ্ধিপ্লভো,  
অনাসবো তং পণমামি সঙ্ঘং ।

## বুদ্ধের নয়গুণ

ইতিপি সো ভগবা অরহং, সম্মাসম্বুদ্ধো, বিজ্জাচরণ সম্পন্নো, সুগতো,  
লোকবিদু, অনুত্তরো, পুরিসদম্ম সারথি, সখা দেবমনুস্সানং, বুদ্ধো  
ভগবা\*তি ।

## ধম্মের ছয়গুণ

স্বাক্খাতো ভগবতো ধম্মো, সন্দিট্ঠিকো, অকালিকো, এহিপস্সিকো,  
ওপনাযিকো, পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিএঃঞুহী\*তি ।

## সংঘের নয়গুণ

সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসজ্জো, উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবক সজ্জো,  
এগ্গপটিপন্নো ভগবতো সাবকসজ্জো, সমীচিপটিপন্নো ভগবতো সাবক  
সজ্জো, যদিদং চত্তারি পুরিস যুগানি অট্ট পুরিস পুগ্গলা এস ভগবতো  
সাবক সজ্জো, আহ্নেয্যো, পাহ্নেয্যো, দক্খিণেয্যো, অঞ্জলি করণীয্যো,  
অনুত্তরং পুএংএক্কেত্তং লোকস্সাতি ।

## অষ্টবিংশতি বুদ্ধ বন্দনা

- ১। তণ্হঙ্করো মহাবীরো, মেধাঙ্করো মহাযসো,  
সরণঙ্করো লোকহিতো, দীপঙ্করো জুতিঙ্করো ।
- ২। কোণ্ডএংএগ্গা জনপামোক্খো, মঙ্গলো পুরিসাসভো,  
সুমনো সুমনো ধীরো, রেবতো রতিবন্ধনো ।
- ৩। সোভিতো গুণসম্পন্নো, অনোমদস্সী জনুত্তমো,  
পদুমো লোকপজ্জাতো, নারদো বরসারথি ।
- ৪। পাদুমুত্তরো সত্তসারো, সুমেধো অগ্গপুগ্গলো,  
সুজাতো সৰ্বলোকগ্গো, পিয়দস্সী নরাসভো ।
- ৫। অথদস্সী কারুণিকো, ধম্মদস্সী তমোনুদো,  
সিদ্ধথো অসমো লোকে, তিস্সো বরদসংবরো ।
- ৬। ফুস্সো বরদসম্মুদ্ধো, বিপস্সী চ অনুপমো,  
সিখী সৰ্বহিতো সথা, বেস্সভু সুখদায়কো ।
- ৭। ককুসন্ধো সথবাহো, কোণাগমনো রনজ্জহো,  
কস্সপো সিরিসম্পন্নো, গোটমো সাক্যপুঙ্গবো ।
- ৮। অট্টবীসতীমে বুদ্ধা, নিব্বানামতদায়কা,  
নমামি সিরসা নিচ্চং, তে মে রক্কন্ত্ব সৰ্বদাতি ।

## বুদ্ধের দন্তধাতু বন্দনা

একা দাঠা তিদসপুরে, একা নাগপুরে আহু,  
একা গন্ধার বিসয়ে, একাসি পুন সীহলে ।  
চতস্সো তা মহাদাঠা, নিব্বানরসদীপিকা,  
পূজিতা নরদেবেহি, তাপি বন্দামি ধাতুযো ।

## ত্রিচৈত্য বন্দনা

বন্দামি চেতিয়ং সৰ্বং, সৰ্বটঠানেসু পতিটঠিতং,  
সারীরিকধাতুং মহাবোধিং, বুদ্ধরূপং সকলং সদা ।

### বোধিবৃক্ষ বন্দনা

- ১। যস্সমুলে নিসিন্ধো ব সৰ্বারি বিজয়ং অকা,  
পত্তো সৰ্বাংগুতং সথা বন্দে তং বোধিপাদপং
- ২। ইমে এতে মহাবোধি লোকনাথেন পুজিতা,  
অহম্পি তে নমস্সামি বোধিরাজা নমথু তে।

### সীবলী বন্দনা

সীবলীযং মহাথেরো লাভীনং সেট্ঠতং গতো মহন্তং পুংগুগবন্তং তং  
অভিবন্দামি সৰ্বদা (৩বার)

### উপগুপ্ত মহাথেরো বন্দনা

ইন্ধিমন্তো জ্যোতিমন্তো মহামারং পমদনো,  
সাসনো রক্খিতো সন্তো কল্পকালো অধিট্ঠিতো;  
লোকালয়ং বজ্জিত্বা মহাসমুদে বসিতো মুণি,  
তং উপগুপ্তং পুজিত্বা অহং বন্দামি সৰ্বদা।  
ইদং পূজং অনুমোদিত্বা থেরো মহাকারুনিকো,  
সৰ্ব মারং অন্তরাযং পমাদন্তো। (৩বার)

### বনভন্তে বন্দনা

অপ্পমন্তো সতিমন্তো পুরিসো দুল্লভো,  
বুদ্ধোপন্তো বনভন্তে অরিয় পুণ্ণলো।  
গহণ অরংগেং বিহারিং দ্বাদস-বস্‌সানি,  
ধুতাপ্প সীল-বিমলা দীঘ একচারিং।  
অসেস দুক্‌খরো মুণি বুদ্ধংগা লাভিং,  
তং রক্ত-কমল পদে সিরসা নমামি। (৩বার)

### ভিক্ষু বন্দনা

ওকাস বন্দামি ভন্তে (সজ্জো) দ্বারভয়েন কতং সৰ্বং অপরাধং খমতু মে  
ভন্তে (সজ্জো)। দুতিযম্পি... ততিযম্পি।  
(তিনজনের অধিক হলে সজ্জো বলতে হবে)

### পঞ্চসীল প্রার্থনা

সংসারাবত্ত দুক্‌খতো মুঞ্চিত্বা নিব্বানং সচ্ছি করনথায় ওকাস ময়্‌হাং  
(অহং) ভন্তে তিসরণেন সহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচমা (যাচামি) অনুগ্‌গহং কত্বা  
সীলং দেথ নো (মে) ভন্তে। (৩বার)

### অষ্টশীল প্রার্থনা

সংসারাবত্ত দুক্খতো মুঞ্চিহুতা নিব্বানং সচ্ছি করনথায় ওকাস মযং (অহং) ভন্তে তিসরণেন সহ অট্টাঙ্গ সমন্নাগতং উপোসথ সীলং ধম্মং যাচমা (যাচামি) অনুগ্গহং কত্তা সীলং দেথ নো (মে) ভন্তে । (৩বার)

### ধুতাজ শীল প্রার্থনা

সংসারাবত্ত দুক্খতো মুঞ্চিহুতা নিব্বানং সচ্ছি করনথায় ওকাস মযং (অহং) ভন্তে ধুতাজ সীলং ধম্মং যাচমা (যাচামি) । (৩বার)

(এখানে দায়ক একজন হলে বন্ধনীর ভিতরে গুলো বলতে হবে)

গৃহীদের জন্য দুটি ধুতাজ শীল আছে । যেমন:

- ১) নানাসন ভোজনং পটিকথিপামি, একাসনিকঙ্গং সমাদিয়ামি ।(৩বার)
- ২) দুতিয়ক ভাজনং পটিকথিপামি, পত্তপিণ্ডিকঙ্গং সমাদিয়ামি ।(৩বার)

### অষ্টশীল নিক্ষেপ প্রার্থনা

ওকাস মযং (অহং) ভন্তে অট্টাঙ্গ সমন্নাগতং উপোসথ সীলং নিক্ষেপামি তিসরণেন সহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচমা (যাচামি) অনুগ্গহং কত্তা সীলং দেথ নো (মে) ভন্তে । (৩বার)

### দশশীল নিক্ষেপ প্রার্থনা

ওকাস মযং (অহং) ভন্তে পব্বজা সামণের দসসীলং নিক্ষেপামি তিসরণেন সহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচমা (যাচামি) অনুগ্গহং কত্তা সীলং দেথ নো (মে) ভন্তে । (৩বার)

বন্দনা পর্ব সমাপ্ত

### উৎসর্গ পর্ব

#### বুদ্ধমূর্তি দান

মযং ভন্তে (সঙ্ঘো), ইমং বুদ্ধবিম্বং সৰ্বেহি দেবমনুস্সেহি পূজনথায় ইমস্মিং বিহারে দানং দেমি চ পতিট্ঠাপেমি; ইদং মে পুএংএং অনাগতে বোধিঞাণং পটিলভায় সংবত্তু নিব্বানস্স পচ্চযো হোতু । (৩-বার)॥

#### সংঘ দান উৎসর্গ

মযং ভন্তে সঙ্ঘো ইমং ভিক্ষং সপরিচ্ছারং অনুত্তরং ভিক্ষু সঙ্ঘস্স দানং দেমা পূজেমা । (৩বার)

### অষ্ট পরিস্কার দান উৎসর্গ

ময়ং ভন্তে সজ্জো ইদম্মে অট্ঠ পরিক্খরং দানেন অনাগতে এহি ভিক্খু ভাবায় পচ্চায়ো হোতু। (৩-বার)

### বিহার দান

ময়ং ভন্তে সজ্জো, ইমং বিহারং চতুদ্দিসা আগতানাগত অনুত্তরং ভিক্খুসঙ্ঘস্স উদ্দিস্সে দানং দেম; সজ্জো যথাসুখং পরিভুঞ্জন্তো। (৩-বার)॥

### তৈরি কঠিন চীবর দান

ময়ং ভন্তে সজ্জো, ইমং কঠিনচীবরং অনুত্তরং ভিক্খুসঙ্ঘস্স দানং দেম; কঠিনং অথরিতুং। (৩-বার)

### কঠিন চীবর দান (সাদা বস্ত্র)

ময়ং ভন্তে সজ্জো, ইমং কঠিনদুস্সং অনুত্তরং ভিক্খুসঙ্ঘস্স দানং দেম; কঠিনং অথরিতুং। (৩-বার)

### পুদ্যালিক দান

ময়ং ভন্তে, ইমং খাদনীয়ং ভোজনীয়ং আয়স্মন্তস্স ভিক্খুস্স (সামনেরস্স) দানং দেম পূজেমা। (৩-বার)

### কল্পতরু দান

ময়ং ভন্তে সজ্জো, ইমং কল্পরক্খং আয়স্মন্তং ভিক্খুসঙ্ঘস্স দানং দেম পূজেমা। ইদং মে পুএংএং সব্বলাভং পট্টিলাভায সংবত্তু, নিব্বানস্স পচ্চায়ো হোতু। (৩-বার)

### স্মৃতিমন্দির উৎসর্গ

ইতি'পি সো ভগবা অরহং, সম্মাসম্মুদ্বো, বিজ্জাচরণসম্পন্নো, সুগতো, লোকবিদু, অনুত্তরো, পুরিসদম্ম সারথি, সথা দেব-মনুস্সানং, বুদ্ধো ভগবা। ইমেহি গুণ গুণেহি সমুপেতং তং ভগবন্তং ইমিনা চেতিয়মহেন পূজেমি, পূজেমি, পূজেমি। ইদং পুএংএগনিসংসং মম পরলোকগত এগতিস্স (পিতুস্স, মাতুস্স) উদ্দিস্সে নিয্যাদেমি। সো ইমং পুএংএগনিসংসং অনুমোদিত্বা ভবাভবে সর্ব সুখসম্পত্তি অনুভাবিত্বা পচ্ছা নিব্বানসম্পত্তি পাপুণতি॥

### সহস্র প্রদীপ উৎসর্গ

ইতি'পি নিরোধসমাপত্তিতো উট্ঠহিত্বা নিসিন্ধস্স বিয ভগবতো অরহতো সম্মাসম্মুদ্বস্স। ইমিনা সহস্স পদীপেন বুদ্ধং পূজেমি। (৩-বার)

### আকাশ প্রদীপ উৎসর্গ

ইতি'পি নিরোধ সমাপত্তিতো উট্ঠহিত্বা নিসিন্সস বিয ভগবতো  
অরহতো সম্মাসমুদ্রস্। ইমিনা আকাসপদীপেন চুলামনি চেতিযং উদ্দিস্সে  
বুদ্ধং পূজেমি। (৩-বার)

### ধ্বজা (পতাকা) উৎসর্গ

ইতি'পি নিরোধ সমাপত্তিতো উট্ঠহিত্বা নিসিন্সস বিয ভগবতো  
অরহতো সম্মাসমুদ্রস্। ইমেহি ধ্বজং তথাগতস্ উদ্দিসিত্বা পূজেমি।  
(৩-বার)

### বোধিবৃক্ষ উৎসর্গ

ইমং বোধিরূক্ষং সৰ্বেহি দেবমনুস্সেহি পূজনথায় দানং দেমি পূজেমি।  
ইদং মে পুঞ্ঞং বোধিঞাণং পট্টিলাভায় সংবত্তু নিব্বানস্ পচ্চযো  
হোতু। (৩-বার)

### বুদ্ধপূজা উৎসর্গ

নমো তস্ ভগবতো অরহতো সম্মাসমুদ্রস্। (৩ বার)

ইতিপি সো ভগবা অরহং সম্মাসমুদ্রো বিজ্জাচরণসম্পন্নো সুগতো  
লোকবিদু অনুত্তরো পুরিসদম্মসারথি সত্থা দেবমসুস্সানং বুদ্ধো ভগবা'তি।  
ইতিপি নিরোধ সমাপত্তিতো উট্ঠহিত্বা নিসিন্সস বিয ভগবতো অরহতো  
সম্মাসমুদ্রস্; স্বাক্ষাতো ভগবতা ধাম্মো; সুপ্পটিপন্নো যস্ ভগবতো  
সাবকসজ্জো; তমহং ভগবত্তং সধম্মং সসজ্জং ইমেহি পুপ্পেহি ইমেহি  
উদকেহি ইমেহি সুগন্ধেহি ইমেহি আহারেহি ইমেহি নানবিধেহি ফল-মূলেহি  
ইমেহি মধুহি ইমেহি পূবেহি ইমেহি লাজেহি ইমেহি পদীপেহি ইমেহি  
আগ্গীহি ইমেহি তাম্বুলেহি ইমেহি নানাবিধেহি অগ্নরসেহি পূজোপচারেহি  
বুদ্ধং পূজেমি পূজেমি পূজেমি। ইদং নানাবিধেহি পূজোপচারেহি পূজানুভাবেন  
বুদ্ধ-পচ্চেকবুদ্ধ-অগ্গসাবক-মহাসাবক-অরহন্তানং সভাবসীলং অহম্পি তেসং  
অনুবত্তকো হোমি। ইদং পূজোপচারং ইদানি বণ্ণেনাপি সুবণ্ণং গন্ধেনাপি  
সুগন্ধং সপ্পানেনাপি সুসপ্পানং থিগ্গমেব দুব্বণ্ণং দুগ্গন্ধং দুসপ্পানং অনিচ্চতং  
পাপুণিস্সাতি। এবমেব সৰ্বে সংখারা অনিচ্চা, সৰ্বে সংখারা দুক্খা, সৰ্বে  
ধম্মা অনত্তা'তি। ইমিনা বন্দনা মানন পূজাপটিপত্তি অনুভাবেন আসবক্খয  
বাহং হোতু সৰ্বদুক্খা, সৰ্বভয়া, সৰ্বরোগা, সৰ্ব-অন্তরায়া, সৰ্ব-উপদ্বা  
পমুঞ্চন্তু নিব্বানস্ পচ্চাযো হোতু'তি।

### সীবলী পূজা উৎসর্গ

নমো তস্ স ভগবতো অরহতো সম্মাসমুদ্রস্ । (৩ বার)

ইতিপি সো সৰ্বলাভীন্ সীবলী অরহং তমহং ভগবন্তং সধম্মং ইমেহি আহাৰেহি, ইমেহি নানাবিধেহি ফল-মূলেহি মধুহি পূবেহি লাজেহি কুম্মাসেহি তাম্বুলেহি নানাবিধেহি অগ্গরসেহি পূজো পচাৰেহি । তমহং ভগবন্তং সধম্মং সসজ্জং সীবলী নাম অরহং মহাথেরস্ পূজেমি, পূজেমি, পূজেমি । ইমিনা পূজাসন্ধার অনুভাবেন যাব নিব্বানস্ পত্তিতাব জাতি-জাতিয়ং সুখং পাপুণিতুং পথনং কৰোমি, তেজানুভাবেন সৰ্বলাভং ভবন্ত মে । ইদং নানাবিধেহি পূজোপচাৰেহি পূজানুভাবেন বুদ্ধ-পচেকবুদ্ধ-অগ্গসাবক-মহাসাবক-অরহন্তেন সন্ধিং সীবলী মহালাভী সভাবসীলং, অহম্পি তেসং অনুবত্তকো হোমি; ইদং পূজোপচাৰং ইদানি বণ্ণেনাপি সুবণ্ণং গন্ধেনেনাপি সুগন্ধং সপ্পানেনাপি সুসপ্পানং থিঙ্গমেব দুব্বণ্ণং দুগ্গন্ধং দুসপ্পানং অনিচ্চতং পাপুণিসসাতি । এবমেব সৰ্বে সংখারা অনিচ্চা, সৰ্বে সংখার দুক্খা, সৰ্বে ধম্মা অনত্তা'তি । ইমিনা বন্দনা মানন পূজাপটিপত্তি অনুভাবেন আসবকখায বাহং হোতু সৰ্বদুক্খা পমুঞ্চন্ত । ইমায ধম্মানুধম্মপত্তিপত্তিয়া বুদ্ধ-ধম্ম-সজ্জস্ সন্ধিং সীবলিং পূজেমি । অদ্ধা ইমায ধম্মানুধম্মপত্তিপত্তিয়া জাতি-জরা-ব্যাদি-মরণম্হা দলিদ্দতো পরিমুচ্চিস্সামি ।

### সর্বসাধরণ দান অনুমোদন উৎসর্গ

ময়ং ভন্তে, সংসার কন্তারো সৰ্ব দুক্খাতো মোচনথায়, নিব্বানং সচ্ছি করণথায়, কম্মঞ্চ কম্ম বিপাকঞ্চ সদ্ধহিত্তা তিসরণেন সন্ধিং পঞ্চাঙ্গ সীলানি সমাদযিত্তা মম পরলোকগত এগতিসমুহস্ চ মম কল্যাণ মিত্তঞ্চ ইমানি (সংঘ দানানি, অট্ট পরিষ্কার দানানি, পিণ্ড দানানি) নানাবিধ দান বথুনি আযস্মন্তো দক্খিণো দকং সিধেত্তা দানং দিন্নং তং যথা সুখং পরিভুঞ্জন্ত ।

ইদং বো এগতিনং হোতু সুখীতা হোন্ত এগতায়ো । (৩বার)

উন্নে উদকং বট্টং যথা নিন্নং পবত্ততি, এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকপ্পতি । যথা বারি বহাপূরা পরিপূরেত্তি সাগরং, এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকপ্পতি । এত্তাবতা চ অম্হেহি সম্বতং পুএংএঃ সম্পদং, সৰ্বে-দেব, সৰ্বে-সত্তা, সৰ্বে-ভূতা, অনুমোদন্তো সৰ্ব সম্পত্তি সিদ্ধিয়া, আকাসট্টা চ ভূমট্টা দেবনাগা মহিদ্ধিকা, পুএংএঃ তং অনুমোদিত্তা চিরং রক্কন্ত বুদ্ধ সাসনং, চিরং রক্কন্ত সদ্ধর্ম দেসনং, চিরং রক্কন্ত অম্হকঞ্চ পরঞ্চতি । ইমিনা পুএংএঃ কম্মেন মা মে বালা সমাগমো, সতং সমাগমো

হোতু যাব নিব্বাণ পত্তিয়া । (৩বার)

কুদিট্ঠিয়া ন সংযুঞ্জে সংযুঞ্জহং সুদিট্ঠিয়া, দানাদি সংযুক্ত হোমি পসন্ন লোক সম্মত । সুবল্লতা, সুস্বরতা, সুসষ্ঠানং, সুরূপতা অধিপচ্যা পরিবারা লভেয়ুং জাতি জাতিযং । দেব বস্সসম্ব কালেন সস্স সম্পত্তি হেতু চ, ফীতো ভবতু রাজা চ লোক চ ভবতু ধম্মিকো ।

ইদং মে দানং, ইদং মে সীলং, ইদং মে পুণ্ড্রং, আসবক্কখ বহং হোতু নিব্বানস্স পচচয়ো হোতু । (৩ বার)

পেত লোকে তিরচ্ছান নিরয়ো চ অবীচিতো, হীন কুলে ন জায় আমি জাতি জাতি ভবাববে, বসুন্ধরা দেব ভূমি সদ্দিং কত্থা সমাগতা ইদানি কুসল কম্মানি তুমহে জানথা বসুন্ধরী সচ্ছী হোতু ভবতু তিট্ঠতু । ইমিনা পুণ্ড্রকম্মেন সবেব সত্তা সুখীতা হোন্তু, সৰ্ব্ব দুক্খা পমুঞ্চন্তু নিব্বাণস্স পচচয়ো হোতু'তি ।

### চাণ্ডমা কথায় পানি ঢালা উৎসর্গ

ও ভাস্তে, সংসারর দুক্খানিভূন মুক্ত হ'নেই নির্বান পেবাভ্যেই কর্ম-কর্মফলরে বিশ্বেস গরিনেই হুজিমনে ত্রিশরণ সুদ্ধ পঞ্চশীল লোইয়েই, আমার মরিয়েয়া বাবর (আজুর, মাবুয়র আহ মোক্কোর) ও একত্রিশ লোকভূমির সকল প্রাণীর উদিজ গরিনেই এই (সংঘ দান, অষ্টপরিস্কার দান, সিয়ং দান ও নানা বাবুত্যা) দান জিনিস্সানি আহ হেবার জিনিস্সানি ভন্তে দাগিইদু দান গরির । এই দানর দ্বারায় যেই পূণ্যয়ানি হুল সিয়ত্তুন জেদি-গুত্তিউনর ও একত্রিশ লোকভূমির বেক প্রাণীউনর উদিজে পানি ঢালিনেই উৎসর্গ গরির । আমার জেদি-গুত্তিউন ও একত্রিশ লোকভূমির বেক প্রাণীউন এ দান ফলানি পেনেই বেগ্ দুগত্তুন মুক্ত অদোক । এই দানর পূণ্যয়ানিলোই আমিয়্য যেন্ বুদ্ধ শাসনত শ্রাবক সংঘর অন্য ইক্কো অই নির্বাণ লাঘত্ পেই, এই বরান মাগির ।

আমি যা কিছু পূণ্য গরিলং সিয়ানি পেনেই আমার মরি যেইয়্যা জেদি-গুত্তিগুণ ও একত্রিশ লোকভূমির বেগ্ প্রাণীউন সুখী অদোক ।

অজল জাগাত্তুন যেন পানি তল মুক্ক্যাদি যায়, ঠিক সেদক্যা আমি গজ্যা পূণ্যয়ানিও আমার মরি যেইয়্যা প্রেতথুনো সিদু ও একত্রিশ লোকভূমির বেগ্ প্রাণীউন সিদু ভাজা দোক্কোই ।

চিগোন ছড়াছড়িয়ানি চেরোহিন্তেথুন পানি বোই নেযেনেই যেদক্যা গরি মহা সাগরানিরে পরিপূর্ণ গরেনগোই ঠিক সেদক্যা আমার পূণ্যয়ানিও আমার মরি যেইয়্যা জেদি প্রেত্তনর ও একত্রিশ লোকভূমির বেগ্ প্রাণীউনর পরাধরা



পুরন গরোক্কাই।

এচ্চ্যা আমি যেদক্কানি পূণ্য গরিলং সে বেগ্ সম্পত্তি পাইদ্যে লাভ গরেন্দে পূণ্য দেবেদা বেগ্ পরানবলা আ বেগ্ ভুত্তুনে (যক্ষ, সাপ, প্রেত্তুনে) ও একত্রিশ লোকভূমির বেগ্ প্রাণীউনে পেনেই পেই সুখী অদোক।

আগাজত্ থেইয়্যা মাদিদ্ থেইয়্যা ঋদ্ধিবলা দেবেদা, সাঙ্গুনে ও একত্রিশ লোকভূমির বেগ্ প্রাণীউনে আমি গজ্যা পূণ্যয়ানি পেনেই বুদ্ধর শাসন, বুদ্ধর দেশনয়ানি আর আমারে বেক্কনরে নিত্য রক্ষা গর।

এই পূণ্যয়ানি লোই বজং মানুষ (মুরপ্প) লাগদ ন-পেদং, নির্বান ন-অই সং গম মানুষ লাগত্ পেদং।

আমি নির্বান ন-যেই সং মিথ্যাদৃষ্টি ন-অনেই সম্যকদৃষ্টি অদং আ-মান্জ্যে বায়িনি গজ্যা দান-শীল-ভাবনা গম হামানিত্ থেই পাত্তং।

নির্বান ন-যেই সং জন্মে জন্মে উচ্চকুলে, উচ্চবংশে, ধনী ও জ্ঞানী অনেই, দোল হেইয়্যা, দোল রহ্অ, চগে-চাগে বেগ্ বিষয়ানিত্ ডবাহাদি আহ্ দোল গিরিত্তি পেদং।

নির্বান ন-যেই সং জন্মে জন্মে আমি বেগ্ ধর্ময়ানি কোইপাত্তং, সাগর ধক্কে গম্ভীর, জ্ঞানবলা, তেজি আহ্ বেগ্ শেজে প্রতিসম্ভিদা সহ ষড়বিজ্জা লাভ গরি পাত্তং।

আমার পূণ্যয়ানি পেনেই দেবেদাউনে ঠিক সময়ে ঝড় দেদোগ, পিথিমি ধন-ধান্যে ভরি উদোক আহ্ রাজাগুন ধার্মিক অদোক।

আমার এ দান, এ শীল আহ্ এ পূণ্যয়ানিলোই আসত্তি ক্ষয় গরিনেই নির্বান লাভ গরি পাত্তং।

আমার গজ্যা এই পূণ্যয়ানিলোই যেন জন্মে জন্মে প্রেত কুলে, তির্য্যক কুলে, নরগত, অবীচি নরগত আ হীন কুলে ন-জন্মেদং।

এ পিথিমি আ স্বর্গত্তুন তুমি যারা এচ্ছ্য, তুমি বেক্কনে আমার গজ্যা পূণ্যকামানি জানি-ল, ও পিথিমি তুই সাক্ষী অই থাক।

এই পূণ্য কামানিলোই একত্রিশ লোকভূমির বেগ্ পরান বলাউন সুখী অদোক, বেগ্ দুক্কানি শেজ অনেই নির্বান লাভ গরি পাত্তোক।

উৎসর্গ পর্ব সমাপ্ত

## গাথা পর্ব

## অক্ষণ দীপন গাথা

আটটি অক্ষণ মুক্ত সময় সুক্ষণ,  
 লভিতে কঠিন হয় মানব জীবন।  
 জ্ঞানবান যিনি তাহা লভিতে সক্ষম,  
 সর্বদা উচিত তার পুণ্য উপার্জন।  
 অরূপ-অসংজ্ঞলোক, তির্যক, নিরয়,  
 প্রত্যন্ত প্রদেশে জন্ম, প্রেতলোকচয়।  
 পঞ্চেন্দ্রিয় বিকলতা দুঃখপূর্ণ হয়,  
 মিথ্যাদৃষ্টিকূলে জন্ম জানিবে নিশ্চয়।  
 বুদ্ধের অনুৎপত্তিকাল এই আটটি ক্ষণ,  
 অসময় পুণ্য লাভে কহে বিজ্ঞগণ।

(১)

নিরয় ভূমিতে যবে জনম লভিবে,  
 যমরাজ দুঃখ সदा প্রদান করিবে।  
 ভয়ানক দুঃখানলে জ্বলিবে যখন,  
 কিরূপে করিবে ওরে পুণ্য উপার্জন?

(২)

জনম লভিবে যবে তির্যক কূলেতে,  
 সন্ধর্ম বিহীন হয়ে মরণ ভয়েতে।  
 থাকিবে উদ্ভিগ্ন সदा জনম জীবন,  
 কিরূপে করিবে ওরে পুণ্য উপার্জন?

(৩)

প্রেতলোকে গিয়া যবে জনম লভিবে,  
 ক্ষুধা-পিপাসায় সदा পরিশ্রান্ত হবে।  
 শোক-তাপে, অগ্নি-তাপে দহিবে যখন,  
 কিরূপে করিবে ওরে পুণ্য উপার্জন?

(৪)

অরূপ-অসংজ্ঞলোকে যবে জনমিবে,  
 শ্রবণ উপায় হতে বিবর্জিত হবে।  
 অসমর্থ হবে ধর্ম করিতে শ্রবণ,  
 কিরূপে করিবে ওরে পুণ্য উপার্জন?

(৫)

অধর্মবহুল দেশ ভিক্ষুসংঘ হীন,  
কর্মফলে জন্ম তথা করিলে গ্রহণ।  
না পারিবে পুণ্যকর্ম করিতে কখন,  
কিরূপে করিবে ওরে পুণ্য উপার্জন?

(৬)

জড়, মুক, অন্ধ আর জন্মবধিরাদি,  
কর্মফলে হবে ভোগী হয়ে জন্মাবধি।  
গ্রহণ করিতে নারে সদ্ধর্ম কখন,  
কিরূপে করিবে ওরে পুণ্য উপার্জন?

(৭)

পাপ-মিথ্যাদৃষ্টি পথে যখন থাকিবে,  
সংসারে স্থাণুতুল্য তখন হইবে।  
অবিরাম পাপকর্ম করিবে যখন,  
কিরূপে করিবে ওরে পুণ্য উপার্জন?

(৮)

বুদ্ধরূপী সূর্য যবে উদিত না হবে,  
ধরাতল মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে।  
মোক্ষমার্গ না পারিবে করিতে দর্শন,  
কিরূপে করিবে ওরে পুণ্য উপার্জন?  
চারি সত্য, চারি মার্গ, চারি ফল জ্ঞান,  
ভাবনাদি পুণ্যকর্ম জ্ঞান বিদর্শন।  
এ সকল পুণ্য লাভে নাহি অবকাশ,  
এ অষ্ট অক্ষণ বলে হয়েছে প্রকাশ।  
সুক্ষণ লভিয়া ধীর পুণ্যে রাখ মতি,  
ত্রিবিধ সম্পত্তি লভি হইবে সুগতি।  
পুণ্য কর সাধুজন, পুণ্যে রাখ মতি,  
অন্তিমে পাইবে সুখ না যাবে দুর্গতি।

মরণানুস্মৃতি গাথা

০১।

‘মরণং মে ভবিষ্যতি’, কর সদা এই স্মৃতি,  
রবে না মরণ ভীতি, কর স্মৃতি মরণং।

- ০২। ‘সবের সত্তা মরিসুসত্তি’, রবে নাকো দেহ-কান্তি,  
দূরে যাবে চিন্তা ক্লান্তি, কর স্মৃতি মরণং।
- ০৩। ‘মরিংসু চ মরিসুসরে’, ধ্রুব মৃত্যু এ সংসারে,  
মৃত্যু না রোধিতে পারে, কর স্মৃতি মরণং।
- ০৪। আয়ু সূর্য অস্ত যায়, দেখিয়াও না দেখে তায়,  
অন্ধকারে কি উপায়, কর স্মৃতি মরণং।
- ০৫। সাজ হবে ভব খেলা, রবে না আনন্দ মেলা,  
কেনরে আপন ভোলা, কর স্মৃতি মরণং।
- ০৬। দারা সূত পরিজন, কিবা পর কি আপন  
মৃত্যু-বশে সর্বজন, কর স্মৃতি মরণং।
- ০৭। ঐ দেখে মৃত কায়, কাষ্ঠখণ্ড তুল্য হয়!  
সদা স্মৃতি রাখ তায়, কর স্মৃতি মরণং।
- ০৮। জমে গেছে আবর্জনা, আর কিন্তু জমাইও না,  
ক্ষয় কর আবর্জনা, কর স্মৃতি মরণং।
- ০৯। জন্মিলে মরিতে হবে, মৃত্যু চিন্তা কর সবে,  
অমর নাহিক ভবে, কর স্মৃতি মরণং।
- ১০। সংসারে সংসারী সেজে, রত থাক নিজ কাজে,  
জল যথা পদ্ম মাঝে, কর স্মৃতি মরণং।
- ১১। কাজ কর কাজের বেলা, কর নাক অবহেলা,  
বেঁচে যাবে যাবার বেলা, কর স্মৃতি মরণং।
- ১২। জরায় জড়িত হলে, কিছুই হল না বলে,  
রবে না শোচনা কালে, কর স্মৃতি মরণং।
- ১৩। দিনে দিনে আয়ু ক্ষয়, যেতে হবে যমালয়,  
মৃত্যু কারো বশে নয়, কর স্মৃতি মরণং।
- ১৪। কালের করাল গ্রাসে, পড়িবে যে অবশেষে,  
ছাড়িবে না কাল গ্রাসে, কর স্মৃতি মরণং।
- ১৫। ঐ দেখে জরা-ব্যাপি, পাশে ঘুরে নিরবধি,  
কে খণ্ডাবে কর্ম-বিধি, কর স্মৃতি মরণং।
- ১৬। ভবপারে যাবে যদি, কর স্মৃতি নিরবধি,  
পাইবে অমৃত নিধি, কর স্মৃতি মরণং।
- ১৭। দিনটি হারালে আর, পাবে নাকো পুনর্বীর,  
মৃত্যু চিন্তা কর সার, কর স্মৃতি মরণং।

- ১৮। আজকে যা পার কর, কালকের আশা নাহি কর,  
জান না কখন মর, কর স্মৃতি মরণং।
- ১৯। আজ মরি কি মরি কাল, মরণের কি আছে কাল,  
তৈরী থাক সর্বকাল, কর স্মৃতি মরণং।
- ২০। কাল যে কোথায় রবে, দিশা তার নাহি পাবে,  
অনুতাপ দূর হবে, কর স্মৃতি মরণং।
- ২১। মৃত্যু স্মৃতি যেবা করে, ত্রিলক্ষণ জ্ঞান বাড়ে,  
মৃত্যুকে সে জয় করে, কর স্মৃতি মরণং।
- ২২। ভোগের বাসনা তার, কভু না রহিবে আর,  
সেই হবে ভবপার, কর স্মৃতি মরণং।
- ২৩। শমনে ধরিবে যবে, সুন্দর নিমিত্ত পাবে,  
সজ্জানে সুগতি হবে, কর স্মৃতি মরণং।
- ২৪। উত্তম হইবে গতি, দেবের বাঞ্ছিত অতি,  
দিব্যসুখ লভে যতি, কর স্মৃতি মরণং।
- ২৫। মৃত্যু স্মৃতি আছে যার, মরণে কি ভয় তার?  
হইবে সে দুঃখ পার, কর স্মৃতি মরণং।
- ২৬। সদা স্মৃতি রাখ সবে, স্মৃতি-ভাণ্ড বেড়ে যাবে,  
বিলায়ে আনন্দ পাবে, কর স্মৃতি মরণং।
- ২৭। দিনের পর অবশেষে, চিন্তা কর বসে বসে,  
ভবপার তরব কিসে, কর স্মৃতি মরণং।

### মৈত্রী ভাবনা গাথা

অবৈরী বিপদশূন্য হই রোগহীন,  
সুখে বাস করি যেন আমি চিরদিন।  
আচার্য, উপাধ্যায়, মাতা-পিতাগণ,  
হিত-সত্ত্ব, মধ্য-সত্ত্ব যত বৈরীজন।  
মম-সম শত্রুহীন বিপদ বিহীন,  
রোগহীন সুখী অত্যা হোক চিরদিন।  
দুঃখমুক্ত হোক লব্ধ সম্পত্তি সঙ্কোপী,  
কর্মই আপন সবে কর্মফল ভোগী।  
বিহারে, গোচর গ্রামে, নগরে, পূরে বাংলায়,  
জনপদে, জম্মুদ্বীপে, বিপুল ধরায়।

চক্রবালে, শক্তিশালী জনগণ হোতা,  
 সর্ব-সত্ত্ব, সর্ব-প্রাণী সীমাস্থ দেবতা ।  
 অবৈরী বিপদ শূন্য হই রোগহীন,  
 অত্নসুখে বাস যেন করে চিরদিন ।  
 দুঃখমুক্ত হোক লব্ধ সম্পত্তি সম্ভোগী,  
 কর্মই আপন সবে কর্মফল ভোগী ।  
 পূর্ব, দক্ষিণদিক, পশ্চিম দিশায়,  
 উত্তর দিশায় তথা পূর্ব কোণায় ।  
 দক্ষিণ, পশ্চিম কোণ, কোণায় উত্তরে,  
 উর্দ্ধ, অধঃ, দশদিকে যত জীব চরে ।  
 সর্ব-সত্ত্ব, সর্ব-প্রাণী, সর্ব-ভূতগণ,  
 সর্ব-ব্যক্তি দেহধারী নর-নারীগণ ।  
 আর্য ও অনার্য আর দেবতা মণ্ডল,  
 মানুষ ও অমানুষ বিনিপাতী দল ।  
 অবৈরী বিপদশূন্য হোক রোগহীন,  
 অত্নসুখে বাস যেন করে চিরদিন ।  
 দুঃখমুক্ত হোক লব্ধ সম্পত্তি সম্ভোগী,  
 কর্মই আপন সবে কর্মফল ভোগী ।

আছেন পূর্বদিকে ঋদ্ধিমান যত ভূতগণ, তাহারা নিরোগে সুখে আমারে ও তোমারে সদা করণ পালন ।

আছেন দক্ষিণদিকে ঋদ্ধিমান যত দেবগণ, তাহারা নিরোগে সুখে আমারে ও তোমারে সদা করণ পালন ।

আছেন পশ্চিমদিকে ঋদ্ধিমান যত নাগগণ, তাহারা নিরোগে সুখে আমারে ও তোমারে সদা করণ পালন ।

আছেন উত্তরদিকে ঋদ্ধিমান যত যক্ষগণ, তাহারা নিরোগে সুখে আমারে ও তোমারে সদা করণ পালন ।

ধৃতরষ্ট্র মহারাজ পূর্ব দিকেতে,  
 বিরূঢ়ক মহারাজ দক্ষিণ মুখেতে ।  
 বিরূপাক্ষ মহারাজ পশ্চিম দিকেতে,  
 কুবের রাজত্ব করে দিক উত্তরে ।  
 এই চারি লোকপাল যশস্বী রাজন,

তাহারা নিরোগে সুখে আমারে ও তোমারে সদা করণ পালন ।

আকাশবাসী, ভূমিবাসী ঋদ্ধিমান যত দেব-নাগগণ, তাহারা নিরোগে সুখে  
আমারে ও তোমারে সদা করুন পালন ।

বুদ্ধ শাসনে আস্থ্যশালী (বিশ্বাসী) ঋদ্ধিমান যত দেবগণ, তাহারা নিরোগে  
সুখে আমারে ও তোমারে সদা করুন পালন ।

নভবাসী দুঃখশূন্য উপদ্রবহীন,  
জলবাসী দুঃখশূন্য উপদ্রবহীন;  
কামবাসী দুঃখশূন্য উপদ্রবহীন,  
রূপবাসী দুঃখশূন্য উপদ্রবহীন ।  
অরূপস্থ দুঃখশূন্য উৎপাত বিহীন,  
অবৈরী বিপদশূন্য হোক চিরদিন ।

### মৈত্রী ভাবনা গাথা (২য়)

শীলেই কল্যাণ হয় শীলের সমান,  
এ জগতে অন্যগুণ নাহি বিদ্যমান ।  
ত্রিলোক মাঝারে যত শত্রু-মিত্র জন,  
সকলে হোক সুখী আর সন্তুগণ ।  
রোগ শোক না লভিয়া হোক সুখিত,  
সকলে সন্তোষভাবে থাকুক নিয়ত ।  
ধরাধামে জন্ম যারা করেছে গ্রহণ,  
যত প্রাণী বিশ্ব মাঝে করে বিচরণ ।  
সর্বজীব হোক সুখী এই আমি চাই,  
নাহি পশে দুঃখ যেন কভু কারো ঠাঁই ।  
সুরক্ষিত এবে আমি লভিয়াছি পরিত্রাণ,  
হিংসায়-রত প্রাণীগণ যাও ছাড়ি এই স্থান ।  
সুরক্ষিত এবে আমরা লভিয়াছি পরিত্রাণ,  
ক্রোধে-রত প্রাণীগণ যাও ছাড়ি এই স্থান ।  
সুরক্ষিত এবে তোমরা লভিয়াছ পরিত্রাণ,  
পাপে-রত প্রাণীগণ যাও ছাড়ি এই স্থান ।  
অপ্রমাণ ভগবান লইলাম নাম তাঁর,  
সপ্ত বুদ্ধে স্মরি আমি ভয় কিবা আছে আর ।  
সপ্ত বুদ্ধে স্মরি আমরা ভয় কিবা আছে আর,  
সপ্ত বুদ্ধে স্মর তোমরা ভয় কিবা থাকবে আর ।

## মেতা ভাবনা (পালি)

০১। অহং অবেরো হোমি, অব্যাপজ্জো হোমি, অনীঘো হোমি, সুখী  
অতানং পরিহরামি, অহং বিয় মযহং আচরিয়ুপজ্জায়, মাতা-পিতরো,  
হিতসত্তা, মজ্জাভিকসত্তা, বেরীসত্তা অবেরা হোন্ত, অব্যাপজ্জা হোন্ত, অনীঘা  
হোন্ত, সুখী অতানং পরিহরন্ত; দুক্খা মুঞ্চন্ত, যথালরু সম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্ত  
কম্মসসকা।

০২। ইমস্মিং বিহারে, ইমস্মিং গোচরগামে, ইমস্মিং নগরে, ইমস্মিং  
জনপদে, ইমস্মিং বঙ্গদেসে, ইমস্মিং জম্বুদ্বীপে, ইমস্মিং পঠবীয়াং, ইমস্মিং  
চক্কবালে, ইস্সরজনা সীমট্টক দেবতা, সৰ্বেসত্তা অবেরা হোন্ত, অব্যাপজ্জা  
হোন্ত, অনীঘা হোন্ত, সুখী অতানং পরিহরন্ত; দুক্খা মুঞ্চন্ত যথালরু  
সম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্ত কম্মসসকা।

০৩। পুরথিমায় দিসায়, দক্খিণায় দিসায়, পচ্ছিমায় দিসায়, উত্তরায়  
দিসায়, পুরথিমায় অনুদিসায়, দক্খিণায় অনুদিসায়, পচ্ছিমায় অনুদিসায়,  
উত্তরায় অনুদিসায়, হেট্ঠিমায় দিসায়, উপরিমায় দিসায়, সৰ্বেসত্তা,  
সৰ্বেপাণা, সৰ্বেভূতা, সৰ্বেপুণ্ণা, সৰ্বে-অন্তভাব পরিয়াপন্না, সৰ্বা-  
ইথিযো, সৰ্বেপুরিসা, সৰ্বে-অরিয়া, সৰ্বে-অনারিয়া, সৰ্বেদেবা,  
সৰ্বেমনুসসা, সৰ্বে-অমনুসসা, সৰ্বেবিনিপাতিকা অবেরা হোন্ত, অব্যাপজ্জা  
হোন্ত, অনীঘা হোন্ত, সুখী অতানং পরিহরন্ত; দুক্খা মুঞ্চন্ত যথালরু  
সম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্ত কম্মসসকা।

- ০৪। পুরথিমস্মিং দিসাভাগে, সত্তি ভূতা মহিদ্ধিকা,  
তেপি তুম্হে অনুরক্কন্ত, আরোগ্যেন সুখেন চ।
- ০৫। দক্খিণস্মিং দিসাভাগে, সত্তি দেবা মহিদ্ধিকা,  
তেপি তুম্হে অনুরক্কন্ত, আরোগ্যেন সুখেন চ।
- ০৬। পচ্ছিমস্মিং দিসাভাগে, সত্তি নাগা মহিদ্ধিকা,  
তেপি তুম্হে অনুরক্কন্ত, আরোগ্যেন সুখেন চ।
- ০৭। উত্তরস্মিং দিসাভাগে, সত্তি যক্খা মহিদ্ধিকা,  
তেপি তুম্হে অনুরক্কন্ত আরোগ্যেন সুখেন চ।
- ০৮। পুরথিমেন ধতরট্টো, দক্খিণেন বিরুল্লহকো,  
পচ্ছিমেন বিরুল্লক্কো, কুবেরো উত্তরং দিসং।
- ০৯। চত্তারো তে মহারাজা, লোকপালা যসস্সিনো,  
তেপি তুম্হে অনুরক্কন্ত, আরোগ্যেন সুখেন চ।
- ১০। আকাসট্টা চ ভূমট্টা, দেব-নাগা মহিদ্ধিকা,



- তেপি তুম্হে অনুরক্খন্ত, আরোগ্যেন সুখেন চ ।  
 ১১ । ইন্ধিমন্তা চ যে দেবা, বসন্তা ইধ সাসনে,  
 তেপি তুম্হে অনুরক্খন্ত, আরোগ্যেন সুখেন চ ।  
 ১২ । নক্খন্ত যক্খ ভূতানং পাপগ্গহ নিবারণা,  
 পরিতাস্‌সানুভাবেন হোন্ত তেসং উপদবে,  
 চত্তারো চ মহারাজা সঙ্কো চাপি সুরাপরে,  
 অনুমোদিত্বা ইমং পুণ্ড্রং চিরং রক্খন্ত সদ্ধম্মং সাসনন্তি ।

### মৈত্রী ভাবনার ফল

“মৈত্রী সূত্রে” বলা হয়েছে— মৈত্রী ভাবনাকারী একাদশ (এগার) প্রকার ফল লাভ করেন—

- (১) সুখে নিন্দা যায়, (২) সুখে জাহ্নত হয়, (৩) পাপস্বপ্ন দেখে না, (৪) মানুষের প্রিয় হয়, (৫) অমনুষ্যের প্রিয় হয়, (৬) দেবগণ রক্ষা করে, (৭) অগ্নি, বিষ বা অস্ত্র দ্বারা দুঃখ প্রাপ্ত হয় না, (৮) চিত্ত শীঘ্রই সমাধিস্থ হয়, (৯) মুখ বর্ণ উজ্জ্বল হয়, (১০) সজ্ঞানে মৃত্যু হয়, (১১) মৈত্রী ভাবনাকারী অরহত্ব ফল প্রাপ্ত না হলেও মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয় ।

### গাথা পর্ব সমাপ্ত

## দান পর্ব

### দানবিধি

“দীযতীতি দানং” যাহা দেয়, তাহাই দান বা দানীয় দ্রব্য । দান দেওয়ার আগে তিনটি বিষয় জানিয়ে রাখা উচিত । যথা:

১। বস্তু সম্পত্তি: বস্তু সম্বন্ধে বিচার । অসদুপায়ে লব্ধ টাকা-পয়সা বা বস্তু দান করিলে ইহা কুশলাকুশল চিন্তের চেতনানুযায়ী পাপ-পুণ্য দুইটি ফল প্রসব করে । এইরূপ মিশ্র দান হীন । সদুপায়ে লব্ধ টাকা-পয়সা বা বস্তু পরিশুদ্ধ বস্তু সম্পত্তির মধ্যে গণ্য । সুতরাং পরিশুদ্ধভাবে দানীয়বস্তু উৎপাদনের প্রতি সকলের লক্ষ্য থাকা উচিত ।

২। চিত্ত সম্পত্তি: চিন্তের হীন-শ্রেষ্ঠ চেতনাই কুশলাকুশল কর্ম । কারণ “চেতনাং ভিক্ষবে কস্মৎ বদামি” অর্থাৎ চেতনায় কর্ম । দান দেওয়ার পূর্বে, দান দিবার সময়ে ও দান দেওয়া হইলে এই ত্রিবিধ অবস্থার চিত্ত লোভ-দ্বेष-মোহ বিমুক্ত থাকা চাই ।

৩। প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি: যাহারা দান গ্রহণ করিবেন, তাহাদের পুত চরিত্রের উপর দানফল শ্রীবৃদ্ধির কারণ নির্ভর করে ।

### কুশলাকুশল নিরূপণ

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যে পিতামাতার দেখা দেখিতে চৈত্য বন্দনা ও পুষ্পপূজা করে, তদ্বারা তাহাদের পুণ্য সঞ্চয় হবে কিনা? হ্যাঁ, তাদের কুশল কর্ম সম্বন্ধে ধারণা না থাকিলেও পুণ্য সঞ্চয় হইবে। পশু-পক্ষী প্রভৃতি তির্যক জাতিও যদি ধর্ম শ্রবণ ও চৈত্য বন্দনা করে, ফলাফল জ্ঞানের অভাবেও তাহাদের পুণ্য লাভ হইবে।

আবার অকুশল পক্ষে অবোধ ছেলেরা যদি পিতামাতাকে হস্ত-পদাদির দ্বারা প্রহার করে, ভিক্ষুদিগকে আক্রোশ করে, টিল নিষ্ক্ষেপ করে অথবা গরু আসিলে ভিক্ষুকে দৌড়াছি বলে, সজ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক তাহাদের অকুশল হইবে।

ভগবান বুদ্ধের ন্যায় দান বিষয়ে অভিজ্ঞ জগতে আর কেহই নাই। তাই পূর্বে কথিত হয়েছে— সারীপুত্র স্থবির ভগবানকে দান দেওয়ার চেয়ে ভগবান যদি সারিপুত্র স্থবিরকে দান করেন, তাহার ফল অধিক হইবে। কাজেই এর দ্বারা বুঝা যায় যে— কর্মের ফলাফল না জানিয়া কর্ম করার চেয়ে ভালরূপে জানিয়া কুশল কর্ম করাই মহাফলদায়ক।

### মানব চার প্রকার

(১) তমঃ-তমঃ পরায়ণঃ: তমঃ তমঃ পরায়ণ বলতে অতীতে দান করেন নাই ইহকালে গরীব, এবং ইহকালেও দান করেন নাই বিধায় পরকালেও গরীব হইয়ে জন্ম নেওয়া। (২) তমঃ-জ্যোতি পরায়ণঃ: তমঃজ্যোতি পরায়ণ বলতে অতীতে দান করেন নাই বিধায় ইহকালে গরীব, এবং ইহকালে দান করে পরকালে ধনী হইয়ে জন্ম নেওয়া। (৩) জ্যোতি-তমঃ পরায়ণঃ: জ্যোতিতমঃ পরায়ণ বলতে অতীতে দান করেছে বিধায় ইহকালে ধনী এবং ইহকালে দান করেন নাই বিধায় পরকালে গরীব হইয়ে জন্ম নেওয়া। (৪) জ্যোতি-জ্যোতি পরায়ণঃ: জ্যোতি জ্যোতি পরায়ণ বলতে অতীতে দান করেছে বিধায় ইহকালে ধনী এবং ইহকালেও দান করেছে বিধায় পরকালেও ধনী হইয়ে জন্ম নেওয়া।

### যজ্ঞ তিন প্রকার

(১) ত্রিশরণ যজ্ঞঃ: বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখে এ ত্রিশরণের গ্রহণ করাকে ত্রিশরণ যজ্ঞ বলে।

(২) পঞ্চশীল যজ্ঞঃ: অখণ্ডভাবে পঞ্চশীল পালন করাকে পঞ্চশীল যজ্ঞ বলে।

(৩) দান যজ্ঞ: লোভ মুক্ত চিত্তে শ্রদ্ধার সাথে কোন বস্তু দান করাকে দান যজ্ঞ বলে।

তাই আপনারা পশুবলির যজ্ঞ না করে এই তিন প্রকার যজ্ঞ করে সুগতি লাভ করে দুঃখকে নিরোধ করুন।

### উপাসকের দশটি গুণ

- ১। যিনি উপাসক, তিনি হবেন ভিক্ষুসংঘের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী।
- ২। ধর্মকে গ্রহণ করেন অধিপতিরূপে।
- ৩। সর্বদা যথাশক্তি দানে রত থাকেন।
- ৪। বুদ্ধ শাসনের পরিহানি মূলক কিছু দেখলে তার অভিবৃদ্ধির জন্য করেন বিশেষ প্রচেষ্টা।
- ৫। সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হন এবং যাবতীয় মিথ্যাদৃষ্টি মূলক বিষয় ত্যাগ করেন।
- ৬। জীবনান্তেও অন্য ধর্মগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন না।
- ৭। কায়-বাক্য-মনে হন সুসংযত।
- ৮। সর্বদা মৈত্রীপূর্ণ হৃদয়ে মিলেমিশে অবস্থান করেন।
- ৯। ঈর্ষাহীন হন, প্রবঞ্চক হয়ে বুদ্ধ শাসনে বিচরণ করেন না।
- ১০। সর্বদা বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাপন্ন থাকেন। যারা এ দশ উপাসক গুণধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন, তারা কখনো অপায়ে গমন করেন না।

### পরোপকার

মানুষের মত মানুষ হতে হলে ন্যায় এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেমন জীবন যাপন করতে হয়, তেমন যোগ্যতানুসারে জনহিত ও সম্পাদন করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে যিনি যত বেশী পরোপকার করতে পারেন, তিনি তত বেশী শ্রেষ্ঠ হন। বোধিসত্ত্ব একজনো বলেছিলেন—

‘ইমং সরত্ত্বসিতং সরীরং ধারেমি লোকস্ হিতথমেব;

অজ্জিব এ উপেতি তথেঃ ইতো পরং কিং সুখমখি ময্হং’।

লোকহিতের জন্যই আমি আমার এই রক্ত-মাংসের শরীর রক্ষা করছি। আজই যদি তা লোকহিতার্থে বলি প্রদত্ত হয়, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ সুখ আমার আর কি হতে পারে।

বীর সন্যাসী বিবেকানন্দ বলেছেন— আমি ভক্তি মুক্তির অপেক্ষা রাখি না। পরোপকার করা আমার ধর্ম। তার জন্য আমি হাজার বার নরকে যেতে প্রস্তুত।

নানা দেশের মহাযানী ও থেরবাদী বৌদ্ধরা তাদের ধর্মীয় উৎসবদির মাধ্যমে ও নানাভাবে সারা বৎসর দান দিয়ে জনসেবা করে থাকেন।

এ দেশের হিন্দুরাও তেমন নানা পূজা-পার্বণের মাধ্যমে তাদের শক্তি অনুসারে দান দিয়ে লোকহিত সম্পাদন করে থাকেন।

মুসলমানেরা তাদের পর্বদিনে আত্মীয়-স্বজন এবং দীন-দুঃখীকে আপন যোগ্যতানুসারে দান দিয়ে থাকেন। বিশেষতঃ ধার্মিক মুসলমানগণ ঈদের দিন ‘জাকাত’ ঘটী-বাটী, সোনা-রূপা, বাড়ী ও ভূসম্পত্তি আদি সব সম্পত্তির মূল্য হিসাব করে শতকরা ২ টাকা পঞ্চাশ পয়সা দান দেওয়াকে ‘জাকাত’ বলা হয়। পত্রিকার খবর— কলিকাতার কোন কোন ব্যবসায়ী মুসলমানগণ প্রতি বৎসর জনহিতার্থে দুই লাখ, আড়াই লাখ টাকা ‘জাকাত’ দিয়ে থাকেন।

খৃষ্টানগণ নাকি মাসিক আয়ের শতকরা ১০ টাকা জনহিতার্থে দান দেন। পাদরিগণ পাহাড়ে জঙ্গলে গিয়েও ঐ টাকায় স্কুল, কলেজ ও হাসপাতালাদি করে জনসেবা করে থাকেন।

#### সৎপুরুষের পঞ্চবিধ দান

(১) “সদ্ধায় দানং দেতি”: কর্ম ও কর্ম ফলের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া শ্রদ্ধার সহিত দান দেয়। ইহাতে দাতার জন্মে জন্মে প্রভূত ধন সম্পদ লাভ হয়। দেহের বর্ণ সুশ্রী হয়। সে সকলের প্রিয় পাত্র ও দর্শনীয় হয়।

(২) “সঙ্কচ্ছং দানং দেতি”: গ্রহীতার প্রতি সন্মান, গৌরব ও মৈত্রী চিন্তে উত্তম বস্তু দান দেয়। এতদফলে দায়ক জন্মে জন্মে মহা ধনী হয় এবং দাস-দাসী পরিবারবর্গ সকলেই তাহাকে গৌরব করে, তাহার কথা শুনে, সেবা করে ও সুবাধ্য হয়।

(৩) “কালেন দানং দেতি”: যথাসময়ে দান দেয়, অর্থাৎ গ্রহীতার যখন যাহা প্রয়োজন, তখন তাহা দিয়া গ্রহীতার অভাব মোচন করে। এরূপ দায়ক ভবিষ্যৎ জন্মে অপরিসীম ভোগসম্পদের অধিকারী হয়। তাহার যখন যাহা প্রয়োজন, তখন তাহা পর্যাপ্ত পরিমানে লাভ হয়।

(৪) “অনগ্গহিত চিন্তে দানং দেতি”: চিন্তের কৃপণতা ত্যাগ করিয়া দান দেয়। এরূপ দায়ক জন্মে জন্মে প্রচুর ভোগসম্পদ লাভ করে এবং যথেষ্ট রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শে অভিরমিত হয়।

(৫) “অত্তানঞ্চ পরঞ্চ অনুপহচ্ছ দানং দেতি”: নিজেকে উচ্ছে এবং পরকে নিম্নে রাখিবার অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া ইহ-পারত্রিক মঙ্গলের নিমিত্ত

দান দেয়। ইহাতে দায়কের জন্মে জন্মে প্রভূত বিন্ত সম্পদ লাভ হয় এবং লব্ধ সম্পত্তি পঞ্চবৈরী (অগ্নি, জল, রাজা, চোর ও শত্রু) দ্বারা বিনষ্ট হয় না। এবম্বিধ দানই ‘সৎপুরুষ দান’ বলিয়া অভিহিত হয়।

### ত্রিবিধ দান চেতনা

দান করিবার পূর্বে দান দিবার জন্য মনে যে চিন্তা উঠে তাহা “পূর্ব চেতনা”। পূর্ব চেতনায় দান দেওয়া স্থির হয়। তারপর মুঞ্চন বা ত্যাগ চেতনা। দানীয় বস্তু দান করার সময় ‘মুঞ্চন চেতনা’ হইয়া থাকে। তারপর এই দানের বিষয়ে যে চিন্তা উঠে তাহা ‘অপর চেতনা’। দানের বিষয় যতই চিন্তা করা যায় ততই পুণ্য বৃদ্ধি হইবে। কারণ কুশল কর্মের বিষয় যতই চিন্তা করে, যতই আলোচনা করে ততই পুণ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তবে নিজের বাহাদুরী দেখাইবার জন্য, বা অহঙ্কার করিয়া দানের বিষয় কিছু বলিলে অকুশলই হইয়া থাকে।

### ৪টি গুণ দ্বারা মানুষের ইহ-পরকালের মহা উপকার সাধিত হয়

১। **শ্রদ্ধাগুণ:** যার নিকট এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ও ধারণা আছে যে, ভগবান বুদ্ধ “অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন সুগত, লোকবিদু, সর্বশ্রেষ্ঠ অদম্য পুরুষের দমনকারী সারথী এবং শাসক”। এ দৃঢ় বিশ্বাস ও ধারণাকেই শ্রদ্ধাগুণ বলে।

২। **শীলগুণ:** প্রাণীহত্যা, চুরি, পরদার লঙ্ঘন, মিথ্যা-পিশুন-পরুষ-সম্প্রলাপ ভাষণ, সুরা-গাজা, অহিফেন, হেরোইন ইত্যাদি যে কোন নেশা দ্রব্য সেবন হতে বিরত হওয়াকে শীলগুণ বলে।

৩। **দানগুণ:** কৃপণতা ত্যাগ করে যথাশক্তি দান করে এবং তাতে প্রীতি উৎপাদন করা, ভিক্ষুসংঘ, পথিক ও দীন দুঃখী এমনকি পশুপক্ষীদেরকেও যথাশক্তি দান দিয়ে উপকার করা, একে দানগুণ বলে।

৪। **প্রজ্ঞাগুণ:** যে বুদ্ধিমান গৃহী জগতের যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশের অবিরাম প্রবাহ বিষয়ে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করে দুঃখ হতে ত্রাণ পাবার জন্য সচেতন থাকে, একে প্রজ্ঞাগুণ বলে।

### শীল কি?

মানুষের মূল্য চরিত্রে, মনুষ্যত্ব ও কুশল কর্মে। বস্তুত পক্ষে মানব জীবনে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা বুঝতে হবে। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করবার আর কিছুই নেই। মানুষের শ্রদ্ধা যদি মানুষের প্রাপ্য হয়, মানুষ যদি মানুষকে শ্রদ্ধা করে তবে সে শুধু চরিত্রের জন্য। অন্য কোন কারণে মানুষের মাথা

মানুষের সামনে নত হবার দরকার নাই। জগতে যে সমস্ত মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেছেন, তাদের গৌরবের মূল এ চরিত্র শক্তি। আপনি চরিত্রবান লোক এ কথার অর্থ নয় যে, আপনি লম্পদ নন। আপনি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেন। আপনি পরদুঃখ কাতর, ন্যায়বান এবং ন্যায় স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করতে লজ্জাবোধ করেন। চরিত্রবান লোক সাহসী ও নির্ভীক মানুষ অপেক্ষা নিজের অন্তর্নিহিত সুবুদ্ধি বা সে বিবেককে বেশী ভয় করেন। নিজের কর্ম ও বাক্যের উপর সে সবসময় স্মৃতি সহকারে দৃষ্টি রাখেন। মানুষ তার অপরাধের কথা না জানলেও সে নিজেই তার অপরাধের জন্য লজ্জিত হয়। চরিত্রবান ব্যক্তি অত্যাচারী বা তৎক্ষণে সম্মান দেখাতে লজ্জাবোধ করেন। সাধুতা সত্যবাধিতাই তার সম্মানের পাত্র। সে সর্বদা আত্মমর্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন।

শীল শব্দের অর্থ চরিত্র। ইহা দুই প্রকার। যথা: (১) চারিত্র শীল: ভিক্ষু-শ্রামন, মাতাপিতা, শিক্ষাগুরু, ও বয়োজ্যেষ্ঠদের গৌরব সম্মান প্রদর্শন করা, এবং সকলের প্রতি শিষ্টাচার হয়ে বহু শিল্প-বিদ্যা ও বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া এবং সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী পোষন করা, যদি রাগ উৎপন্ন হয় তাহলে মৈত্রী দিয়ে তা প্রতিহত করা ও ক্ষমাশীল হওয়া, চারিত্র শীলের অন্তর্গত।

(২) বারিত্র শীল: পঞ্চশীল ও অষ্টশীল, শ্রামণ্যশীল এবং ভিক্ষুশীলই বারিত্র শীল।

### মানুষ পাঁচটি কারণে পাপ করেন

(১) রাগের (২) হিংসার (৩) অহংকারের (৪) অজ্ঞানতার ও (৫) মিথ্যা দৃষ্টির কারণে পাপ করে থাকে। তাহারা মরনের পর দুর্গতি ভূমিতে গমন করে অসহ্য যন্ত্রনা ভোগ করে থাকে।

তাই আপনারা সপ্ত আর্য্য ধন চিন্তে বিদ্যমান রেখে অপ্রমাদ হয়ে জীবন যাপন করুন।

### আর্য্য ধন

‘শ্রদ্ধা’: শ্রদ্ধা বলতে কর্ম ও কর্মফলকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করা।

‘শীল’: শীল পালন করা।

‘লজ্জা’: পাপের প্রতি লজ্জা।

‘ভয়’: পাপের প্রতি ভয়।

‘শ্রুত’: শ্রুত বলতে বুদ্ধের চুরাশি হাজার ধর্মবাণী জ্ঞাত হওয়া বা যাবতীয় অকুশল বর্জন ও কুশল অর্জন করা।

‘ত্যাগ’: ত্যাগ বলতে আপনার স্বার্থ পরের সুখের জন্য বিলিয়ে দেওয়া

এবং ত্যাগ করলে স্বভূগণ পরকালে ধনী হয়ে জন্ম নেয়।

‘প্রজ্ঞা’: প্রজ্ঞা বলতে চারিসত্য, কার্যকারণ নীতি ও পঞ্চস্কন্ধের উৎপত্তি, স্থিতি ও ব্যয় সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানই প্রজ্ঞা। এ সম্পর্কে জানতে হলে ভাবিত চিন্তের প্রয়োজন। চিন্তকে ভাবিত করতে হলে শমথ-বিদর্শন ভাবনা দরকার। তাই আমরা সবাই শমথ-বিদর্শন ভাবনা করলে পরম লক্ষ্য নির্বাণ বা দুঃখ মুক্ত হতে পারবো।

### চার প্রকার বৌদ্ধ

(ক) জন্মগত বৌদ্ধ: মানে শাক্য বা চাক্কা হয়ে বৌদ্ধ কুলে জন্ম নেওয়া।

(খ) লোভেই বৌদ্ধ: অর্থাৎ বৌদ্ধ রাজার প্রজা হলে কিছু পাবে বলে ও কেউই তাকে এত টাকা দেবো বলে লোভ দেখালে বৌদ্ধ বলে পরিচয় দেওয়া।

(গ) ভয়েই বৌদ্ধ: বৌদ্ধ রাজা বা সমাজে এসে তাকে বৌদ্ধ না হলে হত্যা করা হবে বলে, সে ভয়ের জন্য বৌদ্ধ বলে পরিচয় দেওয়া।

(ঘ) আচরণে বৌদ্ধ: উপরোক্ত সপ্ত আর্য্য ধন চিন্তে বিদ্যমান থাকলে তাকে প্রকৃত বৌদ্ধ বলে।

### বৌদ্ধ ধর্মই উত্তম ধর্ম

যে সব মনীষী নানাদর্ম নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁরা প্রায় সবাই বিজ্ঞান ভিত্তিক ও জ্ঞান প্রধান বৌদ্ধ ধর্মকে সর্বোচ্চে স্থান দিয়েছেন। যে কারণে বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমুন্নত যুগে পৃথিবীর অধিকাংশ মানবই ধর্মে বৌদ্ধ।

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন বলেছেন— “If there is any religion in this world, which is acceptable to the modern scientific mind, it is Buddhism”. আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনের গ্রহণোপযোগী বর্তমান বিশ্বে যদি কোন ধর্ম থাকে, তা বৌদ্ধধর্ম।

জগতবিশ্রুত চিন্তাবিদ কার্ল মার্ক্স বলেছেন— “If religion is the soul of soulless conditions, the heart of the heartless world and the opium of the world; then Buddhism, certainly is not such a religion. If religion is meant a system of deliverance from the ills of life then Buddhism is the religion of religions.” ধর্ম যদি নৈরাজ্য অবস্থায় আত্মা নিষ্প্রাণ জগতের প্রাণ এবং জনগণের আফিং হয়, তাহলে বৌদ্ধধর্ম নিশ্চয়ই তাদৃশ ধর্ম নয়। ধর্ম অর্থে যদি জীবন-দুঃখ অবসানের উপায় বুঝায়; তাহলে বৌদ্ধধর্ম সর্বধর্মের সেরা ধর্ম।

জার্মান পণ্ডিত পল্ ডালকে তাঁর ‘Buddhism and science’ নামক পুস্তকে লেখেছেন— “One can place on one side not only all religions of the world. But also all the philosophical and scientific systems and on the other Buddhism will take its place alone.” কেউ যদি সব দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক নীতিসহ পৃথিবীর সর্বধর্ম একপাশে রাখে, অন্যপাশে বৌদ্ধধর্ম একাকীই তার স্থান নিয়ে বিরাজ করবে।

দ্বারভাঙ্গা ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা সার হরিসিং গৌর বলেছেন— “If the union of the world is effected at any time Buddhism will shine as the loftiest wave of the ocean and Blessed Buddha as the everest of the Himalayas.” যদি পৃথিবীতে কখনও সর্বধর্মের সমন্বয় হয়, তাহলে বৌদ্ধধর্ম মহাসমুদ্রের সর্বোচ্চ তরঙ্গের মত এবং ভগবান বুদ্ধ হিমালয়ের এভারেস্টের মত প্রতীয়মান হবেন।

মিঃ রীস্ ডেভিডস্ এবং মিসেস রীস্ ডেভিডস্ তাঁহাদের “Dialogues of Buddha” গ্রন্থে লিখিয়াছেন— “For the first time in the history of the world, Buddhism proclaimed a salvation which each man can gain for himself and by himself, in this world during this life without any least reference to the God or to gods either great or small.” পৃথিবীর ইতিহাসে বৌদ্ধ ধর্মে সর্বপ্রথম এমন এক মুক্তির বাণী ঘোষিত হইয়াছে, যেই মুক্তি প্রত্যেক মানব ইহলোকে জীবদ্দশাতেই অর্জন করিতে সক্ষম। ইহার জন্য ঈশ্বর কিংবা ছোট বড় কোনও দেবতার সহায়তা বিন্দুমাত্র ও প্রয়োজন নাই। বুদ্ধ বলিয়াছেন— সবকিছু তাঁহার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার ফলাফল।

### বৌদ্ধধর্ম আচারিত ধর্ম

গভীর গবেষণা ব্যতীত ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন জনিত ভাষা ভাষা জ্ঞানে ধর্মবিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায় না। ধর্মবিষয়ে যথাভূত জ্ঞান লাভের অভাবে ধর্মের নামে ‘ধর্মান্ধতা’ মানব সমাজের সমূহ ক্ষতি করে এসেছে। ধর্মান্ধতা জগতের যে অনিষ্ট করেছে, তা আর বলা যায় না।

গাছের পাতা যেমন গাছ নয় কিন্তু পাতা ব্যতীত গাছ বাঁচে না। সেরূপ ধর্মীয় আচারও ধর্ম নয়, আচার ছাড়াও তেমন ধর্মের অস্তিত্ব লোপ পায়। গাছের পাতায় যেমন গাছের সার নেই, তেমনি ধর্মীয় আচারের মধ্যেও ধর্মের সার লাভ করা সম্ভব নয়। গাছের সারান্বেষীকে যেমন গাছের সব কিছু বাদ দিয়ে কাণ্ডে যেতে হয়, ধর্মীয় ব্যাপারেও তেমন অসারকে ত্যাগ করে ধর্মের সারকে গ্রহণ করতে হয়।



প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার হতে ছাত্রদের যেমন কেবল নিজের উপযোগী গ্রন্থই পাঠ করতে হয়, তেমনি উন্নতিকামী মানবদেরও কেবল আপন আপন উপযোগী ধর্মই পালন করে উন্নত হতে হয়।

বেজো বিয় বুদ্ধো, ভেসজ্জং বিয় ধম্মো, রোগামুত্তো বিয় সঙ্ঘো।

বৈদ্যের মত বুদ্ধ, ভৈষজ্যের মত ধর্ম এবং রোগ মুক্তের মত সংঘ। অতএব রোগীর আপন আপন উপযোগী ঔষধ সেবনের ন্যায় উন্নতিকামীদের বিরাট ধর্মোষধালয় হতে কেবল নিজের উপযোগী ধর্মোষধই সেবন করতে হবে এবং অন্যগুলি বাদ দিতে হবে।

ধন ও শিক্ষা এ দুটি মানবের বড় শক্তি। তার মধ্যে শিক্ষাই প্রধান। কারণ শিক্ষা মানুষকে সাধারণ জ্ঞানী করে; কখনো বা তদ্বিপরীত মূর্খও করে থাকে। যেমন উৎকৃষ্ট খাদ্যে মানুষ বলবান হন, অজীর্ণরোগে আক্রান্ত হয়ে তেমন বেশী দুর্বলও হয়ে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— যেমন হেসেছি বারে বারে পণ্ডিতে মূঢ়তায়, ধনীদেব দৈন্যও নিঃপীড়ণে সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। তাই জ্ঞানী-অজ্ঞানীর পরিচয় ডিহীতে নয় কাজে। “A man is know by his deeds.”

পরম হংসদেব বলেছেন— আমি মানুষের খোলসে বহু গরু-ছাগল ও শৃগাল কুকুরকে বিচরণ করতে দেখেছি।

বিবেকানন্দ বলেছেন— যদি দশজন মানুষ পাই, তাহলে দুনিয়াতাকে নাড়া দিতে পারি; তবে মানুষ চাই পশু নয়।

### মানুষের ধন চারটি কারণে বিনষ্ট হয়

মানুষের ধন চারটি কারণে নষ্ট হয়। সেগুলি হলো: বেশ্যাসক্তি, নেশাপান, জুয়াখেলা ও কুসঙ্গী বা দুঃশীল মিত্র। যেমন: কোন পুকুরের জল প্রবেশের পথ চারটি ও বের হওয়ার পথ চারটি আছে। যদি কেউ এর জল প্রবেশের রাস্তাগুলো বন্ধ করে দিয়ে বের হবার রাস্তাগুলি খুলে রাখে পুকুরের জল অচিরেই শুকিয়ে যাবে। তেমনি উপরোক্ত চারটি কারণে গৃহীর ধন উপার্জিত হয় না উপার্জিত ধনও নষ্ট হয়ে যায়।

ভগবান বুদ্ধ ইহ জীবনে মঙ্গলের জন্য চারটি বিষয় নিদিষ্ট করে দিয়েছেন।

যথা: (১) উৎসাহ: কৃষি, বাণিজ্য, চাকরী, গো-পালন ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মে দক্ষ হয়ে কুশল কর্মে সর্বদা প্রচেষ্টা করার নামই উৎসাহ।

(২) সংরক্ষণ: বহু কষ্টে অর্জিত সম্পদ পঞ্চবৈরীতে (অগ্নি, পানি, চোর, রাজা ও দুঃশীল পুত্র) নষ্ট না হয় মত সতর্কতা থাকা।

(৩) **কল্যাণমিত্র সংস্রব:** যারা পণ্ডিত, শীলবান ও পরের হিতকাজী ব্যক্তির সাথে বাস করা। যেমন: একস্থানে একদল বন্ধু ছিলেন। তাদের ভিতর পাপ কথার আলোচনা কোনকালে হতো না। তাদের জীবন মহৎ না হলেও হীন ছিলনা। মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে কুশল আলোচনাও তাদের মধ্যে হতো। হঠাৎ এক লম্পট তাদের বন্ধু হয়ে দেখা দিলো। আচার্য্য কিছু দিনের ভিতর লম্পটের স্পর্শে এসে সব যুবকগুলি হীন ও নীচাশয় হয়ে গেল। হীন রমনীর রূপ যৌবন নিয়ে ছিলো তাদের সবসময়ের কথা। সেজন্য দুঃশীলের সংসর্গ একশত হাত দূরে থেকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

(৪) **শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন:** স্বীয় আয়-ব্যয়ের পরিমাণ বুঝতে হবে। কৃপনতা ত্যাগ করে আয়ের অনুপাতে ব্যয় করতে হবে, ব্যয়ের অধিক আয়ের চেষ্টা করতে হবে। যাহাতে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী না হয় সে দিকে সতর্কতা রাখলে গৃহীর শ্রীবৃদ্ধি ছাড়া অবনতি হয় না।

### সদ্ধর্ম ও পরধর্ম কি?

সদ্ধর্ম হচ্ছে দান-শীল-ভাবনা ও যাবতীয় কুশল অর্জন ও অকুশল বর্জন করে চারি আর্য্যসত্য, প্রতীত্যসমুৎপাদনীতি ও পঞ্চস্কন্ধকে আর্য্যাস্টাঙ্গিক মার্গের মাধ্যমে জীবন ধারণ করে অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মা জ্ঞান উৎপন্ন কওে স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অরহত্ব মার্গ-ফলে প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে সংক্ষেপে সদ্ধর্ম বলে অভিহিত।

আর পরধর্ম হচ্ছে— লোভ, দ্বেষ, মোহ বা মিথ্যাদৃষ্টি হয়ে চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-কায় ও মনের দ্বারা মোহিত হয়ে যে কাজ করা হয়, তাকে পরধর্ম বলা হয়। তাদের মধ্যে কতগুলি রয়েছে যা অতীত প্রাচীন লোকেরা পালন করে আসছে এবং বর্তমানে সেই কুসংস্কার ধরে রাখতে চাচ্ছে বর্তমান মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির। যেমন: মানুষের মৃত্যু হলে ভিক্ষুর প্রয়োজন হয়, কেউ অসুস্থ হলে আরগ্যে হওয়ার জন্যে পশুবলি দেয়, লক্ষীপূজা করে, থানুমানা (যজ্ঞপূজা) করে, সিদ্ধিপূজা করে, মাথা ধোয়ায় এবং কোন অমঙ্গল হয়েছে বলে বৈদ্য এনে সরতে নানা রকম মন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন দৈত্য, ভূত, প্রেত, যক্ষ, অসুর ও অপদেবতার চিত্র অঙ্কন করে অর্থাৎ আং তুলে ঘর বন্দি করে, এবং ইত্যাদি রয়েছে। যারা এই কুসংস্কার গুলো এড়িয়ে চলতে পারবেন না তাদের আজীবন দুঃখ পেতে হবে। তাই আপনারা যদি একটা প্রাণীকে একবার হত্যা করেন তাহলে আপনারাও পরজন্মে হাজার বার মানুষের হাতে মরতে হবে। আর যদি

আপনারা শ্রদ্ধাচিন্তে আপনাদের উচ্ছিষ্ট খাবার একটা পিপড়াকেও দান করেন, তাহলে আপনাদের সেই পুণ্যর ফলে একশত বার সুগতি হবেন। তাই এইটা উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে হয়। তাই আপনারা মিথ্যাদৃষ্টি হয়ে সুখের জন্য যতই পূজা দেন, কি দেবতাকে, কি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে দিলেও হবে না, যেমনি কর্ম তেমনি ফল পেতে হবেই। যেমন: যদি আপনাকে কেউই মল বা অশুচি পদার্থ দেয় সেটা আপনি চোখ বন্ধ করে নিলে সেটা কি মিষ্টি হবে, না আপনি যতই বিশ্বাস করেন না কেন মলই থাকবে। ঠিক মিথ্যাদৃষ্টি লোকও অন্ধের ন্যায়। বুদ্ধ বলেছিলেন— মিথ্যাদৃষ্টি মানুষ এমন কোন অনন্তরীয় কর্ম নাই পারে না অসাধ্যকে সম্ভব করে। যেমন: মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অরহতহত্যা, সংঘভেদ ও বুদ্ধের রক্তপাত করে থাকে। কীট-পতঙ্গ যেমন দীপ শিখা জ্বালালে তা নির্ভয়ে এসে আলিঙ্গন করে নিজের জীবন বিসর্জন দেয়, তেমনি মিথ্যাদৃষ্টি মানুষ এমন মোহান্বিত হয়ে ডুবে থেকে নিজের জীবনও বিসর্জন দেয়। যেমন: পঞ্চাঙ্গকে মোহিত মোহান্বিত জর্জরিত পুরুষ বা নারী প্রেমে পড়ে আমার স্ত্রী, আমার স্বামী, আমার জিনিস, আমার সম্পত্তি বলে ধারণা করে, যদি তাদের বিরুদ্ধ থাকে তাহলে জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে। তাই বুদ্ধ বলে গেছেন— এই জগতে সুন্দর অসুন্দর কোনকিছুই নিত্য নয় বরং ক্ষণস্থায়ী। নিজের জ্ঞান যদি কর্মের মাধ্যমে সুন্দর করা যায় সেটিই আসল ও দীর্ঘস্থায়ী। সৃষ্টিশীল সব পদার্থই একদিন না একদিন ক্ষয়প্রাপ্ত হবেই। তাই তোমরা নিজের পথ নিজে খুঁজে নাও। মারের প্রভাব বিস্তার হইতেছে তাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি? এই দেহ পিতার ঘৃণিত পুষ্যজাতীয় শুক্রকীট দ্বারা মাতৃউদরের ঘৃণিত মলমূত্র স্থানে সত্যিকার কৃমি কীট হিসাবে এ দেহের জন্ম। ইহা গলিত পঁচা দুর্গন্ধ খাদ্য রসের দ্বারা বদ্ধিত। শ্বাস বায়ু বন্ধের সাথে সাথে নন্দিত আকাজ্জিত প্রিয় দেহ পঁচন শুরু হয়। এমন অশুচি ঘৃণ্য এক পরিতাজ্য দেহকে নিয়ে এত আসক্তি? এত প্রিয়, প্রেমের কল্পনা নিতান্তই মূর্থতা নয় কি?

এই দেহের বিচরণ বা দাঁড়ান, উপবেশন বা শয়ন, সংকোচন বা প্রসারণ এই সমস্ত জীবন্ত ভৌতিক দেহরই চলন। এই দেহ বিচরণ বা দাঁড়ান, উপবেশন বা শয়ন, সংকোচন বা প্রসারণকারী কেহ নাই। জীবন চিন্তা নানাত্ম হেতু বায়ু ধাতু দ্বারা দেহের এবশ্বিধ অবস্থা হয়ে থাকে। চলন্ত ও স্থিত, উপবিস্তৃত ও শায়িত দেহে ৩৬০ খানা অস্থি ৯০০ স্নায়ু দ্বারা সংযুক্ত ত্বক মাংসাবলিগুণ শোভাময় চর্মে প্রতিচ্ছন্ন বলিয়া যথাভূত দৃষ্টি গোচর হয় না। প্রজ্ঞা চক্ষু দৃষ্টি গোচর হইবে ৩৬০ খানা অস্থি ৯০০ স্নায়ু দ্বারা সংযুক্ত ত্বক

মাংসাবলিপ্ত শরীরে অস্ত্র-মূত্র উদরস্থ বস্তুপুর, যকৃৎপিণ্ডপুর, মূত্রপুর, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, মূত্রাশয় প্লীহা। সিকনী, লালা, শ্বেদ, মেদ, রক্ত, লসিকা, পিত্ত, চর্বি প্রভৃতি দুর্গন্ধ অশুচি বস্তুতে পরিপূর্ণ। এই দেহে মণি মুক্তাদি গ্রহণ করার মত কিছুই নাই। মাত্র নয়টা দ্বার দিয়া সবসময় অশুচি নির্গত হইতেছে। যেমন: চক্ষু দ্বারা চক্ষু মল, কর্ণ দিয়া কর্ণমল, নাসিকা দিয়া সিকনি, গুহ্য মার্গ দিয়া গোবর, প্রস্রাব মার্গ দিয়া মূত্র এবং মুখ দিয়া অনেক সময় মাক-লালা-রক্তাদি বমন হয় এবং দেহ হইতে ঘর্ম ও লবনাক্ত ময়লা বাহির হইতেছে। মস্তকে যে রক্ত আছে তাহাও মগজে পরিপূর্ণ চারি আর্যসত্য প্রতিচ্ছাদক মোহমুগ্ধ মূর্খগন ইহা শুভ বলিয়া ধারণা করিতেছে।

এই দেহ হইতে যখন আয়ু, উষ্মা, ও বিজ্ঞান বা চিত্ত অপদমন করে, তখন এই দেহ বাতভরিত ভঙ্গার ন্যায় ফুলিয়া দুর্গন্ধ বিশ্রী ও নীলবর্ণ হয়। তখন জাতী বন্ধুগণ অনপেক্ষ হইয়া শ্মশানে পরিত্যাগ করে। তখন তাহাকে শকুন, শূগাল, কুমি, কাক, কুকুর এবং আরো যে সব পুতি ভক্ষনকারী প্রাণী আছে তাহারা ভক্ষন করে। জীবন্ত অশুভদেহ আয়ু, উষ্মা, বিজ্ঞান সহগত বলিয়া ভ্রমণ, দাঁড়ান, উপবেশন, শয়ন করিতেছে। শ্মশানে পরিত্যক্ত এই দেহও পূর্বে আয়ু, উষ্মা, বিজ্ঞান সহযোগে পরিভ্রমাদি করিয়াছে। এই মৃত দেহের যে অবস্থা হয়েছে আমার জীবন্ত এই অশুভ দেহের অবস্থা বা পরিণাম এই রূপ অবশ্যম্ভাবী। অতএব স্বীয় ও পরকীয় দেহের প্রতি হৃন্দরাগ বা আসক্তি ত্যাগ করা কর্তব্য।

দুর্গন্ধ অশুচিপূর্ণ দ্বিপিদি মানব দেহ অলঙ্কারে ও সুগন্ধি দ্বারা অভিসংস্কার করিয়া চালান হইতেছে বটে, কিন্তু নানা কুনপ ভরিত দেহ অলঙ্কার ও সুগন্ধি দ্বারা ঢাকিবার চেষ্টা করিলেও তাহা ব্যর্থ করিয়া নবদ্বার ও লোমকূপ দিয়া অশুচি ক্ষরিত হইতেছে। এতাদৃশ দেহধারী পুরুষ বা নারী তৃষ্ণা-দৃষ্টি-মান বশে যে আমি আমার নিত্য বলিয়া মনে করিতেছে এবং জাত্যাদিতে নিজেকে উচ্চ পরকে হেয় জ্ঞান করিতেছে। তাহা একমাত্র অজ্ঞানতা বশতঃ তা নয় কি? তাই আপনারা এ সমস্ত মিথ্যাদৃষ্টি কাজ না করে কর্ম ও কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস রেখে দান, শীল, ভাবনায় নিয়োজিত থেকে দুঃখ মুক্তির প্রচেষ্টা করুন। কারণ আপনারা যে দেব-দেবীদেরকে পূজা করেন সেই দেব-দেবীরাও বুকের এই সত্য বাক্যে শ্রবন করে বুকের ধর্মের সংঘের ও কুশল কর্মের শরণাপন্ন হন। তাই আমি আহ্বান করবো সর্ব প্রকার অকুশল বর্জন করে কুশল কর্মে রত থেকে যুবক-যুবতীরা গ্রামে ১০/১২ জন করে মিলে সমিতি গঠন করে বৎসরে কমপক্ষে দুইবার সজ্ঞদান,

অষ্টপরিষ্কার দান ও নানাবিধ দানকর্মাদি করা একান্ত কর্তব্য।

তবে এখানে হয়তো অনেকে বলবেন, নিজ নিজ ধর্মকে সদ্ধর্ম আর অপরের ধর্মকে পরধর্ম। বুদ্ধ বলেছেন— যিনি বৌদ্ধ হয়ে দান-শীল-ভাবনা ও কুশল কর্মের আশ্রয়ে থাকে না তিনিই পরধর্ম আচরণ করে থাকেন। আর অপর দিকে যিনি নিজ সাধনুযায়ী দান-শীল-ভাবনা করে অর্থাৎ প্রাণী হত্যা করে না, চুরি করে না, ব্যভিচার করে না, মিথ্যা বলে অপরকে না ঠকায় ও নেশাদ্রব্য সেবনে বিরত থেকে ও যাবতীয় মিথ্যাদৃষ্টি কর্মকাণ্ড দূর করে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানে ভাবনায় রত থেকে জীবন যাপন করেন তিনিই সদ্ধর্ম আচরণ করে থাকেন।

### নিজকে উন্নত ও চরিত্রবান করার উপায়

এর জন্য সাধনা চাই। আপনারা হয়তো মিথ্যা কথা বলতে অভ্যস্ত। কথাবলার মধ্যে মিথ্যা বলেন, তা বুঝতে পারেন না। হঠাৎ যদি প্রতিজ্ঞা করে বসেন— পরের দিন থেকে একদম মিথ্যা কথা বলবেন না, তাহলে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারবেন না।

একে হঠাৎ স্বভাব থেকে তুলে ফেলা কঠিন। আপনি যদি সত্যবাদী হতে চান তাহলে ঠিক করেন সপ্তাহে অন্তত একদিন আপনি মিথ্যা কথা বলবেন না। ছয় মাস ধরে নিজেকে সত্য কথা বলতে অভ্যস্ত করেন, তারপর এক শুভদিনে আর একবার প্রতিজ্ঞা করেন সপ্তাহে দুদিন আপনি মিথ্যা কথা বলবেন না। দেখবেন এক বছর পরে সত্য কথা বলার আপনার কাছে অনেকটা সহজ হয়ে পড়েছে। অভ্যাস করতে করতে এমন একদিন আসবে তখন ইচ্ছা করেও মিথ্যা বলতে পারবেন না। নিজেকে মানুষ করবার চেষ্টায় পাপ ও প্রবৃত্তির সংগ্রামে হঠাৎ জয়ী হতে কখনো ইচ্ছা করেন না তাহলে সব ব্যর্থ হবে। ঠিক এমনিতে ত্যাগের মধ্যেও মনে করেন। আপনার লোভ প্রবৃত্তির খুব প্রবল। অন্যের চেয়ে নিজের ভাগ্যটাই আপনি বড় করে চান তাহলে এক কাজ করেন বড় বাদ দিয়ে ছোটকে গ্রহণ করার চেষ্টা করেন। লোভকে জয় করার আর একটা পন্থা আছে। মাঝে মাঝে আপনার কোন প্রিয় জিনিসের খানিকটা না খেয়ে, না নিয়ে, না দেখে কোন শিশু বা পশু-পক্ষীকে দিতে অভ্যাস করেন তাহলে শুধু লোভ-প্রবৃত্তি দুর্বল হয়ে আসবে তা নয়, পরের সুখের জন্যও নিজের কষ্ট স্বীকার করবারও অভ্যাস হবে। অভ্যাস ও সাধনা ছাড়া চিন্তের উন্নতি, স্বভাবের মহত্ত্ব লাভ করা যায় না। পরকে সুখ দিতে মন যখন বিরক্ত হবে না— তখন দেখবেন আপনি সকল জীবের প্রতি মৈত্রী পোষণ করতে ইচ্ছা করেন।

### বুদ্ধের আহ্বান

মানুষের পাপ মানব সমাজকে নরকের পথে টেনে নিয়ে যায়। তার জন্য অসীম দুঃখ সৃষ্টি করে। পাপী শুধু নিজে পাপ করে না, তার অত্যাচারের আঘাত সহ্য করতে গিয়ে মানব সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। যে মানুষের চোখ থেকে রক্ত টেনে বের করে মানব হৃদয়ে চিতার আগুন জ্বেলে দেয়, সে জীবন্ত অভিশাপ হয়ে এজগতে বাস করে। সে নিজের বুকে ছুরির আঘাত করে অথচ সে বুঝতে পারে না, সে কি করছে। দেব-মানব সমাজকে বাঁচাবার জন্য অসীম প্রেমে, অনন্ত ব্যাথা-অনুভূতিতে মহাপুরুষেরা করুণাবান হয়ে যান। তাদের বিরাট স্নেহের কল্যাণ আহ্বানে যারা সাড়া দেয়, তারা দুঃখ মুক্ত হতে পারেন।

বুদ্ধের প্রাণে মানুষের দুঃখ ও ব্যাথা কী অসীম বেদনা সৃষ্টি করেছিলেন— কত সুখ কত বিলাস ত্যাগ করে সংসার ছেড়ে মানুষের দুঃখের মীমাংসার জন্য তিনি বনে বনে ছয় বৎসর কঠোর তপস্যা করে ছিলেন। তাঁর শরীরের উপর দিয়ে গাছ হয়ে উঠে গিয়েছিল। কী মনুষ্যত্বের গৌরব দিয়ে কর্ম তাকে এজগতে পাঠিয়ে ছিলেন।

তাই তিনি ছয় বৎসর পর বোধিদ্রুমমূলে সেই নব আবিস্কৃত ধর্ম আর্য্যাস্টাঙ্গিক মার্গ খুজে পেলেন। সেই মার্গে মধ্যে রয়েছে অতি ভোগে ও কৃচ্ছতার দ্বারা দুঃখ মুক্তি লাভ হয় না। যেমন : অতি ভোগে মানুষের তৃষ্ণা আরো প্রবল বৃদ্ধি পেতে থাকে। কোন সুরাপানকারী ব্যক্তি আজকে একটু কালকে আরো একটু বেশী এভাবে খেতে খেতে তিনি মহাসাগর পরিমাণ মদ্যপান করেও তাহার তৃষ্ণা মিঠাবে না। আর কৃচ্ছতার মানুষের আয়ু-বর্ণ-সুখ-বল-প্রজ্ঞা নষ্ট হয়ে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানে ধ্যান সাধনা করা যায় না।

### একজন গৃহপতির ষড়্দিক বজায় রাখা কর্তব্য

মহামানব বুদ্ধ রাজগৃহের বেণুবন বিহারে অবস্থান করিবার সময় গৃহস্থপুত্র সিগালক ভোরে উঠিয়া রাজগৃহ হইতে বাহির হইতেন এবং ভিজা কাপড়ে ও ভিজা চূলে করযোড়ে— পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, অধঃ ও উর্দ্ধ এই ষড়্দিক নমস্কার করিতেন।

অতঃপর একদিন ভগবান পাত্রটীবার লইয়া পূর্বাহ্নে পিণ্ডাচরণ করিবার জন্য যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন— গৃহস্থপুত্র সিগালক ভিজাকাপড়ে ও ভিজাচূলে ষড়্দিক নমস্কার করিতেছেন। তখন ভগবান জিজ্ঞাসা করিলেন— ‘সিগালক, তুমি এরূপ করিতেছ কেন?’

সিগালক অতি নম্রভাবে উত্তর দিতে লাগিলেন— ভগ্নে, আমার বাবা মৃত্যুকালে আমাকে বলিয়া গিয়াছেন— বৎস, তুমি ছয়দিক নমস্কার করিও। প্রভো, আমি পিতার কথা শিরোধার্য্য করিয়াছি, সেজন্য ভোরে উঠিয়া ভিজাকাপড়ে ও ভিজাচুলে করযোড়ে ষড়দিক বন্দনা করিয়া থাকি। ভগবান বলিলেন— প্রিয় বালক, আর্য্যবিনয়ে ছয়দিক নমস্কারের রীতি এইরূপ নহে। ভগ্নে, তাহা হইলে আর্য্যবিনয়ে কিরূপ বিধান আছে, তাহা একবার অনুগ্রহ করিয়া বর্ণনা করুন।

গৃহপতি পুত্র, তবে মনোযোগ দিয়া শুন, আমি বলিতেছি।

হে গৃহপতি পুত্র গৃহীদের ষড়বিধ দিক আছে। যথা: মাতাপিতা পূর্বদিক, আচার্য্য বা শিক্ষক দক্ষিণদিক, স্ত্রী-পুত্র পশ্চিমদিক, আত্মীয়-স্বজন উত্তরদিক, চাকর-চাকরানী অধোদিক ও শ্রমণ-ব্রাহ্মণ উর্দ্ধদিক।

হে গৃহপতি পুত্র, পাঁচ প্রকার কর্মের দ্বারা মাতাপিতা রূপী পূর্বদিক বজায় রাখিতে হয়। যথা: মাতাপিতা কর্তৃক সযত্নে লালিত পালিত বলিয়া বৃদ্ধাকালে ভরণ পোষণ নির্বাহ করা, আপন কার্য্যের আগে তাহাদের কার্য্য সম্পাদন করা, কুলাচার-কুল মর্যাদা রক্ষা করা, তাহাদের উপদেশে থাকিয়া বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করা, ও মৃত জ্ঞাতিবর্গের উদ্দেশ্যে দান দেওয়া। ইহা পূর্বদিক মাতাপিতা রক্ষার প্রণালী।

হে গৃহপতি পুত্র, মাতাপিতাও পাঁচ প্রকারে পুত্রকে অনুগ্রহ করেন। যথা: পাপ হইতে নিবৃত্ত করেন, কল্যাণ কর্মে নিয়োগ করেন, উপযুক্ত সময়ে বিদ্যা শিক্ষা দেন, সুযোগ্যকালে পরিণয়সুত্রে আবদ্ধ করেন, ও যোগ্যতা চিন্তা করিয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেন।

হে গৃহপতি পুত্র, পাঁচ প্রকার কর্মের দ্বারা শিষ্যদের আচার্য্যরূপ দক্ষিণদিক বজায় রাখিতে হয়। যথা: আচার্য্যের সামনে উচ্চাসনে না বসা, সেবা-শুশ্রূষা করা, আদেশ পালন করা, মনোযোগ দিয়া উপদেশ শ্রবণ করা ও বিদ্যাভ্যাস করা।

হে গৃহপতি পুত্র, আচার্য্যও পাঁচ প্রকারে শিষ্যকে অনুগ্রহ করেন। যথা: সুন্দররূপে বিনীত করেন, খুটিনাটি বিষয় শিক্ষা দেন, পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করিয়া দেন, বন্ধু-বান্ধবগণের কাছে ছাত্রের প্রশংসা করেন ও তাহাকে আপদে বিপদে রক্ষা করেন।

হে গৃহপতি পুত্র, পাঁচ প্রকার কর্মের দ্বারা ভার্য়্যরূপ পশ্চিম দিক বজায় রাখিতে হয়। যথা: সন্মান সূচক ব্যবহার করা, অভদ্রোচিত ব্যবহার না করা, পর স্ত্রীতে আসক্ত না হইয়া স্বীয় স্ত্রীতে সম্ভ্রষ্ট থাকা, বৈষয়িক ব্যাপারে কর্তৃত্ব

দেওয়া ও সাধ্যানুরূপ বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করা।

হে গৃহপতি পুত্র, স্ত্রীও পাঁচ প্রকারে স্বামীকে অনুকম্পা করেন। যথা: সচারাক্ষরে গৃহ কর্ম সম্পাদন করেন, পরিজনবর্গ ও অতিথি-অভ্যাগতের প্রতি সাদর সম্ভাষণ করেন, স্বীয় স্বামীতে সন্তুষ্ট থাকেন, স্বামীর সঙ্ঘাত সম্পত্তি অপচয় করেন না ও যাবতীয় গৃহকর্মে নিপুণা ও অনলস হন।

হে গৃহপতি পুত্র, পাঁচ প্রকার কর্মের দ্বারা মিত্র অমাত্য ও আত্মীয়-স্বজনরূপ উত্তরদিক রক্ষা করিতে হয়। যথা: দান বা সাময়িক অর্থ সাহায্য, প্রিয়বাক্য ব্যবহার, হিতাচারণ, প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রদর্শন ও সরল ব্যবহার।

হে গৃহপতি পুত্র, মিত্র অমাত্য ও আত্মীয়-স্বজনও পাঁচ প্রকারে কুলপুত্রের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। যথা: প্রমত্তকালে রক্ষা করেন, তাহার বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করেন, ভয়ে আশ্বস্ত করেন, আপদে বিপদে ত্যাগ করেন না ও অপর প্রজাগণও তাহাকে সন্মান করেন।

হে গৃহপতি পুত্র, পাঁচ প্রকার কর্মের দ্বারা চাকর-চাকরানীরূপ অধোদিক রক্ষা করিতে হয়। যথা: তাহাদের শক্তি অনুযায়ী কার্যের ভার দেওয়া, উপযুক্ত আহার ও বেতন দেওয়া, রোগের সময় চিকিৎসা করা, সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য ভাগ করিয়া দেওয়া ও মধ্যে মধ্যে অবসর দেওয়া।

হে গৃহপতি পুত্র, কর্মচারীরও পাঁচ প্রকারে প্রভুর প্রতি কর্তব্য পরায়ণ হইতে হয়। যথা: গৃহস্বামীর পূর্বে শর্য্যা ত্যাগ করা, পরে শয়ন করা, অজ্ঞাতসারে কিছু না লওয়া, প্রাণপণে কর্তব্য সম্পাদন করা ও সাধরণের নিকট আপন প্রভুর সুখ্যাতি ও সন্মানার্জন করা।

হে গৃহপতি পুত্র, পাঁচ প্রকার কর্মের দ্বারা শ্রমণ-ব্রাহ্মণরূপ উর্দ্ধদিক বজায় রাখিতে হয়। যথা: শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাবে তাহাদের সেবা করা, তাহাদের উপকারের জন্য বলা, অন্তরে তাহাদের হিতকামনা করা, তাহাদের জন্য গৃহের দ্বার সর্বদা অব্যাহত বা খোলা রাখা ও অন্ন বস্ত্রাদি প্রদান করা।

হে গৃহপতি পুত্র, শ্রমণ-ব্রাহ্মণও ছয় প্রকারে কুলপুত্রের প্রতি অনুগ্রহ করেন। যথা: পাপ কার্য হইতে বিরত করেন, হিতকর কার্যে প্রবৃত্ত করেন, তাহাদের হিত চিন্তা করেন, অশ্রুত বিষয় শ্রবণ করান, শ্রুত ও জ্ঞাত বিষয় সংশোধন করান ও স্বর্গের রাস্তা দেখাইয়া দেন।

যেই গৃহী এই ষড়্দিক উক্ত বিধান অনুসারে রক্ষা করিয়া চলেন, তাহার নিশ্চয়ই উন্নতি হইয়া থাকে।



### স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য

- ১। স্ত্রীর প্রতি মর্যাদা সূচক ব্যবহার করিবেন;
- ২। স্ত্রীর প্রতি অবজ্ঞা সূচক আচরণ করিবেন না;
- ৩। অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হইবেন না এবং স্ত্রীর প্রতি অনাচার করিবেন না;
- ৪। গৃহস্থালীর উপযুক্ত কার্যভার প্রদান করিবে; ও
- ৫। স্ত্রীকে যথাসময়ে স্বীয় সামর্থ্যনুযায়ী বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান করিবেন।

### স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য

- ১। সুন্দর ও সুশৃঙ্খল ভাবে গৃহ কর্ম সম্পাদন করিবেন;
- ২। বিনীত ও ভদ্রতা ব্যবহার এবং সহদয়তার দ্বারা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারস্থ সকলের সন্তোষ বিধান করিবেন;
- ৩। মন্দ মনোভাব লইয়া পরপুরুষের প্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করিবেন না;
- ৪। স্বামীর সঞ্চিত সম্পত্তি ও গৃহ সামগ্রী সযত্নে রক্ষা করিবেন;
- ৫। পতি গৃহের সমস্ত কর্ম আলস্যবিহীনা হইয়া উৎসাহ ও দক্ষতার সহিতই সম্পাদন করিবেন।

### নারীদের কর্তব্য

যাহাতে স্বামীর কোন প্রকার কষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে সর্বদা লক্ষ্য রাখিবেন। পরপুরুষের প্রতি ভ্রমেও খারাপ মনোভাব লইয়া দৃষ্টিপাত করিবেন না। পতিব্রতা ধর্ম উত্তমরূপে রক্ষা করিবেন। স্বামী প্রমুখ বাড়ীস্থ সকলের সুখ-অসুখ সম্বন্ধে সর্বদা জিজ্ঞাসা করিবেন। স্বামীও শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি পূজনীয়দিগকে যথাসময়ে মুখ ও হাত-পা ধুইবার জন্য প্রত্যহ গরম জল কিম্বা শীতল জলের প্রয়োজন হইলে শ্রদ্ধার সহিত তাহা যথাসময় প্রদান করিবেন। মুখ-হাত ধৌতকরা হইলে, মুখ মুছিবার পরিস্কার গামছা আনিয়া দিবেন। সর্বদা বাস-গৃহ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও আসবাব পত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। টেবিল-টুল-চেয়ার এবং কাচ ও ধাতব দ্রব্যসম্ভার প্রত্যহ পরিস্কার করিবেন। অবসর সময়ে সর্বদা বাগান মেরামত ও পরিস্কার করিবেন। নিজের ব্যবহার্য্য যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার পরিস্কার-পরিচ্ছন্নভাবে শৃঙ্খলার সহিত সামলাইয়া রাখিবেন। রান্নাঘর সর্বদা পরিস্কার রাখিবেন। চাকর চাকরাণী থাকিলে, তাহাদিগকে নিজের ছেলেমেয়ের মত স্নেহ করিবেন এবং খোঁজ নিবেন।

স্বামীর পূর্বেই শর্যা ত্যাগ করিয়া তাহার জন্য মুখ হাত ধুইবার জল

দিবেন। তৎপর চাকরদের যাহা প্রয়োজন, তাহা তাহাদিগকে দিয়া কাজে নিযুক্ত করিবেন। তদনন্তর শারীরিক কৃত্যাদি সমাপনান্তে মুখ হাত ধুইয়া শান্তমনে অল্পক্ষণ হইলেও বুদ্ধ বন্দনা করিবেন। ছেলেমেয়ে থাকিলে তাহাদিগকেও সঙ্গে বসাইয়া বন্দনা করিবেন। ইহাতে তাহাদেরও বন্দনা করিবার অভ্যাস হইবে। বন্দনা সমাপ্তির পর নিজে নিজে হইলেও পঞ্চশীল গ্রহন করিবেন। সমস্ত জীব-জগতের হিত-সুখের জন্য পূণ্য দান করিবেন। বন্দনার পূর্বে বুদ্ধপূজা করিবার জন্য বাড়ীর প্রাঙ্গণের আশে-পাশে কয়েকটি ফুলের গাছ রোপন করিয়া রাখিবেন। আলস্য ও বিরক্তি মনে না করিয়া প্রত্যেক অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিতে প্রত্যেকে আত্মহের সহিত অষ্টশীল গ্রহন ও পালন করিবেন। অনিবার্য কারণ বশতঃ অষ্টশীল গ্রহন করিতে না পারিলে, সেই দিন ধর্ম শ্রবনের জন্য হইলেও বিহারে যাইবেন। প্রাতঃসন্ধ্যা দুইবেলা উপাসনার পূর্বে বাসগৃহ ধূপ-ধুনা দ্বারা সুভাসিত করা একান্ত প্রয়োজন। পিণ্ডাচরণার্থ ভিক্ষু গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে, একদিনও বাদ না দিয়া প্রত্যহ শ্রদ্ধার সহিত পিণ্ডদান করিবেন। প্রত্যহ ন্যূনকল্পে একমুঠা চাউল কিংবা একটি পয়সা বুদ্ধ শাসনের উন্নতি কল্পে ব্যয় করিবার নিমিত্ত জমা রাখিবেন। আত্মীয়-স্বজন স্বীয় গৃহে উপস্থিত হইলে, তাহাদিগকে যথেষ্টরূপে আদর-আপ্যায়ন করিবেন এবং সাধ্যানুযায়ী আহারাদির ব্যবস্থা করিবেন। স্বীয় জ্ঞাতী ও আত্মীয়দের গৃহের মধ্যে মধ্যে গিয়া আত্মীয়তা বজায় রাখিবেন। মুরগী ও হাঁস প্রভৃতি কদর্য্যপ্রাণী পোষন করিবেন না। দিবা-নিদ্রা ও অগ্নির উত্তাপ সেবন করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় অনিষ্টকর। সুতরাং তাহা সর্বতোভাবে বর্জনীয়। যাহাতে উদর ও স্তন দেখা না যায়, সেরূপ ভাবেই বস্ত্র পরিধান করিবেন ও গায়ে দিবেন। সর্বদা পরিষ্কার বস্ত্র ব্যবহার করিবেন। পুরুষের সম্মুখে চুল আঁচড়াইবেন না ও উকুন ধরিবেন না। নিজের শয়নের পাটি, বালিশ, বিছানার চাদর, লেপ, তোষক ও ব্যবহার্য্য বস্তাদি লোকের গমনাগমন পথের ধারে শুকাইতে দিবেন না। বালক-বালিকাদিগকে সাদরে মধুরবাক্যে আহ্বান করিবেন। পান-তামাক খাইয়া, নানা অসার গল্প-গুজব করিয়া তাস-পাশাদি নানা ক্রীড়ায় বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া এবং অসময়ে নিদ্রা না যাইয়া সদুপদেশ পূর্ণ ধর্মগ্রন্থ অথবা পত্রিকাদি পাঠ করিবেন। দ্বিপ্রহরে কাজের অবসর সময় শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামীর ও ছেলেমেয়ে প্রভৃতির ছেড়া বস্ত্র সমূহ তালাস করিয়া শেলাইয়া রাখিবেন। ছেলেমেয়েদিগকে শৈশবকালে ধর্মগ্রন্থ পাঠ, ধর্মশ্রবণের জন্য বিহারে প্রেরণ, পুষ্পাদি দ্বারা বুদ্ধপূজা করন, সকলকে সন্তোষ ও আদর

করন, নিত্য পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, উৎসাহী-উদ্যোগী হওয়া, দেশহিতৈষিতা, বয়োবৃদ্ধদিগকে সম্মান করা এবং ভদ্রতা, নম্রতা ও শিষ্টতা ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেওয়া একান্তই কর্তব্য। নিজের চাকর-চাকরাণীর প্রতি ‘তুই, তে’ ইত্যাদি বলিয়া কর্কশ ব্যবহার করিবেন না। ছেলেমেয়েদের জাতিগত ধর্মানুমোদিত নামই রাখিবেন। বালক-বালিকাদের উত্তমরূপে বস্ত্র পরিধান, লজ্জাশীলতা ও গৃহকর্ম শিক্ষা দিবেন। রান্নাঘর, পায়খানা, গৃহ ও প্রাঙ্গন ইত্যাদি নিত্য পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবেন।

### বালক-বালিকাদের কর্তব্য

সূর্যোদয়ের পূর্বেই শর্যা ত্যাগ করিয়া দস্ত মাজন করিয়া প্রক্ষালন করিবেন। তৎপর সুন্দররূপে বস্ত্র পরিধান করিয়া নির্জন স্থানে স্মৃতিসহকারে অল্লক্ষণ ভাবনা করিয়া বুদ্ধ বন্দনা করিবেন। ইহাতে মৃঢ়তা নষ্ট হইবে এবং স্মৃতিশক্তি বদ্ধিত হইবে। প্রত্যহ পঞ্চশীল গ্রহন করিবেন এবং একটি পুষ্প দ্বারা হলেও বুদ্ধ পূজা করিবেন। অনর্থক পাঠের সময় নষ্ট করিবেন না। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে পিতামাতাকে অভিবাদন করিয়া পাঠশালায় যাইবেন। শিক্ষক প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি ভদ্রতা ও নম্রতা সূচক ব্যবহার করিবেন। পাঠশালা গৃহে থুথু ত্যাগ করিবেন না। বিড়ি, সিগারেট ও তামাক সেবন করিবেন না। কর্কশ ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলিবেন না। মৎস্য শিকারের স্থানে অথবা যে কোন প্রাণী হত্যার স্থানে, মদ্য বিক্রয়ের স্থানে ও মদ্যাদি যে কোন নেশাদ্রব্য পানের স্থানে গিয়া দাঁড়াইবেন না ও বসিবেন না। মিথ্যা, বৃথা, কটু, পিঙ্গন ও ভেদ বাক্যাদি বলিবেন না। সন্ধর্মের, দেশের ও জাতির উন্নতির জন্য প্রতিনিয়ত সচেষ্টিত থাকিবেন। দেহের শক্তি বৃদ্ধির জন্য শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষাও চর্চা করিবেন। নিকটবর্তী বিহারে কমপক্ষে সপ্তাহে একবার হলেও যাইয়া ধর্ম শ্রবন করিবেন। সাইকেলে পথ চলিবার সময় পথে ভিক্ষু-শ্রামণ অথবা গুরুজন দেখিলে, সাইকেল হইতে নামিয়া যাইবেন। ভিক্ষু-শ্রামণ, পিতামাতা প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মুখে উচ্চাসনে উপবেশন করিবেন না। ছোট বড় প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি দয়া পরায়ণ হইবেন। প্রত্যেক উপোসথ দিবসে উপোসথ শীল গ্রহণ করিবেন। যে কোন ধর্ম সম্বন্ধীয় কার্যে সামর্থ্যনুযায়ী কায়িক, বাচনিক ও আর্থিক সাহায্য করিবেন। কৌতুকচ্ছলেও কাহারও প্রতি অশ্লীল বাক্যে ব্যবহার করিবেন না।

### পিতামাতার প্রতি ছেলেমেয়েদের কর্তব্য

পিতামাতা ছেলেমেয়েদের মহাব্রহ্মা সদৃশ। তাহারাই আদিগুরু,

মহোপকারী ও মঙ্গলকামী। তদ্ব্যতীত পিতামাতাকে ছেলেমেয়েগণ অত্যধিক সম্মান, গৌরব ও ভক্তি করিবেন। পিতামাতা যে দিকে আছেন, ছেলেমেয়েগণ সেই দিকে পাদ প্রসারণ করিয়া শয়ন করিবেন না। প্রবাসে যাইবার সময় পিতামাতাকে ভক্তির সহিত অভিবাদন করিয়া যাত্রা করিবেন। প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিলেও উজ্জ্বলপে অভিবাদন করিবেন। পিতামাতাকে কখনো ‘তুই’ শব্দ ব্যবহার করিবেন না। তাহাদের সম্মুখে ক্রোধান্বিত হইয়া কোন অগৌরবনীয় কথা বলিবেন না। পিতামাতা দাড়াইয়া থাকিলে বা কোন নীচাসনে উপবিষ্টাবস্থায় থাকিলে, ছেলেমেয়েগণ উচ্চাসনে উপবেশন করিবেন না। পিতামাতাকে পূর্বে খাওয়াইয়া পরে নিজে খাইবেন। নতুন অথবা ভাল খাদ্যদ্রব্য পাইলে তাহা হইতে কতকাংশ প্রথমে ভিক্ষুসংঘকে ও মাতাপিতাকে দিয়া অবশিষ্টাংশ নিজে পরিভোগ করিবেন। বৃদ্ধকালে পিতামাতার সেবা গুরুত্বপূর্ণ, খাওয়া পরা এবং যে সময়ে যাহা প্রয়োজন তাহা ব্যবস্থা করা পুত্র-কন্যার একান্ত কর্তব্য। কনিষ্ঠগণও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি পূর্বোক্ত নিয়মে গৌরবনীয় আচরণ করিবেন। পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনদের কোন প্রকার দুঃখ বা অসুবিধার সৃষ্টি হইলে, তাহা নিরসনের চেষ্টা করিবেন। পিতামাতার মৃত্যু হইলে তাহাদের মৃতাত্মার সৎগতির জন্য কুশল কর্ম করিয়া পূণ্যদান করা একান্ত কর্তব্য। বংশ পরম্পরা কুল ধর্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত কালগত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য শ্রদ্ধার অনুষ্ঠান একান্তই অপরিহার্য। পিতামাতাকে সর্বদা কুশল কর্মে নিয়োজিত করা ছেলেমেয়েদের একান্ত কর্তব্য।

### ভিক্ষু-শ্রামণের প্রতি দায়কের কর্তব্য

শ্রমণধর্ম পালনের সহায় চারি প্রত্যয়াদি (শয়নাসন বা বিহার, চীবর, আহার ও ঔষধ-পথ্যাদি) শাসনের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে প্রিয়শীল, শিক্ষাকামী ও শীলবান ভিক্ষু-শ্রামণদিগকে শ্রদ্ধার সহিত দান করা উচিত। নিজের সামর্থ্য না থাকলেও অপরের দ্বারা হলেও চারি প্রত্যয়াদি দিয়ে সেবা-পূজা করার চেষ্টা করা, এতে উভয়ের হিতসুখ ও মঙ্গল হয়। সম্ভব হলে প্রত্যহ একবার হলেও বিহারে গিয়ে ভিক্ষু-শ্রামণের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁদের সুখ-দুঃখ ও সুবিধা-অসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করে, তা পূরণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত, সাথে ভিক্ষু-শ্রামণকে দান দিবার সময় কর্ম ও কর্মফলকে বিশ্বাস ও অন্তরে শ্রদ্ধা জাগ্রত করা। নিমন্ত্রিত ভিক্ষু-শ্রামণ বা অপর যে কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্য হত্যা করে মাছ, মাংস দান করলে পুণ্যের পরিবর্তে পাপই হয়। যার উদ্দেশ্যে এই মাছ-মাংস হত্যা করে দেওয়া হয়, সেও যদি জেনে-শুনে আহার

করেন তাও পাপ হয়। তাই বুদ্ধ বলেছিলেন— ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ (দর্শন— হত্যা করতে দেখলে, শ্রবণ— কারও নিকট শুনলে, ও অনুমান— আমার জন্য হত্যা করেছে সন্দেহ করলে) করে মাছ-মাংস আহার করতে বলেছেন। আর ভিক্ষু-শ্রামণকে যথাসম্ভব উত্তম খাদ্যভোজ্য ও অন্যান্য উত্তম দানীয় বস্তু দান করা উচিত। কারণ উত্তম খাদ্যভোজ্য ও অন্যান্য উত্তম দানীয় বস্তু দান করলে দাতা পরকালে সে উত্তম খাদ্যভোজ্য ও উত্তম বস্তু লাভ করে থাকে। তাই জ্ঞানী পণ্ডিত পরকালে হিতকাজী ব্যক্তি মাগ্রেই কর্ম ও কর্মফলকে বিশ্বাস করে ভিক্ষু-শ্রামণের বিনয় সম্মত প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রাদি দান করে, তাঁহাকে শীল-সমাধি-প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে সাহায্য করা উচিত।

### উপাসক-উপাসিকাদের বিহার ব্রত

যেই বিহারে ধাতু, মূর্তি, ধর্মগ্রন্থ ও ভিক্ষুসংঘ থাকে, সেই বিহারে প্রবেশ করার সময় বুদ্ধের প্রতি গৌরব সহকারে শ্রদ্ধাচিন্তে প্রবেশ করিবেন। বিহারে ও বিহার প্রাঙ্গণে ময়লা-আবজনা হইলে সন্মাজন করিবেন। ধুমপান করিবেন না, জুতাপায়ে ও মাথায় টুপি বা বর্গায় প্রবেশ করিবেন না এবং বিহারে এসে ভিক্ষু শ্রামণের সামনে বসলে পাগুলো পিছনে রেখে হাত জোর করে সুখ-দুঃখের কথা জেনে নিবেন। এবং গৌরব ও ভদ্রতা বজায় রেখে কথা বলবেন। কারণ বিহার বলতে অতি পবিত্র তীর্থস্থান। তাই ইহাতে আপনাদের অপ্রমেয় পূণ্য হয়ে যায়।

### ভিক্ষু দর্শনের ফল

মঙ্গল সূত্রের “সমগনঞ্চ দস্‌সনং” এই মঙ্গল্য বাক্যের বর্ণনায় বর্ণিত হইয়াছে যে শ্রদ্ধাপ্রযুক্ত প্রসন্নচিত্তে ও প্রীতিচোখে ভিক্ষু-শ্রামণদিগকে দর্শন করিলে, সেই দর্শন জনিত পূণ্য প্রভাবে বহু জন্মে কোন প্রকার চক্ষুরোগ উৎপন্ন হয় না। সর্বদা বিশুদ্ধ কূলে জন্ম হয় ও অতি শ্রীযুক্ত হয়। চক্ষুদ্বয় সুলক্ষণ যুক্ত মনোময় হয়। বহু জন্ম দেব-মনুষ্যলোকে শ্রীসৌভাগ্যের অধিকারী হয়। মনুষ্যকূলে জন্মগ্রহণ করিলে জ্ঞানবান, প্রখর চক্ষুজ্যোতি ও দিব্যদৃষ্টি লাভ করে। আর যাহারা ভিক্ষু-শ্রামণের দেখিয়া চিন্তে ঈর্ষাভাবের উদ্বেক করে, সর্বদা অহিতকাজী হইয়া বিচরণ করে, এবং দুর্নাম প্রচার করে, তাহারা প্রেতলোকে জন্ম নিয়া দারুণ প্রেত দুঃখ ভোগ করে।

ভগবান বুদ্ধ যখন বেদীয় নামক পর্বতের “ইন্দ্রশাল গুহায়” অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একটি পেঁচা ভগবান পিণ্ডাচরণে যাইবার সময় অর্ধেক পথ বুদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইত। পুনঃ ভগবান গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিবার

সময় অর্ধেক পথ হইতে আগুবাড়াইয়া লইত। একদা সন্ধ্যার সময় ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত্ত হইয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় ঐ পেঁচা বুদ্ধের সম্মুখে ডানাদ্বয় প্রসারিত ও মাথা নীচু করিয়া ভগবানকে অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছিল। ভগবান পেঁচার এতাদৃশ বন্দনা দেখিয়া ঈষৎ হাসিলেন। আনন্দ স্থবির ভগবানের এই হাসি দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ভগবান পেঁচার ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিলেন।

“অনুত্তর ভিক্ষুসংঘ ও আমার প্রতি চিন্তা প্রসন্নতা হেতু এই পেঁচা কল্পকাল পর্যন্ত কোন প্রকার দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করিবেনা। সে দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া এই কুশলকর্ম প্রভাবে ভবিষ্যতে সোমনস্য নামক প্রসিদ্ধ এক অনন্তজ্ঞানী মহাপুরুষ হইবে।

### শ্রদ্ধা

কর্ম ও কর্মফলকে বিশ্বাস করার নাম শ্রদ্ধা। শীলবানদিগকে দর্শনের ইচ্ছা, সর্দ্ধম শ্রবণের ইচ্ছা ও কার্পণ্য ময়লা ত্যাগের ইচ্ছার নামই শ্রদ্ধা। মনুষ্যগণ শ্রদ্ধার অনুপ্রাণিত হইয়া ভিক্ষু-শ্রামণাদির সেবা করে, দীন, দুঃখী, পথিক ও যাচকের উপকার করে। সেই শ্রদ্ধা চার প্রকার। যথা: আগমনীয় শ্রদ্ধা, অধিগম শ্রদ্ধা, অবকম্পন শ্রদ্ধা ও প্রসাদ শ্রদ্ধা। (১) বোধিসত্ত্বগণের বুদ্ধত্ব প্রার্থনার সময় হইতে যেই শ্রদ্ধা অবিচলিতভাবে থাকে, তাহাই আগমনীয় শ্রদ্ধা, (২) আর্যশ্রাবকগণ যেই শ্রদ্ধা বলে লোকন্তর ধর্ম লাভ করে, সেই শ্রদ্ধাকে অধিগম শ্রদ্ধা বলে, (৩) বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ এই শব্দত্রয় শ্রবণ করা মাত্রই যেই অচলা শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহা অবকম্পন শ্রদ্ধা নামে কথিত, ও (৪) যেই শ্রদ্ধা চিন্তের প্রসন্নতা উৎপাদন করে, তাহাকে প্রসাদ শ্রদ্ধা বলে।

### মন পরিবর্তন করা

মনো পুষ্কংগমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া,

মনসাচে পদুট্টেন ভাসতি বা কেরোতি বা;

ততোনং দক্খমম্বেতি চক্কং ব বহতো পদং।

অর্থাৎ বস্তু সমূহের গুণরাজি মনেরই আরোপিত, মনেই তাঁদের অবস্থিতি, মন দিয়েই তাঁরা নির্মিত। আমরা যেমন ভাবি, সেরূপ হয়। তাই দুষিত মনে কেউ কিছু বললে বা করলে দুঃখ তাহার অনুগমন করে, যেমন গাড়ীর চাকা বাহক বলদের অনুসরণ করে।

মন পরিবর্তন করেন। মনের গোপন পাপ ধূয়ে ফেলেন। যতই ধার্মিকের বেশ ধারণ করেন না কেন, আর্য্যাস্টাঙ্গিক মার্গের মাধ্যমে অন্তরের

গ্লানি ধুয়ে না ফেললে আপনাকে যথার্থ ধার্মিক বলা যাবে না। মানুষ শরীরের গৌরবে বড় নয়। আত্মা বা চিন্তের গৌরবে যে বড় হতে চায় না সে মানুষ নয়। সে পশু জাতীয়। পশুরা আপন স্ত্রীকে খুব ভালবাসে, কিন্তু খাবার বেলায় দেখতে পায় সে স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে নিজেই খায়, সে দুর্বলকে আঘাত করে এবং অপেক্ষাকৃত শক্তিশালীর কাছে সভয়ে মাথা নত করে।

মানুষের স্বাভাব এর বিপরীত, যেখানে মানুষকে পশুর মতো দেখি সেখানে আমরা তাকে পশু বলে ঘৃণা করি। সেখানে মানুষ পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বভাবের পরিচয় দেয়। মানুষ আর পশুর পার্থক্য আকাশ-পাতাল। মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব, তাঁরার মতো সুন্দর, পশু মর্তের নিকৃষ্ট জীব রাত্রির মতো মসিমলিন।

### সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম

অতীত কালে গঙ্গা নদীর তীরে যোজন বিস্তৃত এ বন্দর ছিল। উহার অর্ধেকাংশ বজ্জীরাজাদের এবং অপারার্ধংশ মগধরাজ অজাতশত্রুর অধিকারভূক্ত ছিল। সেই বন্দরে মাঝে মাঝে মহামূল্যবান রত্ন উৎপন্ন হইত। একতাবদ্ধ বজ্জীরাজগণ উহা রাজা অজাতশত্রুর আগেই আসিয়া লইয়া যাইতেন। অজাতশত্রু পরে এসে নিরাশ মনে ফিরে যেতেন। এভাবে বেশ কয়েক বার নিরাশ হয়ে বজ্জীরাজগণের উপর ক্রোধান্বিত হয়ে অভিভূত ও উচ্ছেদ সাধন করার জন্য বর্ষকার ব্রাহ্মণকে বুদ্ধের কাছে বিস্তারিত বলতে পাঠালেন। তখন বুদ্ধ বলেছিলেন সুসমৃদ্ধ বৈশালীর বজ্জীরাজগণকে উচ্ছেদ সাধন করতে পারবে না। কারণ নিম্নে সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম বজ্জীরাজগণ পালন করেন। তখনকার বজ্জীরা সংখ্যায় মধ্যে খুব লঘু ছিল। কিন্তু যতদিন তাদের সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম বিদ্যমান ছিল ততদিন কোন বড় বড় রাজ্যের রাজারা তাহাদের অবনতি করতে পারেন নাই। পরে বর্ষকার ব্রাহ্মণের চক্রান্তে রাজা অজাতশত্রু ব্রাহ্মণকে রাজ্যে থেকে বাহির করে দেন। বাহির করে দিয়ে কুচক্রান্তকারী বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ বজ্জীগণের বন্ধুত্ব করে পরে সবাইকে একে অপরের প্রতি বিচ্ছিন্ন করে মগধ রাজ অজাতশত্রুকে খবর পাঠালে এমনিতেই রাজ্য থেকে উচ্ছেদ সাধন করলেন।

তেমনি আপনারাও বজ্জীদের মতন যতদিন সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম মেনে চলবেন ততদিন শ্রীবৃদ্ধি ছাড়া অবনতি হবে না। সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম হলো:

(১) যাহারা সভা সমিতিতে সর্বদা একত্রিত হয় (২) সর্বদা একতাবদ্ধভাবে একত্রিত হয়, সভার শেষে সকলে এক সাথে চলে যায় এবং সভার প্রস্তাবিত কাজ একযোগে সম্পাদন করে (৩) যারা দেশে ও সমাজের

কুনীতি প্রবর্তন করে না, পূর্বের নিদ্ধারিত সুনীতির উচ্ছেদ সাধন করে না, এবং প্রাচীন সুনীতি যথাযতভাবে মানিয়া চলে (৪) যারা বৃদ্ধ ও পূজনীয় ব্যক্তিকে গৌরব, সম্মান ও পূজা করে এবং তাহাদের বাক্য শ্রবণ ও গ্রহণ করা উচিত মনে করে (৫) যারা কুল স্ত্রী কুল কুমারীদের সতীত্ব নষ্ট করে না বরং ধর্মদ্বারে নারীদের স্বাধীনতা প্রদান করে (৬) গ্রামের মধ্যে ও বহিঃপ্রদেশে যে সব চৈত্য আছে, যাহারা সেই চৈত্য সমূহের সংকার, গৌরব, সম্মান ও পূজা করে এবং সেই চৈত্য সমূহে পূর্বে প্রচলিত ধর্মতঃ দান কর্ম ও পূজার পরিহানী করে না এবং (৭) যারা অর্হৎ ও শীলবানদিগকে ধর্মতঃ রক্ষা করে, পালন করে তাহাদের সুখ সুবিধার সুব্যবস্থা করে, এবং দেশে যেই অর্হৎগণ আসেন নাই তাহারা কি প্রকারে দেশে আসবেন, উপস্থিত অর্হৎগণ দেশে নিরাপদে বাস করিতেছেন কিনা সর্বদা অনুসন্ধান করেন, তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে পরিহানী হয় না।

### ছাত্র-ছাত্রীদের নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য

অনেক ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে যায় ডিগ্রীও পায় কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতে পারে না। প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতে হলে প্রথমে চরিত্রের সততা, সহমর্মিতা, একাত্মতা ও দায়িত্ববোধের মতো মৌলিক গুণাবলী গঠন করে, সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। যেমন: (১) চরিত্রের সততা: বুদ্ধ বলেছেন— চারিত্র আর বারিত্র ভেদে সততাও দুই প্রকার। যথা:

(ক) চারিত্র শীল: মাতাপিতা, গুরুজন ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান-গৌরব প্রদর্শন করা, তাদের কথা অবাধ্য না করা, ভদ্র ও বিনয়নের সহিত কথাবার্তা ও ভদ্রতা ব্যবহার করা, এবং বয়োজনিস্থদের আদর-যত্ন ও শিষ্টাচারের সহিত কথাবার্তা ও সদাচরণ দেখানো চারিত্র শীলের অন্তর্গত। শিক্ষাগুরুদের প্রতিও সুন্দর সুশৃঙ্খল ভদ্রতাবোধ ও সৌজন্যবোধাচরণ করা, পাঠ্য বিষয়েও দিনে পড়া দিনে আদায় করা, অজানা বিষয় জেনে নেওয়া, তাদের আদেশ অবাধ্য না করা, আচার্য্যের সামনে উচ্চাসনে না বসা, মনযোগ সহকারে উপদেশ শ্রবণ করা ও বিদ্যাভ্যাস করা। এবং ভিক্ষু-শ্রামণের প্রতিও শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে তাহাদের সেবা-শুশ্রূষা করা, তাহাদের উপকারের জন্য অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বিনয়নের সহিত প্রার্থনা করা, অন্তরে তাহাদের হিতকামনা করা, যেখানে সাক্ষাৎ হয় তাহাদের সাথে হাতজোর করে কুশলাকুশল বিনিময় করা, রাস্তায় কোথাও যেতে তাহাদের গাড়ীতে দেখলেও হাতজোর করে অভিবাদন প্রদর্শন করা, তাহাদের জন্য গৃহের দ্বার সর্বদা অবধারিত বা



খোলা রাখা ও অন্ন বস্ত্রাদি প্রদান করা চারিত্র শীলের অন্তর্গত।

(খ) বারিত্র শীল: ধর্মানুযায়ী জীবন যাপন করে বা পঞ্চ বাণিজ্য নিষিদ্ধ থেকে প্রাণী হত্যা না করা, চুরি না করা, প্রেম বা মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত না হওয়া, মিথ্যা-কর্কশ-সম্প্রলাপ-ভেদ বাক্য না বলা ও যে সব জিনিস খেয়ে নেশায় পরিণত হয় সে সমস্ত জাতীয় নেশা দ্রব্য সেবন না করাকেই বারিত্র শীল বলা হয়।

(২) সহমর্মিতা: সহমর্মিতা বলতে একে অপরের প্রতি সহানুভূতি বা সমবেদনা, সুখ-দুঃখে সমতা, একতাবদ্ধতাকেই বলা হয় সহমর্মিতা।

(৩) একাগ্রতা: একাগ্রতা হলো বিক্ষিপ্ত বা চাঞ্চল্য চিত্তের একীভাবই একাগ্রতা। একজন ছাত্র-ছাত্রীর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অবশ্যই শুধু লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। সেটাই হলো তাদের একাগ্রতা।

(৪) দায়িত্ববোধ: প্রত্যেক মানুষের এক একটা দায়িত্ব আছে। যার যে দায়িত্ব সে বজায় রেখে চলতে পারলে যে কোন কাজে সফলতা লাভ করতে পারেন। একজন ছাত্র-ছাত্রীর দায়িত্ব হলো মনোযোগ ও একাগ্রতার সহিত লেখাপড়া করা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, খাট, চেয়ার, টেবিল, কলম, বই-পত্র, কাপড় ছোপড় ইত্যাদি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে রাখা, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলা, মা-বাবা, শিক্ষাগুরু, ধর্মগুরু ও বয়োজ্যেষ্ঠদের অভিবাদন করা, শিষ্টাচার হওয়া ইত্যাদি কর্তব্য প্রতিপালন করে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অধ্যাবসায়ী, স্মৃতিশীলতা ও প্রজ্ঞাকে চিত্তে বিদ্যমান রেখে শিক্ষা করলে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করা যায়। যেমন: (ক) উচ্চাকাঙ্ক্ষা: একজন কৃষক প্রভূত জমির অধিকারী হয়ে যদি সেই জমিতে উত্তম ফসল উৎপাদন করবে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকে তাহলে তিনি ঐ জমি হতে উত্তম ফসল আশা করতে পারবে? না কোনদিন পারবে না। তেমনি একজন ছাত্র-ছাত্রীও যতই মেধা হউক না কেন যদি উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকে তাহলে জীবনে সুনাম বা উন্নতি লাভ করতে পারবে না। তাই তাদের চিত্তে উচ্চাকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন করা একান্ত জরুরী।

(খ) অধ্যাবসায়: অধ্যাবসায় বলতে যে যেই কাজ করেন সে সেই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে উৎসাহ উদ্বীপনার সহিত করাকেই অধ্যাবসায়ী বলা হয়। যেমন: কৃষক তার যতই উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকুক না কেন যদি অধ্যাবসায়ী না হন তাহলে সে কোনদিন উত্তম ফসল আশা করতে পারবে না। তেমনি একজন ছাত্র-ছাত্রীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকেও যদি অধ্যাবসায়ী বা পড়ালেখা না করে তাহলে সে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারবে না।

তাই অধ্যাবসায়ী হওয়াও একান্ত কর্তব্য।

(গ) **স্মৃতিশীলতা:** স্মৃতিশীলতা মানে চিন্তের একাগ্রতা, বা কায়-বাক্য-মনে স্মৃতি সম্প্রযুক্ত থেকে একটি মাত্র কাজে চিত্ত নিবিষ্ট করাকেই একাগ্রতা বলে। কৃষক যেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অধ্যাবসায়ী হলেও কিন্তু ক্ষেত্রের প্রতি কোন ঞ্জ্ঞপ বা স্মৃতিশীলতা না থাকে তাহলে সেই ফসল গরু, ছাগল, মহিষ ও কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি প্রাণী নষ্ট বা খেয়ে ফেলতে পারে, তখন কি কৃষক ঐ ক্ষেত্র হতে উত্তম ফসল উৎপাদন করতে পারবে? না পারবে না। তেমনি একজন ছাত্র-ছাত্রীরও যদি লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ বা শিকারীর চার গুণ না থাকে সে কোনদিন উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারবে না।

শিকারীর চার গুণ হলো: (১) শিকারী সন্ধ্যায় শিকারে গিয়ে সারারাত শিকারের অন্বেষণে নিদ্রাহীন থাকে, তেমনি একজন ছাত্র-ছাত্রীরও পড়ার সময় নিদ্রাহীন থেকে পড়ালেখা করতে হবে, পড়ার সময় যদি ঘুম আসে তাহলে পড়ার স্থান পরিবর্তন করবেন। তাও যদি ঘুম আসে তাহলে কিছুক্ষণ বই বন্ধ রেখে পায়চারী করবেন। দেখবে আপনার ঘুম কোথায় গেছে ঠের পাবেন না। তখন আপনি উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত আবার পড়ালেখায় বসবেন।

(২) শিকারী শিকারের উপর এমন চিত্ত নিবদ্ধ রাখে যা নিজেকে কেউ কিছু করলে তা ঠের পায় না, তেমনি একজন ছাত্র-ছাত্রীরও পড়ালেখার উপর চিত্ত নিবদ্ধ রেখে অধ্যাবসায় বা পড়তে হবে, না হয় সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন না। সে জন্য আমি একটা উপমা দিয়ে থাকি কোন একজন ছাত্র-ছাত্রীর চিন্তে যদি ভাইরাস বা বিকার মুক্ত না হয় তাহলে সে তার শিক্ষায় সফলতা লাভ করতে পারবেন না। যেমন: একটি কম্পিউটারে হার্ডডিস্ক ও মনিটর আছে, সেই হার্ডডিস্ক যদি ভাইরাসে আক্রান্ত হয় তাহলে কম্পিউটার বা মনিটর আর চালু করা যায় না, তেমনি আপনার দেহ হলো মনিটর আর হার্ডডিস্ক হলো চিত্ত, ঐ চিন্তে যদি ভাইরাস ঢুকে তাহলে আপনার সর্ব প্রকার স্মৃতিশক্তি ও মেধাকে নষ্ট করে ফেলবে তখন আপনি আর কোন কাজ বা পড়া মুখস্ত রাখতে পারবেন না। সেই ভাইরাসগুলি হলো: (ক) **প্রেমিক-প্রেমিকা:** ছেলেদের হলো মেয়েটি আর মেয়েদের হলো ছেলেটি। কোন ছেলে বা মেয়ে প্রেমে পড়লে তাদের শুধু কোথাও ঘুরতে, বেড়াতে, কথা বলতে, পাশে থাকতে মন চাইবে, তখন আর কিছু ভালো লাগবে না। ভালো না লাগলে লেখাপড়ায় মন বসবে না। স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যাবে। লেখাপড়ায় মন না বসলে ক্লাশের পড়া আদায় করা যাবে না।

পড়া আদায় করতে না পারলেতো পরীক্ষায় কি লিখবেন, পরীক্ষায় লিখতে না পারলে রেজাল্ট খারাপ হবে, রেজাল্ট খারাপ হলে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারবেন না। উচ্চশিক্ষা লাভ করতে না পারলে জীবনটা ধন্য করতে পারলেন না। তখন আপনার কৃষকের মতন জলে-রৌদ্রে পুড়ে অসহ্য দুঃখ ভোগ করে কাজ করতে হবে। আর পূণ্য কর্ম করারও কোন সুযোগ থাকবে না। ইহা হলো ছাত্র-ছাত্রীর বর্তমান জীবন ধ্বংস করার এক শক্তিশালী ভাইরাস, যা নারী ও পুরুষের চিন্তে সহজে ঢুকে আক্রান্ত করে স্মৃতিশক্তি বা প্রতিভাকে বিনষ্ট করে দেয়।

(খ) দুঃশীল মিত্র: খারাপ বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে মেলামেশা করা। খারাপ বন্ধু-বান্ধবীর সাথে মেলামেশা করলে নিজের চিন্তা ও কুলুষিত হয়ে নানা অপকর্মে লিপ্ত হওয়া যায়। তখন আর ভাল-মন্দ বুঝতে না পেরে আপাত সুখের আশায় নিজের কর্তব্য কর্ম পরিহার করে অন্যায় কাজে জরিত হওয়া যায়। তখন সমাজে নানা সমালোচনার ভাগি হয়ে নিজের ও অপরের জীবনকে দুর্বিসহ দিতে হয়। তখন জীবনে আর প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে— সৎ সঙ্গে সর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। তো নিজেকে সৎ বা পণ্ডিত লোকের সাথে জরিত করলে নিজের চিন্তে কুশল বা জ্ঞানটা বদ্ধিত থাকে, যদিও আমরা ভুলবশতঃ অপকর্মে লিপ্ত হইলে তিনি বিরত রাখেন এবং অশ্রুত বিষয় শ্রবণ করান, শ্রুত এবং সন্দেহ বিষয় সংশোধন করিয়ে দেন, অকুশল কর্ম হতে বিরত রাখেন, কুশল কর্মে নিয়োজিত করান, ও বুদ্ধের নব আবিস্কৃত ধর্ম আর্য্যষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করার জন্য পথ দেখিয়ে দেন। কারণ বনভাস্ত্রে বলে থাকেন— হে ভিক্ষুসঙ্ঘ, উপাসক-উপাসিকাগণ তোমরা উন্নত হতে উন্নত হউন, শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করুন। শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ হতে হলে আমাদের অবশ্যই পণ্ডিতের সাহচর্যে থাকতে হবে। পণ্ডিতের সাহচর্য ছাড়া নিজের চিন্তে জ্ঞান বদ্ধিত থাকে না। চিন্তে জ্ঞান বদ্ধিত না থাকলে অকুশল বা পাপ কর্ম করতে মন চায়। তখন চিন্তকে নানা বিকার যুক্ত করে কোন কাজে মনোযোগ রাখতে না পেরে নিজেকে অসদাচরণে নিয়োজিত করানো যায়।

(গ) সিরিয়াল দেখা, কথা বলা ও এফ, বিতে চ্যাট করা: আমি একেবারে টেলিভিশন না দেখতে, মোবাইলে কথা না বলতে ও ফেসবুক ব্যবহার না করতে বলছি না অর্থাৎ নিজের কর্তব্য বা লেখাপড়া শেষ করে স্মৃতিসম্প্রযুক্ত জ্ঞানে দেখলে বা কথা বললে ও এফ, বিতে ঢুকলে সেই বিনোদনে নেশায় পরিণত হয়ে আসক্ত হওয়া যায়না। আসক্ত না হলে স্মৃতিশক্তি প্রকট হয়

এবং যে কোন কাজে সফলতা লাভ করা যায়। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি অনুরোধ কারোর সাথে কামাসক্তি মূলক কথা না বলে প্রয়োজনীয় কথাগুলো বলে নিজের কর্তব্য কর্ম একনিষ্ঠতার সহিত সম্পাদন করে জীবনটাকে ধন্য করুন।

(ঘ) বেশি নিদ্রা ও ভ্রমণ: যদি আপনি সূর্যোদয় পর্যন্ত শুয়ে থাকেন। তাহলে আপনার লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটবে, লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটলে তাহলে ক্লাশের পড়া আদায় করতে পারবে না পড়া আদায় করতে না পারলে, পরীক্ষার রেজাল্টও খারাপ হবে, রেজাল্ট খারাপ হলে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারবে না। উচ্চশিক্ষা লাভ করতে না পারলে জীবনে অতি কষ্টে জীবন ধারণ করতে হবে। তেমনি লেখাপড়ার সময়ও যদি আপনি এদিক ওদিক ঘোরেন তাহলে অবশ্যই সেখানেও ব্যাঘাত ঘটবে, ব্যাঘাত ঘটলে জীবনে আর কোন কাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেন না। কোন ছাত্র-ছাত্রীর যদি উপরোক্ত চারটি ভাইরাস থেকে একটি ভাইরাসও চিন্তে বিদ্যমান থাকে তাহলে সে আর জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। আর যদি কারো চিন্তে প্রজ্ঞা থাকে তাহলে সে চিন্তে ভাইরাস মুক্ত রেখে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। যেমন কোন কম্পিউটার বা মোবাইলে ভাইরাস ঢুকলে সেগুলি কম্পিউটার বা মোবাইল অপারেটরেরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে এন্টিভাইরাস ডাউন লোড করে ভাইরাসে আক্রান্ত কম্পিউটার বা মোবাইলগুলি স্কেনিং করে ভাইরাস মুক্ত করে, তেমনি একজন ছাত্র-ছাত্রী ও নিজের চিন্তা নামক মেমোরি কার্ডে বা হারডিডিস্ট্রে প্রজ্ঞা বা জ্ঞান নামক এন্টিভাইরাস ডাউন লোড করিয়ে চিন্তাকে পরিশুদ্ধ করে উপরোক্ত ভাইরাস হতে মুক্ত হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন।

(৩) শিকারী সন্ধ্যা হলে যে শিকারে যেতে হয় সে তার কাজের উচিত সময় জেনে নিদিষ্ট সময়ে গিয়ে শিকার করে থাকে তেমনি একজন ছাত্র-ছাত্রীরও তার কাজের নিদিষ্ট সময় জেনে লেখাপড়ায় বসতে হবে। যেমন পড়ার সময় পড়া, খাওয়ার সময় খাওয়া, খেলার সময় খেলা, শোয়ার সময় শোয়া ইত্যাদি সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে নতুবা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারবেন না।

(৪) শিকারী শিকারকে দেখে ইহা ধরবো বলে আনন্দিত হন, তেমনি আপনাদের মতন আগের ছাত্র-ছাত্রীরাও অনেকেই জি.পি.এ-৫, গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছেন অথবা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, মেজিস্ট্রেট, টি.এন.ও, প্রফেসর, সাংবাদিকতা লাভ করেছেন, তাদেরকে দেখে আপনাদেরও উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত লেখাপড়া করে আমরাও এগুলি অর্জন করবো বলে মনে

উচ্চাশা, ইচ্ছাশক্তি, ও অধ্যাবসায়ী হয়ে আনন্দে স্মৃতিসম্প্রযুক্ত জ্ঞানে লেখাপড়ায় নিয়োজিত হবেন।

(ঘ) প্রজ্ঞা: প্রজ্ঞা বলতে ভাল-মন্দ, কুসলাকুসল, সত্য-মিথ্যা ইত্যাদি জানাকে প্রজ্ঞা বা জ্ঞান বলে। কৃষক যেমন ক্ষেত্রে কখন পানি দেওয়া হবে, কখন ইউরিয়া দেওয়া হবে তা জানা না থাকলে সে হয়তো যখনি ইউরিয়া দিতে হয়, তখনি দিবে পানি, পানির প্রয়োজনের সময় রাখবে শুকিয়ে, এভাবে কি সে ক্ষেত্র হতে উত্তম ফসল উৎপন্ন করতে পারবে? না কোনদিন সম্ভব নয়। তেমনি কোন ছাত্র-ছাত্রীর চিন্তে যদি কোন জ্ঞান না থাকে তাহলে সে ভাল মন্দ বুঝতে না পেরে ভালকে মন্দ বলে পরিত্যাগ করবে, এবং মন্দকে ভাল মনে করে গ্রহণ করবে, তখন তিনি আর কোন কাজে বা লেখাপড়ায় উন্নতি করতে পারবেন না।

### একজন ভাল ছাত্র-ছাত্রীর ইচ্ছা শক্তিই থাকা চাই

নাট্যকার দার্শনিক শোপেনহাওয়ার মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, মানুষ ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে পারে কিন্তু ইচ্ছা অনুযায়ী ইচ্ছা করতে পারে না। সুতরাং আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী আপনার ইচ্ছা প্রকাশ করুন। জ্ঞানীরা বলেন, এখানে মনের দৃঢ়তা একান্ত দরকার। আপনি প্রবাহমান জীবনের যে জায়গায় আছেন, সেখানে দাড়িয়ে যৌক্তিক ইচ্ছাকে আনায়াছে সাজান। আপনি যা হতে চান, নিজেকে তা ভাবেন। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, শিল্পী, সাহিত্যিক যা খুশি, যা হতে চান— নিজেকে তাই ভাবেন। আপনার কল্পনাকে আপনি মনের মাধুরী মিশিয়ে অকৃপণভাবে সাজান। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আপনার ভবিষ্যতের আপনাকে দেখেন। দেখেন, আপনি যে মানুষটি হতে চান— সে মানুষটিকে। যতক্ষণ খুশি ভবিষ্যতের আপনাকে আপনি দেখেন। আপনি সফল। আপনার চারপাশে অনেক লোক। আপনি ভালো অফিসে ভালো চাকরী করছেন। আপনাকে ঘিরে বসেছে উৎসব। আপনি নিয়ন্ত্রন করছেন অনেক কিছুকে। আপনি সুখী-সমৃদ্ধ। সুন্দর গোছানো আপনার অফিস, বাড়ী-ঘর। সত্যিই এ এক সুন্দর অনুভূতি। আপনি দেখেন, আপনি কাজিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন, অত্যন্ত ভালো ফল করেছেন, পত্রিকায় ছবি এসেছে, মা-বাবার সঙ্গে গর্বিত আপনি, পত্রিকার পাতায় বলমল করছে। আপনার আঙ্গিকে আপনি ভাবেন। আপনি ডাক্তার হয়েছেন, ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন— যা হতে চান তাই হয়েছেন। ভাবেন, আপনার ইচ্ছার আকাশে ডানা মেলে আপনি

ওড়েন। আপনি যেভাবে নিজেকে দেখতে চান। যেমনটি মনে চায়, তেমনটি ভাবেন। চোখ বুজে একান্তে আপনি ভাবেন, বইটা রেখে দিন। আপনার এই ইচ্ছা বা স্বপ্নগুলো অবাস্তব নয়, অসম্ভবের বিষয়ও নয়। আপনার মতোই মানুষরাই সব করছেন। আপনিও তাই হবেন যা আপনি চান। শুধু ইচ্ছা করেন, বিশ্বাস করেন।

জ্ঞানীরা বলেন— ইচ্ছাই প্রাবল্যই শক্তি। ইচ্ছার প্রচণ্ড বেগ সংকল্প সৃষ্টি করে। প্রশ্ন হতে পারে এ রকম ভাবনা বা কল্পনার সত্যিই কোনও মূল্য আছে কি? আছে— যা হতে চান, তা হলে কেমন লাগে তা দেখছেন আপনি। সত্যিই ভালো লাগে অসম্ভব ভালো লাগে। সফলতার দৃশ্যে সত্যিই আমরা অভিভূত হয়ে পড়ি। আর একটা জিনিস স্পষ্ট হলো, আপনার লক্ষ্যটা কি আপনি আপনার ভবিষ্যতের আপনাকে দেখছেন বলে আপনার লক্ষ্যও তাই স্থির হবে, আকাঙ্ক্ষার একটা স্পষ্টটা পেল। যেমন: ডিজাইনার ডিজাইন করার আগে মনের চোখে ডিজাইনটিকে দেখেন, ছবি আঁকার আগে শিল্পী মনের চোখে ছবিটি দেখেন, স্থপতি বাড়ী তৈরীর আগে মনের চোখে বাড়ীটি দেখেন— দেখেন বাড়ীর রঙ, দরজা-জানালা, সিঁড়ি, সানশেড, বারান্দা সব। আপনিও তাই আপনার মনের চোখে ভবিষ্যতের আপনাকে আপনি দেখলেন। এই কল্পনা আপনাকে লক্ষ্য স্থির করতে, লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করবে। এই কল্পনা আপনার কাজের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়ে দেবে, আপনার আবেগ অনুভূতিকে সজীব ও জীবন্ত রাখবে। আপনার ভেতরের সন্তাকে নাড়া দেবে, আলোড়িত হবে আপনার স্বপ্ন ও বাস্তবতা, ইচ্ছা ও কামনা। বড় বা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য এই কল্পনা সত্যি দরকারী জিনিস। শুনলে আচার্য হবেন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন কল্পনাকে অনেক বেশী দাম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন জ্ঞানের চেয়ে কল্পনা বেশী প্রয়োজন। অতএব আবারও বলছি, আপনার ইচ্ছাকে আপনি ভাসা ভাসা চোখে, হালকাভাবে দেখবে না। ইচ্ছা আর আকাঙ্ক্ষাই জীবনের মূল কথা এ কথা সত্য ও পরীক্ষিত।

বিশ্বাস কর, আপনি ছোট নন। পেছনে পড়ে থাকার কোন কারণ নেই। হীনমন্য মানুষদের বিশ্বাস দিতেই সেন্ট অগাস্টাইন দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন— আপনি সাধারণ সৌন্দর্যের অধিকারী হন বা নাই হন, তবু আপনি সংকল্পের সৃষ্ট উৎকৃষ্ট জীব। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়াম জেমস্ তার একটি লেখায় বলেছেন— যে কোন বিষয়ই হোক তার প্রতি আপনার আকাঙ্ক্ষা আপনাকে রক্ষা করতে পারে। যদি কোন ফল লাভ

আপনি আশা করেন, নিশ্চিত তা পাবেন। যদি ভাল হতে চান, তাই হবেন। যদি শিক্ষিত হতে চান, তাই হবেন। একাত্তর হয়ে এগুলো চাইলেই তা লাভ করতে পারবেন। সঙ্গে শুধু এক'শ রকম অনাকাঙ্ক্ষিত জিনিস চাইবেন না।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— আপনার যদি বড় হবার আকাঙ্ক্ষা না থাকে, আপনি যদি শুধু কেরানি হতে চান, তাহলেই কেরানিই হবেন। আর কিছু হবেন না। কিন্তু আপনি যদি চাঁদকে স্পর্শ করতে চান তবে চাঁদকে স্পর্শ করতে না পারলেও কাছাকাছি যেতে পারবেন। অতএব ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করেন। বিশ্বাস করেন, ইচ্ছা একটা বড় শক্তি এগিয়ে যাওয়ার প্রথম ধাপ।

গবেষণায় দেখা গিয়াছে— যাঁরা বড় হয়েছেন, তাঁরা জানতেন, তাঁরা কী চাচ্ছেন। তাঁদের সামনে লক্ষ্য ছিল এবং সে লক্ষ্যেই তাঁরা এগিয়ে গিয়েছেন। সুরসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ জানতেন তিনি কী সুর খোজেন, নিউটন জানতেন তিনি কী পরীক্ষা করছেন। লেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ করেছে। প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিই রকফেলারকে কোটিপতি বানিয়েছে, কার্লোস স্লীম ও বিল গেটসকে দিয়েছে সম্পদের পাহাড়, এডিসন ও আইনস্টাইনকে বানিয়েছে বিজ্ঞানী। জাপান, কোরিয়া, চীন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি দেশ এগিয়ে গিয়েছে কেন? তাঁরা জানতেন, তাঁরা কী চান, কী হতে হবে। সে লক্ষ্যেই তাঁরা সঠিক পরিকল্পনা করেছেন এবং এগিয়ে গিয়েছেন।

মনোবিজ্ঞানীরা আজ বলেছেন— ইচ্ছা ও আগ্রহ একটা তীব্র শক্তি এবং আগ্রহ হলেই মানুষের শক্তি ধারালো ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে। একদল বিজ্ঞানী জোর দিয়ে বলেছেন, মানুষের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে তাঁর জীবন। যদি আপনি ভাল ইচ্ছা করেন এবং সে মতো কাজ করেন তবে আপনি সামনে যাবেন। আর যদি মন্দ বা বাজে ইচ্ছার অধীন হয়ে যাও তাহলে পেছনেই যাবেন।

এ পৃথিবীটা সত্যিই সুন্দর, মধুময়। মধুময়, সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন-যাপন আপনার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে। পদক্ষেপটা আপনি নেবেন। আপনাকেই নিতে হবে। তাই আপনাকে জানতে হবে, আপনি সামনে যাবেন, না পেছনে যাবেন এবং কেন যাবেন? হিসেব আপনাকেই করতেই হবে। আপনার স্পষ্ট করে জানতে হবে, আপনি কী করতে যাচ্ছেন, কী করছেন, কেন করছেন। কতদূর যেতে চান, কেমন করে যেতে চান।

মনে রাখবেন, ঘোড়া থাকলে চাবুকের অভাব হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যেখানে ইচ্ছাশক্তি বলিষ্ঠ, কর্তৃত্ব যেখানে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত

সেখানে তমসিকতার আর্কষণ এড়িয়ে মানুষ রাজসিকতার উৎকর্ষ লাভ করেন। সেখানেই বিদ্যায় ঐশ্বর্যে প্রতাপে মানুষ ক্রমশই বিস্তার প্রাপ্ত হয়।

ভারতের বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী লতামুঙ্গেশকর কঠিন দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে জীবন শুরু করেন। অল্প বয়সেই তিনি তার পিতাকে হারান। মাত্র ১২বছর বয়সেই ছয় সদস্য বিশিষ্ট সংসারের খাবার যোগাড় করতে চাকরী নিতে হয়। দারিদ্র্যের শৃঙ্খল ছিল তার, তবু তার চাওয়া ছিল তিনি শিল্পী হবেন। তিনি সাহস ও প্রজ্ঞা নিয়ে, অনুশীলন ও একনিষ্টতা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন। চাওয়ার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল বলেই তিনি আজ ভূবন বিখ্যাত। তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ খেতাব ‘ভারতরত্ন’ লাভ করেছেন। ত্রিশ হাজারের ও বেশী গান রেকর্ড করে তিনি বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছেন।

### মনে উৎসাহ উৎপন্ন করণ

আমি পারবো না আমার সীমাবদ্ধতা অনেক, আমার বাবা নেই, মা নেই, টাকা নেই, অভিভাবক নেই, মামা নেই, আমার ব্রেন নেই, আমার মাথায় গোবর, আমি পাশ করব না— এসব কথা মন থেকে মুছে ফেলে দিন। আপনি পারবেন, অবশ্যই পারবেন। আপনাকে পারতে হবে। কারণ চিরকাল আপনি শিশু থাকতে পারবেন না। আপনি বড় হবেন, আপনাকে দায়িত্ব নিতেই হবে এটাই জগতের নিয়ম। আপনি আমার সঙ্গে বলেন— আমি পারব, আমি অবশ্যই পারব। আপনি কি জানেন না, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তিনি ছোট সময় বাবাকে হারান, কৈশোরেই গুরু হয় জীবনের সঙ্গে নির্মম সংগ্রাম কাজ করেন রুটির দোকানে, থাকেন অন্যের বাড়ীতে, জেল খেটেছেন, উপবাস থেকেছেন, ছিল না স্বাস্থ্য-চিকিৎসা তিনি কি ‘জাতীয় কবি’ হননি?

আপনি নিশ্চয় বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী মাদাম কুরির নাম শুনেছেন। মাদাম কুরির জীবনকে তাঁর জীবনীকার বলেছেন, একটানা দুঃখের ইতিহাস। বাল্যকালে মাকে হারান, দরিদ্র স্কুলশিক্ষক বাবা চাকরি হারিয়ে অসহায় ঘরে খাবার নেই, থাকার জায়গা নেই। শুধুমাএ না খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি কয়েকবার। জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করবেন কেমন করে? তবুও তিনি জ্ঞান চর্চা করেছেন, নতুন নতুন আবিষ্কারের মেতে উঠেছেন। রেডিয়াম, পোলোনিয়াম (তাঁর জন্মভূমি পোল্যান্ডের নামানুসারে নামকরণ করেন) তাঁর আবিষ্কার। বলা হয়ে থাকে, তাঁর হাত ধরেই পরমাণু যুগের আবির্ভাব। মাদামকুরি স্মরণীয় ব্যতিক্রম। কারণ বিশ্বে কেবল দু’জন দু’বার



নোবেল পুরস্কার পান। মাদামকুরি সেই দুজনেরই একজন। না, দারিদ্র্য তাকে শৃঙ্খলিত করতে পারেনি। দরিদ্র্য মানুষকে বাঁধতে পারে না।

বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন ছোটবেলায় একদম বোকা ছিলেন। তিনি অঙ্ক পারতেন না। ফেরি করেছেন ট্রেনে-ট্রেনে, বিক্রি করতেন বাদাম, লজেন্স। কী লক্ষণ আছে তাঁর বড় হওয়ার? বিজ্ঞানী হওয়ার? অদম্য উৎসাহে একটার পর একটা গবেষণা চালিয়ে গিয়েছেন এডিসন। অপমানিত হয়েছেন, বিতারিত হয়েছেন, দারুণ অর্থকষ্টে পড়েছেন তবু তিনি আপন ইচ্ছাকে ছেড়ে দেননি উৎসাহ, আগ্রহ ও বিশ্বাস হারাননি। বিজলী বাতি, গ্রামোফোন, চলচ্চিত্র, রেমিংটন টাইপরাইটার ইত্যাদি আবিষ্কারে তাঁর দান অপরিসীম।

রূপকথার মতোই মনে হবে, দৌড়বিদ নুরমির কথা। ফিনল্যান্ডের একটি দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। বাবা খামারের শ্রমিক। মাত্র ১৩ বছর বয়সে গুরু করেন ঠেলাগাড়ী চালানোর কাজ। একদিন ঠেলাগাড়ী চালানোর সময় মনে হল তিনি যেন খুব দ্রুত চলছেন, যেন উড়ে চলছেন। এ ঘটনা তাকে দাঁড়ানোর উৎসাহ দিল। তিনি চেষ্টা করলেন। গল্পের মতোই শুনাবেন— তিনি ১৯১০, ১৯২৪ ও ১৯২৮ সালের অলিম্পিক প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ দৌড়বিদ বলে সম্মানিত হন। অনেক পুরস্কার তিনি পান, ভঙ্গ করলেন পুরানো রেকর্ড। নুরমির জীবনীকার বলেছেন যে, তিনি স্বল্পতম সময়ে মোট ২০টি রেকর্ড স্থাপন করেন। তিনিও বলতেন, ইচ্ছাশক্তি আর চাওয়ার প্রবণতাই মানুষকে বড় করে। আর উদাহরণ দেবো না লক্ষ্য করলে দেখবেন, আমি যাদের কথা বললাম, তাদের অনেকেরই বাঁচার মতো সঙ্গতি ছিল না। তবুও তারা পেরেছিলেন। তাঁদের বড় হওয়ার কথা ছিল না। তাঁরা বড় হলেন। তাই বলছি আপনি ও পারবেন। আপনি একটা ভ্রান্ত বিশ্বাসে বন্দি হয়ে আছেন। আপনি আপনার দৃষ্টিভঙ্গিকে পাণ্টে দিন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর একটি বক্তৃতায় বলেছেন— বিশ্বে যত মহাপুরুষের জন্ম হয়েছে, তাদের চরিত্রগুলো পাঠ করে আমি সাহসের সঙ্গে বলতে পারি যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, সুখ-দুঃখ আর সম্পদ থেকে দারিদ্র্যই তাদেরকে বেশী শিক্ষা দান করেছেন, প্রশংসা নয় আঘাতই তাদের অন্তরের আগুনকে বেশী প্রকাশ করেছে। আমি জানি আপনিও নিশ্চয় জানেন, এ পৃথিবীতে যারা বড় হয়েছেন, মহৎ ও প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে উঠেছেন। তাঁরা প্রায় সকলেই সাধারণ ঘরে জন্মেছেন, সাধারণ খাবার খেয়েছেন এবং সাধারণ পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছেন। আমি জানি, আপনি সাফল্য চান। ভালো ছাত্র থেকে ভালো

পেশার ভালো মানুষটি হতে চান। হ্যাঁ, আপনাকে ভালো হয়ে উঠতে হবে। উৎসাহ হীন ছাত্র-ছাত্রীর মতোই মনে অহেতুক দুশ্চিন্তা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, অযৌক্তিক ভয় টেনে রাখে। তারা সম্পূর্ণভাবে মনোযোগী হতে পারবেন না। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংশয় ইত্যাদি সব কাজেরই অন্তরায়। এ জন্য মনোবিজ্ঞানীরা মনের এই অহেতুক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, দুশ্চিন্তা-হতাশা ও নেতিবাচক মনোভঙ্গিকে বলেছেন ‘মনের বিষ’ বা ‘মনের ক্ষয়রোগ’। এগুলো আপনাকে দূর করতে হবে। কেরোসিনের পাত্রে তো দুধ রাখা যাবে না। আগে তার অপসারণের পালা। আপনি মন থেকে তাড়িয়ে দিন আপনার হতাশা-দুশ্চিন্তা ও নেতিবাচক ভাবকে। বিশ্বাস করেন, এগুলো দূর করতে পারলেই আপনার প্রাণশক্তির জাগরণ ঘটবে। এ প্রাণশক্তি আপনার বিকাশের মূলে রাখবে কার্যকর ভূমিকা। কারণ আপনার ভেতরের এই শক্তি অসীম, এ শক্তির রয়েছে অমিত সম্ভাবনা।

দুশ্চিন্তা সম্পর্কে চিকিৎসকগণ বলেন— দুশ্চিন্তা অনেকটা ভয় পেলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, সে ধরনের অর্থাৎ এক ধরনের আতঙ্ক বা আশঙ্কা। মানুষের ইগো যখন চ্যালেঞ্জের মুখে থাকে তখনই দুশ্চিন্তার লক্ষণ প্রকাশ পায়। চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ডা. তাজুল ইসলাম ভয়ের সঙ্গে দুশ্চিন্তার পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন— ভয়ের ব্যাপারটি সচেতনভাবে ঘটে, আমরা বুঝি কেন ভয় পাচ্ছি আর দুশ্চিন্তার ক্ষেত্রে দুশ্চিন্তা হওয়ার ইগো আক্রান্ত বা বিপদাপন্ন হওয়াটা তত সহজে সচেতন ভাবে টের পাওয়া যায় না। দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত হওয়ার পথ হচ্ছে, নিজেকে ভালো করে বিশ্লেষণ করে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করা। আবছা, অস্পষ্ট ধারণা নয়, স্পষ্ট ধারণা নিয়ে সমস্যার মূলে পৌঁছতে পারলে অহেতুক দুশ্চিন্তা হবে না। সমস্যাকে চিহ্নিত করা সমস্যার অর্ধেক সমাধান বলে মনে করেন পণ্ডিতগণ। অনেক দুশ্চিন্তা শুধু খামাকো। আমি অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে বলতে শুনেছি। যদি ফেল করি? এস এস সি, এইচ এস সি লেভেলে গড়পড়তায় ৫০-৬০% পাশ করেন। আবার বিএ, এম এ-তেও ৬০-৮০%। আপনার ফেল করার সম্ভাবনা তাহলে ৩০-৪০%। বেশির ভাগের দলে আপনি থাকতে পারবেন— আনায়াসেই থাকতে পারবেন। তাই অহেতুক দুশ্চিন্তাকে মনে স্থান দিবেন না। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি আনমনা থাকেন, কোন কাজেই পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পারেন না, পড়াশোনাও মনে রাখতে পারেন না। মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। ফলে অল্পতে রেগে যায়। ধৈর্য কমে যায় বলে সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন এ সব মানুষ। দুশ্চিন্তা স্বাস্থ্য নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। মাংসপেশিতে টান পড়ে

বলে মাথা ব্যথা হয়, ঘারেও ব্যথা হয় কাঁপতে থাকে হাত-পা। মুখ শুকিয়ে আসে, শ্বাস নিতে পারেন না। আমাশয় আমাশয় ভাব হয়। সবচে বড় উপসর্গ হচ্ছে ভালো ঘুম হয় না। আধুনিক কালের চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ হার্টের রোগসহ গ্যাস্ট্রিক আলসার, মস্তিষ্কের রোগ, গেটে বাত, রক্তচাপ, বহুমূত্র ইত্যাদিকে দুশ্চিন্তার দায়ী করেন। শুনলে হাসবেন, একদল বিজ্ঞানী দাঁতের রোগ হওয়ার পেছনেও দুশ্চিন্তাকে খুঁজে পেয়েছেন। আর দুশ্চিন্তার মৃত্যু বরণ করার সংখ্যা কোনও কোনও গবেষকদের মতে যুদ্ধ-মহামারির চেয়েও বেশি। সত্যি অবাক হবারই কথা। তাই দুশ্চিন্তাকে মন থেকে তাড়িয়ে দিন। আবারও বলছি সমস্যা কে এড়িয়ে যাওয়া সমস্যার সমাধান নয়। যথাসম্ভব সমস্যার সমাধান করবেন। পলায়ন মনোবৃত্তি কোনও অবস্থাতেই ভালো নন। মনোবিজ্ঞানী ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেছেন— বেশির ভাগ হতাশা ও দুশ্চিন্তাকে দূর করা যায় বুদ্ধিমত্তা, উদারতা ও সহনশীলতা দিয়ে। দুশ্চিন্তা, হতাশা ও হীনমন্যতা আপনার ভেতরের শক্তিকে বিনষ্ট করে। অতএব আপনাকে দুশ্চিন্তা, হতাশা ও হীনমন্যতা থেকে মুক্ত হতে হবে। এসব অহেতুক ভয়কে রবীন্দ্রনাথ তুলনা করেছেন ভূতের ভয়ের সঙ্গে— যার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই, যার সৃষ্টি মানসিক দুর্বলতা থেকে। ভালো পড়াশোনার জন্য দুশ্চিন্তামুক্ত মন চাই, চাই হীনমন্যতা মুক্ত বা হতাশামুক্ত বিজ্ঞান মনস্ক মন ও মনন।

আমি কি সত্যিই পারব? বোধ হয় পারবো না— একথা কখনও বলবেন না। যুদ্ধ করে মানুষ হারে অথবা জিতে। কিন্তু আপনিতো যুদ্ধের আগে হেরে গেলেন। যুদ্ধের আগে যে পরাজয় মেনে নেয় তাকে দিয়ে চলবে কেন? পরাজিত মানুষদের একটি পরিসংখ্যানে দেখা গিয়াছে যে, অহেতুক ভীতিই শতকরা ৮০ জনের পরাজয়ের কারণ। সত্যিই এগুলো মনের বিষ বা ক্ষয়রোগ। কোনও কোনও মনোবিজ্ঞানী এখন জোর দিয়ে বলেছেন— ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যদি এমন নেতিবাচক ধারণার জন্ম হয় তবে তাদের সৃজনশীলতা বিনষ্ট হয়। পরীক্ষা করে দেখা গিয়াছে, যে সব ছাত্র-ছাত্রী মন থেকে অহেতুক এই বিষকে তাড়িয়ে দিতে পেরেছেন তারাই সফল হয়েছেন। কারণ হতাশা, হীনমন্যতা ও জিঘাংসা ইত্যাদি না থাকলে মনটা প্রশান্তিতে ভরে উঠে। আর এই প্রশান্তি মনোযোগ সৃষ্টিতে তথা ভালো ছাত্র হতে সাহায্য করে। সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করেন। আপনি পারবেন, অবশ্যই পারবেন। আপনি মনকে বাধামুক্ত করেন। সাহসী হন। আপনি ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাবেন নিশ্চয়ই।

অনেকেই বলেন, আমি যেখানে থাকি সেখানে কোন পরিবেশ নেই। কেমন করে পড়াশোনা করব? হতেই পারে আমার জীবন সত্যি অভিশাপে ভরা। সেখানে অনিয়ম বেশি, অযোগ্য ও লম্পটেরই প্রতিষ্ঠা। জাতীয় চরিত্র সত্যিই প্রশ্নের সম্মুখীন। অসংখ্য সীমাবদ্ধতা, নির্ধারিত অনির্ধারিত বাধা, অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা আমাদের জীবনকে সত্যিই পঙ্গু অসহায় করে দিচ্ছে। আপনি বিপদের মধ্যে, খানিকটা অসুবিধার মধ্যে থাকতেও পারেন। আর যদি আপনার অসুবিধা নাই থাকে তবে আপনিতো ধন্য। আপনিতো সামনে এগিয়ে যেতে পারেন আনায়সেই। হ্যাঁ, অসুবিধা আপনার থাকতেই পারে। তবুও ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়— বুদ্ধিমানেরা পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, পরিবেশ নির্ভর হয়ে বসে থাকেননি। আবার কেউ কেউ পরিবেশকে বা তার প্রতিকূলতাকে আমল না দিয়ে আপন কাজ করে গিয়েছেন একনিষ্টতার সঙ্গে। পৃথিবীর সব সাংবাদিকেরই কাজের বড় একটা ক্ষেত্র হচ্ছে কোলাহল, দন্দমুখর, সঙ্গতিহীন পরিবেশে। একদিকে বোমা পড়ছে, মানুষ মরছে, ঘর-বাড়ী পুড়ছে অন্যদিকে সাংবাদিক তিনি কাজ করছেন, ছবি তুলছেন। ধরা পড়লে বিপদ হবে তবুও তিনি কাজ করছেন। তাঁরা করছেন কেমন করে?

আব্রাহাম লিঙ্কন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, যিনি বিভিন্ন কারণে ইতিহাসে বিখ্যাত, তাঁর ঘরের পরিবেশও ছিল জ্ঞান চর্চার প্রতিকূল। তাঁর স্ত্রী তাঁকে ব্যঙ্গ করে তারই মতো বিশেষ ভঙ্গিতে হেঁটে হেঁটে দেখাতেন, তাঁর তীব্র নেতিবাচক সমালোচনা করতেন। এডওয়ার্ড বব আমেরিকার সাময়িক পত্রের ইতিহাসের এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। পড়াশোনার জন্য তিনি স্কুল ছুটির পর রুটির দোকানে কাজ করতেন, এমনকি রাস্তা থেকে কাগজ কুড়িয়ে বিক্রি করতেন। তবুও পারেননি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে। কী বিপ্রতীপ অবস্থা। কিন্তু তিনি পরিবেশ পরিস্থিতিকে আমল না দিয়ে নিজস্ব ভাবনা-চিন্তাকে কাজে লাগান। তিনি বিখ্যাত হন। আরো অসংখ্য উদাহরণ আছে আপনিও জানেন। তাই নিজের শক্তিকে বৃত্তাবদ্ধ করে রাখেন না। আমি আবারও বলছি বুদ্ধিমানেরা পরিবেশ সৃষ্টি করেন, আপনিও পরিবেশ সৃষ্টি করেন। কিছু সীমাবদ্ধতা সবক্ষেত্রেই থাকতে পারে। সবকিছুই বিবেচনা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সাহসীও হতে হবে, বুঝতে হবে।

আপনি হীনমন্যতায় ভুগবেন না। আমি অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে দেখেছি তারা হীনমন্যতায় ভোগে। অন্যদের তুলনায় আমি পেছনে পড়ে আছি, বন্ধুরা আমাকে ভালো চোঁখে দেখছেন না। চারদিকে শত্রু তৈরী হচ্ছে—

এসব ভাবনা ভেবেই তারা অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেন। না, এসব হীনমন্যতাকে প্রশ্রয় দিবেন না। অনেকেই পড়াশোনা করেই কষ্ট করছেন, সুবিধাই নেই অতএব আমিও পড়াশোনা করব না এ কথা সত্য নয়। বাবা কানা তাই আমি চোঁখে দেখি না এমন ধারণা আপনাকে পরিহার করতে হবে। আপনি আপনাকে গড়বেন। আপনার জন্যই আপনাকে গড়তে হবে। আপনার সত্যিই অনেক সমস্যা থাকতে পারে। একটা প্রবাদ আছে— যে রাঁধতে জানে সে চুলও বাঁধতে জানে। তাই চলেন, আমরা এখন থেকে পজেটিভ চিন্তা করি।

আমি অবশ্যই পারব।

আমি পারব।

আমি পারবই।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, একই মাপের বা সম মেধার দুজন ছাত্রের মধ্যে যার দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক সে এগিয়ে থাকেন। আর মনের দৃষ্টিভঙ্গি ও হতাশাকে টিউমারের বা ফোঁড়ার পুঁজের মতো শরীর থেকে বের করে দিন, ছুঁড়ে ফেলে দিন ছেঁড়া ও পুরোনো জামার মতো। আপনি জানেন দুষিত পদার্থ বের না করে উন্নতি দুরাশা। হ্যাঁ, আপনি মুক্ত হবেন দুর্ভাবনা ও অহেতুক চিন্তা থেকে। এগুলো ভুতের বোঝা। বোঝা ফেলে দিয়ে আপনি হালকা হবেন— আর হালকা হলে হাঁটতে নিশ্চয়ই সুবিধা হবে। বুদ্ধ বলেছেন— আমি কোন ক্ষেত্রে কারো ওপর তার সামর্থ্যের অধিক কার্যভার অর্পণ করিনি।

আমরা অনেক দূরে যার। সফল করব আমাদের জীবন, রাঙিয়ে দেব আমাদের প্রিয়জনদের মুখ। আমরা পারব। নিশ্চয় আমরা পারব। আমাদের পারতেই হবে।

**অতীতে যা কিছু হয়েছে অতীতে কদাপি দিওনা তারে পুনঃ আর্জিবাব হতে**

বনভাস্তে বলেছেন— যা ঘটেছে তাকেই গ্রহণ কর। কোনও দুর্দশার পর সেটা মেনে নেওয়াটাই হচ্ছে দুর্দশা এরাবার প্রথম কাজ। সুতরাং আপনার অতীতকে আপনি মেনে নেন। যা ঘটে গিয়েছে তা আর ফিরিয়ে আনা যায় না। কিন্তু তার প্রভাবকে হয়তো ঠেকানো যায়, নয় তো বাধাগ্রস্ত করা যায়। তাই অতীতকে অতীতের খাতায় রেখে দিন। যা ঘটে গিয়েছে তাকে মেনে নিয়ে ক্ষতি পুষিয়ে নেবার পথ বের করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ বুদ্ধিমানেরা ভুলগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। বুদ্ধিমান ও সফল ব্যক্তিত্বদের কাছে অতীতের এই ভুলগুলো মূল্যহীন নয়, তাদের কাছে তা

অভিজ্ঞতা। পারস্যের বিখ্যাত কবি শেখশাদি বলেছেন— আন্ধকারের অলি-গলি পার হয়েই তো আমরা আলোর সন্ধান পাই। আর বাজারে গেলে তো ধাক্কা লাগবেই। পিছল পথে হাঁটতে গেলে পা পিছলে কি মানুষ পড়ে না? পড়ে, আবার উঠে দাঁড়ায়। পথের মাঝখানে নিশ্চয় সে বসে থাকেন না। বিবেকানন্দ ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ শীর্ষক রচনায় বলেছেন— গরু মিথ্যা কথা বলে না, দেয়াল চুরি করে না; তবু তারা গরুই থাকে আর দেয়ালই থাকে। তাই সত্য পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে আপনার ভুলকে ক্ষমা করে দিন। হয়তো অনুশোচনা বা লজ্জা লাগছে আপনার। লাগুক পাপের স্বীকার হয়ে, অন্যায়কে বুঝতে পারলেই অনুশোচনা আসে। এ পাপবোধও আপনার সম্পদ। কারণ খারাপ মানুষের পাপবোধে, অনুশোচনা আসে না। তারা লজ্জিত হন না। পাপবোধকে সতর্ক সংকেত বা হুঁশিয়ারি বাণী হিসেবে দেখছেন মনোবিজ্ঞানীরা ও তাত্ত্বিক সাধুগণ। এ বোধ আপনার শুভ ইচ্ছা বা সুন্দর মনের পরিচয়কে তুলে ধরেছেন। কনফুসিয়াস তাই উপদেশ দিয়ে বলেন— যদি ভুল করেন তবে তা সংশোধনের জন্য বিলম্ব করেন না, লজ্জাবোধও করেন না। কর্তব্য সাধনে ও কথাবার্তায় যখনই নিজের ত্রুটি দেখতে পাবেন, তখনই তা স্বীকার করে নেবেন। উন্নতির পথে আবর্জনা জমতে দিবেন না। তাই আপনি সংশোধনের জন্য সামনে এগিয়ে যাবেন।

প্রথমেই আপনাকে বের করতে হবে কী ভুল হয়েছিল? কেন হয়েছিল? আপনাকে তা ভালোভাবে জানতে হবে। কারণ এ ভুল আপনি আর করতে পারেন না, করা উচিত নয়। তাই অতীতের কারণগুলো বিশ্লেষণ করেন। সে সব কাগজে নোট করেন। কেননা আমরা অনেক কথাই মনে রাখতে পারি না। জাতীয় কবি নজরুল বলেছেন— কোনও ভুল করেছি বুঝতে পারলেই আমি প্রাণ খুলে তা স্বীকার করে নেব। ভুল করেছি বুঝেও শুধু জেদের খাতিরে বা গোঁ বজায় রাখার জন্য ভুলটাকেই ধরে থাকবেন না।

আপনার দুঃখ-কষ্ট থাকতেই পারে। মানুষ মাত্রেরই আছে দুঃখ-কষ্ট, সফলতা-ব্যর্থতা। আর এ সবই জীবনের অংশ। ব্যর্থতাকে ছোট করে দেখবেন না। কনফুসিয়াস জোর দিয়ে বলেছেন— প্রত্যেক ব্যর্থতার মাঝে সুপ্ত হয়ে আছে সফলতার বীজ। বুদ্ধিমান মানুষ ব্যর্থ হলেও ব্যর্থতার বলয় থেকে বেরিয়ে আসেন, হতাশ হয়ে কাজ ছেড়ে দেন না। সত্যিই তো কবি বলেছেন— মেঘ দেখে করিস নে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাঁসে। আচার্য প্রফুল্ল রায় বলেছেন— বিফলতা আমাদের অকেজো করে, কিন্তু জীবনে যারা জয়ী

হয়েছেন বিফলতার উপর ভিত্তি করেই তাদের সৌভাগ্যের প্রাসাদ রচিত। রবীন্দ্রনাথ ব্যর্থতায়, আপদে-বিপদে শঙ্কিত হননি। বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাও করেননি। আত্মবিশ্বাস যেন হারিয়ে না ফেলেন, বিপদকে যেন অতিক্রম করতে পারেন এ প্রার্থনা করেন, ‘বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে যেন করিতে পারি জয়।

সমস্যাকে অনেক সময়ই আমরা চিহ্নিত করতে পারি না। তাই তো জ্ঞানীরা বলেন— সমস্যা চিহ্নিত করাই হচ্ছে সমস্যার অর্ধেক সমাধান। সমস্যাকে চিহ্নিত করতে পারলে সমাধান হবে, সমাধানের পথ বের করা যাবে। তাই বলছি সমস্যাগুলো কাগজে নোট করেন। আপনি কেন ভালো করতে পারেননি এর উত্তর আপনি অবশ্যই জানেন। আপনি যত ভালো জানেন এত আর কেউই জানেন না। আপনি জানেন, কোন বিষয়টা, কোন অধ্যায়টি আপনার সমস্যা। কেবল আপনিই জানেন, আপনার ভালো না করার মূলে কী কারণ। এ জন্যেই জ্ঞানীরা আত্মবিশ্লেষণ করতে বলেছেন। আপনি আপনাকে বিশ্লেষণ করেন। আপনাকেই তো সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কারণ জীবনটা যে আপনার। আপনি সমস্যার সমাধান করে সামনের সোনালী দিনগুলোর দিকে এগিয়ে যাবেন। এগিয়ে যাবেন কারণ আপনি ভাল ছাত্র হয়ে, ভালো মানুষ হয়ে, সুন্দরভাবে বাঁচতে চান। আপনি ইচ্ছা করলে হেএ পোকার মতো বাঁচতে পারেন আবার সিংহের মতো হয়েও বাঁচতে পারেন। কিভাবে বাঁচবেন এটা নির্ভর করবে আপনার উপর। আপনি বোকা হয়ে, না বুদ্ধিমান হয়ে; দীনহীন অশিক্ষিত হয়ে, না প্রাচুর্যপূর্ণ শিক্ষিত হয়ে থাকবেন। এটা আপনার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে।

আমি জানি আমাদের মনের গভীরে লুকিয়ে আছে স্বপ্ন, হাজারও রঙে রাঙানো হাজারও আকাঙ্ক্ষা। আমরা লক্ষ্যে পৌঁছব বোকা হয়ে বাঁচব কেন? কোন ভুলের জন্য ব্যর্থ হয়ে বসে থাকব কেন? রবীন্দ্রনাথের গানটি মনে নেই? আমি ভয় করব না ভাই ভয় করব না, দু’বেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না। জীবনটা অনেক বড়। জীবনের সম্ভাবনা অনেক। ভুলগুলো সংশোধন করেন। জীবনের অঙ্ক কঠিন। কঠিন হলেও মিলবে না এমন নয়। অনেকে অনেক বড় ভুল করেও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আপনি পারবেন না কেন? দুই-একটি ঘটনা বা দুর্ঘটনায় জীবন থেমে যাবে কেন? পাঁচটা কাজের মধ্যে দুই-একটি কাজে ভুল হতেই পারে। একেবারে, একদিনে সব ফলই কি কাঁচা থেকে পেকে যায়? সাইরাসতো সুন্দর করে বলেছেন— পাকার আগে প্রায় সব ফলই তিতো থাকে। একটু ভালো করে ভাবেন।

বইটা বন্ধ করেন, চোখ বুজে কিছুক্ষণ ভাবেন।

### শিক্ষা ছাড়া মানুষ, মানুষ হিসেবে বিবেচিত হয় না

শিক্ষা মানুষকে মানুষ করে। বলা হয়ে থাকে, মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্বে ও কৃতিত্বের মূলে আছে শিক্ষা। পশু পশুই থাকে কিন্তু মানুষকেই মানুষ হবার জন্য কিছু শিখতে হয়, কিছু জানতে হয়। মানুষের মধ্যে যেমন সত্য আছে— আছে সত্য ও ন্যায়বোধ তেমনি আছে মিথ্যা, অশীলতা, নোংরামি। শিক্ষা স্পষ্ট করে তুলে ধরে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য, আলো-অন্ধকারের বিভেদ, কল্যাণ-অকল্যাণের প্রভাব। শিক্ষায় একমাত্র মাধ্যম যা খুব তাড়াতাড়ি মানুষকে মানষে পরিণত করিয়ে দিতে পারে। শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে মানুষ করে তোলা, অসম্পূর্ণ মানুষকে সম্পূর্ণ মানুষে রূপদান করা। গবেষণায় ও অভিজ্ঞতায় প্রমাণ মিলেছে যে, শিক্ষা মানুষকে অত্যন্ত মানবিক করে তোলে, গড়ে তুলে দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ রূপে। শিক্ষা আত্মাকে বলিষ্ঠ করে, দৃষ্টিকে করে প্রসারিত। শিক্ষা মানুষকে সূক্ষ্মচিন্তায় উৎসাহী করে তুলে বলে শিক্ষিত মানুষে দ্রুত বিবেক-বুদ্ধি তৈরী হয়। রুশো বলেছেন— আমাদের জন্মকালীন দ্রুতি সংশোধন, পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভে আমাদের যা প্রয়োজন, সে সবই পূরণ করে শিক্ষা। জেমস মিল মনে করেন, মানুষ তার অন্তরের পবিত্রতা শিক্ষার মাধ্যমেই রক্ষা করতে পারেন। জমি থাকলে হয় না। জমিতে চাষ করতে হয়, বীজ বুনতে হয়, নিড়ানি দিতে হয়, পরিচর্যা করতে হয়, তারপর ঘরে তুলতে হয় ফসল। সিসরো তাই শিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন— যতই উর্বরা হউক, একটা জমি যেমন কর্ষণ ছাড়া ফসল দিতে পারে না, শিক্ষা ছাড়া মানুষের অবস্থাও তেমনি। তাই আপনার জীবনরূপ জমি থেকে সোনালী ফসল তুলতে হলে আপনাকে কর্ষণ তথা শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। অভিজ্ঞতায় মানুষ দেখেছেন, মানুষ যদি সত্যিকার অর্থেই মানুষ হতে না পারেন তখন তার জীবনটা অর্থহীন হয়ে পড়ে। অমানুষতো অমানুষের আচরণই করবেন, জীবন যাপনও করবেন তেমনি অমানুষেরই মতো। সত্যিকার মানুষের জীবন আবার অন্য রকম। তার ভাবনা, পরিকল্পনা, কাজ-কর্ম সবই পরিচ্ছন্ন গোছানো। তার জীবনও অর্থবহ। তাকে ঘিরে বসবে উৎসব, তার কাছে মানুষ ছুটে আসে হতাশায়-বিপর্যয়ে, আনন্দ ও পার্বনে। তার কাছে মানুষ পায় আশ্রয়, ভরসা ও প্রেরণা। আমেরিকার একটি প্রবাদ আছে, এক গ্যালন দুর্গন্ধ পদার্থে যত মাছি এসে বসে তার



চেয়ে অনেক মাছি এসে বসে এক ফোঁটা মধুর ওপর। তাই শিক্ষা গ্রহণে বা না গ্রহণে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। গবেষণায় ও জরিপে দেখা গিয়েছে— যে সব দেশের লোক বেশী শিক্ষিত সে সব দেশের মানুষের গড় আয়ও বেশী আবার যাদের গড় আয় বেশী তাদের গড় আয়ও বেশী স্বাস্থ্যও ভালো। আর যে সব দেশের শিক্ষার হার কম, সে সব দেশের গড় আয় কম, স্বাস্থ্যও ভালো নয় ফলে গড় আয়ও কম। যে সব দেশ গরীব তাদের জনগণই বেশী অশিক্ষিত। অশিক্ষার কারণে জীবনধারণ ও জীবন ব্যবস্থা সেখানে নিম্নমানের। অশিক্ষার কারণেই সে সব দেশে প্রায় সবসময় লেগে থাকে নানা রকম রোগ-ব্যাদি, মহামারী। এইডস যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে অনুন্নত দেশগুলোতে (যেমন আফ্রিকা) তেমন আর কোথাও নেই। শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সম্পর্কটা বহুবিধ। শিক্ষা সত্যকে চিনিয়ে, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। তাই শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছে সব ধর্ম।

পারস্যের একজন বিখ্যাত কবি ও জ্যোতিষবিজ্ঞানী বলেছেন— সূর্যেও আলোতে যেরূপ পৃথিবীর সবকিছুই ভাস্বর হয়ে উঠে, তেমনি জ্ঞানের আলোতে জীবনের সকল অন্ধকার দিক আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তাই প্রত্যেক মানুষের একাডেমিক শিক্ষার সাথে সাথে ধর্মের শিক্ষা অর্জন করা একান্ত কর্তব্য।

### উৎসাহী হোন মনে জাগাও শক্তি

জগতে মানুষ সৃষ্টি সেরা জীব। হ্যাঁ, সত্যিই মানুষ সৃষ্টির সেরা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, মানুষ যে এত শক্তি রাখে এটা সব মানুষ জানে না। বাংলা ভাষায় একটা বাগধারা আছে গজমূর্খ। গজমূর্খ মানে হাতির মতো মূর্খ। হাতি প্রাণী জগতের মাঝে বিরাট একটি প্রাণী। তার শক্তি অনেক কিন্তু হাতির সমস্যা হচ্ছে, হাতি তার শক্তি সম্পর্কে অবগত নয়। হাতি যদি জানত তার শক্তি কত তাহলে মানুষ তাকে এতটা আজ্ঞাবহ করে রাখতে পারত না। বাঘ বা সিংহকে কি আমরা এতটা আজ্ঞাবহ করতে পারি? আমি জানি আপনার শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে। আপনার সমস্যা হচ্ছে আপনি জানেন না কী আছে, আছে আপনার! মানুষের একটা বড় সমস্যা মনোবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বের করেছেন— মানুষের কী আছে তা নিয়ে সে ভাবে না বা হিসেব করে দেখে না। কিন্তু কী নেই এ জিনিসটাকে বড় করে দেখে, বেশী করে ভাবে। ভাবে আর আবেগতরিত হয়। আপনার হাত-পা, গা, মাথা আর আছে সবচে মূল্যবান আপনার ব্রেন। মানুষের ব্রেন সত্যিই অত্যন্ত শক্তিশালী। জীববিজ্ঞানীরা মানুষের ব্রেনকে চিহ্নিত করেছেন

ব্যতিক্রম ও অসাধারণ বলে। কেউ কেউ বলেছেন দশ লাখ শক্তিশালী কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর মানুষের ব্রেন। মনের শক্তি সৃষ্টি করেন, মনের শক্তি অনেক বড় শক্তি। আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞানও মনের শক্তিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। মানুষের মন অত্যন্ত শক্তিশালী। এ শক্তিকে জানতে পারলে ও কাজে লাগাতে পারলে মানুষ সত্যিই অনন্য ও অসাধারণ হয়ে উঠেন। আপনি দুরে না তাকিয়ে আপনি আপনার ভেতরের দিকে তাকান। আপনি আপনার ভেতরের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জীবনকে পাণ্টে দিতে পারেন। আপনি আপনার শক্তিকে ব্যবহার করতে শেখেননি। মানুষ তার শক্তির পুরো ব্যবহার এখনও জানেন না। আপনি কি জানেন, বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মাথাটি কবরে দেয়া হয়নি। তার অনুমতিক্রমে গবেষণায় জন্য এই অসাধারণ মাথাটি রেখে দেওয়া হয়। তার মাথাটি নিয়ে, মাথার ব্রেনসহ অন্যান্য অংশের গবেষণা হচ্ছে। অনেক তথ্য দিয়েছেন বৈজ্ঞানিকগণ। একটি তথ্য হচ্ছে চমকপ্রদ। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, তিনি তার ব্রেনের মাত্র ১০ ভাগের ১ ভাগ ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। বাকী নয় ভাগ অব্যবহৃত রয়ে গেছে। তাই বলেছিলাম আমরা মানুষ এখনও নিজের শক্তির পুরোপুরি ব্যবহার শিখিনি। গিটার থাকলেই হয় না, ঘরে থাকলেও হয় না সুর সৃষ্টির কায়দা জানতে হয়, থাকতে হয় সুরবোধ। তাই আপনার সব আছে, সবকিছুতেই পরিপূর্ণ। তেমনি কেউর শক্তি থাকলে হবে না, শক্তিকে প্রয়োগ করার কৌশলটা থাকতে হবে।

### স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করার উপায়

কোন কিছু শুনে বা দেখে হুবহু সেই জিনিসের বর্ণনা দেয়ার অপর নাম হচ্ছে স্মরণশক্তি বা স্মৃতিশক্তি। তবে এই শক্তি কিন্তু খুব সাধারণ কোন শক্তি নয়। যে মানুষের এই শক্তি বেশী, পৃথিবীতে সে তত বেশী জ্ঞান সঞ্চয় করতে পেরেছেন। পরবর্তীতে তার এই সঞ্চয়িত জ্ঞান কাজে লাগিয়েছেন অন্যান্য গঠন মূলক কাজে।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে স্মরণশক্তি তার পড়াশোনার জন্যে একটি অন্যতম প্রধান শক্তি। ‘ছাত্রনং অধ্যয়নং তপঃ’ কথাটি সত্য প্রমাণের জন্যে স্মৃতিশক্তি প্রাবল্য একান্তভাবে দরকার। যে ছাত্রের স্মৃতিশক্তি বেশী, সে ছাত্র আনায়াসে তার সকল পাঠ নিজের করায়ত্ত করতে পারেন সহজে।

এই যে বেশী বা কম স্মৃতিশক্তি, এটা কিন্তু শুধু পূর্বজন্ম প্রদত্ত নয়। জন্মের সময় প্রায় প্রতিটি মানুষই এক রকমের ক্ষমতা বা শক্তি নিয়ে জন্মায়। পরবর্তী জীবনে সেই ক্ষমতাগুলো অনেকের মধ্যে থাকে আবার

অনেকের মধ্যে থাকে না। যাদের থাকে, তারাই জয়ী হয়, আর যাদের থাকে না পরাজিতের খাতায় তাদের নাম লেখা হয়। এটা ঘটে সম্পূর্ণ অভ্যাসগত কারণে। স্মৃতিশক্তিও এর ব্যতিক্রম নয়।

মানুষের মস্তিষ্ক এক অসাধারণ রহস্যের আধার। কারণ এই মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে রয়েছে তার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার অনন্য শক্তি। মানুষের স্মৃতিশক্তির প্রধান উপাদান হলো ব্রেন। এই ব্রেনের অবস্থান তার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে। এই ব্রেন একদিকে যেমন মানুষের স্মৃতিশক্তির আধার, অপরদিকে মানুষের যাবতীয় মনোদৈহিক কার্যক্রম পরিচালনা করে এই ব্রেন। আপনার ভেতরেও এর ব্যতিক্রম নেই। শুনলে অবাক হবেন, পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী কম্পিউটারের চেয়েও লক্ষ লক্ষ গুণ বেশী ক্ষমতা সম্পন্ন ব্রেন রয়েছে আপনার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে। আপনিও এই অযুত শক্তির আধার বহন করে চলেছেন। আপনার মত অবিকল একই রকম আরেক জনকে যেমন পৃথিবীতে পাওয়া যাবে না, ঠিক আপনার ব্রেনের মতো আর কেউ একই রকম পদার্থ নিয়ে জন্মায়নি। এই হিসেবে আপনি সৃষ্টির আরেক শক্তিশালী অনন্য সৃষ্টি। ব্রেন যে উপাদান দিয়ে তৈরী, তার মধ্যে অন্যতম হলো কটেক্স নামের একটি কোষীয় উপাদান। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে বের করেছেন— নিউরন নামের প্রায় চৌদ্দশত কোটি জীবকোষের সমন্বয়ে কটেক্স গঠিত হয়ে থাকে। এই নিউরন দিয়ে গঠিত কটেক্স ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। মানুষের বেড়ে ওঠা জীবনধারণ করা থেকে শুরু করে মানুষকে পরিচালনা করার পেছনে রয়েছে এই কটেক্সের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। মানুষকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্যে এই কটেক্সের আবার রয়েছে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র। আগেই বলেছি মানুষের মস্তিষ্ক হচ্ছে অসীম রহস্যের আধার। এই কারণে আজ অবধি বিজ্ঞানীরা কটেক্সের কয়েকটি মাত্র কেন্দ্র আবিষ্কার করতে পেরেছেন। এই সংখ্যাটি এখনো ৩০০ ছাড়াতে পারেনি।

আজ আপনারা ছাত্র-ছাত্রী। লক্ষ্য করেছো নিশ্চয় আপনাদের আশেপাশে যে সব বন্ধু বা বান্ধবীরা রয়েছেন, তাদের মধ্যে অনেকেরই এই শক্তি অর্থাৎ স্মৃতিশক্তি কমবেশী রয়েছে। কেউ হয়তো বেশী শক্তির অধিকারী, আবার কেউ কম। কেউ হয়তো চট করে কোন কিছু মুখস্থ করে ফেলতে পারেন, আবার কেউ সহজে কোনকিছু মুখস্থ করতে পারেন না।

অবশ্য, শুধু আপনাদের ভেতরই যে এই বিষয়টি রয়েছে তাই নয়। বিশ্বের অন্যান্য মহামনীষীদের জীবনী ঘাঁটলে আমরা দেখতে পাই তাদের

মধ্যে অনেকেই স্মৃতিশক্তিতে দুর্বল ছিলেন। যেমন আইনস্টাইন নামের বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। তিনি পড়াশোনা শুরুই করেছিলেন নয় বছর বয়স থেকে। কারণ কি ছিলেন জানেন, কারণ তিনি নাকি স্মৃতিশক্তিতে অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন।

এই যে পারা বা না পারা, এটা কিন্তু কোন রোগ নয়। স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে নিজের উপর আস্থার অভাব বা আত্মবিশ্বাসের অভাব। আমি আগেই বলেছি, মস্তিষ্ক শুধু আপনার স্মৃতিশক্তির আধারই নয়, সেই সাথে সাথে সে আপনার মনোদৈহিক বিষয়গুলোর ও পরিচালক। সুতরাং কারো স্মৃতিশক্তি কম বা কারও বেশী এই বিষয় গুলোর খুব একটা চিন্তার বিষয় নয়। চাইলে যে কেউ এই অমিত শক্তিকে নিজের মধ্যে পূর্ণভাবে জাগ্রত করতে পারেন।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, পড়া মুখস্ত করে যারা তাড়াতাড়ি ভুলে যান তাদের সকলের মধ্যেই এক ধরনের হতাশা লক্ষ্য করা যায়। তারা মনে করেন তাদের দ্বারা আসলে পড়াশোনা হবে না। একথা সত্যি যে, ছাত্রজীবনে উন্নতির প্রধান সোপান হল উপযুক্ত স্মৃতিশক্তি বা স্মরণশক্তি। কিন্তু তাই বলে কোন মানুষের মধ্যেই এই উপাদানের কমতি নেই। আপনার মধ্যে তো নয়ই।

তুমি যদি তোমার নিজের দেহের দিকে দৃষ্টি দাও বা আপনার শারীরিক গঠন সম্পর্কে জানতে চাও, তাহলে দেখবেন আপনার পুরো শরীরটা পৃথিবীর সবচাইতে আধুনিক চলমান যন্ত্রের মতো। আপনার শরীরে রয়েছে পাঁচশোর বেশী মাংসপেশী, পঞ্চাশ ট্রিলিয়ন দেহকোষ বা সেল, দুইশোর বেশী হাড়। এছাড়াও আপনার শরীরের রক্ত সংবহনের জন্যে রয়েছে শিরা ও ধমনী দিয়ে গঠিত প্রায় ষাট মাইলের ও বেশী দীর্ঘ এক চমৎকার পাইপ লাইন। আপনি হয়তো নিজেও জানেন না, আপনার মস্তিষ্কের পরিচালনায় হার্ট নামের একটি বস্তু আপনার বুকের মধ্যে থেকে ধুক ধুক করে বিরামহীনভাবে প্রতিদিন দেড় হাজার গ্যালনেরও বেশী রক্ত সরবরাহ করে আপনার সারা শরীরে। আর এতে আপনি থাকতে পারছেন সচল আর সুস্থ্য। এই বিষয়টির অবতারণা করলাম এই জন্য যে, আপনার মস্তিষ্ক শুধু আপনার স্মৃতিশক্তিরই আধার নয়, বরং আপনার সমস্ত শরীরটাই দেখে শুনে নিরাপদে রাখার এক গুরুদায়িত্ব রয়েছে তার কাঁধে।

যে সব ছাত্র-ছাত্রী নিজেদের স্মৃতিশক্তির অভাবগুস্তে ভোগে, তারা কখনই ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে না। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে,

একটি অতি সাধারণ মাত্রায় ছাত্র-ছাত্রী শুধুমাত্র একনিষ্ঠ চেষ্টায় আনায়াসে পরীক্ষায় ভাল ফল লাভ করে সবাইকে চমকে দিয়েছেন। এর প্রধান কারণ কি জানো, এর প্রধান কারণ হলো: আগ্রহ, মনোযোগ, অভিজ্ঞতা আর অভ্যাসকে এক সাথে গেঁথে এগিয়ে যেতে পেরেছেন সে। এই কাজটি সে হয়তো করেছেন নিজের অজান্তে। কিন্তু বিশ্বাস করো, স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধির এটা একটা গোপন কৌশল। কোন কিছু মনে রাখার জন্যে কোন প্রতিভাবানই বিশেষ কোন গোপন কৌশল অবলম্বন করেন না। সেটার দরকারও নেই। আপনার ক্লাশের সবচাইতে ভাল ছাত্র বা ছাত্রীর দিকে লক্ষ্য করে দেখেন। সে কি আপনার চাইতে বেশী পড়াশোনা করেন? কিংবা পড়াশোনায় অন্য কোন কৌশল অবলম্বন করেন।

ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখেন, এগুলোর কোনটাই নয়। আপনার চাইতে বেশী পড়াশোনা না করেও সে ভাল রেজাল্ট করেন বা অন্য কোন কৌশলও সে অবলম্বন করেন না। এর পেছনে কারণ কি? এর পেছনে প্রধান কারণ হলো তার নিজের প্রতি আস্থা। তার নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস আর সেই সাথে যোগ হয় গভীর আগ্রহ, মনোযোগ আর নিয়মতান্ত্রিক অভ্যাস। এগুলো একসাথে হলে পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করা বা ভাল ছাত্র হওয়া কঠিন কোন বিষয় নয়।

কোন ছাত্র-ছাত্রী যখন কোন কিছু গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করেন তখন তার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরের কটেক্স নামক উপাদানের কেন্দ্রে বৈদ্যুতিক কম্পনের মাধ্যমে অসংখ্য রেখার সৃষ্টি করেন। কোনকিছু বার বার পঠিত হলে এই রেখাগুলো অনবরত কাঁপতে থাকে আর নতুন নতুন রেখার সৃষ্টি হয়। যখনই পড়ার সময় মনযোগের পরিমাণ বা একত্রতার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তখন এই রেখার নতুন কণ্ডে যেন জন্ম শুরু হয়। এক সময় এই রেখাগুলোতে অংকিত হয়ে যায় গভীর মনোযোগে পঠিত বিষয় বা বার বার পঠিত বিষয়গুলো। আর তখনই সেই ছাত্র বা ছাত্রী পরবর্তীতে এই পঠিত বিষয়গুলো হুবহু আবৃত্তি করতে পারে।

এই পদ্ধতিতেই মস্তিষ্কের নিউরনগুলো কটেক্সের তাড়নায় অবিরাম ধারায় কাজ করে চলেছে। প্রতিটি মানুষের মস্তিষ্কেই এই একই ঘটনা থাকে। সুতরাং এবার নিশ্চয় পরিস্কার বুঝতে পেরেছেন, কোন মানুষের মধ্যে স্মৃতিশক্তি কম বা বেশী, এই কারণের সাথে ব্রেনের অভ্যন্তরের বস্তুগুলোর কোন হাত নেই।

একটা কথা মনে রাখবেন, একসাথে অনেকগুলো পড়া আপনি কিছুতেই

মনে রাখতে পারেন না। স্মৃতিশক্তির সাথে খাদ্য গ্রহণের একটা মিল আছে। আপনি যেমন অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণ করতে পারেন না বা আপনার শরীর তাতে সায় দেয় না। তেমনি অতিরিক্ত কোন কিছু আপনার স্মৃতিশক্তি গ্রহণ করে না বর্জন করে। অর্থাৎ অতিরিক্ত পড়াশোনাও আপনার স্মৃতিশক্তিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া আনতে পারে। অনেক সময়ই শোনা যায় পড়তে পড়তে ঐ ছেলে বা মেয়েটা অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করেছেন।

বিষয়টি সাময়িক হলেও কিন্তু ফেলে দেবার নয়। এখানে কারণ হিসেবে যা ঘটেছে তা হলো, ঐ ছেলে বা মেয়ে তার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরের স্মৃতিশক্তির প্রধান উপাদান কর্টেক্সের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন বিশাল বোঝা। এই বোঝার ভারেই কর্টেক্স হয়ে পড়েছে অস্বাভাবিক। সে আর নতুন কিছু গ্রহণ করতে অপারগ হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে দেখা গিয়েছে অস্বাভাবিক আচরণ।

তাই বলে এটা ভেবে আমি আপনাদেরকে অতিরিক্ত পড়াশোনা করতে নিষেধ করছি। এটা কিন্তু নয়। আপনি অবশ্যই আপনার পড়াশোনার বিষয়গুলো পড়বেন। কিন্তু তাই বলে সারাদিন কিংবা সারারাত বই মুখে গুঁজে পড়ে থাকলে তো চলবে না। যা কিছু পড়বেন, গভীর মনোযোগের সাথে পড়বেন।

এতে করে আপনাকে বেশী সময় ধরে পড়তে হবে না। একবার শুরু কওে দেখেন। অচিরেই আপনি ফল পাবেন। তবে অবশ্যই আপনাকে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। অতিরিক্ত পড়াশোনা না করেও তাহলে আপনি ফল পাবেন আপনার আশানুরূপ।

পড়া মনে না রাখতে পারার অনেক অভিযোগ শোনা যায় বিভিন্ন ধরনের ছাত্র-ছাত্রীর মুখে। অনেকেই বলতে শুনেছি যা পড়েছি কিছুই মনে থাকছে না। আবার অনেকে বলেন, ধুরুরি আমার দ্বারা পড়াশোনা হবে না।

কোন কিছুই আমার মনে থাকছে না। এদের ক্ষেত্রে যেটার অভাব রয়েছে সেটা হলো: এরা সঠিক নিয়ম মেনে পড়াশোনা করছেন না। নিশ্চয় এদের পাঠ্য বিষয়গুলো অগোছালো ভাবে এরা তাদের মস্তিষ্কে ঢোকাতে চেষ্টা করছেন। ফলশ্রুতিতে এরা হয়ে পড়েছেন হতাশ। কিন্তু তারা বুঝতে পারছেন না সবসময় মুখস্ত বিদ্যায় কাজ হয় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্য কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এই কৌশলটা হলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে পঠিত বিষয়টুকুকে সাজিয়ে নেয়া।

অনেক সময় বিশেষ করে ইতিহাস পাঠের সময় আমার নিজের ক্ষেত্রেও

দেখেছি, তথ্য ঘটনা বা সময়কাল মনে রাখা বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে। এইসব ক্ষেত্রে আমি নিজেই একটা উপায় উদ্ভাবন করে নিয়েছি। সেটা হলো পুরো ঘটনাটাকে গভীর মনোযোগের সাথে মালার মতো গাঁথে ফেলা।

এলোমেলো বা বিশৃঙ্খল বিষয়গুলোকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সাজিয়ে নিয়ে তারপর অধ্যয়ন করা। এই ক্ষেত্রে পড়ার আগে বিষয়টা একবার লিখে তারপর পড়লে বিশেষ উপকার হয়। তার প্রমাণ তো আমি নিজেই। একবার টানা লিখে তারপর সেটাকে পাঠ করলে অতি সহজেই সেই বিষয়টা আপনার মস্তিষ্কের কন্টেক্সট বা নিউরন আনায়াসে গ্রহণ করবে। কারণ লিখতে গেলেই উক্ত বিষয়ের অসামঞ্জস্যগুলো আপনার চোখে পড়বে সহজেই। সেই সাথে সাথে বিষয়টা আপনার নিজের করায়ত্ত হয়ে যাবে।

একটা কথা আপনাকে সবসময় মনে রাখতে হবে। স্মরণ বা স্মৃতি মানে হচ্ছে আপনার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে সেটাকে ঠিকমতো সাজিয়ে রাখা। আপনি নিজেই যদি আপনার পঠিত বিষয়গুলোকে এলোমেলোভাবে মস্তিষ্কে পাঠান, তাহলে বেচারার মস্তিষ্কের আর দোষ কি। সে তো আর জিনিসগুলোকে এলোমেলোভাবে সাজিয়ে নিতে পারে না।

তখন সে এগুলোকে বর্জন করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু আপনি যদি উক্ত বিষয়গুলোকে গুছিয়ে দিতে পারতেন, তাহলে কিন্তু এমনটি ঘটতো না। আনায়াসেই আপনার মস্তিষ্ক এইসব গোছানো বিষয়গুলো ধারণ করতে পারতো। দীর্ঘদিন আপনার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরের কন্টেক্সটে কেন্দ্রের আন্দোলিত রেখায় তা অংকিত হয়ে থাকত। অর্থাৎ আপনার মনে থাকতো বিষয়টা দীর্ঘদিন ধরে। এই ক্ষেত্রে আপনার সাজানোটা যত সুন্দর হবে বিষয়টা তত ভালোভাবে আপনার মস্তিষ্কে করায়ত্ত হবে।

তবে এই সাথে আপনাকে মনে রাখতে হবে প্রতিটি বিষয়ের সাজানো কৌশল কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন। একই নিয়মে সব বিষয় আপনি সাজাতে পারবেন না। তাহলে বিষয়টা বুমেরাং হয়ে যাবে। ইতিহাসের বিষয়গুলোকে আপনি যেভাবে সাজাবেন, অংকের বিষয়গুলোকে সেভাবে সাজাতে পারবেন না। আবার ভূগোলের বিষয়গুলোকে আপনি যেভাবে সাজাবেন, রসায়নের বিষয়গুলোকে সেভাবে সাজালে ফল পাবেন না। আপনি যদি কোন কবিতা টানা মুখস্ত করার অভ্যাস গড়ে তোলেন নিজের মধ্যে তাহলে আপনার মস্তিষ্ক কবিতা মুখস্ত করার মতো করেই তার নিউরনে আন্দোলন তুলবে।

সুতরাং আপনার পঠিত বিষয়গুলোকে আপনার মতো করে অর্থাৎ যেভাবে আপনি বুঝতে পারেন, সেভাবে সাজিয়ে নিয়ে খাতায় লিখে

ফেলেন, তারপর সেটা মুখস্ত করার জন্যে মস্তিষ্কে নির্দেশ দেন, অর্থাৎ পাঠ করতে শুরু করেন মনোযোগের সাথে। তাহলে আপনি সফল হবেন, এটা নিশ্চিত করে বলতে পারি। স্মৃতিশক্তি বাড়ার ক্ষেত্রে নিচে কয়েকটি কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হলো। আমি আশা করছি নিম্নে কৌশলগুলো নিশ্চয় আপনার উপকারে লাগবে। এগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়েন। তারপর সেই অনুযায়ী নিজের উপর প্রয়োগ করে দেখেন। আমার আশা নিশ্চয় আপনারা উপকার হবেন।

(ক) কোন কিছু পড়ার আগে বিশেষ করে যদি সেটা ভিন্ন ভাষায় হয় তাহলে সেটার অর্থ বুঝে নেন প্রথমে। তারপর সেটা পড়েন। যেমন আপনাকে যদি কোন ইংরেজি রচনা বা প্যারাফ্রাফ মুখস্ত করতে হয়, তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি আপনি ঐ রচনা বা প্যারাফ্রাফের অর্থ আগে থেকে পড়ে নেন, তবে আপনার মস্তিষ্ক বা স্মৃতিকোষগুলো আগে থেকেই বিষয়টা অনুধাবন করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকে।

এর ফলে পরবর্তীতে অর্থ জানা বিষয়গুলো পাঠ করলে সেটা স্থায়ীভাবে আপনার স্মৃতিতে দাগ কাটতে পারবে আনায়সে। সবচেয়ে বড়ো কথা আমরা যেহেতু বাংলা ভাষায় লেখাপড়া শিখতেছি, সুতরাং বাংলা ভাষায় পড়া কোন কিছু বেশ সহজেই আমাদের মনে থাকে। সুতরাং আপনি যদি উক্ত বিষয়টির অর্থসহ পড়তে থাকেন, তাহলে নিশ্চয় উক্ত বিষয়ের বাংলা অর্থটি আপনার স্মৃতিতে স্থায়ীভাবে দাগ কাটতে বাধ্য হবে। আর বিষয়টাও আপনার মনে থাকবে দীর্ঘদিন ধরে।

(খ) কোন বিষয় সহজে মুখস্ত করার উপায় হচ্ছে, বিষয়টা একবার পড়ে নেয়া। তারপর সেটাকে দেখে দেখে টানা খাতায় লিখে ফেলা। এতে করে বিষয়টা একটা গোছানো অবস্থায় আপনার মনে ধরা দেবে। পরবর্তীতে যখনই আপনি সেটা পড়বেন, বেশ কম সময়ে আপনার স্মৃতিতে সেটা সহজে ধরা দেবে। এতে আপনি দুই ধরনের উপকার পাবেন। একদিকে আপনার লেখার অভ্যাস গড়ে উঠবে সুন্দরভাবে। অপরদিকে লেখা বিষয়গুলো পরবর্তীতে সহজেই আপনার স্মৃতিকেন্দ্র আনুধাবন করতে পারবে।

সবচেয়ে বড়ো কথা উক্ত পাঠ্য বিষয়ে যদি কোন অসামঞ্জস্য থাকে, তাহলে সেটা এই সুযোগে গোছানো হয়ে যাবে। আর আপনার স্মৃতিকেন্দ্র সেই গোছানো বিষয়গুলোকে অত্যন্ত সহজে গ্রহণ করতে পারবে।

(গ) যদি পাঠ্য বিষয়টাকে প্রথমে খাতায় লিখে তারপর পড়াটাকে



আপনার কাছে বাহুল্য বলে মনে হয়, তাহলে একটি কাজ করতে পারেন সেটা হলো বিষয়টিকে বারবার পড়েন। অন্তত একটি মাঝারি সাইজের প্যারাগ্রাফ মুখস্ত করার জন্য আপনাকে অন্তত দশবার সেটাকে টানা পড়ে যেতে হবে। তারপর একটি একটি করে বাক্য পড়ে যান।

এতে করে যদিও আপনার সময় বেশী লাগবে তবুও আপনার উপকার লাগতে পারে। তবে প্রথমে লিখে তারপর পড়লে বিষয়টা সবচাইতে উপকার হবে। কারণ এতে করে আপনার লেখার গতিও বাড়বে।

(ঘ) অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে দেখা যায় কোন বিষয় কানে শুনলেই সেটা তাদের সহজে স্মৃতিকোঠায় ধরে রাখতে পারে। এতে অবাক হবার কিছু নেই। আপনি নিশ্চয় জানো, সেই ছোটবেলায় আপনার বাবা-মা কিংবা আত্মীয়-স্বজন যে গল্পগুলো আপনাকে বলতেন, এখনও নিশ্চয় সেগুলো আপনার মনে আছে। এর অর্থ হচ্ছে মস্তিষ্কে বেশী না খাটিয়ে অন্যের মাধ্যমে কোন কিছু মনে রাখা। এটা মানুষের সহজজাত প্রবৃত্তি। আপনার বেলাতেও এটি ফল দিতে পারে।

এই ক্ষেত্রে এই কাজটি আপনি নিজেও করতে পারেন। তবে এই ক্ষেত্রে ক্লাশে আপনাকে অধিক মনোযোগী হতে হবে। অর্থাৎ ক্লাশে শিক্ষকরা নিদিষ্ট বিষয়ের উপর যখন লেকচার প্রদান করবেন, আপনাকে গভীর মনোযোগের সাথে সেটা শুনতে হবে। তবে এমন কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো শুধু শুনে মনে রাখা কঠিন বিষয় হয়ে পড়ে। যেমন জ্যামিতিক কিছু সূত্র কিংবা বিজ্ঞানের কিছু নিয়ম বা সূত্র। এগুলো প্রথমে শুনে তারপর সেগুলোকে অধ্যয়নের মাধ্যমেই আপনাকে মনে রাখতে হবে।

(ঙ) অংক কষতে গেলে অনেককেই দেখা যায় কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা অংকগুলোও কঠিন হয়ে যায় তাদের কাছে। এর অন্যতম কারণ হলো সেই কাজটিতে বোর হয়ে যাওয়া। এই ক্ষেত্রে আপনার করণীয় হচ্ছে কাজটিতে কিছুক্ষণ বিরতি দেয়া। অংক কষতে গেলে বার বার ভুল হলে সেটায় বিরতি দিয়ে অন্য কিছু নিয়ে অধ্যয়ন করা। এক বসায় আপনি যদি প্ল্যান করেন ত্রিশটা অংক কষে ফেলবেন, তাহলে আপনার সেটা ভুল হবে। কারণ আগেই বলেছি শিক্ষাগ্রহণ হলো খাদ্যগ্রহণের নামান্তর মাত্র।

শিক্ষা আপনার মস্তিষ্ক ধারণ করে আর খাদ্য ধারণ করে আপনার দেহ। সুতরাং কোন ক্ষেত্রেই যাতে মস্তিষ্কে একবাওে বেশী বোঝা চাপানো না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সবসময় মনে রাখবেন অংক জাতীয় বিষয়গুলো কখনও মুখস্ত করার বিষয়ের আওতাভুক্ত নয়। এগুলো শুধু চর্চার বিষয়।

সঠিক নিয়ম মেনে এগুলো অভ্যাস করলে অতি সহজেই সেগুলো আপনাদের মস্তিষ্কের আওতায় এসে যাবে।

(চ) অনেক সময় দেখা যায় টানা পড়ার মধ্যেও অনেকের মন চলে যায় পড়া থেকে দূরে। বিশেষ করে ভূগোল বা ইতিহাস বিষয়ক কোন বিষয় হলেই এটা ঘটতে দেখা যায়। এটা ছাত্রজীবনে সবচাইতে মারাত্মক অবস্থা। কারণ আপনার মস্তিষ্ক একসাথে দুটো বিষয় কখনও গ্রহণ করবে না। যে কাজটা আপনি করছেন শুধু সেদিকেই আপনার ধ্যান রাখতে হবে।

এর অন্যথা হলে চলবে না। তার মানে যখন আপনি পড়বেন পড়াটা যেন গভীর মনোযোগের সাথে হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে আপনাকে। অন্যদিকে আপনার মনোযোগ যেতেই পারে। সেটাতে খুব একটা দোষের কিছু নেই। কিন্তু তাই বলে পড়ার সময় শুধু পড়াতেই আপনার যাতে মনোযোগ থাকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। পড়ার নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগে ভাটা পড়লে প্রয়োজনে পড়ার টেবিল থেকে উঠে জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখেন, কিংবা চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকেন। দেখবেন কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনার ভেতর থেকে এই উষাটন ভাব চলে গেছে। তখন আবার পড়তে বসবেন। এতে করে আশাকরি আপনি ভাল ফল পাবেন।

(ছ) কোন বিষয় কিছুতেই মুখস্ত হতে না চাইলে কখনও জোর করে মুখস্ত করতে চেষ্টা করবেন না। কারণ আগেই বলেছি, ব্রেনকে জোর করে কিছু করানো যায় না। এতে হিতে বিপরীত হয়ে যায়। তখন আপনার পুরো পরিশ্রমটাই পানিতে চলে যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে আপনি যে কাজটি করতে পারেন সেটা হলো— এই বিষয়টিকে অন্য কাউকে দিয়ে পাঠ করান। সেটা আপনার বড় ভাই কিংবা বোন হতে পারে। অথবা, আপনার নিকটজন কেউ। সে যখন বিষয়টা পড়তে থাকবেন, তখন আপনি গভীর মনোযোগ দিয়ে বিষয়টা অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। এতে করে আপনার স্মৃতিকোঠায় বিষয়টা একবার হালকাভাবে গেঁথে যাবে। অনেকক্ষেত্রে এই কৌশলে বিষয়টা মুখস্তও হয়ে যায় ভালভাবে।

(জ) আপনি ছাত্র, সুতরাং একটা কথা মনে রাখতে হবে আপনার প্রধান কাজ হচ্ছে পড়াশোনা। সুতরাং যখনই আপনি অবসর পাবেন, তখনই পূর্বের পঠিত বিষয়গুলো নিয়ে মনের ভেতর নাড়াচাড়া করতে থাকবেন। এতে করে পূর্বের পঠিত বিষয়গুলো আপনার স্মৃতিকোঠায় আরো গভীরভাবে দাগ কাটতে বাধ্য হবে। বিশেষ করে রাতে ঘুমাতে যাবার আগে বিছানায়

শুয়ে শুয়েও আপনি এই কাজটি করতে পারবেন।

এটাও স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর একটা ভাল কৌশল। এই কৌশলে বিছানার শুয়ে আপনি ছাড়াদিনে স্কুলে বা বাড়ীতে কি কি পড়ছেন, সেগুলো আরেকবার রিভিশন দিতে পারবেন। অথবা আগামীকাল ক্লাশে কি কি পড়ানো হবে সেই বিষয় নিয়ে ভাবলে পরবর্তী দিন ক্লাশে শিক্ষকের পড়ানো শুনেই আপনার বিষয়টা অনুধাবন করতে সুবিধা হবে। এছাড়া পরবর্তীতে উক্ত বিষয়গুলো কয়েকবার পড়লেই সেগুলো আপনার মুখস্থ হয়ে যাবে।

(বা) অনেকেই আছে যারা ইংরেজীতে দুর্বল। সহজ জানা শব্দও উচ্চারণ করতে পারেন না। ছোটবেলা থেকেই যদি এদের এই অবস্থা হয় তাহলে বড় হয়েও এরা এই আন্তর্জাতিক ভাষাটিকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। পরিণতিতে ইংরেজী ভাষাটিই পরবর্তীতে তাদের জন্যে অভিশাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আপনাদের মধ্যে যাদের এই অবস্থা হয়েছে এরা এক কাজ করতে পারেন। আজকাল অনেকের বাড়ীতেই টেলিভিশন আছে। আমাদেরও দেশে টেলিভিশনে পঠিত বাংলা খবর এবং ইংরেজী খবরের মধ্যে একটা গভীর তাৎপর্য আছে। সেটা হলো উভয় খবরের বিষয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এক থাকে। এমনকি বাংলায় যেটা উচ্চারণ করা হলো, সেটারই ইংরেজী অনুবাদ ইংরেজী খবরে প্রচারিত হয়। এই ক্ষেত্রে আপনারা বাংলা খবরটা মনোযোগের সাথে দেখবেন, তারপর ইংরেজী খবরের সময় সেই বাংলা খবরের বিষয়গুলো খবর পাঠকের পাঠ করার সময় মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করবেন। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হবে। কিছুদিন অভ্যাস করে দেখবেন যদি আপনার এই বিষয়ে গভীর মনোযোগ থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই ভাল ফল পাবেন। এতে করে একদিকে শুধু আপনার স্মৃতিতে ইংরেজী শব্দ উচ্চারণের শক্তিই বাড়বে তা নয়, অপরদিকে ইংরেজী ট্রান্সলেশনের ক্ষমতাও আপনার মধ্যে বৃদ্ধি পাবে।

## পরিভ্রাণ পর্ব পরিভ্রাণ প্রার্থনা

মযহং ভন্তে (সজ্জো), বিপত্তি পটিবাহায় সৰ্বসম্পত্তি সিদ্ধিয়া, সৰ্বদুৰ্দ্ধ-  
বিনাসায়, সৰ্বভয়-বিনাসায়, সৰ্বরোগ-বিনাসায়, সৰ্ব-অন্তরায-বিনাসায়,  
সৰ্ব-উপদ্রব-বিনাসায়, ভবে দীঘায়ুদায়কং চিত্তং উজ্জুং করিত্তান পরিত্তং ক্রথ  
মঙ্গলং ॥ (৩)

## দেবতা আমন্ত্রণ

সমন্ত-চক্ৰবালেসু অত্রাগচ্ছন্ত দেবতা,  
সদ্ব্যমং মুনিরাজস্ সুগন্ত সগ্নমোক্ষদং ।  
ধম্ম-সবণকালো অযং ভদন্তা'তি । (৩-বার)॥

## বিশেষ দেবতা আহ্বান

নমো তস্ ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্ । (৩)॥  
যে সন্তা সন্তচিত্তা তিসরণ-সরণা এথ লোকান্তরে বা,  
ভুম্মা ভুম্মা চ দেবা গুণগণ-গহণ ব্যাবটা সৰ্বকালং;  
এতে আযন্ত দেবা বরকণকময়ে মেরুপ্ৰাজে বসন্তো,  
সন্তো সন্তো সছেতুং মুনিবর বচনং সোতুমগ্নং সমগ্নং ॥

## দেবতাগণকে পুণ্যদান ও রক্ষা প্রার্থনা

সৰ্বেসু চক্ৰবালেসু যক্খা-দেবা চ ব্রহ্মণো,  
যং তুম্হেহি কতং পুএংএং সৰ্বসম্পত্তি সাধকং;  
সৰ্বে তং অনুমোদিত্বা সমগ্না সাসনেরতা,  
পমাদরহিতা হোন্ত আরক্খাসু বিসেসতো ॥

## বুদ্ধ শাসনের উন্নতি ও রক্ষা প্রার্থনা

সাসনস্ চ লোকস্ বুড়ী ভবতু সৰ্বদা,  
সাসনম্পি চ লোকঞ্চ দেবা রক্খন্ত সৰ্বদা;  
সদ্ধিং হোন্ত সুখী সৰ্বে পরিবারেহি অন্তনো,  
অনীঘা সুমনা হোন্ত সহসৰেহি এগ্গতী'ভি ॥

## দেবগণের নিকট রক্ষা প্রার্থনা

রাজতো বা, চোরতো বা, মনুস্সতো বা, অমনুস্সতো বা, অগ্নিতো বা,  
উদকতো বা, পিসাচতো বা, খাণুকতো বা, কণ্টকতো বা, নক্খন্ততো বা,  
জনপদরোগতো বা, অসদ্ব্যমতো বা, অসন্দিট্ঠিতো বা, অসম্প্লুরিসতো বা,

চণ্ড-হথী-অস্-মিগ-গোণ-কুক্কুর-অহি-বিচ্ছিক-মনিসপ্ল-দীপি-অচ্ছ-তরচ্ছ-  
সুকর-মহিস-যক্খ-রক্খসাদীহি। নানা ভয়তো বা, নানা রোগতো বা, নানা  
অন্তরাযতো বা, নানা উপদ্ভবতো বা, আরক্খং গণ্হন্ত দেবতা ॥

### মহামঙ্গল সুত্তং (১)

#### নিদানং

যং মঙ্গলং দ্বাদসহি চিত্তযিংসু সদেবকা,  
সোথানং নাধিগচ্ছন্তি অট্ঠতিংসঞ্চ মঙ্গলং ।  
দেসিতং দেব-দেবেন সৰবপাপ বিনাসনং,  
সব্বলোক হিতথায় মঙ্গলং তং ভণাম হে ॥

#### সুত্তং

এবং মে সুত্তং একং সময়ং ভগবা, সাবথিয়ং বিহরতি জেতবনে  
অনাথপিণ্ডিকস্ আরামে। অথ খো অঞ্ঞতরা দেবতা অভিক্কন্তায় রত্তিয়া  
অভিক্কন্তবণ্ণা কেবলকপ্পং জেতবনং ওভাসেত্ভা, যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি,  
উপসঙ্কমিত্ভা ভগবত্তং অভিবাদেত্ভা একমত্তং অট্ঠাসি। একমত্তং ঠিতা খো সা  
দেবতা ভগবত্তং গাথায় অজ্জভাসি—

- ০১। বহু দেবা-মনুস্ সা চ, মঙ্গলানি অচিন্তয়ুং,  
আকঙ্খমানা সোথানং, ক্ৰহি মঙ্গলমুত্তমং ।
- ০২। অসেবনা চ বালানং, পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা,  
পূজা চ পূজনীয়ানং, এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
- ০৩। পতিরূপদেসবাসো চ, পুরে চ কত পুঞ্ঞতা,  
অন্তসম্মা পণিধি চ, এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
- ০৪। বাহুসচ্চঞ্চ সিন্ধঞ্চ, বিনয়ো চ সুসিক্খিতো,  
সুভাসিতা চ যা বাচা, এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
- ০৫। মাতা-পিতৃ উপট্ঠানং, পুত্তদারস্ সঙ্গহো,  
অনাকুলা চ কম্মন্তা, এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
- ০৬। দানঞ্চ ধম্মচরিয়া চ, এগাতকানঞ্চ সঙ্গহো,  
অনবজ্জানি কম্মানি, এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
- ০৭। আরতি বিরতি পাপা, মজ্জপানা চ সঞ্ঞমো,  
অপ্লমাদো চ ধম্মেসু, এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
- ০৮। গারবো চ নিবাতো চ, সন্তট্ঠী চ কতঞ্ঞতা,  
কালেন ধম্মসবণং, এতং মঙ্গলমুত্তমং ।

- ০৯। খন্তী চ সোবচস্‌সতা, সমণানঞ্চঃ দস্‌সনং,  
কালেন ধম্মসাকচ্ছা, এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
- ১০। তপো চ ব্রহ্মচরিয়ঞ্চঃ, অরিয়সচ্চান দস্‌সনং,  
নিব্বান সচ্ছিকিরিয়া চ, এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
- ১১। ফুট্ঠস্‌স লোকধম্মেহি, চিত্তং যস্‌স ন কম্পতি,  
অসোকং বিরজং খেমং, এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
- ১২। এতাদিসানি কত্তান, সৰ্ব্বথমপরাজিতা,  
সৰ্ব্বথ সোথিং গচ্ছন্তি, তং তেসং মঙ্গলমুত্তমং'তি ॥

### রতন সুত্তং (২)

#### নিদানং

পণিধানতো পট্টায তথাগতস্‌স দস পারমিযো, দস উপপারমিযো, দস পরমথ পারমিযো'তি । সমতিংস পারমিযো পঞ্চমহাপরিচ্চগে লোকথ-চরিয়ং, ঐগতথ-চরিয়ং, বুদ্ধথ-চরিয়ন্তি তিস্‌সা চরিয়াযো; পচ্ছিমভবে গবেভাক্কন্তি জাতিং অভিনিক্‌খমণং, পধানচরিয়ং বোধিপল্লঙ্কে মারবিজয়ং সৰ্ব্বাংগুতাংগা পটিবেধং ধম্মচক্ক পবত্তনং নবলোকুত্তর ধম্মে'তি । সৰ্ব্বে'পি মে বুদ্ধগুণে আবজ্জেক্‌তা বেসালিয়া পুরে তীসু পাকারত্তরেসু তিযামরত্তিং পরিত্তং করত্তো আযম্মা আনন্দথেরো বিয কারুংগুচিত্তং উপট্ঠপেত্তা ॥

- ১। কোটিসত সহস্‌সসু চক্কবালেসু দেবতা,  
যস্‌সানম্পটিগ্‌হন্তি যঞ্চ বেসালিয়া পুরে ।
- ২। রোগামনুস্‌স-দুব্‌ভিক্‌খ সঙ্কুতং তিবিধং ভযং,  
খিল্লমত্তরধাপেসি পরিত্তং তং ভগাম হে ॥

#### সুত্তং

- ০১। যানীধ ভূতানি সমাগতানি  
ভূম্মানি বা যানি'ব অন্তলিক্‌খে,  
সৰ্ব্বেব ভূতা সুমনা ভবন্ত  
অথোপি সঙ্কচ্চ সুগম্ভ ভাসিতং ।
- ০২। তস্মা হি ভূতা নিসামেথ সৰ্বে  
মেত্তং করোথ মানুসিয়া পজায,  
দিবা চ রত্তো চ হরন্তি যে বলিং  
তস্মা হি নে রক্‌খথ অল্পমত্তা ।
- ০৩। যং কিঞ্চিৎ বিত্তং ইধ বা হুরং বা

- সঙ্গেসু বা যং রতনং পণীতং,  
ন নো সমং অথি তথাগতেন ।  
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং  
এতেন সচ্চেন সুবথি হোতু ।
- ০৪ । খয়ং বিরাগং অমতং পণীতং  
যদঙ্কুগা সাক্যমুনী সমাহিতো,  
ন তেন ধম্মেন সমথি কিঞ্চিৎ ।  
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং  
এতেন সচ্চেন সুবথি হোতু ।
- ০৫ । যং বুদ্ধসেট্ঠো পরিবল্পয়ী সূচিং  
সমাধিমানন্তরিকএঃএমাল্ল,  
সমাধিনা তেন সমো ন বিজ্জতি ।  
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং  
এতেন সচ্চেন সুবথি হোতু ।
- ০৬ । যে পুঙ্গলা অট্টঠ সতং পসথা  
চত্তারি এতানি যুগানি হোন্তি ।  
তে দক্খিণেষ্যা সুগতস্স সাবকা,  
এতেসু দিন্নানি মহপ্ফলানি ।  
ইদম্পি সঙ্কে রতনং পণীতং  
এতেন সচ্চেন সুবথি হোতু ।
- ০৭ । যে সুপ্পযুত্তা মনসা দল্হেন  
নিদ্ধামিনো গোতম সাসনম্হি,  
তে পত্তিপত্তা অমতং বিগয়্হ  
লদ্ধা মুধা নিব্বুতিং ভুঞ্জমানা ।  
ইদম্পি সঙ্কে রতনং পণীতং  
এতেন সচ্চেন সুবথি হোতু ।
- ০৮ । যথিন্দখীলো পঠবিং সিতো সিয়া  
চতুব্ভি বাতেভি অসম্পকম্পিযো,  
তথূপমং সপ্পুরিসং বদামি  
যো অরিয়সচ্চানি অবেচ্চ পস্সতি ।  
ইদম্পি সঙ্কে রতনং পণীতং  
এতেন সচ্চেন সুবথি হোতু ।

- ০৯। যে অরিয়সচ্চানি বিভাবযন্তি  
গম্ভীর পঞেঞন সুদেসিতানি।  
কিঞ্চগাপি তে হোন্তি ভুসপ্পমত্তা,  
ন তে ভবং অট্টমং আদিযন্তি।  
ইদম্পি সঙ্কে রতনং পণীতং  
এতেন সচ্ছেন সুবথি হোতু।
- ১০। সহা'বস্স দস্সন সম্পদায  
তযস্সু ধম্মা জহিতা ভবন্তি,  
সঙ্কাযদিট্ঠি বিচিকিচ্ছিতঞ্চ  
সীলব্বতং বা'পি যদথি কিঞ্চিৎ।  
চতুহ'পাযেহি চ বিপ্পমুত্তো  
ছ চা'ভিট্ঠানানি অভব্বো কাতুং।  
ইদম্পি সঙ্কে রতনং পণীতং  
এতেন সচ্ছেন সুবথি হোতু।
- ১১। কিঞ্চগাপি সো কম্মং করোতি পাপকং,  
কাযেন বাচা উদ চেতসা বা।  
অভব্বো সো তস্স পটিচ্ছাদায,  
অভব্বতা দিট্ঠপদস্স বুত্তা।  
ইদম্পি সঙ্কে রতনং পণীতং  
এতেন সচ্ছেন সুবথি হোতু।
- ১২। বনপ্পগুন্সে যথা ফুস্সিতল্লে,  
গিম্মহানমাসে পঠমস্মিং গিম্মহে।  
তথু'পমং ধম্মবরং অদেসযী,  
নিব্বানগমিং পরমং হিতায।  
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং  
এতেন সচ্ছেন সুবথি হোতু।
- ১৩। বরো বরঞেঞ বরদো বরাহরো  
অনুত্তরো ধম্মবরং অদেসযী।  
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং  
এতেন সচ্ছেন সুবথি হোতু।
- ১৪। স্বীণং পুরাণং নবং নথি সম্ববং,  
বিরত্তচিত্তা আযতিকে ভবস্মিং।



- তে খীণবীজা অবিরুলহিচ্ছন্দা,  
নিবরন্তি ধীরা যথা'যং পদীপো ।  
ইদম্পি সঙ্ক্ষে রতনং পণীতং  
এতেন সচ্চেন সুবথি হোতু ।
- ১৫ । যানীধ ভূতানি সমাগতানি,  
ভূম্মানি বা যানি'ব অন্তলিক্খে ।  
তথাগতং দেবমনুস্ পূজিতং,  
বুদ্ধং নমস্সাম সুবথি হোতু ।
- ১৬ । যানীধ ভূতানি সমাগতানি,  
ভূম্মানি বা যানি'ব অন্তলিক্খে ।  
তথাগতং দেবমনুস্ পূজিতং,  
ধম্মং নমস্সাম সুবথি হোতু ।
- ১৭ । যানীধ ভূতানি সমাগতানি,  
ভূম্মানি বা যানি'ব অন্তলিক্খে ।  
তথাগতং দেবমনুস্ পূজিতং,  
সঙ্ঘং নমস্সাম সুবথি হোতু'তি ॥

### করণীয় মেত্ত সুত্তং (৩)

#### নিদানং

- ১ । যস্সানুভাবতো যক্খা নেব দস্সেসত্তি ভিৎসনং,  
যম্মহি চেবানুযুঞ্জন্তো রত্তিং-দিবমতন্দিতো ।
- ২ । সুখং সুপতি সুত্তো চ পাপং কিঞ্চিৎ ন পস্সতি,  
এবমাদি গুণোপেতং পরিত্তং তং ভণাম হে ॥

#### সুত্তং

- ০১ । করণীয়মথ কুসলেন যত্তং সত্তং পদং অভিসমেচ্চ,  
সক্কো উজ্জু চ সূজ্জু চ সুবচো চস্স মুদু অনতিমানী ।
- ০২ । সন্তস্সকো চ সুভরো চ অঙ্গকিচ্ছো চ সল্লহকবুত্তি,  
সত্তিন্দিয়ো চ নিপকো চ অঙ্গগব্ভো কুলেসু অননুগিদ্ধো ।
- ০৩ । ন চ খুদ্ধং সমাচরে কিঞ্চিৎ যেন বিএৎএৎ পরে উপবদেয়ুং,  
সুখিনো বা খেমিনো হোন্ত সবে সত্তা ভবন্ত সুখিতত্তা ।
- ০৪ । যে কেচি পাণভূতথি তসা বা থাবরা বা অনবসেসা,  
দীঘা বা যে মহত্তা বা মজ্জিমা রস্সকাণুকথুলা ।

- ০৫। দিট্ঠা বা য়েব অদিট্ঠা য়ে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে,  
ভূতা বা সম্ভবেসী বা সবেব সত্তা ভবন্ত সুখিতত্তা।
- ০৬। ন পরো পরং নিকুবেথ নাতিমেৎএৎএথ কথচি নং কিঞ্চিৎ,  
ব্যারোসনা পটিঘসৎএৎ নাৎএৎএমৎএৎএস্ দুক্খমিচ্ছেয্য।
- ০৭। মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে,  
এবম্পি সৰ্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।
- ০৮। মেত্তং সৰ্বলোকস্মিং মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং,  
উদ্ধং অধো চ তিরিয়ং অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।
- ০৯। তিট্ঠংএৎ নিসিন্ণো বা সযানো বা যাবতস্ বিগতমিদ্ধো,  
এতং সতিং অধিট্ঠেয্য ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাল্।
- ১০। দিট্ঠং অনুপগম্ম সীলবা দস্ সেনে সম্পন্নো,  
কামেসু বিনেয্য গেধং ন হি জাতু গব্ভসেয্যং পুনরেতীতি।

### খন্ধ পরিভূতং (৪)

#### নিদানং

- ১। সৰ্ব্বাসী বিসজাতীনং দিব্বমন্তাগদং বিয,  
যং নাসেসি বিসং ঘোরং সেসংগপি পরিসসযং।
- ২। আণক্খেন্তমহি সৰ্বথ সৰ্বদা সৰ্বপাণীনং,  
সৰ্বসোপি বিনাসেতি পরিভূতং তং ভগাম হে ॥

#### পরিভূতং

এবং মে সুতং— একং সময়ং ভগবা সাবখিযং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্ আরামে। তেন খো পন সময়েন সাবখিযং অৎএতরো ভিক্খু অহিনা দট্ঠো কালকতো হোতি। অথ খো সম্বল্লা ভিক্খু যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমিৎসু। উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদিৎসু। একমন্তং নিসিন্ণা খো তে ভিক্খু ভগবন্তং এতদবোচুৎ— “ইধ ভন্তে সাবখিযং অৎএতরো ভিক্খু অহিনা দট্ঠো কালকতোতি।”

নহি নূন সো ভিক্খবে! ভিক্খু চত্তারি অহিরাজকুলানি মেত্তেন চিত্তেন ফরী। সচে হি সো ভিক্খবে! ভিক্খু চত্তারি অহিরাজকুলানি মেত্তেন চিত্তেন ফরেয্য; নহি সো ভিক্খবে! ভিক্খু অহিনা দট্ঠো কালং করেয্য। কতমানি চত্তারি অহিরাজকুলানি? বিরূপকথং অহিরাজকুলং, এরাপথং অহিরাজকুলং, ছব্বাপুত্তং অহিরাজকুলং, কণ্হগোতমকং অহিরাজকুলং।

নহি নূন সো ভিক্খবে! ভিক্খু ইমানি চত্তারি অহিরাজকুলানি মেত্তেন

চিন্তেন ফরী। সচে হি সো ভিক্খবে! ভিক্খু ইমানি চত্তারি অহিরাজকুলানি মেভেন চিন্তেন ফরেষ্য; নহি সো ভিক্খবে! ভিক্খু অহিনাদট্টো কালং করেষ্য। “অনুজানামি ভিক্খবে! ইমানি চত্তারি অহিরাজকুলানি মেভেন চিন্তেন ফরিতুং, অত্তপ্পত্তিয়া অত্তরক্খায়, অত্তপরিভায়া”তি।” ইদমবোচ ভগবো, ইদং বত্তান সুগতো অথাপরং এতদবোচ সথা—

- ০১। বিরূপকথেহি মে মেত্তং, মেত্তং এরাপথেহি মে,  
ছব্ব্যাপুত্তেহি মে মেত্তং, মেত্তং কণ্ঠগোতমকেহি চ।
- ০২। অপাদকেহি মে মেত্তং, মেত্তং দিপাদকেহি মে,  
চতুপ্পদেহি মে মেত্তং, মেত্তং বহুপ্পদেহি মে।
- ০৩। মা মং অপাদকো হিংসি, মা মং হিংসি দিপাদকো,  
মা মং চতুপ্পদো হিংসি, মা মং হিংসি বহুপ্পদো।
- ০৪। সবেস সত্তা সবেস পাণা, সবেস ভূতা চ কেবলা,  
সবেস ভদ্রানি পস্সন্ত, মা কিঞ্চি পাপমাগমা।

অপ্পমাণো বুদ্ধো, অপ্পমাণো ধম্মো, অপ্পমাণো সজ্জো। পমাণবত্তানি সিরিংসপানি, অহী, বিচ্ছিকা, সতপদী, উন্নানাভী, সরভু, মূসীকা। কতা মে রক্খা, কতা মে পরিভা। পটিক্কমন্ত ভূতানি। সো’হং নমো ভগবতো নমো সত্তনুং সম্মাসম্মুদান’ত্তি ॥

এতেন সচ্চবজ্জেন সৰ্ব্বদুক্খ বিসং বিনাস্সন্ত,  
এতেন সচ্চবজ্জেন ইমং বিসং বিনাস্সন্ত’তি ॥

### মোর পরিত্তং (৫)

#### নিদানং

পূরেন্তং বোধিসম্ভারে নিব্বত্তং মোর যোনিয়ং,  
যেন সৎবিহিতারক্খং মহাসত্তং বনেচরা;  
চিরস্সং বায়মন্তাপি নেব সক্খিংসু গণ্ঠিতুং,  
ব্রহ্মমত্তত্তি অক্খাতং পরিত্তং তং ভগাম হে ॥

#### পরিত্তং

- ০১। উদেতয়ং চক্খুমা একরাজা হরিস্সবণ্ণো পঠবিপ্পভাসো,  
তং তং নমস্সামি হরিস্সবণ্ণং পঠবিপ্পভাসং,  
তয়জ্জগুত্তা বিহরেমু দিবসং।
- ০২। যে ব্রাহ্মণা বেদগু সৰ্ব্বধম্মে,  
তে মে নমো তে চ মং পাণ্যন্ত;

- নমস্তু বুদ্ধানং নমস্তু বোধিযা,  
 নমো বিমুত্তানং নমো বিমুত্তিযা,  
 ইমং সো পরিত্তং কত্তা মোরো চরতি এসনা ।
- ০৩ । অপেতযং চক্খুমা একরাজা হরিস্সবল্লো পঠবিপ্পভাসো,  
 তং তং নমস্সামি হরিস্সবল্লং পঠবিপ্পভাসং,  
 তযজ্জগুত্তা বিহরেমু রত্তিং ।
- ০৪ । যে ব্রাহ্মণা বেদগু সৰ্বধম্মে,  
 তে মে নমো তে চ মং পালযন্তু;  
 নমস্তু বুদ্ধানং নমস্তু বোধিযা,  
 নমো বিমুত্তানং নমো বিমুত্তিযা,  
 ইমং সো পরিত্তং কত্তা মোরো বাসমকল্পযীতি ॥

### বট্টক পরিত্তং (৬)

#### নিদানং

পূরেত্তং বোধিসত্তারে নিব্বত্তং বট্টজাতিযং  
 যস্স তেজেন দাবল্লি মহাসত্তং বিবজ্জযি,  
 থেরস্স সারিপুত্তস্স লোকনাথেন ভাসিতং  
 কল্পট্টাযিং মহাতেজং পরিত্তং তং ভণাম হে ॥

#### পরিত্তং

- ০১ । অথি লোকে সীলগুণো সচ্চং সো চেয্যনুদযা,  
 তেন সচেন কাহামি সচ্চকিরিয়মনুত্তরং ।
- ০২ । আবজ্জেক্তা ধম্মবলং সরিত্তা পুব্বকে জিনে,  
 সচ্চবলমবস্সায সচ্চকিরিয়মকাসহং ।
- ০৩ । সন্তি পক্খা অপত্তনা, সন্তি পাদা আবঞ্চনা,  
 মাতা-পিতা চ নিক্খত্তা জাতবেদ পটিক্কম ।
- ০৪ । সহসস্চে কতে মযহং মহাপজ্জলিতো সিখী,  
 বজ্জেসি সোলস করীসানি উদকং পত্তা যথা সিখী ।  
 সচেন মে সমো নথি এসা মে সচ্চ পারমীতি ॥

### ধজ্জল পরিত্তং (৭)

যস্সানুস্সরণেনাপি অন্তলিক্খেপি পাণিনো,  
 পতিট্টমাধিগচ্ছন্তি ভূমিযং বিয সৰ্ব্বথা ।  
 সৰ্ব্বপদ্ব জালমহা যক্খ-চোরাতি সম্ভবা,  
 গণনা ন চ মুত্তানং পরিত্তং তং ভণাম হে ॥

### পরিশুং

এবং মে সুতং— একং সময়ং ভগবা সাবথিযং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্ আরামে। তত্র খো ভগবা ভিক্ষু আমন্তেসি ‘ভিক্ষবো’তি। ভদন্তে’তি তে ভিক্ষু ভগবতো পচস্‌সোসুং। ভগবা এতদবোচ—

০১। ভূতপুৰং ভিক্ষবে দেবাসুর সংগামো সমূপব্বুলহো অহোসি। অথ খো ভিক্ষবে! সঙ্কো দেবানমিন্দো দেবে তাবতিংসে আমন্তেসি— সচে বো মারিসা! দেবানং সংগামগতানং, উল্লজ্জ্যে ভযং বা ছত্তিতত্তং বা লোমহংসো বা, মমেব তস্মিং সময়ে ধজ্জং উল্লোক্যেয়াথ। মমং হি বো ধজ্জং উল্লোক্যতং, যং ভবিস্‌সতি ভযং বা ছত্তিতত্তং বা লোমহংসো বা সো পহীযিস্‌সতি।

০২। নো চে মে ধজ্জং উল্লোক্যেয়াথ, অথ পজাপতিস্ দেবরাজস্ ধজ্জং উল্লোক্যেয়াথ। পজাপতিস্ হি বো দেবরাজস্ ধজ্জং উল্লোক্যতং, যং ভবিস্‌সতি ভযং বা ছত্তিতত্তং বা লোমহংসো বা সো পহীযিস্‌সতি।

০৩। নো চে পজাপতিস্ দেবরাজস্ ধজ্জং উল্লোক্যেয়াথ, অথ বরুণস্ দেবরাজস্ ধজ্জং উল্লোক্যেয়াথ। বরুণস্ হি বো দেবরাজস্ ধজ্জং উল্লোক্যতং, যং ভবিস্‌সতি ভযং বা ছত্তিতত্তং বা লোমহংসো বা সো পহীযিস্‌সতি।

০৪। নো চে বরুণস্ দেবরাজস্ ধজ্জং উল্লোক্যেয়াথ, অথ ঈসানস্ দেবরাজস্ ধজ্জং উল্লোক্যেয়াথ। ঈসানস্ হি বো দেবরাজস্ ধজ্জং উল্লোক্যতং, যং ভবিস্‌সতি ভযং বা ছত্তিতত্তং বা লোমহংসো বা সো পহীযিস্‌সতি।

০৫। তং খো পন ভিক্ষবে! সঙ্কস্ বা দেবানমিন্দস্ ধজ্জং উল্লোক্যতং, পজাপতিস্ বা দেবরাজস্ ধজ্জং উল্লোক্যতং, বরুণস্ বা দেবরাজস্ ধজ্জং উল্লোক্যতং, ঈসানস্ বা দেবরাজস্ ধজ্জং উল্লোক্যতং, যং ভবিস্‌সতি ভযং বা ছত্তিতত্তং বা লোমহংসো বা সো পহীযেথা’পি নো পি পহীযেথ। তং কিস্‌স হেতু? সঙ্কো হি ভিক্ষবে! দেবানমিন্দো অবীতরাগো, অবীতদোসো, অবীতমোহো, ভীৰু, ছট্ঠী, উত্রাসী পলাযী’তি।

০৬। অহঞ্চ খো ভিক্ষবে! এবং বদামি— সচে তুমহাকং ভিক্ষবে! অরঞ্ঞগতানং বা রুক্ষমূলগতানং বা সুঞ্ঞগারগতানং বা উল্লজ্জ্যে ভযং বা ছত্তিতত্তং বা লোমহংসো বা মমেব তস্মিং সময়ে অনুসরেয়াথ— “ইতি’পি সো ভগবা অরহং, সম্মাসম্বুদ্ধো, বিজ্জাচরণসম্পন্নো, সুগতো,

লোকবিদু, অনুত্তরো, পুরিসদম্ম সারথি, সখা দেব-মনুস্সানং, বুদ্ধো ভগবাতি ।” মমং হি বো ভিক্ষবে! অনুস্সরতং যং ভবিস্সতি ভযং বা ছম্মিতত্তং বা লোমহংসো বা সো পহীযিস্সতি ।

০৭। নো চে মং অনুস্সরেয্যাথ, অথ ধম্মং অনুস্সরেয্যাথ— “স্বাক্খাতো ভগবতো ধম্মো, সন্দিট্ঠিকো, অকালিকো, এহিপস্সিকো, ওপনাযিকো, পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিএঃএঃহীতি ।” ধম্মং হি বো ভিক্ষবে! অনুস্সরতং যং ভবিস্সতি ভযং বা ছম্মিতত্তং বা লোমহংসো বা সো পহীযিস্সতি ।

০৮। নো চে ধম্মং অনুস্সরেয্যাথ, অথ সজ্জং অনুস্সরেয্যাথ— “সুপটিপল্লো ভগবতো সাবকসজ্জো, উজ্জুপটিপল্লো ভগবতো সাবকসজ্জো, এগ্গযপটিপল্লো ভগবতো সাবকসজ্জো, সামীচিপটিপল্লো ভগবতো সাবকসজ্জো । যদিদং চত্তারি পুরিসযুগানি অট্টপুরিস পুণ্ণলা এস ভগবতো সাবকসজ্জো । আহুণেয্যো, পাহুণেয্যো, দক্খিণেয্যো, অঞ্জলিকরণীয্যো, অনুত্তরং পুএঃএঃকথেত্তং লোকস্সাতি । সজ্জং হি বো ভিক্ষবে! অনুস্সরতং যং ভবিস্সতি ভযং বা ছম্মিতত্তং বা লোমহংসো বা সো পহীযিস্সতি ।

০৯। তং কিস্স হেতু? তথাগতো হি ভিক্ষবে! অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো, বীতরাগো, বীতদোসো, বীতমোহো, অভীরু, অচ্ছন্ত্রী, অনুদ্রাসী, অপলযীতি । ইদমবোচ ভগবা, ইদং বত্তান সুগতো অথাপরং এতদবোচ সখা—

- ১০। অরএঃএঃ রক্খমুলে বা, সুএঃএঃগারে বা ভিক্ষবো, অনুস্সরেথ সম্বুদ্ধং, ভযং তুম্হাকং নো সিয়া ।
- ১১। নো চে বুদ্ধং সরেয্যাথ, লোকজেট্ঠং নরাসভং, অথ ধম্মং সরেয্যাথ, নীয্যানিকং সুদেসিতং ।
- ১২। নো চে ধম্মং সরেয্যাথ, নীয্যানিকং সুদেসিতং, অথ সজ্জং সরেয্যাথ, পুএঃএঃকথেত্তং অনুত্তরং ।
- ১৩। এবং বুদ্ধং সরন্তানং, ধম্মং সজ্জঞ্চ ভিক্ষবো, ভযং বা ছম্মিতত্তং বা, লোমহংসো ন হেঃসসীতি ॥

### আটানাটিয় সুত্তং (৮)

#### নিদানং

অপ্পসল্লেখি নাথস্স, সাসনে সাধু সম্মতে,  
অমনুস্সেহি চণ্ডেহি, সদা কিব্বিসকারীভি ।  
পরিসানং চতস্সগ্গং, অহিংসায় চ গুত্তিয়া,  
যং দেসেসি মহাবীরো, পরিত্তং তং ভণাম হে ॥

পরিভূত

- ০১। বিপস্‌সিস্‌ চ নমথু, চক্‌খুমন্তস্‌ সিরিমতো,  
সিখিস্‌স্‌পি চ নমথু, সৰ্‌বভূতানুকম্পিনো।
- ০২। বেস্‌সভুস্‌ চ নমথু, নহাতকস্‌ তপস্‌সিনো,  
নমথু ককুসঙ্‌কস্‌, মারসেনপ্পমদ্‌দিনো।
- ০৩। কোণাগমনস্‌ নমথু, ব্রাহ্মণস্‌ বুসীমতো,  
কস্‌সপস্‌ চ নমথু, বিপ্পমুত্তস্‌ সৰ্‌বধি।
- ০৪। অঙ্গীরসস্‌ নমথু, সাক্যপুত্তস্‌ সিরীমতো,  
যো ইমং ধম্মং দেসেসি, সৰ্‌বদুৰ্‌খপনূদনং।
- ০৫। যে চা'পি নিব্বুতা লোকে, যথাভূতং বিপস্‌সিসুং,  
তে জনা অপিসুনাথ, মহত্তা বীতসারদা।
- ০৬। হিতং দেবমনুস্‌সানং, যং নমস্‌সত্তি গোতমং,  
বিজ্জাচরণসম্পন্নং, মহত্তং বীতসারদং।
- ০৭। এতে চএৎ‌এৎ‌ চ সম্বুদ্বা, অনেক সতকোটিযো,  
সৰ্‌বে বুদ্বা সমসমা, সৰ্‌বে বুদ্বা মহিদ্ধিকা।
- ০৮। সৰ্‌বে দস বল্পেতা, বেসরজ্জেহি উপাগতা,  
সৰ্‌বে তে পটিজানত্তি, অসভট্‌ঠানমুত্তমং।
- ০৯। সীহনাদং নাদত্তে'তে, পরিসাসু বিসারদা,  
ধম্মচক্কং পবত্তেত্তি, লোকে অল্পতিবত্তিযং।
- ১০। উপেতা বুদ্বধম্মেহি, অট্‌ঠরসহি নাযকা,  
বত্তিস লক্‌খণ্‌পেতাসীতানুব্যঞ্জনধরা।
- ১১। ব্যামপ্পভায সুপ্পভা, সৰ্‌বে তে মুনিকুঞ্জরা,  
বুদ্বা সৰ্‌বএৎ‌এৎ‌নো এতে, সৰ্‌বে খীণাসবাজিনা।
- ১২। মহাপ্পভা মহাতেজা, মহাপ্পএৎ‌এৎ‌ মহব্বলা,  
মহাকারুণিকা ধীরা, সৰ্‌বেসানং সুখাবহা।
- ১৩। দীপা-নাথা-পতিট্‌ঠা চ, তাণা লেণা চ পণীনং,  
গতি-বন্ধু মহস্‌সাসা, সরণা চ হিতেসিনো।
- ১৪। সদেবকস্‌ লোকস্‌, সৰ্‌বে এতে পরাযণা,  
তেসাহং সিরসা পাদে, বন্দামি পুরিসুত্তমে।
- ১৫। বচসা মনসা চেব, বন্দামে তে তথাগতে,  
সযনে আসনে ঠানে, গমনে চা'পি সৰ্‌বদা।
- ১৬। সদা সুখেন রক্‌খন্ত, বুদ্বা সত্তিকরা তুবং,

- তেহি তং রকিখতো সন্তো, মুত্তো সৰ্বভয়েহি চ ।
- ১৭ । সৰ্বরোগা বিনিম্মত্তো, সৰ্বসন্তাপ বজ্জিতো,  
সৰ্ব বেরমতিবন্তো, নিব্বত্তো চ তুবং ভবং ।
- ১৮ । তেসং সচ্চেন সীলেন, খন্তী মেত্ত বলেন চ,  
তেপি তুম্হে অনুরকখন্ত, আরোগ্যেন সুখেন চ ।
- ১৯ । পুরথিমস্মিং দিসাভাগে, সন্তি ভূতা মহিদ্ধিকা,  
তেপি তুম্হে অনুরকখন্ত, আরোগ্যেন সুখেন চ ।
- ২০ । দকিখণস্মিং দিসাভাগে, সন্তি দেবা মহিদ্ধিকা,  
তেপি তুম্হে অনুরকখন্ত, আরোগ্যেন সুখেন চ ।
- ২১ । পচ্ছিমস্মিং দিসাভাগে, সন্তি নাগা মহিদ্ধিকা,  
তেপি তুম্হে অনুরকখন্ত, আরোগ্যেন সুখেন চ ।
- ২২ । উত্তরস্মিং দিসাভাগে, সন্তি যক্খা মহিদ্ধিকা,  
তেপি তুম্হে অনুরকখন্ত আরোগ্যেন সুখেন চ ।
- ২৩ । পুরথিমেন ধতরট্টো, দক্খিণেন বিরুল্লহকো,  
পচ্ছিমেন বিরুল্লপক্কো, কুবেরো উত্তরং দিসং ।
- ২৪ । চত্তারো তে মহারাজা, লোকপালা যসস্সিনো,  
তেপি তুম্হে অনুরকখন্ত, আরোগ্যেন সুখেন চ ।
- ২৫ । আকাসট্টা চ ভূম্মট্টা, দেব-নাগা মহিদ্ধিকা,  
তেপি তুম্হে অনুরকখন্ত, আরোগ্যেন সুখেন চ ।
- ২৬ । ইদ্ধিমন্তা চ যে দেবা, বসন্তা ইধ সাসনে,  
তেপি তুম্হে অনুরকখন্ত, আরোগ্যেন সুখেন চ ।
- ২৭ । সৰ্ব্বীতিযো বিবজ্জন্ত, সোকো রোগো বিনাসস্তু,  
মা তে ভবত্তুত্তরাযো, সুখী দীঘায়ুকো ভব ।
- ২৮ । অভিবাদন সীলস্স, নিচ্চং বুড়টাপচাযিনো,  
চত্তারো ধম্মা বড়টন্তি, আয়ু বণ্ণং সুখং বলন্তি ॥

### সুশ্চর্যসুত্তং (৯)

- ০১ । যং দুন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ, যো চামনাপো সকুণস্স সন্দো;  
পাপগ্গহো দুস্সুপিনং অকন্তং, বুদ্ধানুভাবেন বিনাসমেত্ত ।
- ০২ । যং দুন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ, যো চামনাপো সকুণস্স সন্দো;  
পাপগ্গহো দুস্সুপিনং অকন্তং, ধম্মানুভাবেন বিনাসমেত্ত ।
- ০৩ । যং দুন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ, যো চামনাপো সকুণস্স সন্দো;



- পাপপ্লহো দুসসুপিনং অকন্তং, সজ্ঞানুভাবেন বিনাসমেত্ত ।
- ০৪ । দুক্খপ্লভা চ নিদুক্খা, ভয়প্লভা চ নিব্ভয়া,  
সোকপ্লভা চ নিস্সোকা, হোন্ত সৰ্বেপি পাণিনো ।
- ০৫ । এত্তাবতা চ তুম্হেহি, সম্ভতং পুণ্ড্রসম্পদং,  
সৰ্বে দেবানুমোদন্ত, সৰ্বসম্পত্তি সিদ্ধিয়া ।
- ০৬ । দানং দদন্ত সদ্দায়, সীলং রক্খন্ত সৰ্বদা,  
ভাবনাভিরতা হোন্ত, গচ্ছন্ত দেবতাগতা ।
- ৭ । সৰ্বে বুদ্ধা বলপ্লভা, পচ্চেকানঞ্চ যং বলং,  
অরহন্তানঞ্চ তেজেন, রক্খং বন্ধামি সৰ্বসো ।
- ০৮ । সৰ্বে ধম্মা বলপ্লভা, পচ্চেকানঞ্চ যং বলং,  
অরহন্তানঞ্চ তেজেন, রক্খং বন্ধামি সৰ্বসো ।
- ০৯ । সৰ্বে সজ্ঞা বলপ্লভা, পচ্চেকানঞ্চ যং বলং,  
অরহন্তানঞ্চ তেজেন, রক্খং বন্ধামি সৰ্বসো ।
- ১০ । যং কিঞ্চিৎ বিত্তং ইধ বা হুরং বা  
সঙ্কেসু বা যং রতনং পণীতং,  
ননো সমং অথি তথাগতেন ।  
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং  
এতেন সচ্চেন সুবথি হোতু ।
- ১১ । যং কিঞ্চিৎ বিত্তং ইধ বা হুরং বা  
সঙ্কেসু বা যং রতনং পণীতং,  
ননো সমং অথি তথাগতেন ।  
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং  
এতেন সচ্চেন সুবথি হোতু ।
- ১২ । যং কিঞ্চিৎ বিত্তং ইধ বা হুরং বা  
সঙ্কেসু বা যং রতনং পণীতং,  
ননো সমং অথি তথাগতেন ।  
ইদম্পি সঙ্কে রতনং পণীতং  
এতেন সচ্চেন সুবথি হোতু ।
- ১৩ । ভবতু সৰ্ব মঙ্গলং, রক্খন্ত সৰ্বদেবতা,  
সৰ্ব বুদ্ধানুভাবেন, সদা সোথি ভবন্ত তে ।
- ১৪ । ভবতু সৰ্ব মঙ্গলং, রক্খন্ত সৰ্বদেবতা,  
সৰ্ব ধম্মানুভাবেন, সদা সোথি ভবন্ত তে ।

- ১৫। ভবতু সৰ্ব মঙ্গলং, রকখন্ত সৰ্বদেবতা,  
সৰ্ব সজ্ঞানুভাবেন, সদা সোখি ভবন্ত তে।
- ১৬। মহাকারণিকো নাথো, হিতায় সৰ্ব পাণীনং,  
পূৰেত্বা পারমী সৰ্বা, পত্তো সম্বোধিমুত্তমং।
- ১৭। জযন্তো বোধিয়া মূলে সক্যানং নন্দিবটনো,  
এবমেব জযো হোতু, জযস্সু জযমঙ্গলে।
- ১৮। অপরাজিত পল্লব্ধে, সীসে পুথুবীমুকখলে।  
অভিসেকে সম্বুদ্ধানং, অগ্নগ্নত্তো পমোদতি।
- ১৯। সুনক্খত্তং সুমঙ্গলং, সুপ্পভাতং সুহট্ঠিতং,  
সুখণো সুমুহত্তো চ, সুযিট্ঠং ব্রহ্মচারীসু।
- ২০। পদক্খিণং কায়কম্মং, বাচকম্মং পদক্খিণং,  
পদক্খিণং মনোকম্মং, পনিধী তে পদক্খিণে।
- ২১। পদক্খিণানি কত্থান, লভন্তেথ পদক্খিণে,  
তে অথলদ্ধা সুখিতা, বিরুল্লাহা বুদ্ধসাসনে  
অরোগা সুখিতা হোথ, সহসকেহি এগাতীভি ॥

### বোদ্ধঙ্গ পরিভাষা (১০)

- ০১। সংসারে সংসরন্তানং সৰ্বদুক্খ বিনাসনে,  
সত্তধম্মে চ বোদ্ধঙ্গে মারসেনপ্পমদ্বিনো।
- ০২। বুজ্জিত্বা যে পিমে সত্তা তিভব মুত্তকুত্তমা,  
অজাতিং অজরা ব্যাধিং অমতং নিব্ভয়ং গতা।
- ০৩। এবমাদি গুণোপেতং অনেক গুণ সংগহং,  
ওসধম্মং ইমং মত্তং বোদ্ধঙ্গত্তং ভণাম হে ॥

### পরিভাষা

- ০১। বোদ্ধঙ্গো সতিসজ্জাতো ধম্মানং বিচযো তথা,  
বীরিয়ং পীতি পস্সদ্ধি বোদ্ধঙ্গা চ তথাপরে।
- ০২। সমাধুপেক্খা বোদ্ধঙ্গা সত্তেতে সৰ্বদস্সিনা,  
মুনিনা সম্মদক্খাতা ভাবিতা বহুলীকতা।
- ০৩। সংবত্তন্তি অভিএংএয় নিব্বানায় চ বোধিয়া,  
এতেন সচ্চবজ্জেন সোখি তে হোতু সৰ্বদা।
- ০৪। একস্মিং সময়ে নাথো মোগ্গলানম্মং কস্সপং,  
গিলানে দুক্খিতে দিস্সা বোদ্ধঙ্গে সত্ত দেসযি।

- ০৫। তে চ তং অভিনন্দিত্বা রোগা মুষ্টিংসু তং খণে,  
এতেন সচ্চবজ্জেন সোথি তে হোতু সৰ্বদা।
- ০৬। একদা ধম্মরাজা'পি গেলাএঃঞাভিপীলিতো,  
চুন্দথেৱেন তএঃএঃব ভণাপেত্বান সাদরং।
- ০৭। সম্মোদিত্বা চ আবাবা তম্হা বুট্ঠাসি ঠানসো,  
এতেন সচ্চবজ্জেন সোথি তে হোতু সৰ্বদা।
- ০৮। পহীণা তে চ আবাবা তিগ্নল্লম্পি মহেসীনং,  
মগ্নাহত কিলেসাব পত্তানুপত্তি ধম্মতং,  
এতেন সচ্চবজ্জেন সোথি তে হোতু সৰ্বদা॥

### অঙ্গুলিমাল পরিত্তং (১১)

#### নিদানং

- ০১। পরিত্তং যং ভগন্তস্ নিসিন্ণট্ঠান ধোবনং,  
উদকম্পি বিনাসেতি সৰ্বমেব পরিস্সযং।
- ০২। সোথিনা গব্ভমুট্ঠানং যঞ্চ সাধেতি তং খণে,  
থেরস্ অঙ্গুলিমালস্ লোকনাথেন ভাসিতং,  
কপ্পট্ঠাযিং মহাতেজং পরিত্তং তং ভণাম হে ॥

#### পরিত্তং

যতো'হং ভগিনী! অরিযায জাতিযা জাতো,  
নাভিজানামি সঞ্চিচ্চ পাণং জীবিতা বোরোপেতা,  
তেন সচ্চেন সোথি তে হোতু সোথি গব্ভস্ ।(৩-বার)॥

### ধারণ পরিত্তং (১২)

০১। বুদ্ধানং জীবিতস্ ন সঙ্কা কেনচি অন্তরাযো কাতুং; বুদ্ধানং  
সৰ্বএঃতএঃগস্ ন সঙ্কা কেনচি অন্তরাযো কাতুং; বুদ্ধানং অভিহটানং  
চতুল্লং পচ্চযানং ন সঙ্কা কেনচি অন্তরাযো কাতুং; বুদ্ধানং অসীতিযা  
অনুব্যঞ্জানং ব্যামপ্পভায ন সঙ্কা কেনচি অন্তরাযো কাতুং। ইমেসং চতুল্লং ন  
সঙ্কা কেনচি অন্তরাযো কাতুং। তথা তে হোতু।

০২। অতীতংসে বুদ্ধস্ ভগবতো অপ্পটিহতং এঃগং; অনাগতংসে  
বুদ্ধস্ ভগবতো অপ্পটিহতং এঃগং; পচ্চুপ্পন্নংসে বুদ্ধস্ ভগবতো  
অপ্পটিহতং এঃগং। ইমেহি তীহি ধম্মেহি সমন্নাগতস্ বুদ্ধস্ ভগবতো।

০৩। সৰ্বং কায়কম্মং এঃগং-পুৰব্বমং এঃগানুপরিবত্তং; সৰ্বং বচীকম্মং

এগাণ-পুব্বঙ্গমং এগাণানুপরিবত্তং; সৰ্বং মনোকম্মং এগাণ-পুব্বঙ্গমং এগাণানুপরিবত্তং । ইমেহি ছহি ধম্মেহি সমন্নাগতস্স বুদ্ধস্স ভগবতো ।

০৪ । নথি ছন্দস্স হানি, নথি ধম্মদেশনায হানি, নথি বীরিয়স্স হানি, নথি সমাধিস্স হানি, নথি পঞ্জায়া হানি, নথি বিমুক্তিয়া হানি । ইমেহি দ্বাদসহি ধম্মেহি সমন্নাগতস্স বুদ্ধস্স ভগবতো ।

০৫ । নথি দবা, নথি রবা, নথি অপ্ফুটং, নথি বেগাযিতত্তং, নথি অব্যাবটমনো, নথি অঙ্গটিসজ্জানুপেক্খা । ইমেহি অট্ঠরসহি ধম্মেহি সমন্নাগতস্স বুদ্ধস্স ভগবতো । নমো সত্তন্নং সম্মাসম্মুদ্ধানত্তি ।

০৬ । নথি তথাগতস্স কাযদুচ্চরিতং; নথি তথাগতস্স বচীদুচ্চরিতং; নথি তথাগতস্স মনোদুচ্চরিতং । নথি অতীতংসে বুদ্ধস্স ভগবতো পটিহতং এগাণং; নথি অনাগতংসে বুদ্ধস্স ভগবতো পটিহতং এগাণং; নথি পচ্ছপ্পন্নংসে বুদ্ধস্স ভগবতো পটিহতং এগাণং । নথি সৰ্বং কাযকম্মং এগাণ-পুব্বঙ্গমং এগাণং নানুপরিবত্তং; নথি সৰ্বং বচীকম্মং এগাণ-পুব্বঙ্গমং এগাণং নানুপরিবত্তং; নথি সৰ্বং মনোকম্মং এগাণ-পুব্বঙ্গমং এগাণং নানুপরিবত্তং । ইমং ধারণং! অমতং অসমং । সৰ্ব সত্তানং তাণং লেণং পরায়ণং । সংসার ভয ভীতানং অগ্গং মহাতেজং ।

০৭ । ইমং আনন্দ! ধারণ পরিত্তং; ধারেহি বারেহি পরিপুচ্ছাহি । তস্স কাযে বিসং ন কম্মেয্য, উদকে ন লগ্গেয্য, অগ্নি ন দহেয্য, নানা ভযবিকো, ন একহরকো, ন দ্বৈহরকো, ন তিহরকো, ন চতুহরকো, ন উন্মত্তকং, ন মূল্হকং । মনুস্সেহি, অমনুস্সেহি, ন হিংসকং ।

০৮ । তং ধারণ পরিত্তং, যথা কতা মে জালো-মহাজালো, জালিতে-মহাজালিতে, পুগ্গে-মহাপুগ্গে, সম্পত্তে-মহাসম্পত্তে, ভূতঙ্গম্হী তং মঙ্গলং ।

০৯ । ইমং খো পনানন্দ! ধারণ-পরিত্তং, সত সতহি সম্মাসম্মুদ্ধা কোটিহি ভাসিতং । বত্তে-অবত্তে, গন্ধক্কে-অগন্ধক্কে, নোমে-অনোমে, সেবে-অসেবে, কাযে-অকাযে, ধারণে-অধারণে, ইল্লি-মিল্লি-তিল্লি-মিল্লি, যো-রোগকে-মহাযো-রোগকে, ভূতঙ্গম্হী তং মঙ্গলং ।

১০ । ইমং খো পনানন্দ! ধারণ-পরিত্তং, নব-নবুতিয়া সম্মাসম্মুদ্ধা কোটিহি ভাসিতং । দিট্টা, দণ্ডিলা, মণ্ডিলা, রোগিলা, করলা, দুব্ভিলা । এতেন সচ্চবজ্জেন সোথি তে হোতু সৰ্বদা ॥

জিনপঞ্জর গাথা (১৩)

- ০১। জয়াসনগতা বীরা জেতা মারং সবাহিনিং,  
চতুসচ্চামতরসং যে পিবিংসু নরাসভা।
- ০২। তণ্হঙ্করাদযো বুদ্ধা অট্টবীসতি নাযকা,  
সব্বে পতিট্ঠিতা তুযহং মথকে তে মুনিস্সরা।
- ০৩। সিরে পতিট্ঠিতা বুদ্ধা, ধম্মো চ তব লোচনে,  
সঙ্কো পতিট্ঠিতো তুযহং উরে সব্বগুণাকরো।
- ০৪। হদযে অনুরুদ্ধো চ সারিপুত্তো চ দক্খিণে,  
কোণ্ডঞেঞা পিট্ঠিভাগস্মিং মোগ্গল্লানোসি বামকে।
- ০৫। দক্খিণে সবণে তুযহং আহং আনন্দ রাহুলা,  
কস্সপো চ মহানামো উভোসুং বামসোতকে।
- ০৬। কেসন্তে পিট্ঠিভাগস্মিং সুরিয়ো<sup>১</sup>ব<sup>১</sup> পভঙ্করো,  
নিসিন্নো সিরিসম্পন্নো সোভিতো মুনিপুঙ্গবো।
- ০৭। কুমার কস্সপো নাম মহেসী চিত্তবাদকো,  
সো তুযহং বদনে নিচ্চং পতিট্ঠাসি গুণাকরো।
- ০৮। পুণ্ণো, অঙ্গুলিমালো চ উপালি, নন্দ, সীবলী,  
থেরা পঞ্চ ইমে জাতা ললাটে তিলক তব।
- ০৯। সেসাসী<sup>১</sup>তি মহাথেরা বিজিতা জিনসাবকা,  
জলন্তা সীলতেজেন অঙ্গমঙ্গে সুসংগীতা।
- ১০। রতনং পুরতো আসি দক্খিণে মেত্তসুত্তকং,  
ধজঙ্গং পচ্ছতো আসি বামে অঙ্গুলিমালকং।
- ১১। খন্ধ মোর পরিত্তঞ্চ আটানাটিয় সুত্তকং,  
আকাসচ্ছাদনং আসি সেসা পাকারসঞ্জিতো।
- ১২। জিনান বলসংযুত্তে ধম্মপাকারলঙ্কতে,  
বসতো তে চতুর্কিচ্চেন সদা সম্মুদ্রপঞ্জরে।
- ১৩। বাতপিণ্ডাদি সঞ্জাতা বাহিরঙ্কল্পপদ্দবা,  
অসেসা বিলয়ং যন্ত অনন্ত গুণ তেজসা।
- ১৪। জিনপঞ্জরমজ্জট্ঠং বিহরন্তং মহীতলে,  
সদা পালেত্ত্ব তং সব্বে তে মহাপুরিসাসভা।
- ১৫। ইচ্ছেবমচ্চত্তকতো সুরক্কথো জিনানুভাবেন জিতুপদ্দবো,

<sup>১</sup> সুরিয়ো বিয়া

- বুদ্ধানুভাবেন হতারিসজ্জো চরাসি সন্ধম্মানুভাব পালিতো ।
- ১৬ । ইচ্ছেবমচ্চন্তকতো সুরক্থো জিনানুভাবেন জিতূপদবো,  
ধম্মানুভাবেন হতারিসজ্জো চরাসি সন্ধম্মানুভাব পালিতো ।
- ১৭ । ইচ্ছেবমচ্চন্তকতো সুরক্থো জিনানুভাবেন জিতূপদবো,  
সজ্জানুভাবেন হতারিসজ্জো চরাসি সন্ধম্মানুভাব পালিতো ।
- ১৮ । সন্ধম্মপাকার পরিক্থিতোসি অট্ঠারিয়া অট্ঠাদিসাসু হোত্তি  
এথন্তরে অট্ঠনাথা ভবত্তি উদ্ধং বিতানং'ব জিনা ঠিতা তে ।
- ১৯ । ভিন্দন্তো মারসেনং তব সিরসি ঠিতো বোধিমারুয়হ সথা,  
মোঙ্গল্লানোসি বামে বসতি ভূজতটে দক্থিণে সারিপুত্তো ।
- ২০ । ধম্মোমজ্জে উরস্মিং বিহরতি ভবতো, মোক্থতো মোর যোনিং;  
সম্পত্তো বোধিসত্তো চরণয়ুগ্গতো ভাণু লোকেক নাথো ।
- ২১ । সৰ্বাবমঙ্গলমুপদব-দুন্নিমিত্তং,  
সৰ্বী'তি রোগ গহদোসমসেস নিন্দা;  
সৰ্বন্তরায ভয় দুস্সুপিনং অকন্তং  
বুদ্ধানুভাবপবরেন পযাতু নাসং ।
- ২২ । সৰ্বাবমঙ্গলমুপদব-দুন্নিমিত্তং,  
সৰ্বী'তি রোগ গহদোসমসেস নিন্দা;  
সৰ্বন্তরায ভয় দুস্সুপিনং অকন্তং  
ধম্মানুভাবপবরেন পযাতু নাসং ।
- ২৩ । সৰ্বাবমঙ্গলমুপদব-দুন্নিমিত্তং,  
সৰ্বী'তি রোগ গহদোসমসেস নিন্দা;  
সৰ্বন্তরায ভয় দুস্সুপিনং অকন্তং  
সজ্জানুভাবপবরেন পযাতু নাসং'তি ॥

### সীবলী পরিভূং (১৪)

- ০১ । পূরেত্তং পারমীসৰ্বা সৰ্বে পচেচক নাযকা,  
সীবলী গুণতেজেন পরিভূং তং ভগাম হে ।  
(ন জালিতীতি জালিতাবী আ, ই, উ,  
আম ইস্বাহা বুদ্ধসামি বুদ্ধ সত্যম্) ।
- ০২ । পদুমুত্তরো নাম জিনো সৰ্ববধম্মেসু চক্খুমা,  
ইতো সতসহস্সম্‌হি কপ্পে উপ্পজ্জি নাযকো ।

- ০৩। সীবলী চ মহাথেরো সোরহো পচযাদিনং,  
পিযো দেব-মনুস্‌সানং পিযো ব্রহ্মানমুত্তমং,  
পিযো নাগ-সুপ্পানং পীগিন্দিয়ং নমামহং।
- ০৪। নাসং সীমো চ মোসীসং নানাজালীতি সংজলিং,  
সদেব-মনুস্‌স পূজিতং সৰ্বলাভা ভবন্ত তে।
- ০৫। সত্তাহং দ্বারমূলহোহং মহাদুক্‌খ সমপ্পিতো,  
মাতা মে ছন্দদানেন এবমাসি সুদুক্‌খিতা।
- ০৬। কেসেসু ছিজ্জমানেসু অরহত্তম পাপুনিং,  
দেব-নাগ-মনুস্‌সা চ পচযানূপনেত্তি মে।
- ০৭। পদুমুত্তর নামঞ্চ বিপস্‌সিং চ বিনায়কং,  
সংপূজয়িং পমুদিতো পচযেহি বিসেসতো।
- ০৮। ততো তেসং বিসেসেন কম্মানং বিপুলুত্তমং,  
লাভং লভামি সৰ্বথ বনে গামে জলে থলে।
- ০৯। তদা দেবো পণীতেহি মমথায় মহামতি,  
পচযেহি মহাবীরো সসঙ্কো লোকনাযকো।
- ১০। উপট্ঠিতো মযা বুদ্ধো গত্ত্বা রেবতমদ্দস,  
ততো জেতবনং গত্ত্বা এতদগ্গে ঠপেসি মং।
- ১১। রেবতং দস্‌সনথায় যদা যতি বিনায়কো,  
তিংস ভিক্‌খু সহস্‌সেহি সহ লোকগ্গনাযকো।
- ১২। লাভীনং সীবলী অগ্গো মম সিস্‌সেসু ভিক্‌খবো,  
সৰ্বলোকহিতো সথা কিত্তয়ী পরিসাসু মং।
- ১৩। কিলেসা ঝাপিতা মযহং ভবা সৰে সমূহতা,  
নাগোব বন্ধনং ছেত্ত্বা বিহরামি অনাসবো।
- ১৪। সাগতং বত মে আসি বুদ্ধসেট্ঠস্‌স সত্তিকং,  
তিস্‌সো বিজ্জা অনুপ্পত্তো কতং বুদ্ধস্‌স সাসনং।
- ১৫। পটিসম্ভিদা চতস্‌সো চ বিমোক্‌খা<sup>\*</sup>পি চ অট্ঠিমে,  
ছলভিঞংগা সচ্ছিকতা কতং বুদ্ধস্‌স সাসনং।
- ১৬। বুদ্ধপুত্তো মহাথেরো সীবলী জিনসাবকো,  
উগ্গতেজো মহাবীরো তেজসা জিনসাসনং।
- ১৭। রক্‌খত্তা সীলতেজেন ধনবত্তো যসস্‌সিনো,  
এবং তেজানুভাবেন সদারক্‌খন্ত সীবলী।
- ১৮। কপ্পট্ঠাযীতি বুদ্ধস্‌স বোধিমূলে নিসীদযী,

- মারসেনপ্লমদন্তো সদা রক্খন্তু সীবলী ।
- ১৯ । দসপারমিতপ্লন্তো পবজী জিনসাসনে,  
গোতমং সকাপুত্তোসি থেরেন মম সীবলী ।
- ২০ । মহাসাবকা অসীতীসু পুণ্ণথেরো যসস্সিনো,  
ভবভোগে অগ্গলাভীসু উত্তমঙ্গেন সীবলী ।
- ২১ । এবং অচিন্তিয়া বুদ্ধা, বুদ্ধধম্মা অচিন্তিয়া,  
অচিন্তিয়েসু পসন্নানং বিপাকো হোতি অচিন্তিয়ো ।
- ২২ । তেসং সচ্চেন সীলেন খন্তী মেত্ত বলেন চ,  
তেপি তং অনুরক্খন্তু সৰ্বদুক্খ বিনাসনং ।
- ২৩ । তেসং সচ্চেন সীলেন খন্তী মেত্ত বলেন চ,  
তেপি তং অনুরক্খন্তু সৰ্বভয় বিনাসনং ।
- ২৪ । তেসং সচ্চেন সীলেন খন্তী মেত্ত বলেন চ,  
তেপি তং অনুরক্খন্তু সৰ্বরোগ বিনাসনং<sup>২</sup>তি ॥

### ভূমি সুত্তং (১৫)

#### নিদানং

ইন্দাদীভি উপবাতীভি দেবেহি রক্খিতং করং,  
যক্খ-চোরাদি চণ্ডেহি অকতবং বিহিংসকং ।  
দান-সীলাদি ধম্মেহি সুরম্মতং সুখ সম্ভবং,  
ভুম্মকং লোকনাথেন ভাসিতং জয়মঙ্গলং,  
এবমাদি গুণোপেতং পরিত্তং তং ভগাম হে॥

#### সুত্তং

এবং মে সুতং— একং সময়ং ভগবা রাজগহে বিহরতি গিজ্জুকূটে পব্বতে ।  
তেন খো পন সময়েন যেন রক্খেত্ত, পিসাচেন যেন রক্খেত্ত, গুশ্মেন যেন  
রক্খেত্ত, দেবেন যেন রক্খেত্ত, ইন্দেন যেন রক্খেত্ত, ব্রহ্মেন যেন রক্খেত্ত,  
সুপ্পলেন যেন রক্খেত্ত, নাগেন যেন রক্খেত্ত, গন্ধক্কেন যেন রক্খেত্ত,  
পুৰ্ব্বদিসেন যেন রক্খেত্ত, অগ্নিদিসেন যেন রক্খেত্ত, দক্খিণদিসেন যেন  
রক্খেত্ত, নেরত্তিদিসেন যেন রক্খেত্ত, পচ্ছিমদিসেন যেন রক্খেত্ত,  
বয়ব্বদিসেন যেন রক্খেত্ত, উত্তরদিসেন যেন রক্খেত্ত, ঈসানদিসেন যেন  
রক্খেত্ত, ভূমিদিসেন যেন রক্খেত্ত, আকাসদিসেন যেন রক্খেত্ত, সৰ্ব্বদিসেন  
যেন রক্খেত্ত ।

অপ্লমেয্যো বুদ্ধো, অপ্লমেয্যো ধম্মো, অপ্লমেয্যো সঙ্কো । যথা যথা



অপাদকো বা, যথা যথা দিপাদকো বা, যথা যথা চতুপ্পদো বা, যথা যথা  
বহুপ্পদো বা ।

পাদবন্ধং, উরুবন্ধং, জঙ্ঘাবন্ধং, হৃদযবন্ধং,  
দন্তবন্ধং, মুখবন্ধং, চক্খুবন্ধং, সোতবন্ধং,  
ঘাণবন্ধং, জিহ্বাবন্ধং, কাযবন্ধং, সীসবন্ধং,  
নমো বুদ্ধস্, নমো ধম্মস্, নমো সঙ্ঘস্ ।  
সকল লোকধাতু মাতা-পিতৃ বুদ্ধ রক্খেন্ত কতং,  
সকল লোকধাতু মাতা-পিতৃ ধম্ম রক্খেন্ত কতং,  
সকল লোকধাতু মাতা-পিতৃ সঙ্ঘ রক্খেন্ত কতং,  
রত্তিং বা দিবা বা সদা তং রক্খন্ত দেবতা ।

ইমং ভূমি পরিভুস্সানুভাবেন, ইমস্মিং তুম্হাকং লোকে, ইমস্মিং  
তুম্হাকং সরীরে, যে কেচি রোগা, যে কেচি উপদবা, সব্বভয বিনস্সন্ত  
বিদ্ধংসেন্ত নিব্বাপেন্ত'তি॥

### জয় পরিসুং (১৬)

সিরি-ধীতি-মতি-তেজ জয়সিদ্ধি মহিদ্ধাদি,  
মহাশুণসম্পন্নস্ অপরিমিতি পুণ্ড্রাদিকারীস্ ।  
সব্বপুণ্ড্র লোকজেট্ঠস্ সব্বন্তরায় নিবারণ,  
সমথস্ ভগবতো অরহতো সম্মাসম্মুদস্ ।

### পরিসুং

চতুরাসীতিসহস্ ধম্মক্খন্ধানুভাবেন,  
অট্টুত্তরসত মঙ্গলানুভাবেন, অট্টরস-অসাধারণ ধম্মানুভাবেন ।  
দস-পারমিতানুভাবেন, দস-উপপারমিতানুভাবেন,  
দস-পরমথ পারমিতানুভাবেন, দস বলানুভাবেন ।  
নবলোকুত্তর ধম্মানুভাবেন, নব সমাপত্তানুভাবেন,  
অট্টঙ্গিকো-মঙ্গলানুভাবেন, অট্টসমাপত্তানুভাবেন,  
সত্তবোজ্জ্ঞানুভাবেন ।  
ছল্লহভিপ্পসুত্তানুভাবেন, ছব্বপ্পরংসানুভাবেন,  
পঞ্চেন্দ্রিয়ানুভাবেন, পঞ্চবলানুভাবেন ।  
চতু-সচ্চানুভাবেন, চতু-ইদ্ধিপাদানুভাবেন,  
চতু-সম্প্পাদানুভাবেন, চতু-সতিপট্টানানুভাবেন ।  
মেত্ত-করুণা-মুদিতা-উপেক্খানুভাবেন,  
রতনত্তয়ানুভাবেন, রতনত্তয়-সরণানুভাবেন,

সব্ব বুদ্ধানুভাবেন, সব্ব ধম্মানুভাবেন, সব্ব সজ্জানুভাবেন ।  
 বুদ্ধরতনং ধম্মরতনং সজ্জরতনং, তিগ্গং রতনং অনুভাবেন ।  
 পিটকত্তয়ানুভাবেন, সীল-সমাধি-পঞেগ্গানুভাবেন,  
 ইদ্ধানুভাবেন, বল্লানুভাবেন, তেজানুভাবেন, কেতুমালানুভাবেন,  
 ঐয়েয়ধম্মানুভাবেন, সব্বঞেগ্গতাপ্পেগ্গানুভাবেন,  
 জিনসাবকানুভাবেন, জিনসাসনানুভাবেন ।  
 তুযহং সব্বরোগ-সোক-ভয-উপদব্বা,  
 অন্তরায-অবমঙ্গল-গহদোস-দুস্সুপ্পিনং,  
 দুক্কং দোমনস্সুপ্পাযসাপি বিনাসমেত্ত্ব ।  
 তুযহং সব্বকুসল সঙ্কপ্পা সমিদ্ধন্ত,  
 সতবস্স জীবেন সমঙ্গিকো হোতি ।  
 আযু বড্ঢকো, ধন বড্ঢকো, যস্স বড্ঢকো,  
 সিরিবড্ঢকো, সুখবড্ঢকো, পুঞেগ্গবড্ঢকো, পঞেগ্গবড্ঢকো,  
 বল্ল বড্ঢকো, বল্ল বড্ঢকো হোতি সব্বদা ।  
 আকাস-পব্বত-বনভূমি-তটাকগঙ্গা মহাসমুদ্বাসী চ,  
 আরক্কং দেবতা সদা তুযহং অনুরক্কন্ত্ব ।  
 দুক্কং-রোগ-ভয-বেরা-সোক-সতুপ্পদব্ব,  
 অনেক অন্তরাযপি বিনাসমেত্ত্ব চ তেজসা ।  
 জয়সিদ্ধি ধনং লাভং সোথি ভাগ্যং সুখং বল্লং,  
 সিরি আযু চ বল্লো চ ভোগ বুদ্ধি চ হোতু তে ।  
 পঞ্চমারে জিতো নাথো পত্তো সম্বোধিমুত্তমং,  
 চতুসচ্চং পকাসেসি মহাবীরং নমামহং ।  
 ভবতু সব্ব মঙ্গলং রক্কন্ত্ব সব্ব দেবতা,  
 সব্ব বুদ্ধানুভাবেন সদা সোথি ভবন্ত তে ।  
 ভবতু সব্ব মঙ্গলং রক্কন্ত্ব সব্ব দেবতা,  
 সব্ব ধম্মানুভাবেন সদা সোথি ভবন্ত তে ।  
 ভবতু সব্ব মঙ্গলং রক্কন্ত্ব সব্ব দেবতা,  
 সব্ব সজ্জানুভাবেন সদা সোথি ভবন্ত তে ॥

### ছাদিসাপাল সুত্তং (১৭)

এবং মে সুতং— একং সময়ং ভগবা, রাজগহে বিহরতি গিজ্জকূটে  
 পব্বতে । তেন খো পন সময়েন ভগবা ভিক্কু এতদবোচ—

০১। পুরথিমস্মিং খো পন ভিক্খবে দিসাভাগে, চত্তারো যক্খা-মহাযক্খা অধিপতেয্যা চ হোত্তি। সেযাথীদং— সাতগিরো চ, হেমবতো চ, পুণ্নকো চ, গুত্তিয়ো চ। এতে চত্তারো যক্খা-মহাযক্খা, বুদ্ধে পসন্না, ধম্মে পসন্না, সঙ্কে পসন্না; বুদ্ধে সগারবা, ধম্মে সগারবা, সঙ্কে সগারবা। তম্হং বদামি— সাতগিরঞ্চ, হেমবতঞ্চ, পুণ্নকঞ্চ, গুত্তিয়ঞ্চ। ইমং রক্খং সংবিদহন্ত।

মা মং কোচি কিঞ্চি বিহেঠেসি, মনুস্সো বা, অমনুস্সো বা, গচ্ছন্তং বা, ঠিতং বা, নিসিন্ণং বা, নিপন্ণং বা, সুত্তং বা, জাগরন্তং বা, পমত্তং বা, রত্তিং বা, দিবা বা, সদা তং রক্খন্ত দেবতা।

০২। দক্খিণস্মিং খো পন ভিক্খবে দিসাভাগে, চত্তারো যক্খা-মহাযক্খা অধিপতেয্যা চ হোত্তি। সেযাথীদং— কালো চ, উপকালো চ, বিম্বো চ, বিম্বোসেনো চ। এতে চত্তারো যক্খা-মহাযক্খা, বুদ্ধে পসন্না, ধম্মে পসন্না, সঙ্কে পসন্না; বুদ্ধে সগারবা, ধম্মে সগারবা, সঙ্কে সগারবা। তম্হং বদামি— কালঞ্চ, উপকালঞ্চ, বিম্বঞ্চ, বিম্বসেনঞ্চ। ইমং রক্খং সংবিদহন্ত।

মা মং কোচি কিঞ্চি বিহেঠেসি, মনুস্সো বা, অমনুস্সো বা, গচ্ছন্তং বা, ঠিতং বা, নিসিন্ণং বা, নিপন্ণং বা, সুত্তং বা, জাগরন্তং বা, পমত্তং বা, রত্তিং বা, দিবা বা, সদা তং রক্খন্ত দেবতা।

০৩। পচ্ছিমস্মিং খো পন ভিক্খবে দিসাভাগে, চত্তারো যক্খা-মহাযক্খা অধিপতেয্যা চ হোত্তি। সেযাথীদং— হরিরো চ, হরহরিরো চ, পাপো চ, পিঙ্গলো চ। এতে চত্তারো যক্খা-মহাযক্খা, বুদ্ধে পসন্না, ধম্মে পসন্না, সঙ্কে পসন্না; বুদ্ধে সগারবা, ধম্মে সগারবা, সঙ্কে সগারবা। তম্হং বদামি— হরিরঞ্চ, হরহরিরঞ্চ, পাপঞ্চ, পিঙ্গলঞ্চ। ইমং রক্খং সংবিদহন্ত।

মা মং কোচি কিঞ্চি বিহেঠেসি, মনুস্সো বা, অমনুস্সো বা, গচ্ছন্তং বা, ঠিতং বা, নিসিন্ণং বা, নিপন্ণং বা, সুত্তং বা, জাগরন্তং বা, পমত্তং বা, রত্তিং বা, দিবা বা, সদা তং রক্খন্ত দেবতা।

০৪। উত্তরস্মিং খো পন ভিক্খবে দিসাভাগে, চত্তারো যক্খা-মহাযক্খা অধিপতেয্যা চ হোত্তি। সেযাথীদং— সঙ্কো চ, সঙ্কুলিমো চ, সুসুরো চ, উল্লতেজো চ। এতে চত্তারো যক্খা-মহাযক্খা, বুদ্ধে পসন্না, ধম্মে পসন্না, সঙ্কে পসন্না; বুদ্ধে সগারবা, ধম্মে সগারবা, সঙ্কে সগারবা। তম্হং বদামি— সঙ্কঞ্চ, সঙ্কুলিমঞ্চ, সুসুরঞ্চ, উল্লতেজঞ্চ। ইমং রক্খং সংবিদহন্ত।

মা মং কোচি কিঞ্চি বিহেঠেসি, মনুস্সো বা, অমনুস্সো বা, গচ্ছন্তং বা, ঠিতং বা, নিসিন্ণং বা, নিপন্ণং বা, সুত্তং বা, জাগরন্তং বা, পমত্তং বা, রত্তিং

বা, দিবা বা, সদা তং রক্খন্ত দেবতা ।

০৫। হেট্টিমস্মিং খো পন ভিক্খবে দিসাভাগে, চত্তারো যক্খা-মহাযক্খা অধিপতেয়া চ হোন্তি । সেযাথীদং— ধরট্টো চ, ধতরট্টো চ, সেট্টো চ, কম্পলসেট্টো চ । এতে চত্তারো যক্খা-মহাযক্খা, বুদ্ধে পসন্না, ধম্মে পসন্না, সঙ্কে পসন্না; বুদ্ধে সগারবা, ধম্মে সগারবা, সঙ্কে সগারবা । তম্হং বদামি— ধরট্টঞ্চ, ধতরট্টঞ্চ, সেট্টঞ্চ, কম্পলসেট্টঞ্চ । ইমং রক্খং সংবিদহন্তু ।

মা মং কোচি কিঞ্চি বিহেঠেসি, মনুস্সো বা, অমনুস্সো বা, গচ্ছন্তং বা, ঠিতং বা, নিসিন্ণং বা, নিপন্ণং বা, সুত্তং বা, জাগরত্তং বা, পমত্তং বা, রত্তিং বা, দিবা বা, সদা তং রক্খন্ত দেবতা ।

০৬। উপরিমস্মিং খো পন ভিক্খবে দিসাভাগে, চত্তারো যক্খা-মহাযক্খা অধিপতেয়া চ হোন্তি । সেযাথীদং— চন্দো চ, সুরিয়ো চ, ইন্দো চ, ব্রহ্মো চ । এতে চত্তারো যক্খা-মহাযক্খা, বুদ্ধে পসন্না, ধম্মে পসন্না, সঙ্কে পসন্না; বুদ্ধে সগারবা, ধম্মে সগারবা, সঙ্কে সগারবা । তম্হং বদামি— চন্দঞ্চ, সুরিয়ঞ্চ, ইন্দঞ্চ, ব্রহ্মঞ্চ । ইমং রক্খং সংবিদহন্তু ।

মা মং কোচি কিঞ্চি বিহেঠেসি, মনুস্সো বা, অমনুস্সো বা, গচ্ছন্তং বা, ঠিতং বা, নিসিন্ণং বা, নিপন্ণং বা, সুত্তং বা, জাগরত্তং বা, পমত্তং বা, রত্তিং বা, দিবা বা, সদা তং রক্খন্ত দেবতাতি ॥

### রতন উল্লাস পরিভূং (১৮)

রাজানো চ ভযং চোর অগ্নি-উদকমেব চ,  
সিংহো ব্যাগ্ঘো বিসং ভূতো অকালে মরণেন চ ।  
সৰ্বে মরণানি হি সত্তানং ঠপেত্বা কালসারিতো,  
আয়ু বণ্ণং বলঞ্চেব সুখং কিত্তিঞ্চ বড্ঢতু ।  
সুখঞ্চ বলং পুঞেঞঞ্চ বড্ঢকং,  
এবমাদি গুণোপেতং পরিভূং তং ভণাম হে ॥

### পরিভূং

- ০১। একস্মিং সময়ে নাথো বসন্তে তিদসালয়ে,  
পরিচ্ছত্তকমূলম্হি পণ্ডুকম্বল নামকে ।
- ০২। সিলাসনে নিসিন্নো আদিচো বায়ু-গন্ধরে,  
চক্কবালা সহস্সেহি দসসহস্স কম্পি সৰ্বসো ।
- ০৩। সন্নে নিসিন্নো দেবানং গণেন পরিবারতো,

- মাতরং পমুখং কত্বা তস্‌স পঞ্‌ঞায় তেজসা ।
- ০৪ । অভিধম্মকথং মগ্গং দেবানং সৰ্ব বত্তয়ি,  
তদাকালে দেবপুত্তো সুপ্পতিট্ঠিতো নামকো ।
- ০৫ । মরণ ভয়ম্পি দোসো সম্মুদ্বং উপসম্মমি,  
সম্মুদ্বং উপগত্ত্বান সৰ্দ্ধচ্চং সরণং গতো,  
তং খণে দেবপুত্তস্‌স ইমং ধম্মং আদেসযি ।
- ০৬ । যং কিঞ্চিৎ রতনং লোকে বিজ্জতি বিবিধা পুথু,  
রতনং বুদ্ধসমং নথি তস্মা সোথি ভবন্ত তে ।
- ০৭ । যং কিঞ্চিৎ রতনং লোকে বিজ্জতি বিবিধা পুথু,  
রতনং ধম্মসমং নথি তস্মা সোথি ভবন্ত তে ।
- ০৮ । যং কিঞ্চিৎ রতনং লোকে বিজ্জতি বিবিধা পুথু,  
রতনং সজ্জসমং নথি তস্মা সোথি ভবন্ত তে ।
- ০৯ । স্বৰ্দ্ধক্কা বুদ্ধরতনং ওসধং উত্তমং বরং,  
হিতং দেব-মনুস্সানং বুদ্ধতেজেন সোথিনা,  
নস্সম্মপদ্বা সৰ্বে দুক্খা বৃপসমেত্ত তে ।
- ১০ । স্বৰ্দ্ধক্কা ধম্মরতনং ওসধং উত্তমং বরং,  
পরিলাহু পসমানং ধম্মতেজেন সোথিনা,  
নস্সম্মপদ্বা সৰ্বে ভয়া বৃপসমেত্ত তে ।
- ১১ । স্বৰ্দ্ধক্কা সজ্জরতনং ওসধং উত্তমং বরং,  
আহুণেয্যং পাহুণেয্যং সজ্জতেজেন সোথিনা,  
নস্সম্মপদ্বা সৰ্বে রোগা বৃপসমেত্ত তে ।
- ১২ । নথি মে সরণং অঞ্‌ঞং বুদ্ধো মে সরণং বরং,  
বুদ্ধো সৰ্বলোকস্স তাণং লেনং পরায়ণং,  
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে জয়মঙ্গলং ।
- ১৩ । নথি মে সরণং অঞ্‌ঞং ধম্মো মে সরণং বরং,  
ধম্মো সৰ্বলোকস্স তাণং লেনং পরায়ণং,  
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে জয়মঙ্গলং ।
- ১৪ । নথি মে সরণং অঞ্‌ঞং সজ্জো মে সরণং বরং,  
সজ্জো সৰ্বলোকস্স তাণং লেনং পরায়ণং,  
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে জয়মঙ্গলং ।
- ১৫ । সরীরস্মিং তে বুদ্ধো সেট্ঠো সারিপুত্তো চ দক্খিণে,  
বামং সে মোগ্গল্লানো পুরতে পিটকত্তয়ং ।

- ১৬। পচ্ছিমেন চ আনন্দো সমস্তা চ স্বীণাসবো,  
চতুদ্দিস লোকপালা ইন্দ দেবা চ ব্রহ্মণো।
- ১৭। তেসঞ্চ অনুভবেন দিবসুখং লাভন্ত তে,  
তেসঞ্চ অনুভবেন পুণ্ড্রং আয়ু চ বড়চতু।
- ১৮। এবং বুদ্ধং সরস্তানং ধম্মং সজ্জঞ্চ ভিক্ষবো,  
ভয়ং বা ছন্তিতত্ত্বং বা লোমহংসো ন হেসসতী<sup>২</sup>তি ॥

### জয়মঙ্গল অট্ঠ গাথা (১৯)

- ০১। বাহুং সহস্রমভিনিমিত সাযুধন্তং,  
গিরিমেখলং উদিত ঘোর-সসেন মারং।  
দানাদিধম্ম বিধিনা জিতবা মুনিন্দো,  
তন্ত্বেজসা<sup>২</sup> ভবতু তে জয়মঙ্গলানি।
- ০২। মারাতিরেকমভিযুক্তিত সর্বরত্তিং,  
ঘোরম্পনালবকমক্খমথদ্ধয়ক্খং।  
খন্তী-সুদন্ত বিধিনা জিতবা মুনিন্দো,  
তন্ত্বেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি।
- ০৩। নালাগিরিং গজবরং অতিমত্তভূতং,  
দাবল্লিচক্রমসনীব সুদারুণন্তং।  
মেত্তম্বুসেক বিধিনা জিতবা মুনিন্দো,  
তন্ত্বেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি।
- ০৪। উক্কিন্ত-খল্লমতিহথ সুদারুণন্তং,  
ধাবত্তিযোজনপথঙ্গুলিমালবন্তং।  
ইদ্ধীভিসংখতমনো জিতবা মুনিন্দো,  
তন্ত্বেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি।
- ০৫। কত্থান কট্ঠমুদরং ইব গব্ভিনীয়া,  
চিপ্পায় দুট্ঠবচনং জনকায়মজ্জে।  
সন্তেন সোম বিধিনা জিতবা মুনিন্দো,  
তন্ত্বেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি।
- ০৬। সচ্চং বিহায়মতিসচ্চকবাদকেতুং,  
বাদাভিরোপিতমানং অতি অন্ধভূতং।  
পণ্ড্রপদীপজলিতো জিতবা মুনিন্দো,

<sup>২</sup> তং তেজসা

- তন্ত্বেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি ।
- ০৭ । নন্দোপনন্দ ভুজগং বিবুধং মহিদ্ধিং,  
পুন্তেন থের ভুজগেন দমাপযন্তো ।  
ইদ্ধপদেস বিধিনা জিতবা মুনিন্দো,  
তন্ত্বেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি ।
- ০৮ । দুগ্ধাহদিট্ঠি ভুজগেন সুদট্ঠহথং,  
ব্রহ্মং বিসুদ্ধি জুতিমিদ্ধি বকাবিধানং ।  
এগাণাগদেন বিধিনা জিতবা মুনিন্দো,  
তন্ত্বেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি ।
- ০৯ । এতাপি বুদ্ধ জয়মঙ্গল অট্ঠগাথা,  
যো বাচকো দিনেদিনে সরতেমতন্দি ।  
হিত্বান নেক বিবিধানি চুপদ্বানি,  
মোক্খং সুখং অধিগমেয্য নরো সপঞেঞাতি ॥

#### নবঙ্গহ সুত্তং (২০)

- ০১ । সবেষ বুদ্ধা ইদ্ধিপ্পত্তা পচ্চেকানঞ্চ যং ইদ্ধিং,  
অরহন্তানঞ্চ তেজেন রক্খং বন্ধামি সব্বসো ।
- ০২ । সবেষ বুদ্ধা জিনপ্পত্তা পচ্চেকানঞ্চ যং জিনং,  
অরহন্তানঞ্চ তেজেন রক্খং বন্ধামি সব্বসো ।
- ০৩ । সবেষ বুদ্ধা খেমপ্পত্তা পচ্চেকানঞ্চ যং খেমং,  
অরহন্তানঞ্চ তেজেন রক্খং বন্ধামি সব্বসো ।
- ০৪ । সবেষ বুদ্ধা বলপ্পত্তা পচ্চেকানঞ্চ যং বলং,  
অরহন্তানঞ্চ তেজেন রক্খং বন্ধামি সব্বসো ।
- ০৫ । সবেষ বুদ্ধা তেজপ্পত্তা পচ্চেকানঞ্চ যং তেজং,  
অরহন্তানঞ্চ তেজেন রক্খং বন্ধামি সব্বসো ।
- ০৬ । সবেষ বুদ্ধা লাভপ্পত্তা পচ্চেকানঞ্চ যং লাভং,  
অরহন্তানঞ্চ তেজেন রক্খং বন্ধামি সব্বসো ।
- ০৭ । সবেষ বুদ্ধা যস্সপ্পত্তা পচ্চেকানঞ্চ যং যস্সং,  
অরহন্তানঞ্চ তেজেন রক্খং বন্ধামি সব্বসো ।
- ০৮ । সবেষ বুদ্ধা সিরিপ্পত্তা পচ্চেকানঞ্চ যং সিরিং,  
অরহন্তানঞ্চ তেজেন রক্খং বন্ধামি সব্বসো ।
- ০৯ । সবেষ বুদ্ধা হেতুপ্পত্তা পচ্চেকানঞ্চ যং হেতুং,

অরহন্তানঞ্চ তেজেন রক্খং বন্ধামি সৰ্বসো॥

### অট্ঠবীসতি পরিভং (২১)

- ০১। তণ্হঙ্করো মহাবীরো, মেধঙ্করো মহাযসো,  
সরণঙ্করো লোকহিতো, দীপঙ্করো জুতিঙ্করো।
- ০২। কোণ্ডঞ্ঞেণ জনপামোঙ্কো, মঙ্গলো পুরিসাসভো,  
সুমনো সুমনো ধীরো, রেবতো রতিবন্ধনো।
- ০৩। সোভিতো গুণসম্পন্নো, অনোমদস্সী জনুত্তমো,  
পদুমো লোকপজ্জাতো, নারদো বর সারথি।
- ০৪। পদুমুত্তরো সত্তসারো, সুমেধো অগ্নপুগ্নলো,  
সুজাতো সৰ্বলোকগ্নো, পিয়দস্সী নরাসভো।
- ০৫। অথদস্সী কারণিকো, ধম্মদস্সী তমোনুদো,  
সিদ্ধথো অসমো লোকে, তিস্সো বরদ সংবরো।
- ০৬। ফুস্সো বরদ সম্বুদ্ধো, বিপস্সী চ অনুপমো,  
সিখী সৰ্বহিতো সখা, বেস্সভু সুখদায়কো।
- ০৭। ককুসঙ্কো সখবাহো, কোণাগমনো রনঞ্জহো,  
কস্সপো সিরিসম্পন্নো, গোটমো সাক্যপুঙ্গবো।
- ০৮। তেসং সচ্চেন সীলেন, খন্তী মেত্ত বলেন চ,  
তে পি তং অনুরক্কন্ত, আরোগ্যেন সুখেন চ॥

### তিরোকুড্ড সুত্তং (২২)

- ০১। তিরোকুড্ডেসু তিট্ঠন্তি সঙ্কিসিঙ্খাটকেসু চ,  
দ্বারবাহাসু তিট্ঠন্তি আগত্তান সকং ঘরং।
- ০২। পহুতে অন্নপানম্হি খজ্জভোজ্জে উপট্ঠিতে,  
ন তেসং কোচি সরতি সত্তানং কম্পপচ্চয়া।
- ০৩। এবং দদন্তি এগাতীনং যে হোন্তি অনুকম্পকা,  
সূচিং পণীতং কালেন কপ্পিয়ং পানভোজনং।
- ০৪। “ইদং বো এগাতীনং হোতু সুখিতা হোন্ত এগাতয়ো”  
তে চ তথ সমাগত্তা এগাতীপেতা সমাগতা।
- ০৫। পহুতে অন্নপানম্হি সঙ্কচ্চং অনুমোদরে,  
“চিরং জীবন্ত নো এগাতী যেসং হেতু লভামসে।”
- ০৬। অম্হাকঞ্চ কতা পূজা দায়কা চ অনিপফলা,  
ন হি তথ কসি অথি গোরক্খেন্তঞ্চ ন বিজ্জতি।



- ০৭। বণিজ্জা তাদিসী নথি হিরএঃএঃন কযাক্কযং,  
ইতো দিন্নে যাপেত্তি পেতা কালকতা তহিং।
- ০৮। উন্নমে উদকং বট্টং যথা নিন্ণং পবত্ততি,  
এবমেব ইতো দিন্ণং পেতানং উপকপ্পতি।
- ০৯। যথা বারিবহা পুরা পরিপূরেত্তি সাগরং,  
এবমেব ইতো দিন্ণং পেতানং উপকপ্পতি।
- ১০। অদাসি মে অকাসি মে এগতিমিত্তা সখা চ মে,  
পেতানং দক্কখিণং দজ্জা পুৰেককতং মনুসসরং।
- ১১। ন হি রুণ্ণং বা সোকো বা যাচ'এঃএঃ পরিদেবনা,  
ন তং পেতানমত্থায এবং তিট্ঠন্তি এগতযো।
- ১২। অযঞ্চ খো দক্কখিণা দিন্না সজ্জম্হি সুপ্পতিট্ঠিতা,  
দীঘরত্তং হিতাযস্স ঠানসো উপকপ্পতি।
- ১৩। সো এগতিধম্মো চ অযং নিদস্সিতো,  
পেতানং পূজা চ কতা উলারা,  
বলঞ্চ ভিক্কুনং অনুপ্পদিন্ণং  
তুম্হেহি পুএঃএঃ পসুতং অনপ্পকত্তি॥

### দসধম্ম সুত্তং (২৩)

#### নিদানং

ভিক্কুনং গুণসংযুত্তং যং দেসেসি মহামুনি,  
যং সুত্ভা পটিপজ্জন্তো সৰ্বদুক্খা পমুচ্চতি,  
সৰ্বলোক হিতত্থায পরিত্তং তং ভণাম হে॥

#### সুত্তং

এবং মে সুতং— একং সময়ং ভগবা, সাবখিযং বিহরতি জেতবনে  
অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। তত্র খো ভগবা ভিক্কু আমত্তেসি, ভিক্কবো'তি।  
ভদন্তে'তি তে ভিক্কু ভগবতো পচ্চস্সোসুং। ভগবা এতদবোচ— দস ইমে  
ভিক্কবে ধম্মা পব্বজিতেন অভিগ্হং পচ্চবেক্কখিতব্বা। কত মে দস?

০১। বেবল্লিয়ম্হি অজ্জপগতো'তি পব্বজিতেন অভিগ্হং পচ্চবেক্কখিতব্বং।

০২। পরপটিবদ্ধা মে জীবিকা'তি পব্বজিতেন অভিগ্হং পচ্চবেক্কখিতব্বং।

০৩। অএঃএঃ মে আকপ্পো করণীযো'তি পব্বজিতেন অভিগ্হং পচ্চবেক্কখিতব্বং।

০৪। কচ্চি নু খো মে অত্তা সীলতো ন উপবদতী'তি পব্বজিতেন  
অভিগ্হং পচ্চবেক্কখিতব্বং।

০৫। কচ্চি নু খো মং অনুবিচ্চ বিএঃএঃ স্রস্কচারী সীলতো ন

উপবদন্তী'তি পব্বজিতেন অভিগ্হং পচ্চবেকখিতব্বং ।

০৬। সৰ্বেহি মে পিষেহি মনাপেহি নানাভাবো বিনাভাবো'তি পব্বজিতেন অভিগ্হং পচ্চবেকখিতব্বং ।

০৭। কম্মস্সকোম্হি, কম্মদাযাদো, কম্মযোনি, কম্মবন্ধু, কম্মপটিসরগো, যং কম্মং করিস্সামি কল্যাণং বা পাপকং বা তস্স দাযাদো ভবিস্সামী'তি পব্বজিতেন অভিগ্হং পচ্চবেকখিতব্বং ।

০৮। কতম্ভুতস্স মে রত্তিং দিবা বীতিপতন্তী'তি পব্বজিতেন অভিগ্হং পচ্চবেকখিতব্বং ।

০৯। কচ্চি নু খো'হং সুএংএগগারে অভিরমামী'তি পব্বজিতেন অভিগ্হং পচ্চবেকখিতব্বং ।

১০। অথি নু খো মে উত্তরিন্ননুস্সধম্মা অলমরিয় এগ্গদস্সন বিসেসো অধিগতো? সো'হং পচ্ছিমেকালে সব্বক্ষচারীহি পুট্টো ন মঙ্কু ভবিস্সামী'তি পব্বজিতেন অভিগ্হং পচ্চবেকখিতব্বং ।

ইমে খো ভিক্ষবে! দস্সধম্মা পব্বজিতেন অভিগ্হং পচ্চবেকখিতব্বা'তি । ইদমবোচ ভগবা অন্তমনা তে ভিক্ষু ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দুন্তি॥

### চক্ক পরিভুং (২৪)

এবং মে সুতং— একং সময়ং ভগবা সাবথিয়ং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে । তত্র খো ভগবা আযস্মন্তং আনন্দং এতদবোচ—

০১। অধিগতো খো ম্যাযং ধম্মো এবং আনন্দ মযা পারমিযো পুরেত্ভা, বুদ্ধত্তংপত্তা মারসেনং বিদ্ধংসেত্ভা । অসনিচক্কস্স পতিতো বিয, খুরচক্কস্স পতিতো বিয । এবং আনন্দ মযা পারমিযো পুরেত্ভা, বুদ্ধত্তংপত্তা মারসেনং বিদ্ধংসেত্ভা । তদালদ্ধ ধম্মচক্কস্স অনুভাবেন ।

০২। পুরথিমায় দিসায় আগতানং সত্রভযং অসীতি সতসহস্সানং মদ্বতি বিদ্ধংসেতি অথঙ্গমেতি নিব্বাপেতি । পুরথিমায় অনুদিসায় আগতানং সত্রভযং অসীতি সতসহস্সানং মদ্বতি বিদ্ধংসেতি অথঙ্গমেতি নিব্বাপেতি ।

০৩। দক্কিখণায় দিসায় আগতানং সত্রভযং অসীতি সতসহস্সানং মদ্বতি বিদ্ধংসেতি অথঙ্গমেতি নিব্বাপেতি । দক্কিখণায় অনুদিসায় আগতানং সত্রভযং অসীতি সতসহস্সানং মদ্বতি বিদ্ধংসেতি অথঙ্গমেতি নিব্বাপেতি ।

০৪। পচ্ছিমায় দিসায় আগতানং সত্রভযং অসীতি সতসহস্সানং মদ্বতি বিদ্ধংসেতি অথঙ্গমেতি নিব্বাপেতি । পচ্ছিমায় অনুদিসায় আগতানং সত্রভযং অসীতি সতসহস্সানং মদ্বতি বিদ্ধংসেতি অথঙ্গমেতি নিব্বাপেতি ।

০৫। উত্তরায দিসায আগতানং সত্রভযং অসীতি সতসহস্‌সানং মদতি বিদ্ধংসেতি অথঙ্গমেতি নিব্বাপেতি। উত্তরায অনুদিসায আগতানং সত্রভযং অসীতি সতসহস্‌সানং মদতি বিদ্ধংসেতি অথঙ্গমেতি নিব্বাপেতি।

০৬। হেট্ঠিমায দিসায আগতানং সত্রভযং অসীতি সতসহস্‌সানং মদতি বিদ্ধংসেতি অথঙ্গমেতি নিব্বাপেতি।

০৭। উপরিমায দিসায আগতানং সত্রভযং অসীতি সতসহস্‌সানং মদতি বিদ্ধংসেতি অথঙ্গমেতি নিব্বাপেতি।

০৮। এবং আনন্দ মযা পারমিযো পুরেত্‌তা, বুদ্ধত্তংপত্‌তা মারসেনং বিদ্ধংসেত্‌তা। তদালদ্ধ ধম্মচক্কস্‌স অনুভবেন।

ইমস্মিং বিহারে, গোচরগামে, জনপদে, নিগমে, নগরে, রট্ঠে, জম্মুদীপে, চক্‌কবালে, জাতিক্‌খেত্তে, আণক্‌খেত্তে, বিসযক্‌খেত্তে ঠিতা ভিক্‌খু বা ভিক্‌খুনী বা উপাসকো বা উপাসিকা বা গহপতি বা গহপতানি বা সুদো বা সুদী বা বেস্‌সো বা বেস্‌সী বা ব্রাহ্মণো বা ব্রাহ্মণী বা রাজা বা রাজাদেবী বা উপরাজা বা উপরাজাদেবী বা অমচো বা অমচ্চভরিযাদাযো বা। তে সবে সুখিতা হোন্ত, অনীঘা হোন্ত, অব্যাপজ্‌জা হোন্ত, অবেরা হোন্ত, অরোগা হোন্ত, অঞ্‌ঞমঞ্‌ঞ পিসা হোন্ত। মমস্পি বা সব্ব লোকস্পি বা।

সীসরোগো, চক্‌খুরোগো, সোতরোগো, ঘাণরোগো, জিহ্বরোগো, মুখরোগো, দন্তরোগো, ওট্ঠরোগো, হনুরোগো, গীবারোগো, হথরোগো, পাদরোগো, কুচ্ছিরোগো, পিট্ঠিরোগো, অট্ঠিরোগো, মংসরোগো, চম্মরোগো, সকল সরীররোগো, পঞ্চবীসতি ভয দ্বাভিংস কম্মকরণা ছন্নবুতি রোগো। সোলস উপদবা চ বিদ্ধংসেত্ত্ব অথঙ্গমেত্ত্ব নিব্বাপেত্ত্ব দূরট্ঠানে গচ্ছত্ত্ব।

০৯। এবং ভগবতা ভাসিতং আযস্মা আনন্দো অভিনন্দী'তি॥

## গিরিমানন্দ সুত্তং (২৫)

### নিদানং

থেরো যং গিরিমানন্দো আনন্দথের সত্তিকা,  
সুত্‌তা তস্মিং খণেযেব অহোসি নিরুপদবো;  
দস সঞ্‌ঞপসংযুত্তং পরিত্তং তং ভণাম হে ॥

### সুত্তং

০১। এবং মে সুতং— একং সময়ং ভগবা সাবথিযং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্‌স আরামে। তেন থো পন সময়েন আযস্মা গিরিমানন্দো

আবাধিকো হোতি, দুক্খিতো, বাল্হগিলানো। অথ খো আযস্মা আনন্দো, যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি। উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নো খো আযস্মা আনন্দো, ভগবন্তং এতদবোচ—

০২। আযস্মা ভন্তে, গিরিমানন্দো আবোধিকো, দুক্খিতো, বাল্হগিলানো। সাধু ভন্তে, ভগবা যেনাযস্মা গিরিমানন্দো তেনুপসঙ্কমতু, অনুকম্পং উপাদায়াতি।

সচে খো, ত্বং আনন্দ! গিরিমানন্দস্ স ভিক্ষুনো উপসঙ্কমিত্বা, দসসএংগা ভাসেয্যাসি, ঠানং খো পনেতং বিজ্জতি, যং গিরিমানন্দস্ স ভিক্ষুনো দসসএংগা সুত্বা সো আবোধো ঠানসো পটিল্পসস্ভেয্য।

০৩। কতমো দস?

অনিচ্চ সএংগা, অনন্ত সএংগা, অসুভ সএংগা, আদীনব সএংগা, পহান সএংগা, বিরাগ সএংগা, নিরোধ সএংগা, সর্বলোকে অনভিরতি সএংগা, সর্বসজ্জারেসু অনিচ্চ সএংগা, আনাপানসতীতি।

০৪। কতমাচানন্দ! অনিচ্চসএংগা?

ইধানন্দ, ভিক্ষু অরএংগগতো বা রক্খমূলগতো বা সুএংগগারগতো বা; ইতি পটিসংসিক্খতি; রূপং অনিচ্চং, বেদনা অনিচ্চা, সএংগা অনিচ্চা, সজ্জারা অনিচ্চা, বিএংগাং অনিচ্চন্তি। ইতি ইমেসু পঞ্চুপাদানক্খন্হেসু অনিচ্চানুপসসী বিহরতি। অযং বুচ্চতানন্দ অনিচ্চসএংগা।

০৫। কতমাচানন্দ! অনন্তসএংগা?

ইধানন্দ ভিক্ষু অরএংগগতো বা রক্খমূলগতো বা সুএংগগারগতো বা; ইতি পটিসংসিক্খতি— চক্খং অনন্তা, রূপং অনন্তা, সোতং অনন্তা, সদ্ধা অনন্তা, ঘানং অনন্তা, গন্ধা অনন্তা, জিহ্বা অনন্তা, রসা অনন্তা, কাযো অনন্তা, ফোট্ঠব্বা অনন্তা, মনো অনন্তা, ধম্মা অনন্তাতি। ইতি ইমেসু ছসু অজ্জন্তিক বাহিরেসু আযতনেসু অনন্তানুপসসী বিহরতি। অযং বুচ্চতানন্দ! অনন্তসএংগা।

০৬। কতমাচানন্দ! অসুভসএংগা?

ইধানন্দ, ভিক্ষু ইমমেব কাযং উদ্ধং পাদতলা, অধো কেসমথকা; তচ পরিযন্তং পুরং নানাপ্পকারস্ অসুচিনো পচ্চবেক্খতি। অথি ইমস্মিং কাযে— কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচো, মংসং, নহারু, অট্ঠি, অট্ঠিমিঞ্জা, বন্ধং; হদযং, যকনং, কিলোমকং, পিহকং, পপ্ফাসং; অন্তং, অন্তগুণং, উদরিয়ং, করীসং; মখলুঙ্গং; পিত্তং, সেম্হং, পুৰ্বো, লোহিতং, সেদো, মেদো; অস্সু, বসা, খেলো, সিজ্জানিকা, লসিকা, মুত্তন্তি। ইতি ইমস্মিং কাযে অসুভানুপসসী

বিহরতি । অযং বুচ্চতানন্দ! অসুভসএঃএগা ।

০৭ । কতমাচানন্দ! আদীনবসএঃএগা?

ইধানন্দ, ভিক্ষু অরএঃএগতো বা রুক্ষমূলগতো বা সুএঃএগারগতো বা; ইতি পটিসংচিক্খতি— বহু দুক্খো খো অযং কাযো, বহু আদীনবো । ইতি ইমস্মিং কাযে বিবিধা আবাবা উপ্পজ্জন্তি । সেয্যথীদং— চক্খুরোগো, সোতরোগো, ঘাণরোগো, জিহ্বরোগো, কাযরোগো, সীসরোগো, কল্পরোগো, মুখরোগো, দন্তরোগো, কাসো, সাসো, পিনাসো, ডহো, জরো, কুচ্ছিরোগো, মুচ্ছা, পক্খন্দিকা, সূলা, বিসূচিকা, কুট্ঠং, গণ্ডো, কিলাসো, সোসো, অপমারো, দন্দু, কণ্ণু, কচ্ছু, রখসা, বিতচ্ছিকা, লোহিতপিণ্ডং, মধুমেহো, অংসা, পিলিকা, ভগন্দলা, পিত্তসমুট্ঠানা আবাবা, সেম্হসমুট্ঠানা আবাবা, বাতসমুট্ঠানা আবাবা, সন্নিপাতিকা আবাবা, উতুপরিণামজা আবাবা, বিসমপরিহারজা আবাবা, ওপক্কমিকা আবাবা, কম্মবিপাকজা আবাবা, সীতং, উণ্হং, জিঘাচ্ছা, পিপাসা, উচ্চারো, পস্সবোতি । ইতি ইমস্মিং কাযে আদীনবানুপস্সী বিহরতি । অযং বুচ্চতানন্দ! আদীনবসএঃএগা ।

০৮ । কতমাচানন্দ! পহানসএঃএগা?

ইধানন্দ, ভিক্ষু উপ্পন্নং কামবিতক্কং নাধিবাসেতি, পজহতি, বিনোদেতি, ব্যস্তিকরোতি, অনভাবং গমেতি । উপ্পন্নং ব্যাপাদবিতক্কং নাধিবাসেতি, পজহতি, বিনোদেতি, ব্যস্তিকরোতি, অনভাবং গমেতি । উপ্পন্নং বিহিংসাবিতক্কং নাধিবাসেতি, পজহতি, বিনোদেতি, ব্যস্তিকরোতি, অনভাবং গমেতি । উপ্পন্নপ্পন্থে পাপকে অকুসলে ধম্মে নাধিবাসেতি, পজহতি, বিনোদেতি, ব্যস্তিকরোতি, অনভাবং গমেতি । অযং বুচ্চতানন্দ! পহানসএঃএগা ।

০৯ । কতমাচানন্দ! বিরাগসএঃএগা?

ইধানন্দ, ভিক্ষু অরএঃএগতো বা রুক্ষমূলগতো বা সুএঃএগারগতো বা, ইতি পটিসংচিক্খতি— এতং সন্তং, এতং পণীতং, যদিদং সর্বসজ্জার সমথো, সর্বপুপধিপটিনিস্সল্লো তণ্হক্খযো, বিরাগো, নিব্বানন্তি । অযং বুচ্চতানন্দ! বিরাগসএঃএগা ।

১০ । কতমাচানন্দ! নিরোধসএঃএগা?

ইধানন্দ, ভিক্ষু অরএঃএগতো বা রুক্ষমূলগতো বা সুএঃএগারগতো বা, ইতি পটিসংচিক্খতি— এতং সন্তং, এতং পণীতং, যদিদং সর্বসজ্জার সমথো, সর্বপুপধিপটিনিস্সল্লো তণ্হক্খযো, নিরোধো, নিব্বানন্তি । অযং বুচ্চতানন্দ নিরোধসএঃএগা ।

১১। কতমাচানন্দ! সৰ্বলোকে অনভিরতিসংগ্ৰহঃ?

ইধানন্দ, ভিক্ষু যে লোকে উপায়ুপাদানা— চেতসো অধিষ্ঠানভিনিবেসানুসয়া; তে পজহন্তো, বিরমতি, ন উপাদিয়ন্তো; অযং বুচ্চতানন্দ! সৰ্বলোকে অনভিরতিসংগ্ৰহঃ।

১২। কতমাচানন্দ! সৰ্বসংস্কারেসু অনিচ্চসংগ্ৰহঃ?

ইধানন্দ, ভিক্ষু সৰ্বসংস্কারেহি অতীযতি হরায়তি জিগুচ্ছতি। অযং বুচ্চতানন্দ সৰ্বসংস্কারেসু অনিচ্চসংগ্ৰহঃ।

১৩। কতমাচানন্দ! আনাপানসতি?

ইধানন্দ, ভিক্ষু অরংগতো বা রুক্ষমূলগতো বা সুংগ্ৰহগারগতো বা নিসীদতি পল্লবং আভুজিত্বা উজুং কাযং পণিধায় পরিমুখং সতিং উপটঠপেত্বা। সো সতোব অসসসতি, সতো পসসসতি। দীঘং বা অসসসন্তো দীঘং অসসসামীতি পজানাতি। দীঘং বা পসসসন্তো দীঘং পসসসামীতি পজানাতি। রসসং বা অসসসন্তো রসসং অসসসামীতি পজানাতি। রসসং বা পসসসন্তো রসসং পসসসামীতি পজানাতি। সৰ্বকাযপটিসংবেদী অসসসিসসামীতি সিক্খতি। সৰ্বকাযপটিসংবেদী পসসসিসসামীতি সিক্খতি। পসসম্ভয়ং কাযসংস্কারং অসসসিসসামীতি সিক্খতি। পসসম্ভয়ং কাযসংস্কারং পসসসিসসামীতি সিক্খতি। পীতিপটিসংবেদী অসসসিসসামীতি সিক্খতি। পীতিপটিসংবেদী পসসসিসসামীতি সিক্খতি। সুখপটিসংবেদী অসসসিসসামীতি সিক্খতি। সুখপটিসংবেদী পসসসিসসামীতি সিক্খতি। চিত্তসংস্কার-পটিসংবেদী অসসসিসসামীতি সিক্খতি। চিত্তসংস্কার-পটিসংবেদী পসসসিসসামীতি সিক্খতি। পসসম্ভয়ং চিত্তসংস্কারং অসসসিসসামীতি সিক্খতি। পসসম্ভয়ং চিত্তসংস্কারং পসসসিসসামীতি সিক্খতি। চিত্তপটিসংবেদী অসসসিসসামীতি সিক্খতি। চিত্তপটিসংবেদী পসসসিসসামীতি সিক্খতি। অভিন্নমোদয়ং চিত্তং অসসসিসসামীতি সিক্খতি। অভিন্নমোদয়ং চিত্তং পসসসিসসামীতি সিক্খতি। সমাদহং চিত্তং অসসসিসসামীতি সিক্খতি। সমাদহং চিত্তং পসসসিসসামীতি সিক্খতি। বিমোচয়ং চিত্তং অসসসিসসামীতি সিক্খতি। বিমোচয়ং চিত্তং পসসসিসসামীতি সিক্খতি। অনিচ্ছানুপস্সী অসসসিসসামীতি সিক্খতি। অনিচ্ছানুপস্সী পসসসিসসামীতি সিক্খতি। বিরাগানুপস্সী অসসসিসসামীতি সিক্খতি। বিরাগানুপস্সী পসসসিসসামীতি সিক্খতি। নিরোধানুপস্সী অসসসিসসামীতি সিক্খতি। নিরোধানুপস্সী পসসসিসসামীতি সিক্খতি। পটিনিব্ধানুপস্সী

অসুসসিসুসামী'তি সিক্খতি । পটিনিসুসগ্নানুপসুসী পসুসসিসুসামী'তি সিক্খতি । অযং বুচ্চতানন্দ! আনাপানসতি ।

১৪। সচে খো তুং আনন্দ! গিরিমানন্দসুস ভিক্খুনো উপসঙ্কমিত্বা ইমা দসসএংএগা ভাসেয়্যাসি, ঠানং খো পনেতং বিজ্জতি, যং গিরিমানন্দসুস ভিক্খুনো ইমা দসসএংএগা সুত্তা সো আবোধো ঠানসো পটিল্লসুসঙ্কেয়্যা'তি ।

১৫। অথ খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো সন্তিকে ইমা দসসএংএগা উল্লহেত্তা যেনাযস্মা গিরিমানন্দো তেনুপসঙ্কমি । উপসঙ্কমিত্বা আযস্মতো গিরিমানন্দসুস ইমা দসসএংএগা অভাসি ।

অথ খো আযস্মতো গিরিমানন্দসুস ইমা দস সএংএগা সুত্তা সো আবোধো ঠানসো পটিল্লসুসঙ্কি । বুট্টা হি চাযস্মা গিরিমানন্দো তমহা আবোধা । তথা পহীনো চ পনাযস্মতো গিরিমানন্দসুস সো আবোধা অহোসি'তি ।

### মহাকসুসপথের বোজ্জঙ্গ (২৬)

যং মহাকসুসপথেরো পরিত্তং মুনিসন্তিকা,  
সুত্তা তস্মিং খণেযেব অহোসি নিরুপদ্ববো,  
বোজ্জঙ্গ বলসংযুত্তং পরিত্তং তং ভগাম হে ॥

### সুত্তং

০১। এবং মে সুতং— একং সময়ং ভগবা রাজগহে বিহরতি বেলুবনে কলন্দকনিবাপে । তেন খো পন সময়েন আযস্মা মহাকসুসপো পিপ্ফলীগুহাযং বিহরতি, আবোধিকো হোতি, দুক্খিতো, বাল্হগিলানো । অথ খো ভগবা সাযণ্হসময়ং পতিসল্লানা বুট্টিতো যেনাযস্মা মহাকসুসপো তেনুপসঙ্কমি । উপসঙ্কমিত্বা পএংএগত্তে আসনে নিসীদি । নিসজ্জ খো, ভগবা আযস্মত্তং মহাকসুসপং এতদবোচ—

০২। কচ্চি তে কসুসপ? খমনীযং? কচ্চি যাপনীযং? কচ্চি দুক্খা বেদনা পটিক্কমত্তি? নো অভিক্কমত্তি? পটিক্কমোসানং পএংএগযতি? নো অভিক্কমো'তি? ন মে ভত্তে, খমনীযং, ন যাপনীযং । বাল্হা মে দুক্খা বেদনা । অভিক্কমত্তি, নো পটিক্কমত্তি, অভিক্কমোসানং পএংএগযতি, নো পটিক্কমোতি ।

০৩। সত্তিমে কসুসপ! বোজ্জঙ্গা, মযা সম্মদক্খাতা, ভাবিতা, বহুলীকতা, অভিএংএগয, সম্বোধায়, নিব্বানায় সংবত্ততি । কত মে সত্তং?

সতি-সম্বোজ্জঙ্গো খো কসুসপ! মযা সম্মদক্খাতো, ভাবিতো, বহুলীকতো, অভিএংএগয, সম্বোধায়, নিব্বানায় সংবত্ততি ।

ধম্মবিচয়-সম্বোদ্ধপ্পো খো কস্সপ! ময়া সম্মদক্খাতো, ভাবিতো, বহুলীকতো, অভিঞ্ঞায়, সম্বোধায়, নিব্বানায় সংবত্ততি।

বীরিয়-সম্বোদ্ধপ্পো খো কস্সপ! ময়া সম্মদক্খাতো, ভাবিতো, বহুলীকতো, অভিঞ্ঞায়, সম্বোধায়, নিব্বানায় সংবত্ততি।

পীতি-সম্বোদ্ধপ্পো খো কস্সপ! ময়া সম্মদক্খাতো, ভাবিতো, বহুলীকতো, অভিঞ্ঞায়, সম্বোধায়, নিব্বানায় সংবত্ততি।

পস্সন্ধি-সম্বোদ্ধপ্পো খো কস্সপ! ময়া সম্মদক্খাতো, ভাবিতো, বহুলীকতো, অভিঞ্ঞায়, সম্বোধায়, নিব্বানায় সংবত্ততি।

সমাধি-সম্বোদ্ধপ্পো খো কস্সপ! ময়া সম্মদক্খাতো, ভাবিতো, বহুলীকতো, অভিঞ্ঞায়, সম্বোধায়, নিব্বানায় সংবত্ততি।

উপেক্খা-সম্বোদ্ধপ্পো খো কস্সপ! ময়া সম্মদক্খাতো, ভাবিতো, বহুলীকতো, অভিঞ্ঞায়, সম্বোধায়, নিব্বানায় সংবত্ততি।

০৪। ইমে খো, কস্সপ, সত্ত বোদ্ধঙ্গা ময়া সম্মদক্খাতা, ভাবিতা, বহুলীকতা, অভিঞ্ঞায়, সম্বোধায়, নিব্বানায় সংবত্তন্তীতি। তগ্ঘ ভগবা বোদ্ধঙ্গা। তগ্ঘ সুগত বোদ্ধঙ্গাতি।

ইদমবোচ ভগবা, অন্তমনো, আযস্মা মহাকস্সপো ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দি। বুট্ঠাহি চাযস্মা, মহাকস্সপো তম্হা আবাবা। তথা পহীনো চাযস্মতো, মহাকস্সপস্স সো আবাবোধো অহোসীতি॥

### মহামোঙ্গল্লানথের বোদ্ধঙ্গ (২৭)

#### নিদানং

মোঙ্গল্লানোপি থেরো যং পরিত্তং মুনিসত্তিকা,  
সুত্ভা তস্মিং খণেযেব অহোসি নিরুপদ্ধবো,  
বোদ্ধঙ্গ বলসংযুত্তং পরিত্তং তং ভণাম হে ॥

#### সুত্তং

০১। এবং মে সুতং— একং সময়ং ভগবা রাজগহে বিহরতি বেলুবনে কলন্দকনিবাপে। তেন খো পন সময়েন আযস্মা মহামোঙ্গল্লানো গিজ্জকূটে পব্বতে বিহরতি, আবাবিকো হোতি, দুকিখতো, বাল্হগিলানো। অথ খো ভগবা সাযণ্হসমযং পতিসল্লানা বুট্ঠিতো যেনাযস্মা মোঙ্গল্লানো তেনুপসঙ্কমি। উপসঙ্কমিত্তা পঞ্ঞত্তে আসনে নিসীদি। নিসজ্জ খো, ভগবা আযস্মত্তং মহামোঙ্গল্লানং এতদবোচ—

০২। কচ্চি তে মোঙ্গল্লানং? খমণীযং? কচ্চি যাপণীযং? কচ্চি দুক্খা



বেদনা পটিক্রমন্তি? নো অভিক্রমন্তি? পটিক্রমোসানং পঞঞায়তি? নো অভিক্রমোতি? ন মে ভন্তে, খমণীয়ং, ন যাপণীয়ং। বাল্হা মে দুক্খা বেদনা। অভিক্রমন্তি, পটিক্রমন্তি, অভিক্রমোসানং পঞঞায়তি, নো পটিক্রমো'তি।

০৩। সত্তিমে মোগ্গল্লান! বোজ্জঙ্গা, মযা সম্মদক্খাতো ভাবিতো, বহুলীকতা; অভিঞঞয় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্ততি। কত মে সত্ত?

সতি-সম্বোজ্জঙ্গো খো মোগ্গল্লান! মযা সম্মদক্খাতো, ভাবিতো, বহুলীকতো, অভিঞঞয়, সম্বোধায়, নিব্বানায় সংবত্ততি।

ধম্মবিচয়-সম্বোজ্জঙ্গো খো মোগ্গল্লান! মযা সম্মদক্খাতো, ভাবিতো, বহুলীকতো, অভিঞঞয়, সম্বোধায়, নিব্বানায় সংবত্ততি।

বীরিয়-সম্বোজ্জঙ্গো খো মোগ্গল্লান! মযা সম্মদক্খাতো, ভাবিতো, বহুলীকতো, অভিঞঞয়, সম্বোধায়, নিব্বানায় সংবত্ততি।

পীতি-সম্বোজ্জঙ্গো খো মোগ্গল্লান! মযা সম্মদক্খাতো, ভাবিতো, বহুলীকতো, অভিঞঞয়, সম্বোধায়, নিব্বানায় সংবত্ততি।

পস্‌সন্ধি-সম্বোজ্জঙ্গো খো মোগ্গল্লান! মযা সম্মদক্খাতো, ভাবিতো, বহুলীকতো, অভিঞঞয়, সম্বোধায়, নিব্বানায় সংবত্ততি।

সমাধি-সম্বোজ্জঙ্গো খো মোগ্গল্লান! মযা সম্মদক্খাতো, ভাবিতো, বহুলীকতো, অভিঞঞয়, সম্বোধায়, নিব্বানায় সংবত্ততি।

উপেক্খা-সম্বোজ্জঙ্গো খো মোগ্গল্লান! মযা সম্মদক্খাতো, ভাবিতো, বহুলীকতো, অভিঞঞয়, সম্বোধায়, নিব্বানায় সংবত্ততি।

০৪। ইমে খো, মোগ্গল্লান, সত্ত বোজ্জঙ্গা; মযা সম্মদক্খাতো, ভাবিতো, বহুলীকতা, অভিঞঞয়, সম্বোধায়, নিব্বানায় সংবত্তত্তী'তি। তগ্ঘ ভগবা বোজ্জঙ্গা। তগ্ঘ সুগত বোজ্জঙ্গা'তি।

০৫। ইদমবোচ ভগবা, অন্তমনো, আযস্মা মহামোগ্গল্লানো ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দি। বুট্ঠা হি চাযস্মা মহামোগ্গল্লানো তম্হা আবাবা। তথা পহীনো চাযস্মাতো মহামোগ্গল্লানস্‌স সো আবাবোধো অহোসী'তি॥

### মহাচুন্দথের বোজ্জঙ্গ (২৮)

#### নিদানং

ভগবা লোকনাথো যং চুন্দথেরস্‌স সত্তিকা,  
সুত্ঠা তস্মিং খণেযেব অহোসি নিরুপদ্দবো,  
বোজ্জঙ্গ বলসংযুত্তং পরিত্তং তং ভণাম হো॥

## সুত্তং

০১। এবং মে সুতং— একং সময়ং ভগবা রাজগহে বিহরতি বেলুবনে কলন্দকনিবাপে। তেন খো পন সময়েন ভগবা আবাহিকো হোতি, দুক্খতো, বাল্হগিলানো। অথ খো আয়স্মা মহাচুন্দো সাযণ্হসময়ং পতিসল্লানা বুট্ঠিতো যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি। উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমত্তং নিসীদি। একমত্তং নিসিন্ণং খো আয়স্মত্তং মহাচুন্দং ভগবা এতদবোচ— পটিভত্ত তং চুন্দ! বোজ্জঙ্গাতি।

সত্তিমে ভত্তে, বোজ্জঙ্গা ভগবতা সম্মদক্খাতো ভাবিতো, বহ্লীকতো, অভিঞ্ঞেয়, সম্বোধয়, নিব্বানায় সংবত্ততি। কতমে সত্ত?

সতি-সম্বোজ্জঙ্গো খো, ভত্তে! ভগবতা সম্মদক্খাতো, ভাবিতো, বহ্লীকতো, অভিঞ্ঞেয়, সম্বোধয়, নিব্বানায় সংবত্ততি।

ধম্মবিচয়-সম্বোজ্জঙ্গো খো, ভত্তে! ভগবতা সম্মদক্খাতো, ভাবিতো, বহ্লীকতো, অভিঞ্ঞেয়, সম্বোধয়, নিব্বানায় সংবত্ততি।

বীরিয়-সম্বোজ্জঙ্গো খো, ভত্তে! ভগবতা সম্মদক্খাতো, ভাবিতো, বহ্লীকতো, অভিঞ্ঞেয়, সম্বোধয়, নিব্বানায় সংবত্ততি।

পীতি-সম্বোজ্জঙ্গো খো, ভত্তে! ভগবতা সম্মদক্খাতো, ভাবিতো, বহ্লীকতো, অভিঞ্ঞেয়, সম্বোধয়, নিব্বানায় সংবত্ততি।

পস্সন্ধি-সম্বোজ্জঙ্গো খো, ভত্তে! ভগবতা সম্মদক্খাতো, ভাবিতো, বহ্লীকতো, অভিঞ্ঞেয়, সম্বোধয়, নিব্বানায় সংবত্ততি।

সমাধি-সম্বোজ্জঙ্গো খো, ভত্তে! ভগবতা সম্মদক্খাতো, ভাবিতো, বহ্লীকতো, অভিঞ্ঞেয়, সম্বোধয়, নিব্বানায় সংবত্ততি।

উপেক্খা-সম্বোজ্জঙ্গো খো, ভত্তে! ভগবতা সম্মদক্খাতো, ভাবিতো, বহ্লীকতো, অভিঞ্ঞেয়, সম্বোধয়, নিব্বানায় সংবত্ততি।

০২। ইমে খো, ভত্তে! সত্ত বোজ্জঙ্গা, ভগবতা সম্মদক্খাতো, ভাবিতো, বহ্লীকতো, অভিঞ্ঞেয়, সম্বোধয়, নিব্বানায় সংবত্তত্তীতি। তগ্ঘ বোজ্জঙ্গা। তগ্ঘ ভগবা বোজ্জঙ্গাতি।

০৩। ইদমবোচায়স্মা মহাচুন্দো; সমনুঞ্ঞে সথা অহোসি। বুট্ঠা হি চ ভগবা তম্হা আবাদা। তথা পহীনো চ ভগবতো সো আবাদো অহোসীতি॥

## আটানটিয় সুত্তং (বড়) (২৯)

### (প্রথম অংশ)

০১। এবং মে সুতং— একং সময়ং ভগবা রাজগহে বিহরতি গিজ্জকূটে পব্বতে। অথ খো চত্তারো মহারাজা মহতিয়া চ যক্খসেনায়, মহতিয়া চ গন্ধকসেনায়, মহতিয়া চ কুন্ডগুসেনায়, মহতিয়া চ নাগসেনায়, চতুদ্দিসং রক্খং ঠপেত্বা, চতুদ্দিসং গুম্বং ঠপেত্বা, চতুদ্দিসং ওবরণং ঠপেত্বা, অভিক্কন্তায় রত্তিয়া অভিক্কন্তবল্লা, কেবলকপ্পং গিজ্জকূটং পব্বতং ওভাসেত্বা, যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমিৎসু, উপসঙ্কমিত্বা ভগবত্তং অভিবাদেত্বা একমত্তং নিসীদিৎসু। তেপি খো যক্খা অপ্পেকছে ভগবত্তং অভিবাদেত্বা একমত্তং নিসীদিৎসু। অপ্পেকছে ভগবতা সদ্ধিং সম্মোদিৎসু সম্মোদনীযং কথং সারণীযং বীতিসারেত্বা একমত্তং নিসীদিৎসু। অপ্পেকছে যেন ভগবা তেনঞ্জলিং পণামেত্বা একমত্তং নিসীদিৎসু। অপ্পেকছে নামগোত্তং সাবেত্বা একমত্তং নিসীদিৎসু। অপ্পেকছে তুণ্হীভূতা একমত্তং নিসীদিৎসু।

০২। একমত্তং নিসিন্নো খো বেস্সবণো মহারাজা ভগবত্তং এতদবোচ— সত্তি হি, ভত্তে, উলারা যক্খা ভগবতো অপ্পসন্না। সত্তি হি, ভত্তে, উলারা যক্খা ভগবতো পসন্না। সত্তি হি, ভত্তে, মজ্জিমা যক্খা ভগবতো অপ্পসন্না। সত্তি হি, ভত্তে, মজ্জিমা যক্খা ভগবতো পসন্না। সত্তি হি, ভত্তে, নীচা যক্খা ভগবতো অপ্পসন্না। সত্তি হি, ভত্তে, নীচা যক্খা ভগবতো পসন্না। যেভুয্যেন খো পন, ভত্তে, যক্খা অপ্পসন্নাযেব ভগবতো। তং কিস্স হেতু? ভগবা হি, ভত্তে, পাণাতিপাতা বেরমণীয়া ধম্মং দেসেতি, অদিন্নাদানা বেরমণীয়া ধম্মং দেসেতি, কামেসুমিচ্ছাচারা বেরমণীয়া ধম্মং দেসেতি, মুসাবাদা বেরমণীয়া ধম্মং দেসেতি, সুরামেরয়মজ্জপমাদট্ঠানা বেরমণীয়া ধম্মং দেসেতি। যেভুয্যেন খো পন, ভত্তে, যক্খা অপ্পটিবিরতায়েব পাণাতিপাতা, অপ্পটিবিরতা অদিন্নাদানা, অপ্পটিবিরতা কামেসুমিচ্ছাচারা, অপ্পটিবিরতা মুসাবাদা, অপ্পটিবিরতা সুরামেরয়মজ্জপমাদট্ঠানা, তেসং তং হোতি অপ্পিযং অমনাপং।

সত্তি হি, ভত্তে, ভগবতো সাবকা অরএংএবনপথানি পত্তানি সেনাসনানি পটিসেবন্তি অপ্পসদ্দানি অপ্পনিগ্ঘোসানি বিজনবাতানি মনুস্সরাহস্সেয্যকানি পটিসল্লানসারপ্পানি। তথ সত্তি উলারা যক্খা নিবাসিনো, যে ইমস্মিং ভগবতো পাবচনে অপ্পসন্না। তেসং পসাদায় উল্লংহাতু, ভত্তে, ভগবা আটানটিয়ং রক্খং ভিক্খুনং-ভিক্খুনীং, উপাসকানং-উপাসিকানং, গুত্তিয়া রক্খায় অবিহিংসায় ফাসুবিহারয়াতি। অধিবাসেসি ভগবা তুণ্হীভাবেন।

অথ খো বেস্‌সবণো মহারাজা ভগবতো অধিবাসনং বিদিত্বা তাযং বেলাযং  
ইমং আটানাটিযং রক্‌খং অভাসি—

০৩। বিপস্‌সিস্‌স চ নমথু, চক্‌খুমন্ত্‌স্‌স সিরীমতো,  
সিখিস্‌সপি চ নমথু, সৰ্‌বভূতানুকম্পিনো।  
বেস্‌সভুস্‌স চ নমথু, নহাতকস্‌স তপস্‌সিনো,  
নমথু ককুসঙ্‌কস্‌স, মারসেনপমদ্‌দিনো।  
কোণাগমনস্‌স নমথু, ব্রাহ্মণস্‌স বুসীমতো,  
কস্‌সপস্‌স চ নমথু, বিপ্লমুত্তস্‌স সৰ্‌বধি।  
অঙ্গীরসস্‌স নমথু, সকা্যপুত্তস্‌স সিরীমতো,  
যো ইমং ধম্মং দেসেসি, সৰ্‌বদুক্‌খপনূদনং।  
যে চা'পি নিব্বুতা লোকে, যথাভূতং বিপস্‌সিসুং,  
তে জনা অপিসুনাথ, মহন্তা বীতসারদা।  
হিতং দেবম্নুস্‌সানং, যং নমস্‌সন্তি গৌতমং,  
বিজ্জাচরণসম্পন্নং, মহন্তং বীতসারদং।

০৪। যতো উল্লচ্ছতি সুরিয়ো, আদিচ্ছো মণ্ডলী মহা,  
যস্‌স চুল্লচ্ছমানস্‌স, সংবরীপি নিরুজ্জতি।  
যস্‌স চুল্লতে সুরিয়ো, দিবসো'তি পবুচ্ছতি,  
রহদো'পি তথগম্ভীরো, সমুদ্বো সরিতোদকো।  
এবং তং তথ জানন্তি, সমুদ্বো সরিতোদকো,  
ইতো সা পুরিমা দিসা, ইতি নং আচিক্‌খতী জনো।  
যং দিসং অভিপালেতি, মহারাজা যসস্‌সি সো,  
গন্ধব্বানং অধিপতি, ধতরট্ঠো ইতি নাম সো।  
রমতী নচ্চগীতেহি, গন্ধব্বেহি পুরক্‌খতো,  
পুত্তাপি তস্‌স বহবো, একনামা'তি মে সুতং।  
অসীতি দস-একো চ, ইন্দনামা মহব্বলা,  
তে চাপি বুদ্ধং দিস্বান, বুদ্ধং আদিচ্চব্বন্ধনং।  
দূরতোব নমস্‌সন্তি, মহন্তং বীতসারদং,  
নমো তে পুরিসাজএংএং, নমো তে পুরিসুত্তম।  
কুসলেন সমেকখসি, অম্নুস্‌সাপি তং বন্দন্তি,  
সুতং নেতং অভিহসো, তস্মা এবং বদেমসে।  
জিনং বন্দথ গৌতমং, জিনং বন্দাম গৌতমং,  
বিজ্জাচরণসম্পন্নং, বুদ্ধং বন্দাম গৌতমং।

- ০৫। যেন পেতা পবুচ্ছন্তি, পিসুণা পিটঠিমংসিকা,  
 পাণাতিপাতিনো লুদা, চোরা নেকতিকা জনা।  
 ইতো সা দকিখণা দিসা, ইতি নং আচিক্খতী জনো।  
 যং দিসং অভিপালেতি, মহারাজা যসস্‌সি সো,  
 কুন্ডুগ্গাণং অধিপতি, বিরুল্‌হো ইতি নামসো।  
 রমতী নচ্চগীতেহি, কুন্ডুগ্গেহি পুরক্‌খতো,  
 পুত্তাপি তস্‌স বহবো, একনামা'তি মে সুতং।  
 অসীতি দস একো চ, ইন্দনামা মহব্বলা,  
 তে চাপি বুদ্ধং দিস্বান, বুদ্ধং আদিচ্চবন্ধুণং।  
 দূরতোব নমস্‌সন্তি, মহত্তং বীতসারদং,  
 নমো তে পুরিসাজ্‌ঞে, নমো তে পুরিসুত্তম।  
 কুসলেন সমেক্‌খসি, অমনুস্‌সাপি তং বন্দন্তি,  
 সুতং নেতং অভিগ্‌হসো, তস্মা এবং বদেমসে।  
 জিনং বন্দথ গোতমং, জিনং বন্দাম গোতমং,  
 বিজ্জাচরণসম্পন্নং, বুদ্ধং বন্দাম গোতমং।
- ০৬। যথ চোপ্পচ্ছতি সুরিয়ো, আদিচ্ছো মণ্ডলী মহা,  
 যস্‌স চোপ্পচ্ছমানস্‌স, দিবসোপি নিরুজ্জতি।  
 যস্‌স চোপ্পচ্ছতে সুরিয়ো, সংবরীতি পবুচ্ছতি,  
 রহদোপি তথ গম্ভীরো, সমুদ্বো সরিতোদকো।  
 এবং তং তথ জানন্তি, সমুদ্বো সরিতোদকো,  
 ইতো সা পচ্ছিমা দিসা, ইতি নং আচিক্‌খতী জনো।  
 যং দিসং অভিপালেতি, মহারাজা যসস্‌সি সো,  
 নাগানং চ অধিপতি, বিরুল্পক্‌খো ইতি নামসো।  
 রমতী নচ্চ-গীতেহি, নাগোহেব পুরক্‌খতো,  
 পুত্তাপি তস্‌স বহবো, একনামা'তি মে সুতং।  
 অসীতি দস একো চ, ইন্দনামা মহব্বলা,  
 তে চাপি বুদ্ধং দিস্বান, বুদ্ধং আদিচ্চবন্ধুণং।  
 দূরতোব নমস্‌সন্তি, মহত্তং বীতসারদং,  
 নমো তে পুরিসাজ্‌ঞে, নমো তে পুরিসুত্তম;  
 কুসলেন সমেক্‌খসি, অমনুস্‌সাপি তং বন্দন্তি,  
 সুতং নেতং অভিগ্‌হসো, তস্মা এবং বদেমসে।  
 জিনং বন্দথ গোতমং, জিনং বন্দাম গোতমং,

বিজ্ঞাচরণসম্পন্নং, বুদ্ধং বন্দাম গৌতমং ।  
 ০৭। যেন উত্তরকুরুরম্মা, মহানের্ সুদস্সনো,  
 মনুস্সা তথ জায়ন্তি, অমমা অপরিপ্লহা ।  
 ন তে বীজং পবপন্তি, নপি নীযন্তি নঙ্গলা,  
 অকট্টপাকিমং সালিং, পরিভুঞ্জন্তি মানুসা ।  
 অকণং অথুসং সুদ্ধং, সুগন্ধং তণ্ডুলপ্ফলং,  
 তুণ্ডিকীরে পচিত্বান, ততো ভুঞ্জন্তি ভোজনং ।  
 গাবিং একখুরং কত্বা, অনুযন্তি দিসোদিসং,  
 পসুং একখুরং কত্বা, অনুযন্তি দিসোদিসং ।  
 ইথিং বা বাহনং কত্বা, অনুযন্তি দিসোদিসং,  
 পুরিসং বাহনং কত্বা, অনুযন্তি দিসোদিসং ।  
 কুমারিং বাহনং কত্বা, অনুযন্তি দিসোদিসং,  
 কুমারং বাহনং কত্বা, অনুযন্তি দিসোদিসং ।  
 তে যানে অভিরূহিত্বা সৰ্বা দিসা—  
 অনুপরিযায়ন্তি পচারা তস্স রাজিনো,  
 হত্থীয়ানং, অস্সযানং, দিব্বং যানং উপট্টঠিতং,  
 পাসাদা সিবিব্বা চেব, মহারাজস্স যস্সস্সিনো ।  
 তস্স চ নগরা অহু, অন্তলিক্খে সুমাপিতা,

আটানাটা কুসিনাটা পরকুসিনাটা, নাটপুরিয়া পরকুসিতনাটা ।

উত্তরেন কপিবন্তো জনোঘমপরেন চ । নবনবুতিযো অম্বর অম্বরবতিযো  
 আলকমন্দা নাম রাজধানী । কুবেরস্স খো পন, মারিস, মহারাজস্স বিসাণা  
 নাম রাজধানী । তস্সা কুবেরো মহারাজা, বেস্সবণোতি পবুচ্চতি ।  
 পচ্ছেসন্তো পকাসেন্তি ততোলা তত্তলা ততোতলা; ওজসি তেজসি ততোজসী  
 সুরো রাজা অরিট্টো নেমি । রহদোপি তথ ধরণী নাম, যতো মেঘা  
 পবস্সন্তি; বস্সা যতো পতায়ন্তি, সভাপি তথ ভগলবতী নাম । যথ যক্খা  
 পায়িরপাসন্তি, তথ নিচ্চফলা রক্খা, নানা দিজগণা যুতা,  
 ময়ুরকোঞ্চগাভিরদা । কোকিলাদীহি বপ্পুহি ।

জীবঞ্জীবকসদেথ, অথো ওট্টবচিন্তকা,  
 কুকুথকা কুলীরকা, বনে পোক্খরসাতকা ।  
 সুখসালিকসদেথ, দণ্ডমানবকানি চ,  
 সোভতি সৰ্বকালং সা, কুবেরনলিনী সদা;  
 ইতো সা উত্তরা দিসা, ইতি নং আচিক্খতী জনো ।

যং দিসং অভিপালেতি, মহারাজা যসস্‌সি সো,  
 যক্‌খানং চ অধিপতি, কুবেরো ইতি নামসো ।  
 রমতী নচ্চগীতেহি, যক্‌থেহেব পুরক্‌খতো,  
 পুত্তাপি তস্‌স বহবো, একনামা<sup>৩</sup>তি মে সুতং ।  
 অসীতি দস একো চ, ইন্দনামা মহব্বলা,  
 তে চাপি বুদ্ধং দিস্বান, বুদ্ধং আদিচ্চবন্ধুনাং ।  
 দূরতোব নমস্‌সন্তি, মহন্তং বীতসারদং;  
 নমো তে পুরিসাজ্ঞঃঞঃ, নমো তে পুরিসুত্তম ।  
 কুসলেন সমেক্‌খসি, অমনুস্‌সাপি তং বন্দন্তি,  
 সুতং নেতং অভিগ্‌হসো, তস্মা এবং বদেমসে ।  
 জিনং বন্দথ গোতমং, জিনং বন্দাম গোতমং,  
 বিজ্জাচরণসম্পন্নং, বুদ্ধং বন্দাম গোতমন্তি ।

অযং খো সা, মারিস, আটানাটিয়া রক্‌খা, ভিক্‌খুনং-ভিক্‌খুনীনং,  
 উপাসকানং-উপাসিকানং, গুত্তিয়া রক্‌খায অবিহিংসায ফাসুবিহারায় ।

০৮ । যস্‌স কস্‌সচি মারিস, ভিক্‌খুস্‌স বা ভিক্‌খুনিয়া বা উপাসকস্‌স বা  
 উপাসিকায় বা অযং আটানাটিয়া রক্‌খা সুগ্‌গহিতা ভবিস্‌সতি সমত্তা  
 পরিয়াপুতা, তন্থেঃ অমনুস্‌সা যক্‌খো বা যক্‌খনী বা যক্‌খপোতকো বা  
 যক্‌খপোতিকা বা যক্‌খমহামত্তো বা যক্‌খপারিসজ্জো বা যক্‌খপচারো বা  
 গন্ধব্বো বা গন্ধব্বী বা গন্ধব্বপোতকো বা গন্ধব্বপোতিকা বা গন্ধব্বমহামত্তো  
 বা গন্ধব্বপারিসজ্জো বা গন্ধব্বপচারো বা; কুস্ত্‌গো বা কুস্ত্‌গী বা  
 কুস্ত্‌গপোতকো বা কুস্ত্‌গপোতিকা বা কুস্ত্‌গমহামত্তো বা কুস্ত্‌গপারিসজ্জো বা  
 কুস্ত্‌গপচারো বা; নাগো বা নাগিনী বা নাগপোতকো বা নাগপোতিকা বা  
 নাগমহামত্তো বা নাগপারিসজ্জো বা নাগপচারো বা পদুট্‌টচিত্তো ভিক্‌খুং বা  
 ভিক্‌খুনিং বা উপাসকং বা উপাসিকং বা গচ্ছন্তং বা অনুগচ্ছেয্য, ঠিতং বা  
 উপতিট্‌ঠেয্য, নিসিন্‌নং বা উপনিসীদেয্য, নিপন্নং বা উপনিপজ্জেয্য । ন মে  
 সো, মারিস, অমনুস্‌সো লভেয্য গমেসু বা নিগমেসু বা সঙ্কারণং বা গরুকারং  
 বা; ন মে সো মারিস, অমনুস্‌সো লভেয্য আলকমন্দায় নাম রাজধানীয়া বথুং  
 বা বাসং বা । ন মে সো, মারিস, অমনুস্‌সো লভেয্য যক্‌খানং সমিতিং গন্তং ।  
 অপিস্‌সু নং, মারিস, অমনুস্‌সা অনাবয়হম্পি নং করেয্যং অবিবয়হং ।  
 অপিস্‌সু নং, মারিস, অমনুস্‌সা অন্তাহিপি পরিপুত্তাহি পরিভাসাহি  
 পরিভাসেয্যুং । অপিস্‌সু নং, মারিস, অমনুস্‌সা রিত্তম্পিস্‌স পত্তং সীসে  
 নিক্কজ্জেয্যুং । অপিস্‌সু নং, মারিস, অমনুস্‌সা সত্তধাপি<sup>৩</sup>স্‌স মুদ্ধং ফালেয্যুং ।

সন্তি হি, মারিস, অমনুস্‌সা চণ্ডা, রুদ্রা, রভসা, তে নেব মহারাজানং  
 আদিযন্তি, ন মহারাজানং পুরিসকানং আদিযন্তি, ন মহারাজানং পুরিসকানং  
 পুরিসকানং আদিযন্তি। তে খো তে, মারিস, অমনুস্‌সা মহারাজানং অবরুদ্রা  
 নাম বুচ্চন্তি। সেয্যাথাপি— মারিস, রঞ্জেণ মাগধস্‌স বিজিতে মহাচোরা।  
 তে নেব রঞ্জেণ মাগধস্‌স আদিযন্তি, ন রঞ্জেণ মাগধস্‌স পুরিসকানং  
 আদিযন্তি, ন রঞ্জেণ মাগধস্‌স পুরিসকানং পুরিসকানং আদিযন্তি। তে খো  
 তে, মারিস, মহাচোরা রঞ্জেণ মাগধস্‌স অবরুদ্রা নাম বুচ্চন্তি। এবমেব  
 খো মারিস, সন্তি, অমনুস্‌সা চণ্ডা, রুদ্রা, রভসা, তে নেব মহারাজানং  
 আদিযন্তি, ন মহারাজানং পুরিসকানং আদিযন্তি, ন মহারাজানং পুরিসকানং  
 পুরিসকানং আদিযন্তি। তে খো তে, মারিস, অমনুস্‌সা মহারাজানং অবরুদ্রা  
 নাম বুচ্চন্তি। যো হি কোচি, মারিস, অমনুস্‌সো যক্‌খো বা যক্‌খিনী বা  
 যক্‌খপোতকো বা যক্‌খপোতিকা বা যক্‌খমহামত্তো বা যক্‌খপারিসজ্জো বা  
 যক্‌খপচারো বা; গন্ধৰ্বো বা গন্ধৰ্বী বা গন্ধৰ্বপোতকো বা গন্ধৰ্বপোতিকা  
 বা গন্ধৰ্বমহামত্তো বা গন্ধৰ্বপারিসজ্জো বা গন্ধৰ্বপচারো বা; কুম্ভণ্ণো বা  
 কুম্ভণ্ণী বা কুম্ভণ্ণপোতকো বা কুম্ভণ্ণপোতিকা বা কুম্ভণ্ণমহামত্তো বা  
 কুম্ভণ্ণপারিসজ্জো বা কুম্ভণ্ণপচারো বা; নাগো বা নাগিনী বা নাগপোতকো বা  
 নাগপোতিকা বা নাগমহামত্তো বা নাগপারিসজ্জো বা নাগপচারো বা  
 পদুট্ঠচিত্তো ভিক্‌খুং বা ভিক্‌খুনিং বা উপাসকং বা উপাসিকং বা গচ্ছত্তং বা  
 অনুগচ্ছ্যে, ঠিতং বা উপতিট্ঠেয়্য, নিসিন্ণং বা উপনিসীদেয়্য, নিপন্নং বা  
 উপনিপজ্জ্যে। ইমেসং যক্‌খানং মহাযক্‌খানং, সেনাপতীনং  
 মহাসেনাপতীনং, উজ্জাপেতব্বং বিক্কন্দিতব্বং বিরবিতব্বং, “অযং যক্‌খো  
 গণ্‌হাতি, অযং যক্‌খো আবিসতি, অযং যক্‌খো হেঠেতি, অযং যক্‌খো  
 বিহেঠেতি, অযং যক্‌খো হিংসতি, অযং যক্‌খো বিহিংসতি, অযং যক্‌খো ন  
 মুঞ্চতী”তি।”

০৯। কতমেসং যক্‌খানং মহাযক্‌খানং,

সেনাপতীনং মহাসেনাপতীনং?

ইন্দো সোমো বরুণো চ, ভারদ্বাজো পজাপতি;

চন্দনো কামসেট্ঠো চ, কিন্নুঘু নিঘু চ।

পনাদো ওপমঞ্জেণ চ, দেবসুতো চ মাতলি,

চিত্তসেনো চ গন্ধৰ্বো, নলো রাজা জনেসভো।

সাতাগিরো হেমবত্তো, পুণ্নকো করতিষো গুলো,

সিবকো মুচলিন্দো চ, বেঙ্গসামিত্তো যুগন্ধরো।



গোপালো সুপ্নরোধো চ, হিরি নেত্তি চ মন্দিযো,  
পঞ্চগলচণ্ডো আলবকো, পঙ্কুনো সুমনো সুমুখো  
দধিমুখো মণি মাণিবরো দীঘো, অথো সেরিসকো সহ ।

ইমেসং যক্খানং মহাযক্খানং, সেনাপতীনং মহাসেনাপতীনং,  
উজ্জাপেতব্বং বিক্কন্দিতব্বং বিরবিতব্বং, “অযং যক্খো গণ্হাতি, অযং  
যক্খো আবিসতি, অযং যক্খো হেঠেতি, অযং যক্খো বিহেঠেতি, অযং  
যক্খো হিংসতি, অযং যক্খো বিহিংসতি, অযং যক্খো ন মুঞ্চতী”তি ।”

অযং খো সা, মারিস, আটানাটিয়া রক্খা ভিক্খুনং-ভিক্খুণীনং,  
উপাসকানং-উপাসিকানং, গুত্তিয়া রক্খায অবিহিংসায় ফাসুবিহারাযা । হন্দ চ  
দানি মযং, মারিস, গচ্ছাম বহুকিচ্চা মযং বহুকরণীযা”তি । যস্সদানি তুম্হে  
মহারাজানো কালং মএংএথা”তি ।

১০। অথ খো চত্তারো মহারাজা উট্ঠায়াসনা ভগবন্তং অভিবাদেত্ঠা  
পদক্খিণং কত্তা তথেবন্তরুধাযিংসু । তেপি খো যক্খা উট্ঠায়াসনা অপ্পেকছে  
ভগবন্তং অভিবাদেত্ঠা পদক্খিণং কত্তা তথেবন্তরুধাযিংসু । অপ্পেকছে ভগবতা  
সদ্ধিং সম্মোদিংসু, সম্মোদনীযং কথং সারাণীযং বীতিসারেত্ঠা  
তথেবন্তরুধাযিংসু । অপ্পেকছে যেন ভগবা তেনজ্জলিং পণামেত্ঠা  
তথেবন্তরুধাযিংসু । অপ্পেকছে নামগোত্তং সাবেত্ঠা তত্তেবন্তরুধাযিংসু ।  
অপ্পেকছে তুণ্হীভূতা তথেবন্তরুধাযিংসু”তি॥

### আটানাটিয় সুত্তং (বড়) (দ্বিতীয় অংশ)

০১। অথ খো ভগবা তস্স রত্তিয়া অচ্চযেন ভিক্খু  
আমত্তেসি । ইমং ভিক্খবে, রত্তিং চত্তারো মহারাজা মহতিযা চ যক্খসেনায,  
মহতিযা চ গন্ধব্বসেনায, মহতিযা চ কুস্তগুসেনায, মহতিযা চ নাগসেনায,  
চতুদ্দিসং রক্খং ঠপেত্ঠা, চতুদ্দিসং গুম্বং ঠপেত্ঠা, চতুদ্দিসং ওবরণং ঠপেত্ঠা,  
অভিক্কত্তায রত্তিয়া অভিক্কত্তাবল্লা, কেবলকপ্পং গিজ্জকূটং পব্বতং ওভাসেত্ঠা,  
যেনাহং তেনুপসঙ্কমিংসু; উপসঙ্কমিত্ঠা মং অভিবাদেত্ঠা একমত্তং নিসীদিংসু ।  
তেপি খো, ভিক্খবে, যক্খা অপ্পেকছে মং অভিবাদেত্ঠা একমত্তং  
নিসীদিংসু । অপ্পেকছে মযা সদ্ধিং সম্মোদিংসু, সম্মোদনীযং কথং সারাণীযং  
বীতিসারেত্ঠা একমত্তং নিসীদিংসু । অপ্পেকছে যেনাহং তেনজ্জলিং পণামেত্ঠা  
একমত্তং নিসীদিংসু । অপ্পেকছে নামগোত্তং সাবেত্ঠা একমত্তং নিসীদিংসু ।  
অপ্পেকছে তুণ্হীভূতা একমত্তং নিসীদিংসু ।

০২। একমন্তং নিসিন্নো খো, ভিক্ষবে, বেস্সবণো মহারাজা মং  
এতদবোচ— সন্তি হি, ভন্তে, উলারা যক্খা ভগবতো অঙ্গসন্না। সন্তি হি,  
ভন্তে, উলারা যক্খা ভগবতো পসন্না। সন্তি হি, ভন্তে, মজ্জিমা যক্খা  
ভগবতো অঙ্গসন্না। সন্তি হি, ভন্তে, মজ্জিমা যক্খা ভগবতো পসন্না। সন্তি হি,  
ভন্তে, নীচা যক্খা ভগবতো অঙ্গসন্না, সন্তি হি, ভন্তে, নীচা যক্খা ভগবতো  
পসন্না। যেভুয্যেন খো পন, ভন্তে, যক্খা অঙ্গসন্নাযেব ভগবতো। তং কিস্স  
হেতু? ভগবা হি, ভন্তে, পাণাতিপাতা বেরমণীয়া ধম্মং দেসেতি, অদিন্নাদানা  
বেরমণীয়া ধম্মং দেসেতি, কামেসুমিচ্ছাচারা বেরমণীয়া ধম্মং দেসেতি,  
মুসাবাদা বেরমণীয়া ধম্মং দেসেতি, সুরামেরয়মজ্জপমাদট্ঠানা বেরমণীয়া  
ধম্মং দেসেতি। যেভুয্যেন খো পন, ভন্তে, যক্খা অঙ্গটিবিরতাযেব  
পাণাতিপাতা, অঙ্গটিবিরতা অদিন্নাদানা, অঙ্গটিবিরতা কামেসুমিচ্ছাচারা,  
অঙ্গটিবিরতা মুসাবাদা, অঙ্গটিবিরতা সুরামেরয়মজ্জপমাদট্ঠানা, তেসং তং  
হোতি অঙ্গিযং অমনাপং।

সন্তি হি, ভন্তে ভগবতো সাবকা অরএংএবনপথানি পত্তানি সেনাসনানি  
পটিসেবন্তি; অঙ্গসদানি অঙ্গনিগ্ঘোসানি বিজনবাতানি মনুস্সরাহস্সেয্যকানি  
পটিসল্লানসারঙ্গানি। তথ সন্তি উলারা যক্খা নিবাসিনো, যে ইমস্মিং  
ভগবতো পাবচনে অঙ্গসন্না, তেসং পসাদায় উগ্গহাতু, ভন্তে, ভগবা  
আটানাটিয়ং রক্খং ভিক্ষুনাং-ভিক্ষুনীনং, উপাসকানাং-উপাসিকানাং, গুত্তিয়া  
রক্খায় অবহিংসায় ফাসুবিহারায়'তি। অধিবাসেসি খো, অহং, ভিক্ষবে,  
তুণ্হীভাবেন। অথ খো, ভিক্ষবে, বেস্সবণো মহারাজা মে অধিবাসনং  
বিদিত্বা তাযং বেলাযং ইমং আটানাটিয়ং রক্খং অভাসি—

০৩। বিপস্সিস্স চ নমথু, চক্খুমন্তস্স সিরীমতো,  
সিথিস্সপি চ নমথু, সব্বভূতানুকম্পিনো।  
বেস্সভুস্স চ নমথু, নহাতকস্স তপস্সিনো,  
নমথু ককুসঙ্কস্স, মারসেনপমদ্দিনো।  
কোণাগমনস্স নমথু, ব্রাহ্মণস্স বুসীমতো,  
কস্সপস্স চ নমথু, বিপ্পমুত্তস্স সব্বধি।  
অঙ্গীরসস্স নমথু, সাক্যপুত্তস্স সিরীমতো,  
যো ইমং ধম্মং দেসেসি, সব্বদুক্খপনূদনং।  
যে চা'পি নিব্বুতা লোকে, যথাভূতং বিপস্সিসুং,  
তে জনা অপিসুনাথ, মহত্তা বীতসারদা।  
হিতং দেবমনুস্সানাং, যং নমস্সন্তি গোতমং,

- বিজ্ঞাচরণসম্পন্নং, মহন্তং বীতসারদং ।
- ০৪ । যতো উগ্গচ্ছতি সুরিযো, আদিচ্ছো মণ্ডলী মহা,  
 যস্ স চুগ্গচ্ছমানস্ স, সংবরীপি নিরুজ্জ্বতি ।  
 যস্ স চুগ্গতে সুরিযো, দিবসো'তি পবুচ্ছতি,  
 রহদো'পি তথগম্ভীরো, সমুদ্বো সরিতোদকো ।  
 এবং তং তথ জানন্তি, সমুদ্বো সরিতোদকো,  
 ইতো সা পুরিমা দিসা, ইতি নং আচিক্খতী জনো ।  
 যং দিসং অভিপালেতি, মহারাজা যসস্ সিসো,  
 গন্ধব্বানং অধিপতি, ধতরট্ঠো ইতি নাম সো ।  
 রমতী নচ্চগীতেহি, গন্ধব্বেহি পুরক্খতো,  
 পুত্তাপি তস্ স বহবো, একনামা'তি মে সুতং ।  
 অসীতি দস-একো চ, ইন্দনামা মহব্বলা,  
 তে চাপি বুদ্ধং দিস্বান, বুদ্ধং আদিচ্চবন্ধুণং ।  
 দূরতোব নমস্ সন্তি, মহন্তং বীতসারদং,  
 নমো তে পুরিসাজ্ঞে, নমো তে পুরিসুত্তম ।  
 কুসলেন সমেক্খসি, অমনুস্ সাপি তং বন্দন্তি,  
 সুতং নেতং অভিগ্হসো, তস্মা এবং বদেমসে ।  
 জিনং বন্দথ গোতমং, জিনং বন্দাম গোতমং,  
 বিজ্ঞাচরণসম্পন্নং, বুদ্ধং বন্দাম গোতমং ।
- ০৫ । যেন পেতা পবুচ্ছন্তি, পিসুণা পিট্ঠিমংসিকা,  
 পাণাতিপাতিনো লুদা, চোরা নেকতিকা জনা ।  
 ইতো সা দক্খিণা দিসা, ইতি নং আচিক্খতী জনো ।  
 যং দিসং অভিপালেতি, মহারাজা যসস্ সিসো,  
 কুম্ভগ্গানং অধিপতি, বিরুল্হো ইতি নামসো ।  
 রমতী নচ্চগীতেহি, কুম্ভগ্গেহি পুরক্খতো,  
 পুত্তাপি তস্ স বহবো, একনামা'তি মে সুতং ।  
 অসীতি দস একো চ, ইন্দনামা মহব্বলা,  
 তে চাপি বুদ্ধং দিস্বান, বুদ্ধং আদিচ্চবন্ধুণং ।  
 দূরতোব নমস্ সন্তি, মহন্তং বীতসারদং,  
 নমো তে পুরিসাজ্ঞে, নমো তে পুরিসুত্তম ।  
 কুসলেন সমেক্খসি, অমনুস্ সাপি তং বন্দন্তি,  
 সুতং নেতং অভিগ্হসো, তস্মা এবং বদেমসে ।

- জিনং বন্দথ গোতমং, জিনং বন্দাম গোতমং,  
বিজ্জাচরণসম্পন্নং, বুদ্ধং বন্দাম গোতমং ।
- ০৬ । যথ চোপ্পচ্ছতি সুরিয়ো, আদিচো মণ্ডলী মহা,  
যস্স চোপ্পচ্ছমানস্স, দিবসোপি নিরুজ্জতি ।  
যস্স চোপ্পচ্ছতে সুরিয়ো, সংবরীতি পবুচ্ছতি,  
রহদোপি তথ গম্ভীরো, সমুদো সরিতোদকো ।  
এবং তং তথ জানন্তি, সমুদো সরিতোদকো,  
ইতো সা পচ্ছিমা দিসা, ইতি নং আচিক্খতী জনো ।  
যং দিসং অভিপালেতি, মহারাজা যসস্সি সো,  
নাগানং চ অধিপতি, বিরূপক্খো ইতি নামসো ।  
রমতী নচ্চ-গীতেহি, নাগেহেব পুরক্খতো,  
পুত্তাপি তস্স বহবো, একনামা'তি মে সুতং ।  
অসীতি দস একো চ, ইন্দনামা মহব্বলা,  
তে চা'পি বুদ্ধং দিস্বান, বুদ্ধং আদিচ্চবন্ধুনাং ।  
দূরতোব নমস্সন্তি, মহত্তং বীতসারদং,  
নমো তে পুরিসাজএংএং, নমো তে পুরিসুত্তম;  
কুসলেন সমেকখসি, অমনুস্সাপি তং বন্দন্তি,  
সুতং নেতং অভিহসো, তস্মা এবং বদেমসে ।  
জিনং বন্দথ গোতমং, জিনং বন্দাম গোতমং,  
বিজ্জাচরণসম্পন্নং, বুদ্ধং বন্দাম গোতমং ।
- ০৭ । যেন উত্তরকুরুরম্মা, মহানেরু সুদস্সনো,  
মনুস্সা তথ জায়ন্তি, অমমা অপরিপ্পহা ।  
ন তে বীজং পবপত্তি, নপি নীযন্তি নঙ্গলা,  
অকট্ঠপাকিমং সালিং, পরিভুজ্জন্তি মানুসা ।  
অকণং অথুসং সুদ্ধং, সুগদ্ধং তণ্ডুলপ্ফলং,  
তুণ্ডিকীরে পচিত্তান, ততো ভুজ্জন্তি ভোজনং ।  
গাবিং একখুরং কত্তা, অনুযন্তি দিসোদিসং,  
পসুং একখুরং কত্তা, অনুযন্তি দিসোদিসং ।  
ইথিং বা বাহনং কত্তা, অনুযন্তি দিসোদিসং,  
পুরিসং বাহনং কত্তা, অনুযন্তি দিসোদিসং ।  
কুমারিং বাহনং কত্তা, অনুযন্তি দিসোদিসং,  
কুমারং বাহনং কত্তা, অনুযন্তি দিসোদিসং ।

তে যানে অভিরূহিত্বা সৰ্বা দিসা—  
 অনুপরিযায়ন্তি পচারা তস্ স রাজিনো,  
 হত্থীয়ানং, অস্ সযানং, দিব্বং যানং উপট্ঠিতং,  
 পাসাদা সিবিৰা চেব, মহারাজস্ স যসস্ সিনো ।  
 তস্ স চ নগরা অহু, অন্তলিক্খে সুমাপিতা,

আটানাটা কুসিনাটা পরকুসিনাটা, নাটপুরিয়া পরকুসিতনাটা ।

উত্তরেন কপিবন্তো জনোঘমপরেন চ । নবনবুতিযো অম্বর অম্বরবতিযো  
 আলকমন্দা নাম রাজধানী । কুবেরস্ স খো পন, মারিস, মহারাজস্ স বিসাপা  
 নাম রাজধানী । তস্মা কুবেরো মহারাজা, বেস্ সবণোতি পবুচ্চতি ।  
 পচ্চেসন্তো পকাসেত্তি ততোলা তত্তলা ততোতলা; ওজসি তেজসি ততোজসী  
 সুরো রাজা অরিট্ঠো নেমি । রহদোপি তথ ধরণী নাম, যতো মেঘা  
 পবস্ সন্তি; বস্ সা যতো পতায়ন্তি, সভাপি তথ ভগলবতী নাম । যথ যক্খা  
 পায়িরপাসন্তি, তথ নিচ্চফলা রক্খা, নানা দিজ্জগণা যুতা,  
 ময়ুরকোঞ্চাভিরুদা । কোকিলাদীহি বন্ধুহি ।

জীবঞ্জীবকসদেথ, অথো ওট্ঠবচিত্তকা,  
 কুকুথকা কুলীরকা, বনে পোক্খরসাতকা ।  
 সুখসালিকসদেথ, দণ্ডমানবকানি চ,  
 সোভতি সৰ্বকালং সা, কুবেরনলিনী সদা;  
 ইতো সা উত্তরা দিসা, ইতি নং আচিক্খতী জনো ।  
 যং দিসং অভিপালেতি, মহারাজা যসস্ সিনো,  
 যক্খানং চ অধিপতি, কুবেরো ইতি নামসো ।  
 রমতী নচ্চগীতেহি, যক্খেহেব পুরক্খতো,  
 পুত্তাপি তস্ স বহবো, একনামাতি মে সুতং ।  
 অসীতি দস একো চ, ইন্দনামা মহব্বলা,  
 তে চাপি বুদ্ধং দিস্বান, বুদ্ধং আদিচ্চবন্ধুনাং ।  
 দূরতোব নমস্ সন্তি, মহত্তং বীতসারদং;  
 নমো তে পুরিসাজ্জএঃএঃ, নমো তে পুরিসুত্তম ।  
 কুসলেন সমেক্খসি, অমনুস্ সাপি তং বন্দন্তি,  
 সুতং নেতং অভিহসো, তস্মা এবং বদেমসে ।  
 জিনং বন্দথ গোতমং, জিনং বন্দাম গোতমং,  
 বিজ্জাচরণসম্পন্নং, বুদ্ধং বন্দাম গোতমন্তি ।

অযং খো সা, মারিস, আটানাটিয়া রক্খা, ভিক্খুনং-ভিক্খুনীনং,

উপাসকানং-উপাসিকানং, গুণ্দিয়া রক্খায অবিহিংসায় ফাসুবিসারায় ।

০৮ । যস্স কস্সচি মারিস, ভিক্খুস্স বা ভিক্খুনিয়া বা উপাসকস্স বা উপাসিকায় বা অযং আটানাদিয়া রক্খা সুগ্গহিতা ভবিস্সতি সমত্তা পরিয়াপুতা, তথেঃ অমনুস্সো যক্খো বা যক্খিনী বা যক্খপোতকো বা যক্খপোতিকা বা যক্খমহামত্তো বা যক্খপারিসজ্জো বা যক্খপচারো বা গন্ধব্বো বা গন্ধব্বী বা গন্ধব্বপোতকো বা গন্ধব্বপোতিকা বা গন্ধব্বমহামত্তো বা গন্ধব্বপারিসজ্জো বা গন্ধব্বপচারো বা; কুম্ভণ্ণো বা কুম্ভণ্ণী বা কুম্ভণ্ণপোতকো বা কুম্ভণ্ণপোতিকা বা কুম্ভণ্ণমহামত্তো বা কুম্ভণ্ণপারিসজ্জো বা কুম্ভণ্ণপচারো বা; নাগো বা নাগিনী বা নাগপোতকো বা নাগপোতিকা বা নাগমহামত্তো বা নাগপারিসজ্জো বা নাগপচারো বা পদুট্টচিত্তো ভিক্খুং বা ভিক্খুনিং বা উপাসকং বা উপাসিকং বা গচ্ছত্তং বা অনুগচ্ছেয়্য, ঠিতং বা উপতিট্ঠেয়্য, নিসিন্ণং বা উপনিসীদেয়্য, নিপন্নং বা উপনিপজ্জ্যেয়্য । ন মে সো, মারিস, অমনুস্সো লভেয়্য গমেসু বা নিগমেসু বা সঙ্করং বা গরুকারং বা; ন মে সো মারিস, অমনুস্সো লভেয়্য আলকমন্দায় নাম রাজধানীয়া বথুং বা বাসং বা । ন মে সো, মারিস, অমনুস্সো লভেয়্য যক্খানং সমিতিং গত্তং । অপিস্সু নং, মারিস, অমনুস্সা অনাবযহম্পি নং করেয়্যং অবিবযহং । অপিস্সু নং, মারিস, অমনুস্সা অভাহিপি পরিপুণ্ণাহি পরিভাসাহি পরিভাসেয়্যং । অপিস্সু নং, মারিস, অমনুস্সা রিত্তম্পিস্স পত্তং সীসে নিক্কুজ্জ্যেয়্যং । অপিস্সু নং, মারিস, অমনুস্সা সত্তথাপি'স্স মুদ্ধং ফালেয়্যং ।

সত্তি হি, মারিস, অমনুস্সা চণ্ডা, রুদ্ধা, রভসা, তে নেব মহারাজানং আদিযত্তি, ন মহারাজানং পুরিসকানং আদিযত্তি, ন মহারাজানং পুরিসকানং পুরিসকানং আদিযত্তি । তে খো তে, মারিস, অমনুস্সা মহারাজানং অবরুদ্ধা নাম বুচ্চত্তি । সেয্যথাপি— মারিস, রএঃএঃ মাগধস্স বিজিতে মহাচোরা । তে নেব রএঃএঃ মাগধস্স আদিযত্তি, ন রএঃএঃ মাগধস্স পুরিসকানং আদিযত্তি, ন রএঃএঃ মাগধস্স পুরিসকানং পুরিসকানং আদিযত্তি । তে খো তে, মারিস, মহাচোরা রএঃএঃ মাগধস্স অবরুদ্ধা নাম বুচ্চত্তি । এবমেব খো মারিস, সত্তি, অমনুস্সা চণ্ডা, রুদ্ধা, রভসা, তে নেব মহারাজানং আদিযত্তি, ন মহারাজানং পুরিসকানং আদিযত্তি, ন মহারাজানং পুরিসকানং পুরিসকানং আদিযত্তি । তে খো তে, মারিস, অমনুস্সা মহারাজানং অবরুদ্ধা নাম বুচ্চত্তি । যো হি কোচি, মারিস, অমনুস্সো যক্খো বা যক্খিনী বা যক্খপোতকো বা যক্খপোতিকা বা যক্খমহামত্তো বা যক্খপারিসজ্জো বা যক্খপচারো বা; গন্ধব্বো বা গন্ধব্বী বা গন্ধব্বপোতকো বা গন্ধব্বপোতিকা

বা গন্ধর্বমহামত্তো বা গন্ধর্বপারিসজ্জো বা গন্ধর্বপচারো বা; কুম্ভপ্তো বা কুম্ভপ্তোপাতকো বা কুম্ভপ্তোপাতিকা বা কুম্ভপ্তমহামত্তো বা কুম্ভপ্তপারিসজ্জো বা কুম্ভপ্তপচারো বা; নাগো বা নাগিনী বা নাগপোতকো বা নাগপোতিকা বা নাগমহামত্তো বা নাগপারিসজ্জো বা নাগপচারো বা পদুট্ঠচিভো ভিক্খুং বা ভিক্খুনিং বা উপাসকং বা উপাসিকং বা গচ্ছত্তং বা অনুগচ্ছেয়্য, ঠিতং বা উপতিট্ঠেয়্য, নিসিন্ণং বা উপনিসীদেয়্য, নিপল্লং বা উপনিপজ্জেয়্য। ইমেসং যক্খানং মহাযক্খানং, সেনাপতীনং মহাসেনাপতীনং, উজ্জাপেতব্বং বিক্কন্দিতব্বং বিরবিতব্বং, “অযং যক্খো গণ্হাতি, অযং যক্খো আবিসতি, অযং যক্খো হেঠেতি, অযং যক্খো বিহেঠেতি, অযং যক্খো হিংসতি, অযং যক্খো বিহিংসতি, অযং যক্খো ন মুঞ্চতী”তি।”

০৯। কতমেসং যক্খানং মহাযক্খানং,  
সেনাপতীনং মহাসেনাপতীনং?  
ইন্দো সোমো বরুণো চ, ভারদ্বাজো পজাপতি;  
চন্দনো কামসেট্ঠো চ, কিন্নঘণ্ডু নিঘণ্ডু চ।  
পনাদো ওপমএঃঞো চ, দেবসুতো চ মাতলি,  
চিভসেনো চ গন্ধর্বো, নলো রাজা জনেসভো।  
সাতাগিরো হেমবতো, পুণ্নকো করতিযো গুলো,  
সিবকো মুচলিন্দো চ, বেস্সামিভো যুগন্ধরো।  
গোপালো সুপ্পরোধো চ, হিরি নেত্তি চ মন্দিযো,  
পঞ্চগলচণ্ডো আলবকো, পজ্জুল্লো সুমনো সুমুখো  
দধিমুখো মণি মাণিবরো দীঘো, অথো সেরিসকো সহ।

ইমেসং যক্খানং মহাযক্খানং, সেনাপতীনং মহাসেনাপতীনং, উজ্জাপেতব্বং বিক্কন্দিতব্বং বিরবিতব্বং, “অযং যক্খো গণ্হাতি, অযং যক্খো আবিসতি, অযং যক্খো হেঠেতি, অযং যক্খো বিহেঠেতি, অযং যক্খো হিংসতি, অযং যক্খো বিহিংসতি, অযং যক্খো ন মুঞ্চতী”তি।”

অযং থো সা, মারিস, আটানাটিয়া রক্খা ভিক্খুনিং-ভিক্খুনীনিং, উপাসকানং-উপাসিকানং, গুত্তিয়া রক্খায অবিহিংসায় ফাসুবিহারায়া। হন্দ চ দানি মযং, মারিস, গচ্ছাম বহুকিচ্চা মযং বহুকরনীয়া”তি। যস্সদানি তুম্হে মহারাজানো কালং মএঃঞা”তি।

১০। অথ থো, ভিক্খবে, চত্তারো মহারাজা উট্ঠায়াসনা মং অভিবাদেত্ঠা পদক্খিণং কত্তা তথেবন্তরধাযিংসু। তেপি থো, ভিক্খবে, যক্খা উট্ঠায়াসনা

অপ্লেকচে মং অভিবাদেত্ৰা পদকখিণং কত্ৰা তথেবন্তরধাযিংসু। অপ্লেকচে মযা সন্ধিং সম্মোদিংসু, সম্মোদনীযং কথং সারাণীযং বীতিসারেত্ৰা তথেবন্তরধাযিংসু। অপ্লেকচে যেনাহং তেনজ্জলিং পণামেত্ৰা তথেবন্তরধাযিংসু। অপ্লেকচে নামগোত্তং সাবেত্ৰা তত্তেবন্তরধাযিংসু। অপ্লেকচে তুণ্হীভূতা তথেবন্তরধাযিংসু।

১১। উল্লংহাথ, ভিক্ষবে, আটানাটিযং রক্খং। পরিয়াপুণাথ, ভিক্ষবে, আটানাটিযং রক্খং। ধারেথ, ভিক্ষবে, আটানাটিযং রক্খং। অথসংহিতা, ভিক্ষবে, আটানাটিয়া রক্খা ভিক্ষুনং-ভিক্ষুণীনাং, উপাসকানাং-উপাসিকানাং, গুত্তিয়া রক্খায অবিহিংসায় ফাসুবিহারায়\*তি। ইদমবোচ ভগবা, অন্তমনা তে ভিক্ষু ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দুন্তি॥

### মহাসময সুত্তং (৩০)

০১। এবং মে সুত্তং— একং সমযং ভগবা সঙ্কেসু বিহরতি কপিলবথুস্মিং মহাবনে, মহতা ভিক্ষুসজ্জেন সন্ধিং পঞ্চমত্তেহি ভিক্ষুসতেহি সৰ্বেহেব অরহন্তেহি; দসহি চ লোকধাতুহি দেবতা যেভুয়েন সন্নিপতিতা হোন্তি ভগবত্তং দস্সনায ভিক্ষুসজ্জঞ্চ। অথ খো চতুন্নং সুদ্ধাবাসকাযিকানাং দেবানাং এতদহোসি। “অযং খো ভগবা সঙ্কেসু বিহরতি কপিলবথুস্মিং মহাবনে মহতা ভিক্ষুসজ্জেন সন্ধিং পঞ্চমত্তেহি ভিক্ষুসতেহি সৰ্বেহেব অরহন্তেহি; দসহি চ লোকধাতুহি দেবতা যেভুয়েন সন্নিপতিতা হোন্তি ভগবত্তং দস্সনায ভিক্ষুসজ্জঞ্চ। যনুনা মযস্পি যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমেয়্যাম; উপসঙ্কমিত্তা ভগবতো সন্তিকে পচেচকং গাথং ভাসেয়্যামা\*তি।”

০২। অথ খো তা দেবতা সেয্যথাপি নাম বলবা পুরিসো সমিজ্জিতং বা বাহং পসারেয্য পসারিতং বা বাহং সমিজ্জেয্য, এবমেব সুদ্ধাবাসেসু দেবেসু অন্তরহিতা ভগবতো পুরতো পাতুরহেংসু। অথ খো তা দেবতা ভগবত্তং অভিবাদেত্ৰা একমত্তং অট্টংসু। একমত্তং ঠিতা খো একা দেবতা ভগবতো সন্তিকে ইমং গাথং অভাসি—

মহাসমযো পবনস্মিং, দেবকাযা সমাগতা;

আগতম্হ ইমং ধম্মসমযং, দক্কিতাযে অপরাজিতসজ্জন্তি।

অথ খো অপরা দেবতা ভগবতো সন্তিকে ইমং গাথং অভাসি—

“তত্র ভিক্ষবো সমাদহংসু, চিত্তমত্তনো উজ্জুকমকংসু,

সারথী\*ব নেত্তানি গহেত্ৰা, ইন্দ্রিয়ানি রক্খন্তি পণ্ডিতা\*তি।”



অথ খো অপরা দেবতা ভগবতো সন্তিকে ইমং গাথং অভাসি—  
 “ছেত্বা খীলং ছেত্বা পলিঘং, ইন্দখীলং উচ্চ মনেজা;  
 তে চরন্তি সুদ্ধা বিমলা, চক্খুমতা সুদন্তা সুসুনাগা”তি ।”  
 অথ খো অপরা দেবতা ভগবতো সন্তিকে ইমং গাথং অভাসি—  
 “যেকেচি বুদ্ধং সরণং গতাসে, ন তে গমিস্সন্তি অপায়ভুমিং;  
 পহায় মানুসং দেহং, দেবকাযং পরিপুরেস্সন্তী”তি ।

### দেবতাসন্নিপাতা

০৩ । অথ খো ভগবা ভিক্ষু আমন্তেসি— “যেভুয়েন, ভিক্ষবে, দসসু  
 লোকধাতুসু দেবতা সন্নিপতিতা হোন্তি, তথাগতং দস্সনায ভিক্ষুসজ্জঞ্চ  
 যেপি তে, ভিক্ষবে, অহেসুং অতীতমদ্ধানং অরহন্তো সম্মাসম্মুদ্ধা, তেসম্পি  
 ভগবন্তানং এতপরমাযেব দেবতা সন্নিপতিতা অহেসুং সেয্যথাপি মযহং  
 এতরহি । যেপি তে, ভিক্ষবে, ভবিস্সন্তি অনাগতমদ্ধানং অরহন্তো  
 সম্মাসম্মুদ্ধা, তেসম্পি ভগবন্তানং এতপরমাযেব দেবতা সন্নিপতিতা ভবিস্সন্তি  
 সেয্যথাপি মযহং এতরহি । আচিকিখস্সামি, ভিক্ষবে, দেবকাযানং নামানি;  
 কিত্তযিস্সামি, ভিক্ষবে, দেবকাযানং নামানি; দেসেস্সামি, ভিক্ষবে,  
 দেবকাযানং নামানি । তং সুগাথং, সাধুকং মনসিকরোথ, ভাবিস্সামী”তি ।”  
 এবং, ভন্তে”তি খো তে ভিক্ষু ভগবতো পচ্চসেস্সাসুং । ভগবা এতদবোচ—

০৪ । সিলোকমনুকস্সামি যথ ভুম্মা তদস্সিতা,  
 যে সিতা গিরিগব্ভরং পহিতত্তা সমাহিতা ।  
 পুথুসীহাব সল্লীনা লোমহংসাভিসঙ্কনো,  
 ওদাতমনসা সুদ্ধা বিপ্পসল্লম্নাবিলা ।  
 ভীয্যো পঞ্চসতে এত্ত্বা বনে কপিলবথবে,  
 ততো আমন্তয়ী সথা সাবকে সাসনে রতে ।  
 দেবকাযা অভিক্কন্তা তে বিজানাথ ভিক্ষবো,  
 তে চ আতপ্পমকরং সুত্তা বুদ্ধস্স সাসনং ।  
 তেসং পাতুরহ্ণ এগাণং অমনুস্সানদস্সনং,  
 অপ্পেকে সতমদক্কুং সহস্সং অথ সত্তরিং ।  
 সতং একে সহস্সানং অমনুস্সানমদস্সং,  
 অপ্পেকেনত্তমদক্কুং দিসা সব্বা ফুটা অহুং ।  
 তঞ্চ সব্বং অভিএগ্গায ববথিত্তান চক্কুমা,  
 ততো আমন্তয়ী সথা সাবকে সাসনে রতে ।  
 দেবকাযা অভিক্কন্তা তে বিজানাথ ভিক্ষবো,

- যে বোহং কিণ্ডযিস্‌সামি গিরাহি অনুপুব্বসো ।  
 ০৫ । সত্তসহস্‌সা তে যক্‌খা ভুন্‌মা কাপিলবথ্বা,  
 ইন্ধিমন্তো জুতিমন্তো বণ্‌বন্তো যসস্‌সিনো;  
 মোদমানা অভিক্‌কামুং ভিক্‌খুনং সমিতিং বনং ।  
 ছসহস্‌সা হেমবতা যক্‌খা নানত্তবণ্‌নিনো,  
 ইন্ধিমন্তো জুতিমন্তো বণ্‌বন্তো যসস্‌সিনো;  
 মোদমানা অভিক্‌কামুং ভিক্‌খুনং সমিতিং বনং ।  
 সাতাগিরা তিসহস্‌সা যক্‌খা নানত্তবণ্‌নিনো,  
 ইন্ধিমন্তো জুতিমন্তো বণ্‌বন্তো যসস্‌সিনো;  
 মোদমানা অভিক্‌কামুং ভিক্‌খুনং সমিতিং বনং ।  
 ইচ্ছেতে সোলসসহস্‌সা যক্‌খা নানত্তবণ্‌নিনো,  
 ইন্ধিমন্তো জুতিমন্তো বণ্‌বন্তো যসস্‌সিনো;  
 মোদমানা অভিক্‌কামুং ভিক্‌খুনং সমিতিং বনং ।  
 বেস্‌সামিত্তা পঞ্চসতা যক্‌খা নানত্তবণ্‌নিনো,  
 ইন্ধিমন্তো জুতিমন্তো বণ্‌বন্তো যসস্‌সিনো;  
 মোদমানা অভিক্‌কামুং ভিক্‌খুনং সমিতিং বনং ।  
 কুন্‌দীরো রাজগহিকো বেপুল্লস্‌স নিবেসনং,  
 ভীয্যো নং সতসহস্‌সং যক্‌খানং পঘিরুপাসতি;  
 কুন্‌দীরো রাজগহিকো সোপাগা সমিতিং বনং ।  
 ০৬ । পুরিমঞ্চ দিসং রাজা ধতরট্‌ঠো পসাসতি,  
 গন্ধক্বানং অধিপতি মহারাজা যসস্‌সিসো ।  
 পুত্তাপি তস্‌স বহবো ইন্দনামা মহক্বলা,  
 ইন্ধিমন্তো জুতিমন্তো বণ্‌বন্তো যসস্‌সিনো;  
 মোদমানা অভিক্‌কামুং ভিক্‌খুনং সমিতিং বনং ।  
 দক্‌খণঞ্চ দিসং রাজা বিরুল্লহো তম্পসাসতি,  
 কুন্‌দুত্তানং অধিপতি মহারাজা যসস্‌সিসো ।  
 পুত্তাপি তস্‌স বহবো ইন্দনামা মহক্বলা,  
 ইন্ধিমন্তো জুতিমন্তো বণ্‌বন্তো যসস্‌সিনো;  
 মোদমানা অভিক্‌কামুং ভিক্‌খুনং সমিতিং বনং ।  
 পচ্ছিমঞ্চ দিসং রাজা বিরুল্পক্‌খো পসাসতি,  
 নাগানং চ অধিপতি মহারাজা যসস্‌সিসো ।  
 পুত্তাপি তস্‌স বহবো ইন্দনামা মহক্বলা,

ইন্ধিমন্তো জুতিমন্তো বগ্নবন্তো যসস্‌সিনো;  
মোদমানা অভিক্‌কামুং ভিক্‌খুনং সমিতিং বনং ।  
উত্তরঞ্চ দিসং রাজা কুবেরো তম্পসাসতি,  
যক্‌খানং অধিপতি মহারাজা যসস্‌সিনো ।  
পুত্তাপি তস্‌স বহবো ইন্দনামা মহব্বলা,  
ইন্ধিমন্তো জুতিমন্তো বগ্নবন্তো যসস্‌সিনো;  
মোদমানা অভিক্‌কামুং ভিক্‌খুনং সমিতিং বনং ।  
পুরিমং দিসং ধতরট্টো দক্‌খিণেন বিরুল্লহকো,  
পচ্ছিমেন বিরুল্লপক্‌খো কুবেরো উত্তরং দিসং ।  
চত্তারো তে মহারাজা সমন্তা চতুরো দিসা,  
দদল্লমানা অট্‌ঠংসু বনে কপিলবথবে ।

০৭ । তেসং মাযাবিনো দাসা আগুং বধ্‌গনিকা সঠা,  
মাযা কুটেণু বিটেণু বিটুচ্চ বিটুটো সহ ।  
চন্দনো কামসেট্টো চ কিনিঘণু নিঘণু চ,  
পনাদো ওপমএঃএগা চ দেবসুতো চ মাতলী ।  
চিত্তসেনো চ গন্ধব্বো নলোরাজা জনেসভো,  
আগা পধ্‌গসিখো চেব তিস্মরু সুরিয়বচ্ছসা ।  
এতে চ'এঃএগা চ রাজানো গন্ধব্বা সহ রাজ্জুভি,  
মোদমানা অভিক্‌কামুং ভিক্‌খুনং সমিতিং বনং ।

০৮ । অথাগুং নাগসা নাগা বেসালা সহতচ্ছকা,  
কম্বলস্‌সতরা আগুং পাযাগা সহ এগ্‌গতিভি ।  
যামুনা ধতরট্টা চ আগু নাগা যসস্‌সিনো,  
এরাবণো মহানাগো সোপাগা সমিতিং বনং ।  
যে নাগরাজে সহসা হরন্তি— দিব্বা দিজা পকিখ বিসুদ্ধচক্‌খু,  
বেহাসযা তে বনজমজ্জপত্তা চিত্রা সুপণ্ণা ইতি তেস নামং ।  
অভযং তদা নাগরাজানমাসি— সুপণ্ণতো খেমমকাসি বুদ্ধো,  
সণ্‌হাহি বাচাহি উপহ্‌সযন্তা নাগা সুপণ্ণা সরণমকংসু বুদ্ধং ।

০৯ । জিতা বজিরহথেন সমুদং অসুরাসিতা,  
ভাতরো বাসবস্‌সেতে ইন্ধিমন্তো যসস্‌সিনো ।  
কালকধ্‌গা মহাভিস্মা অসুরা দানবেঘসা,  
বেপচিত্তি সুচিত্তি চ পহারাদো নমুটী সহ ।  
সতঞ্চ বলিপুত্তানং সবে বেরোচনামকা,

১০।

সন্নিহিত্বা বলিসেনং রাহুভদ্রমুপাগমুং;  
 সমযোদানি ভদ্রস্তে ভিক্খুনং সমিতিং বনং ।  
 আপো চ দেবা পঠবী তেজো বাযো তদাগমুং,  
 বরুণা বারুণা দেবা সোমো চ যসসানো,  
 মেত্তা করুণা কাযিকা আগুং দেবা যসসানো,  
 দসেতে দসধা কাযা সবেষ নানত্তবল্লিনো ।  
 ইন্ধিমত্তো জুতিমত্তো বল্পবত্তো যসসানো,  
 মোদমানা অভিক্খামুং ভিক্খুনং সমিতিং বনং ।  
 বেণ্ডদেবা সহলী চ অসমা চ দুবে যমা,  
 চন্দসুপনিসা দেবা চন্দমাগুং পুরক্খত্বা ।  
 সুরিয়সুপনিসা দেবা সুরিয়মাগুং পুরক্খত্বা,  
 নক্খত্তানি পুরক্খত্বা আগুং মন্দবলাহকা ।  
 বসুনং বাসবো সেট্টো সেক্কোপাগা পুরিন্দদো,  
 দসেতে দসধা কাযা সবেষ নানত্তবল্লিনো ।  
 ইন্ধিমত্তো জুতিমত্তো বল্পবত্তো যসসানো,  
 মোদমানা অভিক্খামুং ভিক্খুনং সমিতিং বনং ।  
 অথাগুং সহভু দেবা জলমল্লিসিখারিব,  
 অরিত্ঠকা চ রোজা চ উমাপুপ্ফনিভাসিনো ।  
 বরুণা সহধম্মা চ অচ্চুতা চ অনেজকা,  
 সূলেয়রুচিরা আগুং, আগুং বাসবনেনসিনো ।  
 দসেতে দসধা কাযা সবেষ নানত্তবল্লিনো,  
 ইন্ধিমত্তো জুতিমত্তো বল্পবত্তো যসসানো,  
 মোদমানা অভিক্খামুং ভিক্খুনং সমিতিং বনং ।  
 সমানা মহাসমানা মানুসা মানুসুত্তমা,  
 খিড্ধাপদোসিকা আগুং, আগুং মনোপদোসিকা ।  
 অথাগুং হরযো দেবা যে চ লোহিতবাসিনো,  
 পারগা মহাপারগা আগুং দেবা যসসানো ।  
 দসেতে দসধা কাযা সবেষ নানত্তবল্লিনো,  
 ইন্ধিমত্তো জুতিমত্তো বল্পবত্তো যসসানো,  
 মোদমানা অভিক্খামুং ভিক্খুনং সমিতিং বনং ।  
 সুক্কাকরত্তা অরুণা আগুং বেঘনসা সহ,  
 ওদাতগযহা পামোক্খা আগুং দেবা বিচক্খণা ।

- সদামন্তা হারগজা মিস্‌সকা চ যসস্‌সিনো,  
 থনযং আগ পজ্জুগ্নো যো দিসা অভিবস্‌সতি ।  
 দসেতে দসধা কাযা সৰেব নানত্তবল্লিনো,  
 ইন্ধিমন্তো জুতিমন্তো বল্পবন্তো যসস্‌সিনো,  
 মোদমানা অভিক্কামুং ভিক্‌খুং সমিতিং বনং ।  
 খেমিয়া তুসিতা যামা কট্ঠকা চ যসস্‌সিনো,  
 লম্বীতকা লামসেট্ঠা জোতিনামা চ আসবা ।  
 নিম্মাণরতিনো আগুং, আথাগুং পরনিম্মিতা,  
 দসেতে দসধা কাযা সৰেব নানত্তবল্লিনো;  
 ইন্ধিমন্তো জুতিমন্তো বল্পবন্তো যসস্‌সিনো,  
 মোদমানা অভিক্কামুং ভিক্‌খুং সমিতিং বনং ।  
 সট্ঠেতে দেবনিকাযা সৰেব নানত্তবল্লিনো,  
 নামন্বযেন আগচ্ছুং যে চ'এঃএঃ সদিসা সহ ।  
 পবুথজাতিং অখিলং ওঘতিগ্নমনাসবং,  
 দক্‌খেমোঘতরং নাগং চন্দং'ব অসিতাতিগং ।
- ১১ । সুব্রহ্মা পরমন্তো চ পুত্তা ইন্ধিমন্তো সহ,  
 সণঙ্কুমারো তিসেসা চ সোপাগ সমিতিং বনং ।  
 সহস্‌সং ব্রহ্মলোকানং মহাব্রহ্মাভিতিট্ঠতি,  
 উপপন্নো জুতিমন্তো চ ভিস্মাকাযো যসস্‌সিনো ।  
 দসেথ ইস্‌সরা আগুং পচেচকবসবন্তিনো,  
 তেসঞ্চ মজ্জাতো আগ হারিতো পরিবারিতো ।
- ১২ । তে চ সৰেব অভিক্কেন্তে সহিন্দে দেবে সুব্রহ্মকে,  
 মারসেনা অভিক্কামি পস্‌স কণ্‌হস্‌স মন্দিযং ।  
 এথ গণ্‌হথ বন্ধথ রাগেন বন্ধমথু বো,  
 সমন্তা পরিবারেথ মা বো মুঞ্চিথ কোচি নং ।  
 ইতি তথ মহাসেনো কণ্‌হাসেনং অপেসযি,  
 পাণিনা তলমাহচ্চ সরং কত্তান ভেরবং ।  
 যথা পাবুস্‌সকো মেঘো থনযন্তো সবিজ্জুকো,  
 তদা সো পচ্চুধাবন্তি সঙ্কুকো অসযংবসে ।
- ১৩ । তঞ্চ সৰং অভিএঃএঃয ববথিত্তান চক্‌খুমা,  
 ততো আমন্তয়ী সথা সাবকে সাসনে রতে ।  
 মারসেনা অভিক্কেন্তা তে বিজানাত ভিক্‌খবো,

তে চ আতপ্লমকরং সুত্বা বুদ্ধস্ সাসনং ।  
 বীতরাগেহি পক্কামুং নেসং লোমাপি ইঞ্জয়ুং,  
 সবেষ বিজিতসঙ্গামা ভয়াতীতা যসস্ সিনো;  
 মোদন্তি সহ ভূতেহি সাবকা তে জনেসুতা<sup>১</sup>তি ॥

### মচ্ছরাজ পরিভূং (৩১)

পূরেন্তো বোধিসম্ভারে নিব্বত্তো মচ্ছ যোনিযং,  
 আচরিতঞ্চ এগতথং মহামেঘং পবস্ সযং ।  
 সন্ধেসু নিগ্ধোধারামে বসন্তেন মহেসিনা,  
 সারিপুত্তস্ থেরস্ ভাসিতং তং ভণাম হে ॥

### পরিভূং

পুনাপরং যদা হোমি মচ্ছরাজা মহাসরে,  
 উগ্ধে সুরিয়সন্তাপে উদকং খীযথে যথা;  
 ততো কাকা চ গিজ্জা চ বকা কুলাল সেনকা,  
 ভক্খযন্তি দিবা-রত্তিং মচ্ছে উপনিসীদিয ।  
 এবং চিত্তেসহং তথসহ এগতীহি পীলিতো,  
 কেন নু খো উপায়েন এগতী দুক্খা পমোচযে;  
 চিত্তযিত্তান ধম্মথং সচ্চং অদসম্পস্ সযং,  
 সচ্ছে ঠিত্তা পমোচেসি এগতীনন্তং অতিক্খযং ।  
 অনুস্ সরিত্তা সদ্ধম্মং পরমথং বিচিত্তযং,  
 অকাসি সচ্চকিরিযং যং লোকে ধুবসজ্জতং;  
 যতো সরামি অভানং যতো পত্তোম্মি বিএৎএত্তং ।  
 নাভিজানামি সঞ্চিচ্চ এক পাণম্পি হিংসিতং,  
 এতেন সচ্চবজ্জেন পজ্জুনো অভিবস্ সত্থু ।  
 অভিখনায় পজ্জুনো নিধিং কাকস্ স ন বাসযে,  
 কাকং সোকায রুদ্ধেহি মচ্ছে সোকা পমোচযে ।  
 সহকতে সচ্চবরে পজ্জুনো অভিগজ্জিয,  
 থালং নিল্লঞ্চ পূরেন্তো খণেন অভিবস্ সেসথ ।  
 এবরুপং সচ্চবরং কত্বা বীরিয়মুত্তমং,  
 বস্ সাপেসি মহামেঘং সচ্চতেজং পবস্ সিতো,  
 সচ্চেন মে সমো নথি, এসা মে সচ্চ পারমী<sup>২</sup>তি ॥

(বিঃ দ্র : সাড়ম্বরে বুদ্ধ পূজাদি সমাপ্ত করিয়া নূনপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষু দ্বারা

প্রথমে ‘মহাসময়’ সুত্ত পাঠ করাইয়া পরে এই ‘মচ্ছরাজ’ পরিত্রাণটি তিনবার পাঠ করাইয়া শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিলে অচিরে বৃষ্টিপাত হয় ।)॥

### মহাসতিপট্টান সুত্তং (৩২)

০১। এবং মে সুতং— একং সময়ং ভগবা কুরুসু বিহরতি কম্মাসধম্মং নাম কুরুণং নিগমো। তত্র থো ভগবা ভিক্ষু আমন্তেসি ভিক্ষবো’তি। ভদন্তে’তি তে ভিক্ষু ভগবতো পচ্চসেসাসুং, ভগবা এতদবোচ—

#### উদ্দেশ্যো

০২। একাযনো অযং ভিক্ষবে মগ্গো সত্তানং বিসুদ্ধিয়া সোক পরিদেবানং সমতিক্খমায় দুকখং দোমনস্সানং, অথঙ্গমায় এণয়স্স অধিগমায় নিব্বানস্স সচ্ছিকিরিয়ায। যদিদং চত্তারো সতিপট্টানা।

কতমে চত্তারো?

(ক) ইধ ভিক্ষবে ভিক্ষু কাযে কাযানুপস্সী বিহরতি, আতাপী সম্পজানো সতিমা বিনেয্য লোকে অভিজ্জা দোমনস্সং।

(খ) বেদনাসু বেদনানুপস্সী বিহরতি, আতাপী সম্পজানো সতিমা বিনেয্য লোকে অভিজ্জা দোমনস্সং।

(গ) চিত্তে চিত্তানুপস্সী বিহরতি, আতাপী সম্পজানো সতিমা বিনেয্য লোকে অভিজ্জা দোমনস্সং।

(ঘ) ধম্মেসু ধম্মানুপস্সী বিহরতি, আতাপী সম্পজানো সতিমা বিনেয্য লোকে অভিজ্জা দোমনস্সং।

#### কাযানুপস্সনা আনাপান পব্বং

০৩। কথঞ্চ পন ভিক্ষবে ভিক্ষু কাযে কাযানুপস্সী বিহরতি?

ইধ ভিক্ষবে! ভিক্ষু অরএংএগতো বা রুক্কমূলগতো বা সুএংএগাগরগতো বা নিসীদতি পল্লঙ্কং আভুজিত্তা, উজ্জং কাযং পনিধায়, পরিমুখং সতিং উপট্টপেত্তা, সো সতো বা অস্সসতি, সতো বা পস্সসতি; দীঘং বা অস্সসন্তো দীঘং অস্সসামী’তি পজানাতি। দীঘং বা পস্সসন্তো দীঘং পস্সসামী’তি পজানাতি। রস্সং বা অস্সসন্তো রস্সং অস্সসামী’তি পজানাতি। রস্সং বা পস্সসন্তো রস্সং পস্সসামী’তি পজানাতি। সব্বকাযপটিসংবেদী অস্সসিস্সামী’তি সিক্কতি। সব্বকাযপটিসংবেদী পস্সসিস্সামী’তি সিক্কতি। পস্সসন্তয়ং কাযসংথারং অস্সসিস্সামী’তি সিক্কতি। পস্সসন্তয়ং কাযসংথারং পস্সসিস্সামী’তি সিক্কতি।

সেয্যথা’পি ভিক্ষবে দক্কথো ভমকারো বা ভমকারন্তেবাসী বা দীঘং বা

অঙ্গস্তো “দীঘং অঙ্গামী”তি পজানাতি । রসং বা অঙ্গস্তো রসং অঙ্গামী”তি পজানাতি ।

এবমেব খো ভিক্ষবে ভিক্ষু দীঘং বা অস্‌সসন্তো দীঘং অস্‌সসামী”তি পজানাতি । দীঘং বা পস্‌সসন্তো দীঘং পস্‌সসামী”তি পজানাতি । রসং বা অস্‌সসন্তো রসং অস্‌সসামী”তি পজানাতি । রসং বা পস্‌সসন্তো রসং পস্‌সসামী”তি পজানাতি । সৰ্বকায়পটিসংবেদী অস্‌সসিস্‌সামী”তি সিক্‌খতি । সৰ্বকায়পটিসংবেদী পস্‌সসিস্‌সামী”তি সিক্‌খতি । পস্‌সম্ভয়ং কায়সংখারং অস্‌সসিস্‌সামী”তি সিক্‌খতি । পস্‌সম্ভয়ং কায়সংখারং পস্‌সসিস্‌সামী”তি সিক্‌খতি ।

ইতি অঙ্কত্তং বা কায়ে কায়ানুপস্‌সী বিহরতি । বহিদ্ধা বা কায়ে কায়ানুপস্‌সী বিহরতি । অঙ্কত্ত-বহিদ্ধা বা কায়ে কায়ানুপস্‌সী বিহরতি । সমুদয়ধম্মানুপস্‌সী বা কায়স্মিং বিহরতি । বয়ধম্মানুপস্‌সী বা কায়স্মিং বিহরতি । সমুদয়-বয়ধম্মানুপস্‌সী বা কায়স্মিং বিহরতি ।

অথি কাযো”তি বা পনস্‌স সতি পচ্চপট্ঠিতা হোতি, যাবদেব এগ্‌গমত্তায় পটিস্‌সতিমত্তায় অনিস্‌সিতো চ বিহরতি । ন চ কিঞ্চি লোকে উপাদিযতি । এবম্পি খো ভিক্ষবে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপস্‌সী বিহরতি ।

কায়ানুপস্‌সনা আনাপান পৰং নিট্ঠিতং

**কায়ানুপস্‌সনা ইরিযাপথ পৰং**

০৪ । পুন চ পরং ভিক্ষবে! ভিক্ষু গচ্ছন্তো বা গচ্ছামী”তি পজানাতি । ঠিতো বা ঠিতোম্‌হী”তি পজানাতি । নিসিন্‌নো বা নিসিন্‌নোম্‌হী”তি পজানাতি । সযানো বা সযানোম্‌হী”তি পজানাতি । যথা যথা বা পনস্‌স কাযো পণিহিতো হোতি । তথা তথা নং পজানাতি ।

ইতি অঙ্কত্তং বা কায়ে কায়ানুপস্‌সী বিহরতি । বহিদ্ধা বা কায়ে কায়ানুপস্‌সী বিহরতি । অঙ্কত্ত-বহিদ্ধা বা কায়ে কায়ানুপস্‌সী বিহরতি । সমুদয়ধম্মানুপস্‌সী বা কায়স্মিং বিহরতি । বয়ধম্মানুপস্‌সী বা কায়স্মিং বিহরতি । সমুদয়-বয়ধম্মানুপস্‌সী বা কায়স্মিং বিহরতি ।

অথি কাযো”তি বা পনস্‌স সতি পচ্চপট্ঠিতা হোতি, যাবদেব এগ্‌গমত্তায় পটিস্‌সতিমত্তায় অনিস্‌সিতো চ বিহরতি । ন চ কিঞ্চি লোকে উপাদিযতি । এবম্পি খো ভিক্ষবে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপস্‌সী বিহরতি ।

**কায়ানুপস্‌সনা সম্পজান পৰং**

০৫ । পুন চ পরং ভিক্ষবে! ভিক্ষু অভিক্‌কন্তে পটিক্‌কন্তে সম্পজানকারী



হোতি । আলোকিতে বিলোকিতে সম্প্রজানকারী হোতি । সমিঞ্জিতে পসারিতে সম্প্রজানকারী হোতি । সংঘাটি-পত্ত-চীবর ধারণে সম্প্রজানকারী হোতি । অসিতে, পীতে, খাযিতে, সাযিতে সম্প্রজানকারী হোতি । উচ্চারণ-পসাবকন্মে সম্প্রজানকারী হোতি । গতে, ঠিতে, নিসিন্বে, সুত্তে, জাগরিতে, ভাসিতে, তুণ্হীভাবে সম্প্রজানকারী হোতি ।

ইতি অজ্জত্তং বা কাযে কায়ানুপস্সী বিহরতি । বহিদ্ধা বা কাযে কায়ানুপস্সী বিহরতি । অজ্জত্ত-বহিদ্ধা বা কাযে কায়ানুপস্সী বিহরতি । সমুদযধম্মানুপস্সী বা কায়স্মিং বিহরতি । বযধম্মানুপস্সী বা কায়স্মিং বিহরতি । সমুদয-বযধম্মানুপস্সী বা কায়স্মিং বিহরতি ।

অথি কাযো'তি বা পনস্স সতি পচ্চপট্ঠিতা হোতি, যাবদেব এগ্গমত্তায় পট্ঠিস্সতিমত্তায় অনিস্সিতো চ বিহরতি । ন চ কিঞ্চি লোকে উপাদিযতি । এবস্মি খো ভিক্খবে ভিক্খু কাযে কায়ানুপস্সী বিহরতি ।

কায়ানুপস্সনা সম্প্রজান পব্বং নিট্ঠিতং

কায়ানুপস্সনা পটিকুলমনসিকার পব্বং

০৬ । পুন চ পরং ভিক্খবে! ভিক্খু ইমমেব কাযং উদ্ধং পাদতলা অধো কেসমথকা তচ পরিযত্তং পুরং নানপ্পকারস্স অসুচিনো পচ্চবেক্খতি ।

অথি ইমস্মিং কাযে— কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচো । মংসং, ন্হারং, অট্ঠি, অট্ঠিমিঞ্জা, বক্কং । হদযং, যকনং, কিলোমকং, পিহকং, পপ্ফাসং । অন্তং, অন্তগুণং, উদরিযং, করিসং, মথলুজ্জং । পিত্তং, সেম্হং, পূবেবা, লোহিতং, সেদো, মেদো । অস্সু, বসা, খেলো, সিঙ্গানিকা, লসিকা, মুত্তন্তি ।

সেয্যাথা'পি ভিক্খবে উভতো মুখা পুতোলিপূরা নানাবিহিতস্স ধএঃএঃস্স সেয্যথীদং— সালিনং, বিহিনং, মুগ্গানং, মাসানং, তিলানং, তণ্ডুলানং, তমেনং চক্খুমা পুরিসো মুঞ্চিত্তা পচ্চবেক্খ্য— ইমে সালি, ইমে বীহি, ইমে মুগ্গা, ইমে মাসা, ইমে তিলা, ইমে তণ্ডুলা'তি ।

এবমেব খো ভিক্খবে ভিক্খু ইমমেব কাযং উদ্ধং পাদতলা অধো কেসমথকা তচ পরিযত্তং পুরং নানপ্পকারস্স অসুচিনো পচ্চবেক্খতি ।

অথি ইমস্মিং কাযে— কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচো । মংসং, ন্হারং, অট্ঠি, অট্ঠিমিঞ্জা, বক্কং । হদযং, যকনং, কিলোমকং, পিহকং, পপ্ফাসং । অন্তং, অন্তগুণং, উদরিযং, করিসং, মথলুজ্জং । পিত্তং, সেম্হং, পূবেবা, লোহিতং, সেদো, মেদো । অস্সু, বসা, খেলো, সিঙ্গানিকা, লসিকা, মুত্তন্তি ।

ইতি অজ্জত্তং বা কাযে কায়ানুপস্সী বিহরতি । বহিদ্ধা বা কাযে

কায়ানুপস্‌সী বিহরতি। অঙ্কু-বহিদ্ধা বা কায়ে কায়ানুপস্‌সী বিহরতি। সমুদযধম্মানুপস্‌সী বা কায়স্মিং বিহরতি। বযধম্মানুপস্‌সী বা কায়স্মিং বিহরতি। সমুদয-বযধম্মানুপস্‌সী বা কায়স্মিং বিহরতি।

অথি কাযোঁতি বা পনস্‌স সতি পচুপট্ঠিতা হোতি, যাবদেব এগণমভ্রায় পটিস্‌সতিমভ্রায় অনিস্‌সিতো চ বিহরতি। ন চ কিঞ্চি লোকে উপাদিযতি। এবম্পি খো ভিক্ষবে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপস্‌সী বিহরতি।

কায়ানুপস্‌সনা পটিকুলমনসিকার পব্‌বং নিট্ঠিতং

### কায়ানুপস্‌সনা ধাতুমনসিকার পব্‌বং

০৭। পুন চ পরং ভিক্ষবে! ভিক্ষু ইমমেব কাযং যথাঠিতং যথা পণিহিতং ধাতুসো পচবেকথতি। অথি ইমস্মিং কায়ে— পঠবীধাতু, আপোধাতু, তেজোধাতু, বাযোধাতুঁতি। সেযথাপি ভিক্ষবে দক্থো গোঘাতকো বা গোঘাতকন্তেবাসী বা গাবিং বধিত্বা চাতুমহাপথে বিলসো বিভজিত্বা নিসিন্নো অস্‌স।

এবমেব খো ভিক্ষবে ভিক্ষু ইমমেব কাযং যথাঠিতং যথা পণিহিতং ধাতুসো পচবেকথতি। “অথি ইমস্মিং কায়ে পঠবীধাতু, আপোধাতু, তেজোধাতু, বাযোধাতুঁতি।

ইতি অঙ্কুং বা কায়ে কায়ানুপস্‌সী বিহরতি। বহিদ্ধা বা কায়ে কায়ানুপস্‌সী বিহরতি। অঙ্কু-বহিদ্ধা বা কায়ে কায়ানুপস্‌সী বিহরতি। সমুদযধম্মানুপস্‌সী বা কায়স্মিং বিহরতি। বযধম্মানুপস্‌সী বা কায়স্মিং বিহরতি। সমুদয-বযধম্মানুপস্‌সী বা কায়স্মিং বিহরতি।

অথি কাযোঁতি বা পনস্‌স সতি পচুপট্ঠিতা হোতি, যাবদেব এগণমভ্রায় পটিস্‌সতিমভ্রায় অনিস্‌সিতো চ বিহরতি। ন চ কিঞ্চি লোকে উপাদিযতি। এবম্পি খো ভিক্ষবে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপস্‌সী বিহরতি।

কায়ানুপস্‌সনা ধাতুমনসিকার পব্‌বং

### কায়ানুপস্‌সনা নবসীবথিক পব্‌বং

#### (পঠম সীবথিকং)

০৮। পুন চ পরং ভিক্ষবে! ভিক্ষু সেযথাপি পস্‌সেয্য সরীরং সীবথিকায় ছ্‌ট্ঠিতং, একাহমতং বা দ্বীহমতং বা তীহমতং বা উদ্ধুমতকং বা বিনীলকং বা বিপুলকং বা বিচ্ছিদকং বা বিকথযিতকং বা বিকথিত্তকং বা হতবিকথিতকং বা লোহিতকং বা পুলবকং বা অট্ঠিকজাতং। সো ইমমেব কাযং উপসংহরতি, “অযম্পি খো কাযো এবং ধম্মো এবং ভাবী এতং

অনতীতো’তি।

ইতি অঙ্কভং বা কায়ে কাযানুপস্‌সী বিহরতি। বহিদ্ধা বা কায়ে কাযানুপস্‌সী বিহরতি। অঙ্কভং-বহিদ্ধা বা কায়ে কাযানুপস্‌সী বিহরতি। সমুদযধম্মানুপস্‌সী বা কাযস্মিং বিহরতি। বযধম্মানুপস্‌সী বা কাযস্মিং বিহরতি। সমুদয-বযধম্মানুপস্‌সী বা কাযস্মিং বিহরতি।

অথি কাযো’তি বা পনস্‌স সতি পচ্চুপট্ঠিতা হোতি, যাবদেব এগ্গমত্তায় পটিস্‌সতিমত্তায় অনিস্‌সিতো চ বিহরতি। ন চ কিঞ্চি লোকে উপাদিয়তি। এবস্পি খো ভিক্‌খবে ভিক্‌খু কায়ে কাযানুপস্‌সী বিহরতি।

### (দুতীয় সীবথিকং)

০৯। পুন চ পরং ভিক্‌খবে! ভিক্‌খু সেয্যথা’পি পস্‌সেয্য সরীরং সীবথিকায় ছড়তিতং, কাকেহি বা খজ্জমানং, কুললেহি বা খজ্জমানং, গিজ্জেহি বা খজ্জমানং, কজ্জেহি বা খজ্জমানং, সুনখেহি বা খজ্জমানং, ব্যগ্গেহি বা খজ্জমানং, দীপিহি বা খজ্জমানং, সিঙ্গালেহি বা খজ্জমানং, বিবিধেহি পানকজাতেহি বা খজ্জমানং। সো ইমমেব কাযং উপসংহরতি, “অযস্পি খো কাযো এবং ধম্মো এবং ভাবী এতং অনতীতো’তি।

ইতি অঙ্কভং বা কায়ে কাযানুপস্‌সী বিহরতি। বহিদ্ধা বা কায়ে কাযানুপস্‌সী বিহরতি। অঙ্কভং-বহিদ্ধা বা কায়ে কাযানুপস্‌সী বিহরতি। সমুদযধম্মানুপস্‌সী বা কাযস্মিং বিহরতি। বযধম্মানুপস্‌সী বা কাযস্মিং বিহরতি। সমুদয-বযধম্মানুপস্‌সী বা কাযস্মিং বিহরতি।

অথি কাযো’তি বা পনস্‌স সতি পচ্চুপট্ঠিতা হোতি, যাবদেব এগ্গমত্তায় পটিস্‌সতিমত্তায় অনিস্‌সিতো চ বিহরতি। ন চ কিঞ্চি লোকে উপাদিয়তি। এবস্পি খো ভিক্‌খবে ভিক্‌খু কায়ে কাযানুপস্‌সী বিহরতি।

### (ততীয় সীবথিকং)

১০। পুন চ পরং ভিক্‌খবে! ভিক্‌খু সেয্যথাপি পস্‌সেয্য সরীরং সীবথিকায় ছড়তিতং, অট্ঠিক-সংখলিকং, সমংসলোহিতং, ন্‌হারু-সম্বন্ধং। সো ইমমেব কাযং উপসংহরতি, “অযস্পি খো কাযো এবং ধম্মো এবং ভাবী এতং অনতীতো’তি।

ইতি অঙ্কভং বা কায়ে কাযানুপস্‌সী বিহরতি। বহিদ্ধা বা কায়ে কাযানুপস্‌সী বিহরতি। অঙ্কভং-বহিদ্ধা বা কায়ে কাযানুপস্‌সী বিহরতি। সমুদয ধম্মানুপস্‌সী বা কাযস্মিং বিহরতি। বয ধম্মানুপস্‌সী বা কাযস্মিং বিহরতি। সমুদয বয ধম্মানুপস্‌সী বা কাযস্মিং বিহরতি।

অথি কাযো’তি বা পনসস সতি পচ্চপট্ঠিতা হোতি, যাবদেব এগাণমভ্রায় পটিস্‌সতিমভ্রায় অনিস্‌সিতো চ বিহরতি। ন চ কিঞ্চি লোকে উপাদিযতি। এবম্পি খো ভিক্‌খবে ভিক্‌খু কাযে কাযানুপস্‌সী বিহরতি।

### (চতুর্থ সীবথিকং)

১১। পুন চ পরং ভিক্‌খবে! ভিক্‌খু সেয্যথাপি পস্‌সেয্য সরীরং সীবথিকায় ছড়তিতং, অট্ঠিক-সংখলিকং নিমংসলোহিতং মক্‌খিতং— ন্‌হারু-সম্বন্ধং। সো ইমমেব কাযং উপসংহরতি, “অম্পি খো কাযো এবং ধম্মো এবং ভাবী এতং অনতীতো’তি।

ইতি অজ্জত্তং বা কাযে কাযানুপস্‌সী বিহরতি। বহিদ্ধা বা কাযে কাযানুপস্‌সী বিহরতি। অজ্জত্ত-বহিদ্ধা বা কাযে কাযানুপস্‌সী বিহরতি। সমুদযধম্মানুপস্‌সী বা কাযস্মিং বিহরতি। বযধম্মানুপস্‌সী বা কাযস্মিং বিহরতি। সমুদয-বযধম্মানুপস্‌সী বা কাযস্মিং বিহরতি।

অথি কাযো’তি বা পনসস সতি পচ্চপট্ঠিতা হোতি, যাবদেব এগাণমভ্রায় পটিস্‌সতিমভ্রায় অনিস্‌সিতো চ বিহরতি। ন চ কিঞ্চি লোকে উপাদিযতি। এবম্পি খো ভিক্‌খবে ভিক্‌খু কাযে কাযানুপস্‌সী বিহরতি।

### (পঞ্চম সীবথিকং)

১২। পুন চ পরং ভিক্‌খবে! ভিক্‌খু সেয্যথাপি পস্‌সেয্য সরীরং সীবথিকায় ছড়তিতং, অট্ঠিক-সংখলিকং অপগত-মংসলোহিতং, ন্‌হারু-সম্বন্ধং। সো ইমমেব কাযং উপসংহরতি, “অম্পি খো কাযো এবং ধম্মো এবং ভাবী এতং অনতীতো’তি।

ইতি অজ্জত্তং বা কাযে কাযানুপস্‌সী বিহরতি। বহিদ্ধা বা কাযে কাযানুপস্‌সী বিহরতি। অজ্জত্ত-বহিদ্ধা বা কাযে কাযানুপস্‌সী বিহরতি। সমুদযধম্মানুপস্‌সী বা কাযস্মিং বিহরতি। বযধম্মানুপস্‌সী বা কাযস্মিং বিহরতি। সমুদয-বযধম্মানুপস্‌সী বা কাযস্মিং বিহরতি।

অথি কাযো’তি বা পনসস সতি পচ্চপট্ঠিতা হোতি, যাবদেব এগাণমভ্রায় পটিস্‌সতিমভ্রায় অনিস্‌সিতো চ বিহরতি। ন চ কিঞ্চি লোকে উপাদিযতি। এবম্পি খো ভিক্‌খবে ভিক্‌খু কাযে কাযানুপস্‌সী বিহরতি।

### (ছট্ঠম সীবথিকং)

১৩। পুন চ পরং ভিক্‌খবে! ভিক্‌খু সেয্যথাপি পস্‌সেয্য সরীরং সীবথিকায় ছড়তিতং, অট্ঠিকানি অপগতসম্বন্ধানি দিসাবিদিসাসু বিক্‌খিত্তানি। অএৎ‌এণ হথট্ঠিকং, অএৎ‌এণ পাদট্ঠিকং, অএৎ‌এণ গোপ্‌ফকট্ঠিকং,

অএঃএঃন জঙ্ঘট্টিকং, অএঃএঃন উরুট্টিকং, অএঃএঃন কটিট্টিকং, অএঃএঃন ফাসুকট্টিকং, অএঃএঃন পিট্টিকং, অএঃএঃন খন্ডট্টিকং, অএঃএঃন গীবট্টিকং, অএঃএঃন হনুকট্টিকং, অএঃএঃন দন্তট্টিকং, অএঃএঃন সীসকট্টাহং। সো ইমমেব কাযং উপসংহরতি, “অযম্পি খো কাযো এবং ধম্মো এবং ভাবী এতং অনতীতো”তি।

ইতি অঙ্কত্তং বা কাযে কায়ানুপস্সী বিহরতি। বহিদ্ধা বা কাযে কায়ানুপস্সী বিহরতি। অঙ্কত্ত-বহিদ্ধা বা কাযে কায়ানুপস্সী বিহরতি। সমুদয়ধম্মানুপস্সী বা কায়স্মিং বিহরতি। বয়ধম্মানুপস্সী বা কায়স্মিং বিহরতি। সমুদয়-বয়ধম্মানুপস্সী বা কায়স্মিং বিহরতি।

অথি কাযো”তি বা পনস্স সতি পচ্চপট্টিতা হোতি, যাবদেব এগণমত্তায় পটিস্সতিমত্তায় অনিস্সিতো চ বিহরতি। ন চ কিঞ্চি লোকে উপাদিযতি। এবম্পি খো ভিক্ষবে ভিক্ষু কাযে কায়ানুপস্সী বিহরতি।

### (সত্তম সীবথিকং)

১৪। পুন চ পরং ভিক্ষবে! ভিক্ষু সেয্যথাপি পস্বেসয্য সরীরং সীবথিকায় ছড়তিতং, অট্টিকানি সেতানি সংখবল্ল পটিভাগানি। সো ইমমেব কাযং উপসংহরতি, “অযম্পি খো কাযো এবং ধম্মো এবং ভাবী এতং অনতীতো”তি।

ইতি অঙ্কত্তং বা কাযে কায়ানুপস্সী বিহরতি। বহিদ্ধা বা কাযে কায়ানুপস্সী বিহরতি। অঙ্কত্ত-বহিদ্ধা বা কাযে কায়ানুপস্সী বিহরতি। সমুদয়ধম্মানুপস্সী বা কায়স্মিং বিহরতি। বয়ধম্মানুপস্সী বা কায়স্মিং বিহরতি। সমুদয়-বয়ধম্মানুপস্সী বা কায়স্মিং বিহরতি।

অথি কাযো”তি বা পনস্স সতি পচ্চপট্টিতা হোতি, যাবদেব এগণমত্তায় পটিস্সতিমত্তায় অনিস্সিতো চ বিহরতি। ন চ কিঞ্চি লোকে উপাদিযতি। এবম্পি খো ভিক্ষবে ভিক্ষু কাযে কায়ানুপস্সী বিহরতি।

### (অট্টম সীবথিকং)

১৫। পুন চ পরং ভিক্ষবে! ভিক্ষু সেয্যথাপি পস্বেসয্য সরীরং সীবথিকায় ছড়তিতং, অট্টিকানি পুঞ্জিকিতানি তেরোবস্সিকানি। সো ইমমেব কাযং উপসংহরতি, “অযম্পি খো কাযো এবং ধম্মো এবং ভাবী এতং অনতীতো”তি।

ইতি অঙ্কত্তং বা কাযে কায়ানুপস্সী বিহরতি। বহিদ্ধা বা কাযে কায়ানুপস্সী বিহরতি। অঙ্কত্ত-বহিদ্ধা বা কাযে কায়ানুপস্সী বিহরতি।

সমুদযধম্মানুপস্‌সী বা কাযস্মিং বিহরতি। বযধম্মানুপস্‌সী বা কাযস্মিং বিহরতি। সমুদয-বযধম্মানুপস্‌সী বা কাযস্মিং বিহরতি।

অথি কাযো’তি বা পনস্‌স সতি পচ্চপট্ঠিতা হোতি, যাবদেব এগামত্তায় পট্টিস্‌সতিমত্তায় অনিস্‌সিতো চ বিহরতি। ন চ কিঞ্চি লোকে উপাদিযতি। এবস্পি খো ভিক্‌খবে ভিক্‌খু কাযে কায়ানুপস্‌সী বিহরতি।

### (নবম সীবথিকং)

১৬। পুন চ পরং ভিক্‌খবে! ভিক্‌খু সেয্যথাপি পস্‌সেয্য সরীরং সীবথিকায় ছড়তিতং, অট্ঠিকানি পুত্থীনি চুল্লকজাতানি। সো ইমমেব কাযং উপসংহরতি, “অযস্পি খো কাযো এবং ধম্মো এবং ভাবী এতং অনতীতো’তি।

ইতি অঙ্কত্তং বা কাযে কায়ানুপস্‌সী বিহরতি। বহিদ্ধা বা কাযে কায়ানুপস্‌সী বিহরতি। অঙ্কত্ত-বহিদ্ধা বা কাযে কায়ানুপস্‌সী বিহরতি। সমুদযধম্মানুপস্‌সী বা কাযস্মিং বিহরতি। বযধম্মানুপস্‌সী বা কাযস্মিং বিহরতি। সমুদয-বযধম্মানুপস্‌সী বা কাযস্মিং বিহরতি।

অথি কাযো’তি বা পনস্‌স সতি পচ্চপট্ঠিতা হোতি, যাবদেব এগামত্তায় পট্টিস্‌সতিমত্তায় অনিস্‌সিতো চ বিহরতি। ন চ কিঞ্চি লোকে উপাদিযতি। এবস্পি খো ভিক্‌খবে ভিক্‌খু কাযে কায়ানুপস্‌সী বিহরতি।

কায়ানুপস্‌সনা নবসীবথিক পব্ধং নিট্ঠিতং

চুদস কায়ানুপস্‌সনা নিট্ঠিতা

### বেদনানুপস্‌সনা

১৭। কথঞ্চ পন ভিক্‌খবে! ভিক্‌খু বেদনাসু বেদনানুপস্‌সী বিহরতি?

ইধ ভিক্‌খবে! ভিক্‌খু সুখং বা বেদনং বেদযমানো সুখং বেদনং বেদযামী’তি পজান্নাতি। দুক্‌খং বা বেদনং বেদযমানো দুক্‌খং বেদনং বেদযামী’তি পজান্নাতি। অদুক্‌খমসুখং বা বেদনং বেদযমানো অদুক্‌খমসুখং বেদনং বেদযামী’তি পজান্নাতি। সামিসং বা সুখং বেদনং বেদযমানো সামিসং সুখং বেদনং বেদযামী’তি পজান্নাতি। নিরামিসং বা সুখং বেদনং বেদযমানো নিরামিসং সুখং বেদনং বেদযামী’তি পজান্নাতি। সামিসং বা দুক্‌খং বেদনং বেদযমানো “সামিসং দুক্‌খং বেদনং বেদযামী’তি পজান্নাতি। নিরামিসং বা দুক্‌খং বেদনং বেদযমানো “নিরামিসং দুক্‌খং বেদনং বেদযামী’তি পজান্নাতি। সামিসং বা অদুক্‌খমসুখং বেদনং বেদযমানো “সামিসং অদুক্‌খমসুখং বেদনং বেদযামী’তি পজান্নাতি। নিরামিসং বা অদুক্‌খমসুখং

বেদনং বেদযমানো “নিরামিসং অদুঃখমসুখং বেদনং বেদযামী”তি পজানাতি ।

ইতি অজ্ঞাতং বা বেদনাসু বেদনানুপস্‌সী বিহরতি । বহিদ্ধা বা বেদনাসু বেদনানুপস্‌সী বিহরতি । অজ্ঞাত-বহিদ্ধা বা বেদনাসু বেদনানুপস্‌সী বিহরতি । সমুদযধম্মানুপস্‌সী বা বেদনাসু বেদনানুপস্‌সী বিহরতি । বযধম্মানুপস্‌সী বা বেদনাসু বেদনানুপস্‌সী বিহরতি । সমুদয-বযধম্মানুপস্‌সী বা বেদনাসু বেদনানুপস্‌সী বিহরতি ।

অথি বেদনা’তি বা পনস্‌স সতি পচ্চপট্ঠিতা হোতি, যাবদেব এগ্গমত্তায় পটিস্‌সতিমত্তায় অনিস্‌সিতো চ বিহরতি । ন চ কিঞ্চি লোকে উপাদিষতি । এবম্পি খো ভিক্ষবে ভিক্ষু বেদনাসু বেদনানুপস্‌সী বিহরতি ।

বেদনানুপস্‌সনা নিট্ঠিতা

### চিত্তানুপস্‌সনা

১৮ । কথঞ্চ পন ভিক্ষবে! ভিক্ষু চিত্তে চিত্তানুপস্‌সী বিহরতি?

ইধ ভিক্ষবে! ভিক্ষু সরাগং বা চিত্তং সরাগং চিত্ত’ন্তি পজানাতি । বীতরাগং বা চিত্তং বীতরাগং চিত্ত’ন্তি পজানাতি । সদোসং বা চিত্তং সদোসং চিত্ত’ন্তি পজানাতি । বীতদোসং বা চিত্তং বীতদোসং চিত্ত’ন্তি পজানাতি । সমোহং বা চিত্তং সমোহং চিত্ত’ন্তি পজানাতি । বীতমোহং বা চিত্তং বীতমোহং চিত্ত’ন্তি পজানাতি । সংখিত্তং বা চিত্তং সংখিত্তং চিত্ত’ন্তি পজানাতি । বিক্খিত্তং বা চিত্তং বিক্খিত্তং চিত্ত’ন্তি পজানাতি । মহগ্গতং বা চিত্তং মহগ্গতং চিত্ত’ন্তি পজানাতি । অমহগ্গতং বা চিত্তং অমহগ্গতং চিত্ত’ন্তি পজানাতি । সউত্তরং বা চিত্তং সউত্তরং চিত্ত’ন্তি পজানাতি । অনুত্তরং বা চিত্তং অনুত্তরং চিত্ত’ন্তি পজানাতি । সমাহিতং বা চিত্তং সমাহিতং চিত্ত’ন্তি পজানাতি । অসমাহিতং বা চিত্তং অসমাহিতং চিত্ত’ন্তি পজানাতি । বিমুত্তং বা চিত্তং বিমুত্তং চিত্ত’ন্তি পজানাতি । অবিমুত্তং বা চিত্তং অবিমুত্তং চিত্ত’ন্তি পজানাতি ।

ইতি অজ্ঞাতং বা চিত্তে চিত্তানুপস্‌সী বিহরতি । বহিদ্ধা বা চিত্তে চিত্তানুপস্‌সী বিহরতি । অজ্ঞাত-বহিদ্ধা বা চিত্তে চিত্তানুপস্‌সী বিহরতি । সমুদযধম্মানুপস্‌সী বা চিত্তস্মিং বিহরতি । বযধম্মানুপস্‌সী বা চিত্তস্মিং বিহরতি । সমুদয-বযধম্মানুপস্‌সী বা চিত্তস্মিং বিহরতি ।

অথি চিত্ত’ন্তি বা পনস্‌স সতি পচ্চপট্ঠিতা হোতি, যাবদেব এগ্গমত্তায় পটিস্‌সতিমত্তায় অনিস্‌সিতো চ বিহরতি । ন চ কঞ্চি লোকে উপাদিষতি । এবম্পি খো ভিক্ষবে ভিক্ষু চিত্তে চিত্তানুপস্‌সী বিহরতি ।

চিত্তানুপস্‌সনা নিট্ঠিতা

### ধম্মানুপস্সনা নীবরণ নিপক্কং

১৯। কথঞ্চ পন ভিক্খবে! ভিক্খু ধম্মেসু ধম্মানুপস্সী বিহরতি?

ইধ ভিক্খবে! ভিক্খু ধম্মেসু ধম্মানুপস্সী বিহরতি পঞ্চসু নীবরণেসু।  
কথঞ্চ পন ভিক্খবে ভিক্খু ধম্মেসু ধম্মানুপস্সী বিহরতি পঞ্চসু নীবরণেসু?

ইধ ভিক্খবে ভিক্খু, সত্তং বা অজ্জত্তং কামচ্ছন্দং “অথি মে অজ্জত্তং কামচ্ছন্দো”তি পজানাতি। অসত্তং বা অজ্জত্তং কামচ্ছন্দং “নথি মে অজ্জত্তং কামচ্ছন্দো”তি পজানাতি। যথা চ অনুপ্পন্নস্স কামচ্ছন্দস্স উপ্পাদো হোতি তঞ্চ পজানাতি। যথা চ উপ্পন্নস্স কামচ্ছন্দস্স পহানং হোতি তঞ্চ পজানাতি। যথা চ পহীনস্স কামচ্ছন্দস্স আযতিং অনুপ্পাদো হোতি তঞ্চ পজানাতি।

সত্তং বা অজ্জত্তং ব্যাপাদং “অথি মে অজ্জত্তং ব্যাপাদো”তি পজানাতি। অসত্তং বা অজ্জত্তং ব্যাপাদং “নথি মে অজ্জত্তং ব্যাপাদো”তি পজানাতি। যথা চ অনুপ্পন্নস্স ব্যাপাদস্স উপ্পাদো হোতি তঞ্চ পজানাতি। যথা চ উপ্পন্নস্স ব্যাপাদস্স পহানং হোতি তঞ্চ পজানাতি। যথা চ পহীনস্স ব্যাপাদস্স আযতিং অনুপ্পাদো হোতি তঞ্চ পজানাতি।

সত্তং বা অজ্জত্তং থিনমিদ্ধং “অথি মে অজ্জত্তং থিনমিদ্ধ”ন্তি পজানাতি। অসত্তং বা অজ্জত্তং থিনমিদ্ধং “নথি মে অজ্জত্তং থিনমিদ্ধ”ন্তি পজানাতি। যথা চ অনুপ্পন্নস্স থিনমিদ্ধস্স উপ্পাদো হোতি তঞ্চ পজানাতি। যথা চ উপ্পন্নস্স থিনমিদ্ধস্স পহানং হোতি তঞ্চ পজানাতি। যথা চ পহীনস্স থিনমিদ্ধস্স আযতিং অনুপ্পাদো হোতি তঞ্চ পজানাতি।

সত্তং বা অজ্জত্তং উদ্ধচ্চ কুক্কচ্চং “অথি মে অজ্জত্তং উদ্ধচ্চ কুক্কচ্চ”ন্তি পজানাতি। অসত্তং বা অজ্জত্তং উদ্ধচ্চ কুক্কচ্চং “নথি মে অজ্জত্তং উদ্ধচ্চ কুক্কচ্চ”ন্তি পজানাতি। যথা চ অনুপ্পন্নস্স উদ্ধচ্চ কুক্কচ্চস্স উপ্পাদো হোতি তঞ্চ পজানাতি। যথা চ উপ্পন্নস্স উদ্ধচ্চ কুক্কচ্চস্স পহানং হোতি তঞ্চ পজানাতি। যথা চ পহীনস্স উদ্ধচ্চ কুক্কচ্চস্স আযতিং অনুপ্পাদো হোতি তঞ্চ পজানাতি।

সত্তং বা অজ্জত্তং বিচিকিচ্ছং “অথি মে অজ্জত্তং বিচিকিচ্ছা”তি পজানাতি। অসত্তং বা অজ্জত্তং বিচিকিচ্ছং “নথি মে অজ্জত্তং বিচিকিচ্ছা”তি পজানাতি। যথা চ অনুপ্পন্নায় বিচিকিচ্ছায় উপ্পাদো হোতি তঞ্চ পজানাতি। যথা চ উপ্পন্নায় বিচিকিচ্ছায় পহানং হোতি তঞ্চ পজানাতি। যথা চ পহীণায় বিচিকিচ্ছায় আযতিং অনুপ্পাদো হোতি তঞ্চ পজানাতি।

ইতি অজ্জত্তং বা ধম্মেসু ধম্মানুপস্সী বিহরতি। বহিদ্ধা বা ধম্মেসু



ধম্মানুপস্সী বিহরতি। অজ্ঞান্ত-বহিদ্ধা বা ধম্মেসু ধম্মানুপস্সী বিহরতি। সমুদয়ধম্মানুপস্সী বা ধম্মেসু বিহরতি। বয়ধম্মানুপস্সী বা ধম্মেসু বিহরতি। সমুদয়-বয়ধম্মানুপস্সী বা ধম্মেসু বিহরতি।

অথি ধম্মা'তি বা পনস্‌স সতি পচ্চুপট্ঠিতা হোতি, যাবদেব এগ্গমত্তায় পটিস্‌সতিমত্তায় অনিস্‌সিতো চ বিহরতি। ন চ কিঞ্চি লোকে উপাদিযতি। এবম্পি খো ভিক্ষবে ভিক্ষু ধম্মেসু ধম্মানুপস্সী বিহরতি। পঞ্চেসু নীবরণেসু।

নীবরণ পৰং নিট্ঠিতং

ধম্মানুপস্‌সনা খন্ধ পৰং

২০। পুন চ পরং ভিক্ষবে! ভিক্ষু ধম্মেসু ধম্মানুপস্‌সী বিহরতি। পঞ্চেসু উপাদানক্‌খন্ধেসু। কথঞ্চ পন ভিক্ষবে! ভিক্ষু ধম্মেসু ধম্মানুপস্‌সী বিহরতি। পঞ্চেসু উপাদানক্‌খন্ধেসু?

ইধ ভিক্ষবে! ভিক্ষু ইতি রূপং, ইতি রূপস্‌স সমুদযো ইতি রূপস্‌স অথঙ্গমো। ইতি বেদনা, ইতি বেদনায় সমুদযো, ইতি বেদনায় অথঙ্গমো। ইতি সঞ্‌এগ্গ, ইতি সঞ্‌এগ্গয় সমুদযো, ইতি সঞ্‌এগ্গয় অথঙ্গমো। ইতি সংখারা, ইতি সংখারানং সমুদযো, ইতি সংখারানং অথঙ্গমো। ইতি বিঞ্‌এগ্গণং, ইতি বিঞ্‌এগ্গণস্‌স সমুদযো, ইতি বিঞ্‌এগ্গণস্‌স অথঙ্গমো।

ইতি অজ্ঞান্ত বা ধম্মেসু ধম্মানুপস্‌সী বিহরতি। বহিদ্ধা বা ধম্মেসু ধম্মানুপস্‌সী বিহরতি। অজ্ঞান্ত-বহিদ্ধা বা ধম্মেসু ধম্মানুপস্‌সী বিহরতি। সমুদয়ধম্মানুপস্‌সী বা ধম্মেসু বিহরতি। বয়ধম্মানুপস্‌সী বা ধম্মেসু বিহরতি। সমুদয়-বয়ধম্মানুপস্‌সী বা ধম্মেসু বিহরতি।

অথি ধম্মা'তি বা পনস্‌স সতি পচ্চুপট্ঠিতা হোতি, যাবদেব এগ্গমত্তায় পটিস্‌সতিমত্তায় অনিস্‌সিতো চ বিহরতি। ন চ কিঞ্চি লোকে উপাদিযতি। এবম্পি খো ভিক্ষবে ভিক্ষু ধম্মেসু ধম্মানুপস্‌সী বিহরতি। পঞ্চেসু উপাদানক্‌খন্ধেসু।

খন্ধ পৰং নিট্ঠিতং

ধম্মানুপস্‌সনা আযতন পৰং

২১। পুন চ পরং ভিক্ষবে! ভিক্ষু ধম্মেসু ধম্মানুপস্‌সী বিহরতি। ছসু অজ্ঞান্তিক বাহিরেসু আযতনেসু। কথঞ্চ পন ভিক্ষবে! ভিক্ষু ধম্মেসু ধম্মানুপস্‌সী বিহরতি। ছসু অজ্ঞান্তিক বাহিরেসু আযতনেসু?

ইধ ভিক্ষবে! ভিক্ষু চক্‌খঞ্চ পজান্নাতি, রূপে চ পজান্নাতি, যঞ্চ তদুভযং পটিচ্চ উপ্পজ্জতি সংযোজনং তঞ্চ পজান্নাতি। যথা চ অনুপ্পন্নস্‌স

সংযোজনস্ উপ্পাদো হোতি তঞ্চ পজানাতি, যথা চ উপ্পন্নস্ সংযোজনস্ পহানং হোতি তঞ্চ পজানাতি, যথা চ পহীনস্ সংযোজনস্ আযতিং অনুপ্পাদো হোতি তঞ্চ পজানাতি ।

সোতঞ্চ পজানাতি, সদ্দে চ পজানাতি, যঞ্চ তদুভয়ং পটিচ্চ উপ্পজ্জতি সংযোজনং তঞ্চ পজানাতি । যথা চ অনুপ্পন্নস্ সংযোজনস্ উপ্পাদো হোতি তঞ্চ পজানাতি, যথা চ উপ্পন্নস্ সংযোজনস্ পহানং হোতি তঞ্চ পজানাতি, যথা চ পহীনস্ সংযোজনস্ আযতিং অনুপ্পাদো হোতি তঞ্চ পজানাতি ।

ঘাণঞ্চ পজানাতি, গন্ধে চ পজানাতি, যঞ্চ তদুভয়ং পটিচ্চ উপ্পজ্জতি সংযোজনং তঞ্চ পজানাতি । যথা চ অনুপ্পন্নস্ সংযোজনস্ উপ্পাদো হোতি তঞ্চ পজানাতি, যথা চ উপ্পন্নস্ সংযোজনস্ পহানং হোতি তঞ্চ পজানাতি, যথা চ পহীনস্ সংযোজনস্ আযতিং অনুপ্পাদো হোতি তঞ্চ পজানাতি ।

জিহ্বাঞ্চ পজানাতি, রসে চ পজানাতি, যঞ্চ তদুভয়ং পটিচ্চ উপ্পজ্জতি সংযোজনং তঞ্চ পজানাতি । যথা চ অনুপ্পন্নস্ সংযোজনস্ উপ্পাদো হোতি তঞ্চ পজানাতি, যথা চ উপ্পন্নস্ সংযোজনস্ পহানং হোতি তঞ্চ পজানাতি, যথা চ পহীনস্ সংযোজনস্ আযতিং অনুপ্পাদো হোতি তঞ্চ পজানাতি ।

কায়ঞ্চ পজানাতি, ফোট্ঠব্বে চ পজানাতি, যঞ্চ তদুভয়ং পটিচ্চ উপ্পজ্জতি সংযোজনং তঞ্চ পজানাতি । যথা চ অনুপ্পন্নস্ সংযোজনস্ উপ্পাদো হোতি তঞ্চ পজানাতি, যথা চ উপ্পন্নস্ সংযোজনস্ পহানং হোতি তঞ্চ পজানাতি, যথা চ পহীনস্ সংযোজনস্ আযতিং অনুপ্পাদো হোতি তঞ্চ পজানাতি ।

মনঞ্চ পজানাতি, ধম্মে চ পজানাতি, যঞ্চ তদুভয়ং পটিচ্চ উপ্পজ্জতি সংযোজনং তঞ্চ পজানাতি, যথা চ অনুপ্পন্নস্ সংযোজনস্ উপ্পাদো হোতি তঞ্চ পজানাতি, যথা চ উপ্পন্নস্ সংযোজনস্ পহানং হোতি তঞ্চ পজানাতি, যথা চ পহীনস্ সংযোজনস্ আযতিং অনুপ্পাদো হোতি তঞ্চ পজানাতি ।

ইতি অজ্জত্তং বা ধম্মেসু ধম্মানুপস্সী বিহরতি । বহিদ্ধা বা ধম্মেসু ধম্মানুপস্সী বিহরতি । অজ্জত্ত-বহিদ্ধা বা ধম্মেসু ধম্মানুপস্সী বিহরতি । সমুদযধম্মানুপস্সী বা ধম্মেসু বিহরতি । বযধম্মানুপস্সী বা ধম্মেসু বিহরতি । সমুদয-বযধম্মানুপস্সী বা ধম্মেসু বিহরতি ।

অথি ধম্মাতি বা পনস্ সতি পচ্চপট্ঠিতা হোতি, যাবদেব এগ্গমত্তায় পটিসসতিমত্তায় অনিসসিতো চ বিহরতি । ন চ কিঞ্চি লোকে উপাদিযতি । এবম্পি খো ভিক্খবে ভিক্খু ধম্মেসু ধম্মানুপস্সী বিহরতি । হসু অজ্জন্তিক বাহিরেসু আযতনেসু ।

আযতন পব্বং নিট্ঠিতং

সন্তুং বা অজ্ঞুং সমাধি-সম্বোদ্ধুং, “অথি মে অজ্ঞুং সমাধি-সম্বোদ্ধুং”তি পজানাতি। অসন্তুং বা অজ্ঞুং সমাধি-সম্বোদ্ধুং, “নথি মে অজ্ঞুং সমাধি-সম্বোদ্ধুং”তি পজানাতি। যথা চ অনপ্পন্নস সমাধি-

সম্বোদ্ধঙ্গস্ উপ্লাদো হোতি তঞ্চ পজানাতি, যথা চ উপল্লঙ্গস্ সমাধি-  
সম্বোদ্ধঙ্গস্ ভাবনায় পারিপূরী হোতি তঞ্চ পজানাতি ।

সন্তং বা অজ্ঞত্তং উপেক্ষা-সম্বোদ্ধঙ্গং, “অথি মে অজ্ঞত্তং উপেক্ষা-  
সম্বোদ্ধঙ্গো”তি পজানাতি । অসন্তং বা অজ্ঞত্তং উপেক্ষা-সম্বোদ্ধঙ্গং, “নথি মে  
অজ্ঞত্তং উপেক্ষা-সম্বোদ্ধঙ্গো”তি পজানাতি । যথা চ অনুপল্লঙ্গস্ উপেক্ষা-  
সম্বোদ্ধঙ্গস্ উপ্লাদো হোতি তঞ্চ পজানাতি, যথা চ উপল্লঙ্গস্ উপেক্ষা  
সম্বোদ্ধঙ্গস্ ভাবনায় পারিপূরী হোতি তঞ্চ পজানাতি ।

ইতি অজ্ঞত্তং বা ধম্মেসু ধম্মানুপস্সী বিহরতি । বহিদ্ধা বা ধম্মেসু  
ধম্মানুপস্সী বিহরতি । অজ্ঞত্ত-বহিদ্ধা বা ধম্মেসু ধম্মানুপস্সী বিহরতি ।  
সমুদয়ধম্মানুপস্সী বা ধম্মেসু বিহরতি । বয়ধম্মানুপস্সী বা ধম্মেসু বিহরতি ।  
সমুদয়-বয়ধম্মানুপস্সী বা ধম্মেসু বিহরতি ।

অথি ধম্মা’তি বা পনস্ সতি পচুপট্ঠিতা হোতি, যাবদেব ঞ্জাণমত্তায়  
পটিস্সতিমত্তায় অনিস্সিতো চ বিহরতি । ন চ কিঞ্চি লোকে উপাদিয়তি ।  
এবম্পি থো ভিক্ষবে ভিক্ষু ধম্মেসু ধম্মানুপস্সী বিহরতি । সত্তসু  
বোদ্ধঙ্গেসু ।

বোদ্ধঙ্গ পব্বং নিট্ঠিতং

ধম্মানুপস্সনা সচ্চ পব্বং

২৩ । পুন চ পরং ভিক্ষবে! ভিক্ষু ধম্মেসু ধম্মানুপস্সী বিহরতি, চতুসু  
অরিয়সচ্ছেসু । কথঞ্চ পন ভিক্ষবে! ভিক্ষু ধম্মেসু ধম্মানুপস্সী বিহরতি,  
চতুসু অরিয়সচ্ছেসু?

ইধ ভিক্ষবে! ভিক্ষু ইদং দুক্কন্তি যথাভূতং পজানাতি, অযং  
দুক্কসমুদয়ো’তি যথাভূতং পজানাতি, অযং দুক্ক নিরোধো’তি যথাভূতং  
পজানাতি, অযং দুক্কনিরোধগামিনী পটিপদা’তি যথাভূতং পজানাতি ।

পঠম ভাণবারো নিট্ঠিতো

দুক্কসচ্চ নিদ্দেশো

২৪ । কতমঞ্চ ভিক্ষবে দুক্কং অরিয়সচ্চং?

জাতিপি দুক্খা, জরাপি দুক্খা, ব্যাধিপি দুক্খা, মরণম্পি দুক্কং । সোক-  
পরিদেব-দুক্ক-দোমনস্সুপায়াসাপি দুক্খা, অঙ্গিয়েহি সম্পযোগোপি দুক্কো,  
পিয়েহি বিপ্লযোগোপি দুক্কো, যম্পিচ্ছং ন লভতি তম্পি দুক্কং; সংখিত্তেন  
পঞ্চুপাদানক্কদ্ধা দুক্খা ।

কতমা চ ভিক্ষবে জাতি?

যা তেসং তেসং সন্তানং তম্‌হি তম্‌হি সন্ত-নিকায়ে জাতি সঞ্জাতি ওক্‌ন্তি অভিনিব্বত্তি খন্ধানং পাতুভাবো আযতনানং পটিলাভো। অযং বুচ্‌চতি ভিক্‌খবে জাতি।

**কতমা চ ভিক্‌খবে জরা?**

যা তেসং তেসং সন্তানং তম্‌হি তম্‌হি সন্ত-নিকায়ে জরা, জীরণতা, খণ্ডিচ্‌চং, পালিচ্‌চং, বলিভ্‌চতা, আযুনো সংহানি, ইন্‌দ্রিয়ানং পরিপাকো। অযং বুচ্‌চতি ভিক্‌খবে জরা।

**কতমঞ্চ ভিক্‌খবে মরণং?**

যং তেসং তেসং সন্তানং তম্‌হা তম্‌হা সন্ত-নিকায়া চুতি, চবনতা, ভেদো, অন্তরধানং, মচ্‌চু, মরণং, কালকিরিয়া, খন্ধানং ভেদো, কলেবরস্‌স নিক্‌খেপো, জীবিতিন্দ্রিয়স্‌স উপচ্‌ছেদো, -ইদং বুচ্‌চতি ভিক্‌খবে মরণং।

**কতমো চ ভিক্‌খবে সোকো?**

যো খো ভিক্‌খবে অঞ্‌জতরঞ্‌জতরেন ব্যসনেন সমন্‌নাগতস্‌স অঞ্‌জতরঞ্‌জতরেন দুক্‌খধম্মেন ফুট্‌ঠস্‌স সোকো, সোচনা, সোচিতত্তং, অস্তো সোকো, অস্তো পরিসোকো। অযং বুচ্‌চতি ভিক্‌খবে সোকো।

**কতমো চ ভিক্‌খবে পরিদেবো?**

যো খো ভিক্‌খবে অঞ্‌জতরঞ্‌জতরেন ব্যসনেন সমন্‌নাগতস্‌স অঞ্‌জতরঞ্‌জতরেন দুক্‌খধম্মেন ফুট্‌ঠস্‌স আদেবো, পরিদেবো, আদেবনা, পরিদেবনা, আদেবিতত্তং, পরিদেবিতত্তং। অযং বুচ্‌চতি ভিক্‌খবে পরিদেবো।

**কতমঞ্চ ভিক্‌খবে দুক্‌খং?**

যং খো ভিক্‌খবে কাযিকং দুক্‌খং কাযিকং অসাতং কাযসম্‌ফস্‌সজং দুক্‌খং অসাতং বেদযিতং। ইদং বুচ্‌চতি ভিক্‌খবে দুক্‌খং।

**কতমঞ্চ ভিক্‌খবে দোমনস্‌সং?**

যং খো ভিক্‌খবে চেতসিকং দুক্‌খং চেতসিকং অসাতং মনোসম্‌ফস্‌সজং দুক্‌খং অসাতং বেদযিতং। ইদং বুচ্‌চতি ভিক্‌খবে দোমনস্‌সং।

**কতমো চ ভিক্‌খবে উপাযাসো?**

যো খো ভিক্‌খবে অঞ্‌জতরঞ্‌জতরেন ব্যসনেন সমন্‌নাগতস্‌স অঞ্‌জতরঞ্‌জতরেন দুক্‌খধম্মেন ফুট্‌ঠস্‌স আযাসো, উপাযাসো, আযাসিতত্তং, উপাযাসিতত্তং। অযং বুচ্‌চতি ভিক্‌খবে উপাযাসো।

**কতমো চ ভিক্‌খবে অগ্নিয়েহি সম্‌পাযোগোপি দুক্‌খো?**

ইধ যস্‌স তে হোন্তি অনিট্‌ঠা অকন্তা অমনাপা রূপ-সদ-গন্ধ-রস-ফোট্‌ঠব্ব-ধম্ম। যে বা পনস্‌স তে হোন্তি অনথকামা অহিতকামা

অফাসুককামা অযোগক্খেমকামা যা তেহি সদ্ধিং সঙ্গতি সমাগমো সমোধানং মিস্সীভাবো। অযং বুচ্চতি ভিক্ষবে পিয়েহি বিপ্লযোগোপি দুক্খো।

**কতমো চ ভিক্ষবে পিয়েহি বিপ্লযোগোপি দুক্খো?**

ইধ যস্স তে হোন্তি ইট্ঠা কন্তা মনাপা রূপ-সদ-গন্ধ-রস-ফোট্ঠব-ধম্মা। যে বা পনস্স তে হোন্তি অথকামা হিতকামা ফাসুককামা যোগক্খেমকামা মাতা বা পিতা বা ভাতা বা ভগিনী বা মিত্তা বা অমচ্চা বা এগ্গতি সালোহিতা বা যা তেহি সদ্ধিং অসঙ্গতি অসমাগমো অসমোধানং অমিস্সীভাবো। অযং বুচ্চতি ভিক্ষবে পিয়েহি বিপ্লযোগোপি দুক্খো।

**কতমঞ্চ ভিক্ষবে যম্পিচ্ছং ন লভতি তম্পি দুক্খং?**

জাতিধম্মানং ভিক্ষবে সত্তানং এবং ইচ্ছা উপ্পজ্জতি, “অহো বত মযং ন জাতিধম্মা অস্সাম, ন চ বত নো জাতি আগচ্ছেয়্যাতি” ন খো পনেতং ইচ্ছায় পত্তবং ইদম্পি যম্পিচ্ছং ন লভতি তম্পি দুক্খং।

জরাদম্মানং ভিক্ষবে সত্তানং এবং ইচ্ছা উপ্পজ্জতি, “অহো বত মযং ন জরাদম্মা অস্সাম, ন চ বত নো জরা আগচ্ছেয়্যাতি” ন খো পনেতং ইচ্ছায় পত্তবং ইদম্পি যম্পিচ্ছং ন লভতি তম্পি দুক্খং।

ব্যাদিধম্মানং ভিক্ষবে সত্তানং এবং ইচ্ছা উপ্পজ্জতি, “অহো বত মযং ন ব্যাদিধম্মা অস্সাম, ন চ বত নো ব্যাদি আগচ্ছেয়্যাতি” ন খো পনেতং ইচ্ছায় পত্তবং ইদম্পি যম্পিচ্ছং ন লভতি তম্পি দুক্খং।

মরণধম্মানং ভিক্ষবে সত্তানং এবং ইচ্ছা উপ্পজ্জতি, “অহো বত মযং ন মরণধম্মা অস্সাম, ন চ বত নো মরণ আগচ্ছেয়্যাতি” ন খো পনেতং ইচ্ছায় পত্তবং ইদম্পি যম্পিচ্ছং ন লভতি তম্পি দুক্খং।

সোকধম্মানং ভিক্ষবে সত্তানং এবং ইচ্ছা উপ্পজ্জতি, “অহো বত মযং ন সোকধম্মা অস্সাম, ন চ বত নো সোকো আগচ্ছেয়্যাতি” ন খো পনেতং ইচ্ছায় পত্তবং ইদম্পি যম্পিচ্ছং ন লভতি তম্পি দুক্খং।

পরিদেবধম্মানং ভিক্ষবে সত্তানং এবং ইচ্ছা উপ্পজ্জতি, “অহো বত মযং ন পরিদেবধম্মা অস্সাম, ন চ বত নো পরিদেবো আগচ্ছেয়্যাতি” ন খো পনেতং ইচ্ছায় পত্তবং ইদম্পি যম্পিচ্ছং ন লভতি তম্পি দুক্খং।

দুক্খধম্মানং ভিক্ষবে সত্তানং এবং ইচ্ছা উপ্পজ্জতি “অহো বত মযং ন দুক্খধম্মা অস্সাম, ন চ বত নো দুক্খং আগচ্ছেয়্যাতি” ন খো পনেতং ইচ্ছায় পত্তবং ইদম্পি যম্পিচ্ছং ন লভতি তম্পি দুক্খং।

দোমনস্সধম্মানং ভিক্ষবে সত্তানং এবং ইচ্ছা উপ্পজ্জতি, “অহো বত মযং ন দোমনস্সধম্মা অস্সাম, ন চ বত নো দোমনস্সং আগচ্ছেয়্যাতি” ন

খো পনেতং ইচ্ছায় পত্তবং ইদম্পি যম্পিচ্ছং ন লভতি তম্পি দুক্খং ।

উপায়াসাপিধম্মানং ভিক্ষবে সত্তানং এবং ইচ্ছা উপ্পজ্জতি, “অহো বত ময়ং ন উপায়াসধম্মা অস্সাম, ন চ বত নো উপায়াসো আগচ্ছেয়্যা”তি” ন খো পনেতং ইচ্ছায় পত্তবং ইদম্পি যম্পিচ্ছং ন লভতি তম্পি দুক্খং ।

**কতমে চ ভিক্ষবে সংখিভেন পঞ্চুপাদানক্খক্কা দুক্খা?**

সেয্যথীদং রূপুপাদানক্খক্কো, বেদনুপাদানক্খক্কো, সঞঃপাদানক্খক্কো, সংখারুপাদানক্খক্কো, বিঞঃপাদানক্খক্কো । ইমে বুচতি ভিক্ষবে সংখিভেন পঞ্চুপাদানক্খক্কা দুক্খা । ইদং বুচতি ভিক্ষবে দুক্খং অরিয়সচ্চং ।

**সমুদযসচ্চ নিদ্দেশো**

**২৫ । কতমঞ্চ ভিক্ষবে দুক্খসমুদযং অরিয়সচ্চং?**

যাযং তণ্হা পোনোব্ভবিকা নন্দীরাগসহগতা তত্র তত্রাভিনন্দিনী ।  
সেয্যথীদং— কাম তণ্হা, ভব তণ্হা, বিভব তণ্হা ।

সা খো পনেসা ভিক্ষবে তণ্হা কথ উপ্পজ্জমানা উপ্পজ্জতি? কথ নিবিসমানা নিবিসতি?

যং লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা উপ্পজ্জমানা উপ্পজ্জতি, এথ নিবিসমানা নিবিসতি ।

কিঞ্চি লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা উপ্পজ্জমানা উপ্পজ্জতি, এথ নিবিসমানা নিবিসতি ।

**(অজ্জুতিকাযতন ছক্কং)**

চক্খুং লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা উপ্পজ্জমানা উপ্পজ্জতি, এথ নিবিসমানা নিবিসতি ।

সোতং লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা উপ্পজ্জমানা উপ্পজ্জতি, এথ নিবিসমানা নিবিসতি ।

ঘানং লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা উপ্পজ্জমানা উপ্পজ্জতি, এথ নিবিসমানা নিবিসতি ।

জিহ্বা লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা উপ্পজ্জমানা উপ্পজ্জতি, এথ নিবিসমানা নিবিসতি ।

কাযো লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা উপ্পজ্জমানা উপ্পজ্জতি, এথ নিবিসমানা নিবিসতি ।

মনো লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা উপ্পজ্জমানা উপ্পজ্জতি, এথ নিবিসমানা নিবিসতি ।

ধম্ম লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এত্থেসা ত্‌হা উল্লজ্জমানা উল্লজ্জতি, এথ  
নিবিসমানা নিবিসতি।

মনো-বিঃঞাং লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এখেসা ত্‌হা উপ্লজ্জমানা  
উপ্লজ্জতি, এথ নিবিসমানা নিবিসতি ।

ঘাণ-সম্ভসেসা লোকে পিয়রূপং সাতরূপং এথেসা তণহা উপ্পজ্জমানা



ধম্ম-সঞ্‌ঞা লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্‌হা উপ্পজ্জমানা



উপলব্ধি, এখ নিবিসমানা নিবিসতি ।

গন্ধ-বিতক্কো লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা উপলব্ধিমানা  
উপলব্ধি, এখ নিবিসমানা নিবিসতি ।

রস-বিতক্কো লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা উপলব্ধিমানা  
উপলব্ধি, এখ নিবিসমানা নিবিসতি ।

ফোটেটব-বিতক্কো লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা উপলব্ধিমানা  
উপলব্ধি, এখ নিবিসমানা নিবিসতি ।

ধম্ম-বিতক্কো লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা উপলব্ধিমানা  
উপলব্ধি, এখ নিবিসমানা নিবিসতি ।

(বিচার ছক্খং)

রূপ-বিচারো লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা উপলব্ধিমানা  
উপলব্ধি, এখ নিবিসমানা নিবিসতি ।

সন্দ-বিচারো লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা উপলব্ধিমানা  
উপলব্ধি, এখ নিবিসমানা নিবিসতি ।

গন্ধ-বিচারো লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা উপলব্ধিমানা  
উপলব্ধি, এখ নিবিসমানা নিবিসতি ।

রস-বিচারো লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা উপলব্ধিমানা  
উপলব্ধি, এখ নিবিসমানা নিবিসতি ।

ফোটেটব-বিচারো লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা উপলব্ধিমানা  
উপলব্ধি, এখ নিবিসমানা নিবিসতি ।

ধম্ম-বিচারো লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা উপলব্ধিমানা  
উপলব্ধি, এখ নিবিসমানা নিবিসতি । ইদং বুচ্চতি ভিক্খবে দুক্খসমুদযং  
অরিয়সচ্চং ।

নিরোধসচ্চ নিদ্দেশো

২৬। কতমঞ্চ ভিক্খবে দুক্খনিরোধং অরিয়সচ্চং?

যো তস্সায়েব তণ্হায অসেসবিরাগনিরোধো চাগো পটিনিস্সণ্ণো মুত্তি  
অনালযো ।

সা খো পনেসা ভিক্খবে তণ্হা কথ পহীযমানা পহীযতি? কথ  
নিরুজ্জমানা নিরুজ্জতি?

যং লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা পহীযমানা পহীযতি, এখ  
নিরুজ্জমানা নিরুজ্জতি ।

কিঞ্চি লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা পহীযমানা পহীযতি,

এথ নিরঞ্জুমানা নিরঞ্জতি ।

(অজ্ঞতিকায়তন ছক্খং)

চকখুং লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা পহীযমানা পহীযতি,  
এথ নিরঞ্জুমানা নিরঞ্জতি ।

সোতং লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা পহীযমানা পহীযতি,  
এথ নিরঞ্জুমানা নিরঞ্জতি ।

ঘানং লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা পহীযমানা পহীযতি, এথ  
নিরঞ্জুমানা নিরঞ্জতি ।

জিহ্বা লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা পহীযমানা পহীযতি,  
এথ নিরঞ্জুমানা নিরঞ্জতি ।

কাযো লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা পহীযমানা পহীযতি,  
এথ নিরঞ্জুমানা নিরঞ্জতি ।

মনো লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা পহীযমানা পহীযতি, এথ  
নিরঞ্জুমানা নিরঞ্জতি ।

(বহিরাযতন ছক্খং)

রূপ লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা পহীযমানা পহীযতি, এথ  
নিরঞ্জুমানা নিরঞ্জতি ।

সদ লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা পহীযমানা পহীযতি, এথ  
নিরঞ্জুমানা নিরঞ্জতি ।

গন্ধ লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা পহীযমানা পহীযতি, এথ  
নিরঞ্জুমানা নিরঞ্জতি ।

রস লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা পহীযমানা পহীযতি, এথ  
নিরঞ্জুমানা নিরঞ্জতি ।

ফোট্ঠব লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা পহীযমানা পহীযতি,  
এথ নিরঞ্জুমানা নিরঞ্জতি ।

ধম্ম লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা পহীযমানা পহীযতি, এথ  
নিরঞ্জুমানা নিরঞ্জতি ।

(বিএঃএগণ ছক্খং)

চকখু-বিএঃএগণং লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা পহীযমানা  
পহীযতি, এথ নিরঞ্জুমানা নিরঞ্জতি ।

সোত-বিএঃএগণং লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা পহীযমানা

কায-সম্বসসজা বেদনা লোকে পিয়রূপং সাতরূপং এথেসা তণ্হা



রস-বিচারো লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এখেসা তণ্হা পহীযমানা  
পহীযতি, এখ নিরুজ্জমানা নিরুজ্জতি।

ফোট্টব-বিচারো লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা পহীযমানা পহীযতি, এথ নিরুজ্জমানা নিরুজ্জতি।

ধম্ম-বিচারো লোকে পিয়রুপং সাতরুপং এথেসা তণ্হা পহীযমানা পহীযতি, এথ নিরুজ্জমানা নিরুজ্জতি॥ ইদং বুচ্চতি ভিক্ষবে দুক্খনিরোধং অরিয়সচ্চং।

### মগ্গসচ্চ নিদ্দেশো

২৭। কতমঞ্চ ভিক্ষবে দুক্খনিরোধগামিনী পটিপদা অরিয়সচ্চং?

অযমেব অরিয়ো অট্টঙ্গিকো মগ্গো। সেয্যথীদং- সম্মাদিট্ঠি, সম্মাসংকল্পো, সম্মাবাচা, সম্মাকম্মন্তো, সম্মাজীবো, সম্মাবাযামো, সম্মাসতি, সম্মাসমাধি।

কতমা চ ভিক্ষবে সম্মাদিট্ঠি?

যং থো ভিক্ষবে দুক্খে এগ্গং, দুক্খসমুদযে এগ্গং, দুক্খনিরোধে এগ্গং, দুক্খনিরোধগামিনীয়া পটিপদায এগ্গং। অযং বুচ্চতি ভিক্ষবে সম্মাদিট্ঠি।

কতমা চ ভিক্ষবে সম্মাসংকল্পো?

নেক্খম্ম-সংকল্পো, অব্যাপাদ-সংকল্পো, অবিহিংসা-সংকল্পো। অযং বুচ্চতি ভিক্ষবে সম্মাসংকল্পো।

কতমা চ ভিক্ষবে সম্মাবাচা?

মুসাবাদা বেরমণী, পিসুনাযবাচায বেরমণী, ফরুসাযবাচায বেরমণী, সক্ষপ্পলাপা বেরমণী। অযং বুচ্চতি ভিক্ষবে সম্মাবাচা।

কতমো চ ভিক্ষবে সম্মাকম্মন্তো?

পাণাতিপাতা বেরমণী, অদিন্নাদানা বেরমণী, কামেসুমিচ্ছাচারা বেরমণী। অযং বুচ্চতি ভিক্ষবে সম্মাকম্মন্তো।

কতমো চ ভিক্ষবে সম্মা-আজীবো?

ইধ ভিক্ষবে অরিয়সাবকো মিচ্ছা-আজীবং পহায সম্মাআজীবেন জীবিকং কপ্পেতি। অযং বুচ্চতি ভিক্ষবে সম্মাআজীবো।

কতমো চ ভিক্ষবে সম্মাবাযামো?

ইধ ভিক্ষবে ভিক্ষু অনুপ্পন্নানং পাপকানং অকুসলানং ধম্মানং অনুপ্পাদায ছন্দং জনেতি বাযমতি বীরিয়ং আরভতি চিত্তং পপ্পণ্হতি পদহতি, উপ্পন্নানং পাপকানং অকুসলানং ধম্মানং পহানায ছন্দং জনেতি বাযমতি বীরিয়ং আরভতি চিত্তং পপ্পণ্হতি পদহতি, অনুপ্পন্নানং কুসলানং ধম্মানং উপ্পাদায ছন্দং জনেতি বাযমতি বীরিয়ং আরভতি চিত্তং পপ্পণ্হতি পদহতি, উপ্পন্নানং



কুসলানং ধম্মানং ঠিতিয়া অসম্মোসায ভিয়োভাবায বেপুল্লায ভাবনায পারিপূরিয়া ছন্দং জনেতি বাযমতি বীরিয়ং আরভতি চিত্তং পল্লগ্হতি পদহতি । অযং বুচ্চতি ভিক্ষবে সম্মাবাযামো ।

**কতমা চ ভিক্ষবে সম্মাসতি?**

ইধ ভিক্ষবে ভিক্ষু কাযে কায়ানুপস্সী বিহরতি আতাপী সম্পজানো সতিমা বিনেয্য লোকে অভিজ্জা দোমনস্সং । বেদনাসু বেদনানুপস্সী বিহরতি আতাপী সম্পজানো সতিমা বিনেয্য লোকে অভিজ্জা দোমনস্সং ।

চিত্তে চিত্তানুপস্সী বিহরতি আতাপী সম্পজানো সতিমা বিনেয্য লোকে অভিজ্জা দোমনস্সং ।

ধম্মেসু ধম্মানুপস্সী বিহরতি আতাপী সম্পজানো সতিমা বিনেয্য লোকে অভিজ্জা দোমনস্সং । অযং বুচ্চতি ভিক্ষবে সম্মাসতি ।

**কতমো চ ভিক্ষবে সম্মাসমাধি?**

ইধ ভিক্ষবে! ভিক্ষু বিবিচ্ছেব কামেহি বিবিচ্চ অকুসলেহি ধম্মেহি সবিতক্কং সবিচারং বিবেকজং পীতি সুখং পঠমং বানং উপসম্পজ্জ বিহরতি । বিতক্কং বিচারানং বৃপসমা অজ্জত্তং সম্পসাদনং চেতসো একোদিভাবং অবিতক্কং অবিচারং সমাধিজং পীতি সুখং দুতিয়ং বানং উপসম্পজ্জ বিহরতি । পীতিয়া চ বিরাগা উপেক্ককো চ বিহরতি । সতো চ সম্পজানো সুখঞ্চ কাযেন পটিসংবেদেতি, যং তং অরিয় আচিক্কন্তি উপেক্ককো সতিমা সুখং বিহারীতি, ততিয়ং বানং উপসম্পজ্জ বিহরতি । সুখস্স চ পহানা দুক্কস্স চ পহানা পুৰ্বেব সোমনস্স দোমনস্সানং অথজ্জমা অদুক্কমসুখং উপেক্খাসতিপরিসুদ্ধিং চতুথং বানং উপসম্পজ্জ বিহরতি । অযং বুচ্চতি ভিক্ষবে সম্মাসমাধি । ইদং বুচ্চতি ভিক্ষবে দুক্কখনিরোধগামিনী পটিপদা অরিয় সচ্চং ।

ইতি অজ্জত্তং বা ধম্মেসু ধম্মানুপস্সী বিহরতি । বহিদ্ধা বা ধম্মেসু ধম্মানুপস্সী বিহরতি । অজ্জত্ত-বহিদ্ধা বা ধম্মেসু ধম্মানুপস্সী বিহরতি । সমুদয়ধম্মানুপস্সী বা ধম্মেসু বিহরতি । বযধম্মানুপস্সী বা ধম্মেসু বিহরতি । সমুদয়-বযধম্মানুপস্সী বা ধম্মেসু বিহরতি ।

অথি ধম্মাতি বা পনস্স সতি পচ্চুপট্ঠিতা হোতি, যাবদেব এগ্গমত্তায় পটিস্সতিমত্তায় অনিস্সিতো চ বিহরতি । ন চ কিঞ্চি লোকে উপাদিয়তি । এবম্পি থো ভিক্ষবে ভিক্ষু ধম্মেসু ধম্মানুপস্সী বিহরতি । চত্বসু অরিয়সচ্চেসু ।

সচ্চ পব্বং নিট্ঠিতং

ধম্মানুপস্সনা নিট্ঠিতা

অনিসংস কথা

২৮। যো হি কোচি ভিক্ষবে ইমে চত্তারো সতিপট্ঠানে এবং ভাবেয়্য সত্তবস্সানি। তস্স দ্বিন্নং ফলানং অএংএত্তরং ফলং পটিকজ্জং দিট্ঠেব ধম্মে অএংএত্তসতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতা।

০১। তিট্ঠন্তু ভিক্ষবে সত্তবস্সানি। যো হি কোচি ভিক্ষবে ইমে চত্তারো সতিপট্ঠানে এবং ভাবেয়্য ছ বস্সানি। তস্স দ্বিন্নং ফলানং অএংএত্তরং ফলং পটিকজ্জং দিট্ঠেব ধম্মে অএংএত্তসতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতা।

০২। তিট্ঠন্তু ভিক্ষবে ছ বস্সানি। যো হি কোচি ভিক্ষবে ইমে চত্তারো সতিপট্ঠানে এবং ভাবেয়্য পঞ্চ বস্সানি। তস্স দ্বিন্নং ফলানং অএংএত্তরং ফলং পটিকজ্জং দিট্ঠেব ধম্মে অএংএত্তসতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতা।

০৩। তিট্ঠন্তু ভিক্ষবে পঞ্চ বস্সানি। যো হি কোচি ভিক্ষবে ইমে চত্তারো সতিপট্ঠানে এবং ভাবেয়্য চত্তারি বস্সানি। তস্স দ্বিন্নং ফলানং অএংএত্তরং ফলং পটিকজ্জং দিট্ঠেব ধম্মে অএংএত্তসতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতা।

০৪। তিট্ঠন্তু ভিক্ষবে চত্তারি বস্সানি। যো হি কোচি ভিক্ষবে ইমে চত্তারো সতিপট্ঠানে এবং ভাবেয়্য ত্তিনি বস্সানি। তস্স দ্বিন্নং ফলানং অএংএত্তরং ফলং পটিকজ্জং দিট্ঠেব ধম্মে অএংএত্তসতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতা।

০৫। তিট্ঠন্তু ভিক্ষবে ত্তিনি বস্সানি। যো হি কোচি ভিক্ষবে ইমে চত্তারো সতিপট্ঠানে এবং ভাবেয়্য ত্তে বস্সানি। তস্স দ্বিন্নং ফলানং অএংএত্তরং ফলং পটিকজ্জং দিট্ঠেব ধম্মে অএংএত্তসতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতা।

০৬। তিট্ঠন্তু ভিক্ষবে ত্তে বস্সানি। যো হি কোচি ভিক্ষবে ইমে চত্তারো সতিপট্ঠানে এবং ভাবেয়্য একং বস্সং। তস্স দ্বিন্নং ফলানং অএংএত্তরং ফলং পটিকজ্জং দিট্ঠেব ধম্মে অএংএত্তসতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতা।

০৭। তিট্ঠন্তু ভিক্ষবে একং বস্সং। যো হি কোচি ভিক্ষবে ইমে চত্তারো সতিপট্ঠানে এবং ভাবেয়্য সত্ত মাসানি। তস্স দ্বিন্নং ফলানং অএংএত্তরং ফলং পটিকজ্জং দিট্ঠেব ধম্মে অএংএত্তসতি বা উপাদিসেসে

অনাগামিতা।

০৮। তিট্ঠন্তু ভিক্ষবে সত্ত মাসানি। যো হি কোচি ভিক্ষবে ইমে চত্তারো সতিপট্ঠানে এবং ভাবেয্য ছ মাসানি। তস্স দ্বিন্নং ফলানং অঞ্ণত্তরং ফলং পটিকজ্জং দিট্ঠেব ধম্মে অঞ্ণত্তসতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতা।

০৯। তিট্ঠন্তু ভিক্ষবে ছ মাসানি। যো হি কোচি ভিক্ষবে ইমে চত্তারো সতিপট্ঠানে এবং ভাবেয্য পঞ্চ মাসানি। তস্স দ্বিন্নং ফলানং অঞ্ণত্তরং ফলং পটিকজ্জং দিট্ঠেব ধম্মে অঞ্ণত্তসতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতা।

১০। তিট্ঠন্তু ভিক্ষবে পঞ্চ মাসানি। যো হি কোচি ভিক্ষবে ইমে চত্তারো সতিপট্ঠানে এবং ভাবেয্য চত্তারি মাসানি। তস্স দ্বিন্নং ফলানং অঞ্ণত্তরং ফলং পটিকজ্জং দিট্ঠেব ধম্মে অঞ্ণত্তসতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতা।

১১। তিট্ঠন্তু ভিক্ষবে চত্তারি মাসানি। যো হি কোচি ভিক্ষবে ইমে চত্তারো সতিপট্ঠানে এবং ভাবেয্য তীনি মাসানি। তস্স দ্বিন্নং ফলানং অঞ্ণত্তরং ফলং পটিকজ্জং দিট্ঠেব ধম্মে অঞ্ণত্তসতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতা।

১২। তিট্ঠন্তু ভিক্ষবে তীনি মাসানি। যো হি কোচি ভিক্ষবে ইমে চত্তারো সতিপট্ঠানে এবং ভাবেয্য দ্বৈ মাসানি। তস্স দ্বিন্নং ফলানং অঞ্ণত্তরং ফলং পটিকজ্জং দিট্ঠেব ধম্মে অঞ্ণত্তসতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতা।

১৩। তিট্ঠন্তু ভিক্ষবে দ্বৈ মাসানি। যো হি কোচি ভিক্ষবে ইমে চত্তারো সতিপট্ঠানে এবং ভাবেয্য একং মাসং। তস্স দ্বিন্নং ফলানং অঞ্ণত্তরং ফলং পটিকজ্জং দিট্ঠেব ধম্মে অঞ্ণত্তসতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতা।

১৪। তিট্ঠন্তু ভিক্ষবে একং মাসং। যো হি কোচি ভিক্ষবে ইমে চত্তারো সতিপট্ঠানে এবং ভাবেয্য অদ্ধ মাসং। তস্স দ্বিন্নং ফলানং অঞ্ণত্তরং ফলং পটিকজ্জং দিট্ঠেব ধম্মে অঞ্ণত্তসতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতা।

১৫। তিট্ঠন্তু ভিক্ষবে অদ্ধ মাসং। যো হি কোচি ভিক্ষবে ইমে চত্তারো সতিপট্ঠানে এবং ভাবেয্য সত্তাহং। তস্স দ্বিন্নং ফলানং অঞ্ণত্তরং ফলং পটিকজ্জং দিট্ঠেব ধম্মে অঞ্ণত্তসতি বা উপাদিসেসে অনাগামিতা।

### নিগমন কথা

একায়নো অযং ভিক্ষবে মণ্ণো সত্তানং বিসুদ্ধিয়া সোক পরিদেবানং সমতিক্কমায় দুক্কদোমনস্সানং অথঙ্গমায় এণ্যস্স অধিগমায় নিব্বানস্স

সচ্ছিকিরিয়ায যদিদং চত্তারো সতিপট্ঠানাতি। ইতি যং তং বুত্তং। ইদমেতং পটিচ্চ বুত্তন্তি। ইদমবোচ ভগবা। অন্তমনা তে ভিক্ষু ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দুন্তি।

॥ মহাসতিপট্ঠান সুত্তং নিট্ঠিতং ॥

## বিনয়-বিধান

### চীবরাদিতে বিনয়কর্ম বিধান

ভিক্ষুগণ ন্যূনপক্ষে একহাত দীর্ঘ ও একবিগত প্রস্থ পরিমিত অতিরিক্ত শ্বেতবস্ত্রখণ্ডও অধিষ্ঠান বা বিকল্পন না করে, দশদিন অতিক্রম করলে “নিস্সগিয় পাচিত্তিয়” আপত্তি হয়। ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রবস্ত্র অধিষ্ঠান বা বিকল্পন করতে হয় না। নিম্নোক্ত প্রত্যেক বস্ত্রাদি হস্তে স্পর্শ করেই অধিষ্ঠান বা বিকল্পন করতে হয়।

সজ্জাটি অধিষ্ঠান— “ইমং সংঘটিং অধিট্ঠামি।” (৩ বার)

উত্তরাসঙ্গ অধিষ্ঠান— “ইমং উত্তরাসঙ্গং অধিট্ঠামি।” (৩ বার)

অন্তরবাস অধিষ্ঠান— “ইমং অন্তরবাসকং অধিট্ঠামি।” (৩ বার)

গাম্ছা অধিষ্ঠান— “ইমং মুখপুঙ্খনচোলং অধিট্ঠামি।” (৩ বার)

বহু গাম্ছা একত্রে অধিষ্ঠান— “ইমানি মুখপুঙ্খনচোলানি অধিট্ঠামি।” (৩ বার)

চীবর ‘পরিক্ষারচোলে’ অধিষ্ঠান— “ইমং চীবর পরিক্ষারচোলং অধিট্ঠামি।” (৩ বার)

বহু চীবর একত্রে পরিক্ষারচোলে অধিষ্ঠান— ইমানি চীবরানি পরিক্ষারচোলানি অধিট্ঠামি। (৩ বার)”

বহু শ্বেতবস্ত্র একত্রে অধিষ্ঠান— “ইমানি পরিক্ষারচোলানি অধিট্ঠামি।” (৩ বার)

পাত্র অধিষ্ঠান— “ইমং পত্তং অধিট্ঠামি।” (৩ বার)

### প্রত্যুদ্বার কর্ম

উক্ত অধিষ্ঠানকৃত দ্রব্যসমূহের মধ্যে যে কোন একটি প্রত্যুদ্বার করবার প্রয়োজন হলে, তা হাতে স্পর্শ করে “অধিট্ঠামি” শব্দের স্থানে “পচ্ছুদ্ধরামি” শব্দটি বসিয়ে প্রত্যুদ্বার কর্ম করা হয়। যথা: “ইমং সজ্জাটি পচ্ছুদ্ধরামি।” (৩ বার)

ইহা মনে রাখতে হবে যে প্রত্যাঙ্গারকৃত উক্ত চীবরাদি অতিরিক্ত দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। সুতরাং এই জিনিসগুলি দশদিন অতিক্রম না হতে পুনঃ অধিষ্ঠান বা বিকল্পন করতে হয়। অন্যথায় “নিস্‌সন্নিয় পাচিণ্ডিয়” হয়। নিস্‌সন্নিয় হলে, তা নিম্নোক্ত বিধানে দেশনা করতে হয়।

### নিস্‌সন্নিয় দেশনা বিধান

নিস্‌সন্নিয় আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু নিস্‌সন্নিয় বস্ত্রখানি করযোড়ে গ্রহণান্তর উৎকটিকভাবে বসে অন্য একজন ভিক্ষুকে বলবেন— “ইমং মে ভত্তে, (জৈষ্ঠ্য হইলে, আবুসো) চীবরং দসাহতিব্বন্তং নিস্‌সন্নিয়ং, ইমাং আযস্মতো নিস্‌সজ্জামি।” এই বাক্যটি তিনবার বলে চীবরখানি সেই ভিক্ষুর হাতে দিবেন। তৎপর উভয়ে দেশনা করবেন। দেশনার পরে পুনঃ নিস্‌সন্নিয় আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে চীবর গ্রহণকারী ভিক্ষু “ইদং চীবরং আযস্মতো দম্মি” এই বাক্যটি তিনবার বলে চীবরস্বামীকে চীবরটি ফেরত দিবেন। চীবর বা শ্বেতবস্ত্র অথবা গামছা একখানির অধিক হলে বহুবচনে বলতে হয়। যথা: “ইমানি মে ভত্তে, চীবরানি (পরিক্ষার চোলানি, মুখপুঙ্খনানি) দসাহতিব্বন্তানি নিস্‌সন্নিয়ানি অহং আযস্মতো নিস্‌সজ্জামি।” এই বাক্যটি তিনবার বলে চীবরগুলি ভিক্ষুর হাতে দিতে হয়। প্রতিগ্রাহক ভিক্ষুও এই বাক্যটি তিনবার বলে পুনঃ চীবরগুলি আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে দিবেন— “ইমানি চীবরানি আযস্মতো দম্মি।”

নিস্‌সন্নিয় চীবর বস্ত্রাদিতে উক্ত নিয়মে বিনয়কর্ম না করে পরিভোগ করলে, ‘দুষ্কট’ আপত্তি হয়। পাত্র নিস্‌সন্নিয় হলেও উক্তরূপে বিনয়কর্ম করে নিতে হয়।

### চীবরে রাত্রিবিপ্রযুক্ত নিস্‌সন্নিয়ের বিধান

যেই ভিক্ষুর নিকট ত্রিচীবর অধিষ্ঠান থাকবে, তিনি যদি উক্ত ত্রিচীবরের মধ্যে যেকোন একখানি চীবর হস্তপাশের (দেড় হাতের) বাইরে রেখে অরণোদয় করে, তবে সেই চীবরখানি “নিস্‌সন্নিয়” হয়। এরূপে “নিস্‌সন্নিয়” হলে চীবরখানি করযোড়ে গ্রহণান্তর উৎকটিকভাবে বসে— “ইদং মে ভত্তে, চীবরং রত্তি বিপ্পবুখং অএংএত্র ভিক্ষু সম্মুতিয়া নিস্‌সন্নিয়ং, ইমাং আযস্মতো নিস্‌সজ্জামি।” এই বাক্যটি তিনবার বলে চীবরখানি অন্য একজন ভিক্ষুকে দিবেন। তৎপর উভয়ে দেশনা করে ঐ অন্যভিক্ষু করযোড়ে চীবরখানি গ্রহণান্তর— “ইদং চীবরং আযস্মতো দম্মি।” এই বাক্যটি তিনবার বলে চীবরখানি পুনঃ চীবর স্বামীকে দিবেন।

### বিকল্পন কথা

যদি কোন ভিক্ষু অপর ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, শিক্ষমানা (ছয়শীলধারিণী প্রব্রজিতা স্ত্রীলোক), শ্রামণ ও শ্রামণী, এই পঞ্চসহধর্মীর কারো নিকট চীবর বিকল্পন (বিকল্পনা) করে পরে তা প্রত্যুদ্বার (পচ্ছুদ্বার) না করে পরিভোগ করে, তবে তার ‘পাচিভিয় আপত্তি’ হয়।

ব্যাখ্যা: এই স্থলে ‘বিকল্পন’ অর্থ বিনয়কর্ম বিশেষ। কোন ভিক্ষুর চীবর অপর একজন ভিক্ষুর নিকট বিকল্পন করতে হলে এই নিয়মে করতে হয়— প্রথমতঃ উভয় ভিক্ষু পরস্পরের হস্তপার্শ্বে উৎকৃটিভাবে বসবেন। প্রথম ভিক্ষু নিজের চীবরখানি হাতে নিয়ে— “ইমং চীবরং তুযহং বিকল্পেমি” এই বাক্যটি তিনবার উচ্চারণ করে চীবরখানা দ্বিতীয় ভিক্ষুর হাতে দিবেন। ইহার নাম বিকল্পন। এই বিকল্পিত চীবরখানা যে পর্য্যন্ত বিনয়কর্ম মতে প্রত্যুদ্বার করা না হবে, সে পর্য্যন্ত তা ব্যবহার করা নিষেধ। সুতরাং তা প্রত্যুদ্বার করতে হয়। উক্ত দ্বিতীয় ভিক্ষু বিকল্পিত চীবরখানা হাতে নিয়ে— “মযহং সন্তকং পরিভুঞ্জ বা বিস্সজ্জেহি বা যথাপচ্চযং করোহি”, এই বাক্যটি তিনবার উচ্চারণ করে চীবরখানা পুনঃ প্রথম ভিক্ষুর হস্তে অর্পণ করবেন। এর নাম প্রত্যুদ্বার। এরূপ বিনয়কর্ম মতে বিকল্পিত চীবর প্রত্যুদ্বার না করে পরিভোগ করলে ভিক্ষুর ‘পাচিভিয় আপত্তি’ হয়।

### প্রবারিতের প্রতিবিধান

ভিক্ষু প্রাতঃরাশের (প্রথম ভোজনের) কালে অন্ন, ব্যঞ্জন ও পিষ্টকাদি যে কোন মিষ্টদ্রব্য ভোজন করবার সময় দায়ক পুনঃ উক্ত দ্রব্যগুলি গ্রহণান্তর ভোজনেরত ভিক্ষুর দেড় হাতের ভিতর এসে তা দ্বিতীয়বার দেয়ার জন্য উদ্যত হলে, তাকে যদি ঐ ভিক্ষু বারণ করে, তবে সেই ভিক্ষু ভোজনে ‘প্রবারিত’ হয়। প্রবারিত ভিক্ষু সেদিন আসন হতে উঠে দ্বিতীয়বার ভোজন করতে ইচ্ছা করলে, স্বীয় পরিমাণমত অনুব্যঞ্জনাদি একপাত্রে গ্রহণান্তর তা একজন ‘অপ্রবারিত’ ভিক্ষুর হাতে অর্পণ করবেন। তখন সেই অপ্রবারিত ভিক্ষু প্রবারিত ভিক্ষুর হস্তপার্শ্বে থেকে ‘অলমেতং সব্বং’ এই বাক্যটি তিনবার বলে উক্তপাত্র হতে কিঞ্চিৎ আহার্য স্বীয় মুখে দিয়া পুনঃ সেই পাত্রটি ঐ প্রবারিত ভিক্ষুকে প্রদান করবেন। এরূপে বিনয়কর্ম সম্পাদন করে ভোজন করলে, প্রবারিত ভিক্ষুর আপত্তি হয় না।

## উপোসথ বিধান

### একজন ভিক্ষুর উপোসথ কর্মবাক্য

“অজ্জ মে উপোসথো পণ্নরসো (চতুদ্দসো) অধিট্ঠামি।” দুতিযম্পি...।  
ততিযম্পি...।

### দুইজন ভিক্ষুর উপোসথ কর্মবাক্য

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু: “পরিসুদ্ধো অহং আবুসো পরিসুদ্ধোতি মং ধারেহি।”  
দুতিযম্পি...। ততিযম্পি...।

কণিষ্ঠ ভিক্ষু: “পরিসুদ্ধো অহং ভন্তে পরিসুদ্ধোতি মং ধরেথ।”  
দুতিযম্পি...। ততিযম্পি...।

### তিনজন ভিক্ষুর অঃঃঃমঃঃঃ উপোসথ কর্মবাক্য

জগ্গি স্থাপন: সুণাতু মে আযস্মন্তো, অজ্জপোসথো পণ্নরসো (চতুদ্দসো);  
যদাযস্মন্তং পত্তকল্লং মযং অঃঃঃমঃঃঃঃ পরিসুদ্ধিং উপোসথং করেয়্যামতি।  
দুতিযম্পি...। ততিযম্পি...।

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু: “পরিসুদ্ধো অহং আবুসো পরিসুদ্ধোতি মং ধারেহি।”  
দুতিযম্পি...। ততিযম্পি...।

কণিষ্ঠ ভিক্ষু: “পরিসুদ্ধো অহং ভন্তে পরিসুদ্ধোতি মং ধরেথ।”  
দুতিযম্পি...। ততিযম্পি...।

## বিকালে গ্রামে যাওয়ার বিনয় বিধান

নিমন্ত্রিত বা অনিমন্ত্রিত অবস্থায় ভিক্ষুগণ যে কোন প্রয়োজনে বিকালে  
গ্রামে দায়কদের গৃহে যেতে হলে, বিহারের অন্য যে কোন একজন ভিক্ষুকে,  
তদ্ অভাবে বুদ্ধমূর্তিকে করযোড়ে নিশ্লোক্ত কর্মবাক্যটি তিনবার বলে যেতে  
হয়। অন্যথায় আপত্তিগ্রস্ত হতে হয়। “অহং ভন্তে, বিকালে গামপ্পবেসনং  
আপুচ্ছামি।”

### বর্ষাবাস অধিষ্ঠান কর্মবাক্য

বর্ষাবাস শুরুর দিনে ভিক্ষুগণ সম্মিলিত কিংবা এককভাবে বর্ষাবাসব্রত  
অধিষ্ঠান করবেন। বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে বসে বর্ষাবাসব্রত অধিষ্ঠান করাই উত্তম।  
প্রথমে বন্দনাদি করণীয় সমাপ্ত করে মনে মনে বিহারের সীমা নির্দ্ধারণ  
করতঃ উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে করযোড়ে বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে নিশ্লোক্ত কর্মবাক্য  
বলবেন— “ইমস্মিং বিহারে ইমং তেমাংসং বস্‌সং উপেমি, ইধবস্‌সং  
উপেমি।” (৩-বার)

## বর্ষাবাসিক স্নানবস্ত্র অধিষ্ঠান

প্রথমে “ইমং বস্‌সাসাটিকং বস্‌সানং কপ্পবিন্দুং করোমি” তিনবার বলে কপ্পবিন্দু করতঃ এভাবে বর্ষাবাসিকস্নানবস্ত্র অধিষ্ঠান করবেন— “ইমং বস্‌সাসাটিকং বস্‌সানং চতুর্‌মাসং অধিট্‌ঠামি ততোপরং বিকপ্পেমি।” দুতিযম্পি...। ততিযম্পি...।

## সপ্তাহ করণীয় কর্মবাক্য

সজ্জ কস্মে বজে ধম্ম সবণথং নিমন্তিতো,  
গরুহি পহিতো বাপি পস্‌সিতুং।

বর্ষাবাস অভ্যন্তরে, সংঘকর্মে, ধর্মদেশনার জন্য নিমন্ত্রিত হলে, গুরু কর্তৃক কোন কাজে প্রেরিত হলে ও গুরু দর্শনের জন্য এবং বিনয়-বিধানানুযায়ী আরও অন্যান্য কারণে নিমন্ত্রিত হলে, একসপ্তাহের জন্য বিদায় নিয়ে যেতে পারে। সপ্তাহভ্যন্তরে পুনঃ বিহারে ফিরে আসতে হয়। এই বিদায় কর্মবাক্যটি সেই বিহারবাসী কোন ভিক্ষুর নিকট, তদ্‌ অভাবে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে করযোড়ে বুদ্ধপ্রতিমূর্তির সম্মুখে বলতে হয়। বিদায় কর্মবাক্য— “সচে মে কোচি অন্তরাযো ন ভবেয়্য, সত্ত্বত্তন্তরে পুন নিবত্তিস্‌সামি।” (৩-বার)॥

## প্রবারণা বিধান

## একজন ভিক্ষুর প্রবারণা কর্মবাক্য

একজন ভিক্ষুর প্রবারণা কর্মবাক্য— “অজ্জ মে পবারণা পণ্নরসী অধিট্‌ঠামি।” দুতিযম্পি...। ততিযম্পি...।

## দুইজন ভিক্ষুর প্রবারণা

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু: “অহং আবুসো, আযস্মন্তং পবারেমি দিট্‌ঠেন বা সুতেন বা পরিসঙ্কায় বা বদতু মং আযস্মা অনুকম্পং উপাদায় পস্‌সন্তো পটিকরিস্‌সামি।” দুতিযম্পি...। ততিযম্পি...।

কনিষ্ঠ ভিক্ষু: “অহং ভন্তে, আযস্মন্তং পবারেমি দিট্‌ঠেন বা সুতেন বা পরিসঙ্কায় বা বদতু মং আযস্মা অনুকম্পং উপাদায় পস্‌সন্তো পটিকরিস্‌সামি।” দুতিযম্পি...। ততিযম্পি...।

## তিনজন ভিক্ষুর প্রবারণা

সুণাতু মে আযস্মন্তো, অজ্জ পবারণা পণ্নরসী, যদাস্মন্তানং পত্তকল্লং মযহং অএঃএঃমএঃএঃ পবারেয়্যাম। (৩-বার)।



**জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু:** “অহং আবুসো, আযস্মন্তং পবারেমি দিট্ঠেন বা সুতেন বা পরিসঙ্কায় বা বদতু মং আযস্মা অনুকম্পং উপাদায় পস্সন্তো পটিকরিস্সামি।” দুতিযম্পি...। ততিযম্পি...।

**কণিষ্ঠ ভিক্ষু:** “অহং ভন্তে, আযস্মন্তং পবারেমি দিট্ঠেন বা সুতেন বা পরিসঙ্কায় বা বদতু মং আযস্মা অনুকম্পং উপাদায় পস্সন্তো পটিকরিস্সামি।” দুতিযম্পি...। ততিযম্পি...।

### সজ্জের প্রবারণা

**জ্ঞপ্তি স্থাপন:** সুণাতু মে আবুসো সজ্জো! অজ্জ পবারণা পণ্নরসী; যদি সজ্জস্স পত্তকল্পং সজ্জো তে-বাচিক পবারেয়্যা। (৩-বার)

**জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু:** “অহং আবুসো, আযস্মন্তং পবারেমি দিট্ঠেন বা সুতেন বা পরিসঙ্কায় বা বদতু মং আযস্মা অনুকম্পং উপাদায় পস্সন্তো পটিকরিস্সামি।” দুতিযম্পি...। ততিযম্পি...।

**কণিষ্ঠ ভিক্ষু:** “অহং ভন্তে, আযস্মন্তং পবারেমি দিট্ঠেন বা সুতেন বা পরিসঙ্কায় বা বদতু মং আযস্মা অনুকম্পং উপাদায় পস্সন্তো পটিকরিস্সামি।” দুতিযম্পি...। ততিযম্পি...।

### কঠিনচীবর বিনয় বিধান

কঠিনচীবর গৃহীত হবার পর ভিক্ষুগণ সীমায় একত্রিত হয়ে বিহারের জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুর (অর্থাৎ যে ভিক্ষুকে কঠিনচীবর দেয়া হবে তার) নামোল্লেখ করে শুদ্ধভাবে নিম্নের কর্মবাক্যটি পাঠ করবেন।

### কঠিনথার কর্মবাক্য

সুণাতু মে ভন্তে সজ্জো! ইদং সজ্জস্স কঠিনচীবরং (দুস্সং) উপ্পন্নং, যদি সজ্জস্স পত্তকল্পং, সজ্জো ইমং কঠিনচীবরং (দুস্সং) তিস্সস্স ভিক্কুনো দদেয়্য, কঠিনং অথরিতুং, এসা এত্তি।

সুণাতু মে ভন্তে সজ্জো! ইদং সজ্জস্স কঠিনচীবরং (দুস্সং) উপ্পন্নং, সজ্জো ইমং কঠিনচীবরং (দুস্সং) তিস্সস্স ভিক্কুনো দেতি, কঠিনং অথরিতুং, যস্সযস্মতো খমতি, ইমস্স কঠিনচীবরস্স (দুস্সস্স) তিস্সস্স ভিক্কুনো দানং, কঠিনং অথরিতুং, সো তণ্হস্স যস্স নক্কখমতি সো ভাসেয়্য।

(“দিন্ণং ইদং সজ্জেন কঠিনচীবরং (দুস্সং) তিস্সস্স ভিক্কুনো কঠিনং অথরিতুং, খমতি সজ্জস্স তস্মা তুণ্হী এবমেতং ধারযামীতি।”) দুতিযম্পি...। ততিযম্পি...।

অতঃপর সে ভিক্ষু তাঁর পুরাতন চীবর পচুদ্বারামি করে নতুন চীবরে কপ্পবিন্দু করতঃ অধিষ্ঠান করবেন। তারপর চীবরকে কঠিনে রূপান্তরিত করতে চীবরে হাত বুলায়ে বুলায়ে এরূপ কর্মবাক্য বলবেন— সজ্জাটি হলে—“ইমায় সজ্জাটিয় কঠিনং অথরামি।” দূতিয়ম্পি...। ততিয়ম্পি...। উত্তরাসঙ্গ হলে— “ইমিনা উত্তরাসঙ্গেন কঠিনং অথরামি।” দূতিয়ম্পি...। ততিয়ম্পি...। অন্তর্বাস হলে— “ইমিনা অন্তরবাসকেন কঠিনং অথরামি।” (৩-বার)॥

### কঠিনচীবর অনুমোদন কর্মবাক্য

বিহারের প্রথম বর্ষাবাসিক ভিক্ষু (একাংশ চীবর ও যুজাঞ্জলি হয়ে) বিহারের অন্য ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে এরূপ বলবেন— “অথতং আবুসো সজ্জস্ কঠিনং ধম্মিকো কঠিনথারো অনুমোদাহি।” দূতিয়ম্পি...। ততিয়ম্পি...। বিহারের অন্যান্য ভিক্ষুগণ (উত্তরাসঙ্গ একাংশ ও অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে) এরূপ বলবেন— “অথতং ভন্তে সজ্জস্ কঠিনং ধম্মিকো কঠিনথারো অনুমোদামি।” দূতিয়ম্পি...। ততিয়ম্পি...।

এরূপে বিহারস্থ সকল ভিক্ষুগণ কঠিচীবর লাভের পঞ্চফল ভোগ করতে পারেন। তবে যাদের বর্ষাব্রত ভঙ্গ হয়েছে এবং যারা অন্য বিহারে বর্ষাবাস যাপন করেছেন, তাদের কঠিনচীবরের পঞ্চফল লাভ হয় না। তারা সঞ্জের গণপূরক হিসাবে বিনয়কর্মে সহযোগিতা করেন মাত্র (কঠিনচীবর গ্রহণ ও অনুমোদন তাদের নিষিদ্ধ)।

### বুদ্ধমূর্তির জীবন্যাস

বুদ্ধমূর্তির জীবন্যাসের গিলান প্রত্যয়ের পূজার উপকরণ :

১। হরিতকী, ২। আমলকী, ৩। বহেরা, ৪। দারুচিনি, ৫। জাইফল, ৬। মধু, ৭। সরিষার তৈল, ৮। ঘি, ৯। মাখন।

### বুদ্ধের নয়গুণ আরোপ

ইতিপি সো ভগবা অরহং, সম্মাসম্মুদ্বো, বিজ্জাচরণসম্পন্নো, সুগতো, লোকবিদু, অনুত্তরো, পুরিসদম্ম সারথি, সথা দেব-মনুস্সানং, বুদ্ধো ভগবাতি ॥

### ধর্মের ছয়গুণ আরোপ

স্বাকথাতো ভগবতা ধম্মো, সন্দিট্ঠিকো, অকালিকো, এহিপস্সিকো, ওপনাযিকো, পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞুহীতি ॥

### সজ্জের নয়গুণ আরোপ

সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসজ্জো, উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসজ্জো, এগ্গযপটিপন্নো ভগবতো সাবকসজ্জো, সমীচিপটিপন্নো ভগবতো সাবকসজ্জো, যদিদং চত্তারি পুরিসয়ুগানি অট্টপুরিস পুণ্ণলা এসা ভগবতো সাবকসজ্জো, আহুনেয্যো, পাহুনেয্যো, দক্খিণেয্যো, অঞ্জলিকরণীয্যো, অনুত্তরং পুএঃএঃক্খেত্তং লোকস্সাতি॥

### অনেক জাতি সংসার গাথা

অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং,  
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পনং ।  
গহকারকো দিট্ঠোসি পুন গেহং ন কাহাসি,  
সব্বা তে ফাসুকাভগ্গা গহকূটং বিসজ্জিতং,  
বিসজ্জারগতং চিত্তং তণ্হানং খযমজ্জগাতি ॥ (৩-বার)

### পটিচ্চসমুপ্পাদ (অনুলোম)

ইতি ইমস্মিং সতি ইদং হোতি, ইমস্স উপ্পাদা ইদং উপ্পজ্জতি । যদিদং অবিজ্জা পচ্চয়া সজ্জার, সজ্জার পচ্চয়া বিএঃএগ্গং, বিএঃএগ্গং পচ্চয়া নাম-রূপং, নাম-রূপ পচ্চয়া সলাযতনং, সলাযতন পচ্চয়া ফস্সো, ফস্সোপচ্চয়া বেদনা, বেদনা পচ্চয়া তণ্হা, তণ্হা পচ্চয়া উপাদানং, উপাদান পচ্চয়া ভবো, ভব পচ্চয়া জাতি, জাতি পচ্চয়া জরা-মরণং-সোক-পরিদেব-দুক্খা-দোমনস্সুপায়াসা সম্ভবন্তি । এব মে তস্স কেবলস্স দুক্খক্খন্সস্স সমুদযো হোতি ॥

### পটিচ্চসমুপ্পাদ (প্রতিলোম)

ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি, ইমস্স নিরোধ ইদং নিরুজ্জন্তি । যদিদং অবিজ্জায়ত্তেব অসেস বিরাগ নিরোধো সজ্জার নিরোধো, সজ্জার নিরোধো বিএঃএগ্গং নিরোধো, বিএঃএগ্গং নিরোধো নাম-রূপ নিরোধো, নাম-রূপ নিরোধো সলাযতন নিরোধো, সলাযতন নিরোধো ফস্সো নিরোধো, ফস্সো নিরোধো তণ্হা নিরোধো, তণ্হা নিরোধো উপাদান নিরোধো, উপাদান নিরোধো ভবো নিরোধো, ভব নিরোধো জাতি নিরোধো, জাতি নিরোধো জরা-মরণং-সোক-পরিদেব-দুক্খা-দোমনস্সুপায়াসা নিরুজ্জন্তি । এব মে তস্স কেবলস্স দুক্খক্খন্সস্স নিরোধো হোতি ।

### উদান গাথা

যদা হবে পাতু ভবন্তি ধম্মা, আতাপিনো ঝায়তো ব্রাহ্মণস্স,

অথস্ কঙ্খাবপয়ন্তি সৰ্বা, যাতো পজানাতি সহেতু ধম্মং ।  
 যদা হবে পাতু ভবন্তি ধম্মা, আতাপিনো ঝাযতো ব্রাহ্মণস্,  
 অথস্ কঙ্খাবপয়ন্তি সৰ্বা, যাতো খযং পচচ্যানং আবেদি ।  
 যদা হবে পাতু ভবন্তি ধম্মা, আতাপিনো ঝাযতো ব্রাহ্মণস্,  
 অথস্ কঙ্খাবপয়ন্তি সৰ্বা, সুরিয়ো'ব ওভাসমমন্তলিক্খন্তি ।

### পট্টানপচয় উদ্দেশ

হেতুপচযো, আরম্ভপচযো, অধিপতিপচযো, অনন্তর পচযো,  
 সমনন্তরপচযো, সহজাতপচযো, অঞংএমএঞপচযো, নিস্‌সায়পচযো,  
 উপনিস্‌সায়পচযো, পুরেজাতপচযো, পচ্ছাজাতপচযো, আসেবনপচযো,  
 কম্পপচযো, বিপাকপচযো, আহারপচযো, ইন্দ্রিয়পচযো, ঝানপচযো,  
 মগ্গপচযো, সম্প্যুত্তপচযো, বিপ্লয়ুত্তপচযো, অথিাপচযো, নথিাপচযো,  
 বিগতপচযো, অবিগতপচযো'তি॥

### বুদ্ধের নয়গুণ আরোপ

ইতিপি সো ভগবা অরহং, সম্মাসম্মুদ্বো, বিজ্জাচরণসম্পন্নো, সুগতো,  
 লোকবিদু, অনুত্তরো, পুরিসদম্ম সারথি, সখা দেবমনুস্‌সানং, বুদ্ধো  
 ভগবা'তি॥

### অভিসেক গাথা

জযন্তো বোধিয়া মূলে সক্যানং নন্দিবড্‌টনো,  
 এবমেব জযো হোতু জযস্‌সু জযমঙ্গলে ।  
 অপরাজিত পল্লঙ্কে সীসে পুথুবী মুকখলে,  
 অভিসেকে সম্মুদ্বানং অগ্গল্লভো পমোদতি ॥ (৩-বার)

### উগ্‌ঘোসন গাথা

জযো হি বুদ্ধস্‌স সিরিমতো অযং,  
 মারস্‌স চ পাপিমতো পরাজযো,  
 উগ্‌ঘোসযুং বোধিমণ্ডে পমোদিতা,  
 জযং তদা নাগগণ মহেসিনো ॥  
 জযো হি বুদ্ধস্‌স সিরিমতো অযং,  
 মারস্‌স চ পাপিমতো পরাজযো,  
 উগ্‌ঘোসযুং বোধিমণ্ডে পমোদিতা,  
 জযং তদা সুপল্লগণ মহেসিনো ॥  
 জযো হি বুদ্ধস্‌স সিরিমতো অযং,

মারস্ চ পাপিমতো পরাজযো,  
উগ্ঘোসযুং বোধিমণ্ডে পমোদিতা,  
জযং তদা দেবগণ মহেসিনো ॥  
জযো হি বুদ্ধস্ সিরিমতো অযং,  
মারস্ চ পাপিমতো পরাজযো,  
উগ্ঘোসযুং বোধিমণ্ডে পমোদিতা,  
জযং তদা ব্রহ্মগণ মহেসিনো'তি ॥

### গিলানপ্রত্যয় পূজা (সকালে)

বল্লগন্ধ সমন্নিতং মধুরাদি রস সংযুতং নানা ভেসজ্জেহি ইদং পূজং  
ভগবতো উপন্নিতং অনুকম্পং উপাদায় পটিগণ্হাতুমুত্তমং ॥ (৩-বার)

### সরবতাদি ভৈষজ্য দান (সন্ধ্যায়)

মধুরং সীতলং কপ্পং পানীয়ঞ্চ ভেসজ্জং অনুকম্পং উপাদায়  
পটিগণ্হাতুমুত্তমং ॥ (৩-বার)

### মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে পাঠ করা যায়

০১। সিয়া কুসলং ধম্মং পটিচ্চ কুসলোধম্মো উপ্পজ্জেযা হেতুপচ্চযা।  
কুসলং ধম্মং পটিচ্চ কুসলোধম্মো উপ্পজ্জতি হেতুপচ্চযা। কুসলং একং খন্ধং  
পটিচ্চ তযো খন্ধা। তযো খন্ধে পটিচ্চ একো খন্ধো, দে খন্ধে পটিচ্চ দে  
খন্ধা। (৩-বার)

০২। সিয়া অকুসলং ধম্মং পটিচ্চ অকুসলোধম্মো উপ্পজ্জেযা হেতুপচ্চযা।  
অকুসলং ধম্মং পটিচ্চ অকুসলোধম্মো উপ্পজ্জতি হেতুপচ্চযা। অকুসলং একং  
খন্ধং পটিচ্চ তযো খন্ধা। তযো খন্ধে পটিচ্চ একো খন্ধো, দে খন্ধে পটিচ্চ দে  
খন্ধা। (৩-বার)

০৩। সিয়া অব্যাকতং ধম্মং পটিচ্চ অব্যাকতোধম্মো উপ্পজ্জেযা  
হেতুপচ্চযা। অব্যাকতং ধম্মং পটিচ্চ অব্যাকতোধম্মো উপ্পজ্জতি হেতুপচ্চযা।  
অব্যাকতং একং খন্ধং পটিচ্চ তযো খন্ধা। তযো খন্ধে পটিচ্চ একো খন্ধো,  
দে খন্ধে পটিচ্চ দে খন্ধা। (৩-বার)

### শাশানে পাঠ করা যায়

অনিচ্চবত সঞ্জারা উপ্পাদবয ধম্মিনো,  
উপ্পজ্জিতা নিরুজ্জতি তেসং বৃপসমো সুখো।

সৰ্বেসত্তা মরন্তি চ মরিংসু চ মরিস্সরে,  
 তথেবহং মরিস্সামি নথি মে এথা সংসযো ।  
 জীবিতং ব্যাধিকালো চ দেহ নিক্খেপনং গতি,  
 পঞ্চোতে জীবলোকস্মিং অনিমিত্তা চ এণ্যরে,  
 সৰ্বেসত্তা মরিস্সন্তি মরণন্তং হি জীবিতং,  
 যথাধম্মং গমিস্সন্তি পুএংএপাপ ফলূপগা ।  
 নিরয়ং পাপকম্মত্তা পুএংএকম্মা চ সুগ্গতিং,  
 অপরে চ মগ্গং ভাবেত্বা পরিনিব্বন্তি অনাসবাতি ॥ (৩-বার)

❀❀❀ উৎসর্গ ও সূত্র-সংগ্রহ সমাপ্ত ❀❀❀

# শ্রামণ-কর্তব্য

রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরো  
কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত





# শ্রামণ-কর্তব্য

নমো তস্মৈ ভগবতো অরহতো সম্মাসম্মুদ্রস্মৈ ।  
(সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্মুদ্রকে নমস্কার করিতেছি) ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

গ্রন্থারম্ভ

সাসনস্মৈ চ লোকস্মৈ বুড়ী ভবতু সৰ্বদা,

সাসনস্মৈ চ লোকস্মৈ দেবা রক্খন্তু সৰ্বদা ।

সর্বদা বুদ্ধ শাসন ও জগতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হউক; দেবগণ সর্বদা বুদ্ধ শাসন ও জগত রক্ষা করুন ।

বুদ্ধশাসনে পুত্রদান

বুদ্ধ শাসনের উন্নতিকল্পে ও পুত্রের মুক্তির হেতু উৎপাদনের নিমিত্ত শ্রদ্ধার সহিত স্থায়ী ঔরসজাত পুত্রকে প্রব্রজিত করাইয়া দেওয়াকে পুত্রদান বলে । পুত্রদানের ফল লাভের আশায় শাসন প্রতিরূপ দেশের মাতাপিতাগণ সপ্তাহ কাল সময়ের জন্য হইলেও আপন পুত্রকে প্রব্রজিত করাইয়া রাখেন । এই রীতি অবশ্যই জ্ঞানী ব্যক্তি দ্বারাই প্রবর্তিত হইয়াছে । ইহাতে ঐহিক-পারত্রিক উভয় কালের বহুবিধ হিত সাধিত হয় । সুতরাং ইহা অপরিহার্য্য নীতি বলিয়া সমাজেও গ্রহণ করা হইয়াছে । বস্তুতঃ এই রীতি মহামঙ্গল দায়ক । এই প্রব্রজ্যা দ্বারা ভবিষ্যত জন্মে চিরমুক্তির নিষ্কমণ সংস্কার উৎপন্ন হয় ।

পুত্রদানের ফল

কারে বিহারে ইধ জম্মুদীপে খেত্তং করিত্তান তয়ো ন দীপে মেরুপ্পমানস্পি  
দদেয়্য দানং, কলং নগ্ঘন্তি পব্বজিতানিসংসন্তি ।

বঙ্গার্থ : যদি জম্মুদ্বীপ প্রমাণ বিহার নির্মাণ করিয়া উক্ত বিহারস্থিত ভিক্ষুসংঘকে পোষণের জন্য ত্রিমহাদ্বীপ (পূর্ববিদেহ, অপর গোয়ান ও উত্তরকুর) প্রমাণ ক্ষেত্রে ফসল উৎপাদন করান হয় এবং তাঁহাদিগকে সুমেরু পর্বত প্রমাণও দান দেওয়া যায়, তথাপি এই দানের পুণ্যফল প্রব্রজ্যা দানের ষোড়শ অংশের এক অংশ হয় না । বুদ্ধ শাসনের পুত্রদানের ফল যে কত মহান ও অসীম তাহা প্রত্যেকেই উক্ত শ্লোক পাঠে অবগত হইতে পারিবেন ।

### প্রব্রজ্যা প্রার্থনা

ওকাস অহং ভন্তে, পববজ্জং যাচামি। দুতিয়ম্পি ... ততিয়ম্পি।

বঙ্গানুবাদ : প্রভো, অবকাশ প্রদান করুন, আমি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিতেছে। (তিনবার)

### কাষায়বস্ত্র দান

সব্বদুক্খ নিস্সরণ নিব্বানং সচ্ছিকরন্থায়, ইমং কাসাং গহেত্বা পব্বাজেথ, মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায়। দুতিয়ম্পি... ততিয়ম্পি।

বঙ্গানুবাদ : ভদন্ত! সর্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ ও নির্বাণ সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুগ্রহপূর্বক এই কাষায় বস্ত্র গ্রহণ করিয়া আমাকে প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষিত করুন। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার বলিবেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণকারী উত্তমরূপে তিনবার প্রার্থনা করিয়া দীক্ষাদানকারীর হস্তে ত্রিচীবর প্রদান করিবে।

### কাষায়বস্ত্র প্রার্থনা

সব্ব দুক্খ নিস্সরণ নিব্বানং সচ্ছিকরন্থায় এতং কাসাং দত্ত্বা পব্বাজেথ মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায়। দুতিয়ম্পি... ততিয়ম্পি।

বঙ্গানুবাদ : ভদন্ত! সর্ব দুঃখহীন নির্বাণ সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুগ্রহ পূর্বক এই কাষায় বস্ত্র প্রদান করিয়া আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও প্রার্থনা করিবে।

### চীবর পরিধানার্থে প্রত্যবেক্ষণ করার নিয়ম

বল্ল-গন্ধ-রস-সম্পন্ন ইদং চীবরং অজিগুচ্ছনীয্যং, ইমং মম পুতিকাযং পতমানং অতিবিয় জিগুচ্ছনীয্য ভাবং পাপুনিস্সতি।

বর্ণ-গন্ধ-রস-সম্পন্ন এই চীবর সৌন্দর্য্য বিমণ্ডিত কিন্তু ইহা আমার পুতিগন্ধময় শরীরের সংস্পর্শে অতিশয় দুর্গন্ধ ও ঘৃণিত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

### অশুভ কর্মস্থান দান

অতঃপর দীক্ষাদানকারী আচার্য্য প্রব্রজ্যাগ্রহীতাকে বত্রিশ প্রকার অশুভ কর্মস্থানের মধ্যে পাঁচ প্রকার অশুভ ভাবনা অনুলোম-প্রতিলোম বশে মুখে মুখে শিখাইবেন। যথা:

কেসা-লোমা-নখা-দন্তা-তচো, তচো-দন্তা-নখা-লোমা-কেসা। উক্ত কর্মস্থান গ্রহণের পর চীবর প্রত্যবেক্ষণ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অন্তর্বাস পরিধান করিবে, একখানা উত্তরাসঙ্গ গায়ে দিবে এবং অপর উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করিয়া প্রব্রজ্যাশীল প্রার্থনা করিবে।

### কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা

অস্থি ইমস্মিং কায়ে— কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচো,  
মংসং, নহারু, অট্ঠি, অট্ঠিমিঞ্জা, বন্ধং, হৃদযং, যকনং,  
কিলোমকং, পিহকং, পপ্ফাসং, অন্তং, অন্তগুণং, উদরীযং,  
করীসং, মথলুঙ্গং, পিত্তং, সেমহং, পুবেো, লোহিতং, সেদো,  
মোদো, অস্‌সু, বসা, খেলো, সিজ্জানিকা, লসিকা, মুত্তং।

কায়গতানুস্মৃতি ভাবনার উদ্দেশ্য হইল আমাদের শরীর যে উক্ত বত্রিশ প্রকার অশুচিপদার্থে গঠিত তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা। এই দেহ অশুচিতার প্রতিচ্ছবি এবং উপাদানসমূহ পুতিগন্ধময়। এই সত্য বার বার অনুস্মরণ করিলে দেহের প্রতি আসক্তি কমিয়া যায়, মোহ ও অহংকারাদি বিদূরিত হয়। ইহা ধর্মজীবন গঠন ও যাপনের সহায়ক। এই সকল অশুচিপূর্ণ পদার্থ, যথা: কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বৃক্ক, (মূত্রাশয়) হৃদপিণ্ড, যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুসফুস, বৃহদন্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, উদর, বিষ্ঠা, মস্তিষ্ক, শ্লেষ্মা, পূজ, রক্ত, শ্বেদ, মেদ, অশ্রু, চর্বি, লালা, সিজ্জাণিক, গ্রন্থিতৈল ও মূত্র।

### প্রব্রজ্যা গ্রহণকারী শ্রামণের দশশীল প্রার্থনা

ওকাস অহং ভন্তে, তিসরনেন সন্ধিং পব্বজা সামণের দসসীলং ধম্মং  
যাচামি অনুগ্গহং কত্তা সীলং দেখা মে ভন্তে। দুতিবস্পি...ততিবস্পি।

বঙ্গানুবাদ : প্রভো, অবকাশ করুন, আমি ত্রিশরণসহ প্রব্রজিত শ্রামণের দশশীল ধর্ম যাচঞা করিতেছি, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে দশশীল প্রদান করুন। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার প্রার্থনা করিবে।

ভিক্ষু : ‘যমহং বদামি তং বদেহি (বদেথ)’।

বঙ্গানুবাদ : আমি যাহা বলিতেছি, তাহা বল।

এক ব্যক্তি হইলে ‘বদেহি’ এবং একাধিক হইলে ‘বদেথ’ বলিতে হইবে।

প্রব্রজ্যাপ্রার্থী শ্রামণ : ‘আম ভন্তে।’

বঙ্গানুবাদ : হ্যাঁ প্রভো।

ভিক্ষু : নমো তস্‌ ভগবতো অরহতো সম্মাসম্মুদ্বস্‌স।

প্রব্রজ্যাপ্রার্থীও : ‘নমো তস্‌ ভগবতো অরহতো সম্মাসম্মুদ্বস্‌স’ তিনবার বলিবে।

### ত্রিশরণ গমন গ্রহণ

ভিক্ষু : বুদ্ধম্‌ সরণম্‌ গচ্ছামি,  
ধম্মম্‌ সরণম্‌ গচ্ছামি,

সঙ্ঘম্ সরণম্ গচ্ছামি ।

প্রব্রজ্যপ্রার্থী : বুদ্ধম্ সরণম্ গচ্ছামি,  
ধম্মম্ সরণম্ গচ্ছামি,  
সঙ্ঘম্ সরণম্ গচ্ছামি ।

ভিক্ষু : দুতিয়ম্পি বুদ্ধম্ সরণম্ গচ্ছামি,  
দুতিয়ম্পি ধম্মম্ সরণম্ গচ্ছামি,  
দুতিয়ম্পি সঙ্ঘম্ সরণম্ গচ্ছামি ।

প্রব্রজ্যপ্রার্থীও একইভাবে ‘দুতিয়ম্পি’ বলিয়া বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ  
দ্বিতীয়বার গ্রহণ করিবে ।

ভিক্ষু : ততিয়ম্পি বুদ্ধম্ সরণম্ গচ্ছামি,  
ততিয়ম্পি ধম্মম্ সরণম্ গচ্ছামি,  
ততিয়ম্পি সঙ্ঘম্ সরণম্ গচ্ছামি ।

প্রব্রজ্যপ্রার্থীও অনুরূপভাবে ‘ততিয়ম্পি’ বলিয়া তৃতীয়বারের জন্য বুদ্ধ,  
ধর্ম ও সংঘের শরণ তৃতীয়বার গ্রহণ করিবে ।

ভিক্ষু : তিসরণ গমনং পরিপুন্নং?

প্রব্রজ্যা গ্রহণকারী শ্রামণ : আম ভন্তে ।

### প্রব্রজ্যা গ্রহণকারী শ্রামণের দশশীল

ত্রিশরণ গমন গ্রহণের পর ভিক্ষু নিম্নলিখিত দশশীল প্রদান করিবেন ।

- ১। পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং
- ২। অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং
- ৩। অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী সিক্খাপদং
- ৪। মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং
- ৫। সুরা-মেরয-মজ্জ-পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং
- ৬। বিকাল ভোজনা বেরমণী সিক্খাপদং
- ৭। নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসুকদস্‌সনা বেরমণী সিক্খাপদং
- ৮। মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডণ-বিভূসনট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং
- ৯। উচ্চাসযন-মহাসযনা বেরমণী সিক্খাপদং
- ১০। জাতরূপ-রজত পটিগ্গহণা বেরমণী সিক্খাপদং

ইমানি পব্বজা সামণের দস সিক্খাপদানি সমাদিয়ামি ।

দুতিয়ম্পি... । ততিয়ম্পি... ।

### দশশীলের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

১। হীন-মধ্যম-উৎকৃষ্ট, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, দৃশ্য-অদৃশ্য, হিংস্র-অহিংস্র, উৎপন্ন-অনুৎপন্ন (যাহা ডিম্বকের মধ্যে লুকাইয়া আছে) প্রাণী মাত্রেই হত্যা হইতে বিরত থাকা এবং প্রাণীহত্যার কারণ না হওয়া, প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি দয়াভাব পোষণ করা হিত ও অনুকম্পাকারী হওয়া, এবং কোন প্রাণীকে দণ্ডাঘাত বা শাস্তাঘাত না করাই প্রথম শিক্ষাপদের শিক্ষা।

২। অন্যের স্বাবর-অস্বাবর দ্রব্যাদি এমন কি সামান্য সূত্রনাল পর্যন্ত চৌর্য্যচিন্তে গ্রহণ না করা, এই বিষয়ে অন্যকে উৎসাহিত না করা এবং পরের ক্ষতি ও পর-পীড়ন চিন্তা অন্তরে না করাই দ্বিতীয় শিক্ষাপদের শিক্ষা।

৩। তৃতীয় শিক্ষাপদ হইল অব্রহ্মচর্য্য হইতে বিরত থাকা। অব্রহ্মচর্য্য বলিতে হীনাচারণ বা দুই ব্যক্তির মধ্যে মৈথুন সেবন বা মৈথুন সেবন চেষ্টনা বুঝায়। মৈথুন-বস্ত্তে মিথ্যাচারও ইহার অন্তর্গত। এই মিথ্যাচারের চারিটি অঙ্গ আছে। যথা:

(১) অগমনীয় বস্ত্ত, (২) মৈথুন সেবন চিত্ত, (৩) মার্গে মার্গে প্রতিপাদন ও (৪) সেবনের আনন্দ অনুভব করণ। সংক্ষেপে কামসেবা বা কামভোগ হইতে যাহারা সম্পূর্ণরূপে বিরত তাহারই ব্রহ্মচারী।

পুরুষের পরস্ত্রী গমনে জন্মান্তরে স্ত্রীত্ব লাভ, পুরুষত্ব হানি ও অপুত্রক ইত্যাদি হইতে হয় এবং স্ত্রীলোক পর পুরুষ সংসর্গে ক্লীবতা ক্লিষ্টতা ও অপুত্রক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

৪। মিথ্যাবাক্য পরিহার করিয়া সত্যবাক্য বলা এই শীলের উদ্দেশ্য। বিভেদ-সৃষ্টিকারক কথা কর্কশবাক্য ও বৃথা বাক্যালাপ মিথ্যাবাক্যের অন্তর্গত। মিথ্যাকথা না বলার দরুণ লোক সত্যবাদী, সত্যসন্ধ, স্থির প্রতিজ্ঞ বিশুদ্ধ ও জগতে অবিসংবাদী হন। ভেদবাক্য না বলায় তিনি কলহকারীদের মধ্যে সন্ধি স্থাপয়িতা, উৎসাহদাতা, একতাপ্রিয়, একতারত এবং একতাভিলাষী হন এবং একতাকারক কথা বলেন। কর্কশবাক্য পরিহারের ফলে তিনি নির্দোষ, শ্রুতিমধুর, হৃদয়গ্রাহী, সদর্থপূর্ণ এবং বহুজনপ্রিয় নাগরিক ভাষা ব্যবহার করেন। সম্প্রালাপ পরিহার করিয়া তিনি কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী ও বিনয়বাদী হন এবং যথাসময় উপমা পরিচ্ছেদ ও অর্থসহ সারগর্ভ বাক্য বলেন।

৫। প্রমাদ পরায়ণ পঞ্চ প্রকারের সুরা (পিষ্টক বা অন্নাদি দ্বারা প্রস্তুত), মৈরেয় (পুষ্প ও ফলাসব), মদ্য, গাজা, অহিফেন, ভাঙু ইত্যাদি সর্বপ্রকার নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন হইতে বিরত থাকাই এই শীলের শিক্ষা।

৬। এই শীলের শিক্ষণীয় বিষয় হইল বিকাল ভোজন হইতে বিরত থাকা। বিকাল বলিলে মধ্যাহ্নের পর হইতে পরদিবস অরুণোদয়ের পূর্ব সময় পর্যন্ত বুঝিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে কোন খাদ্য, ভোজ্য, দুগ্ধ, সাগু, বার্লি ইত্যাদি খাইতে ও পান করিতে নিষেধ।

৭। নৃত্য-গীত-বাদ্য, গো-লড়াই, ভোজবাজী ইত্যাদি কৌতুকবহু দৃশ্যাঙ্গ দর্শন ও শ্রবণ হইতে বিরত থাকা এই শীলের শিক্ষাপদ।

৮। বিভূষণের কারণে মালা, গন্ধ ও বিলেপনাদি ধারণ-মণ্ডণ হইতে বিরত হওয়া এই শীলের শিক্ষাপদ।

৯। উচ্চশয্যা ও মহাশয্যা ব্যবহার হইতে বিরত থাকাই এই শীলের উদ্দেশ্য। খট্ট বা পর্যংকের উচ্চতা ঝলমের নিম্ন হইতে পায়ী পর্যন্ত মধ্যম পুরুষের একহস্ত পরিমাণের অধিক উচ্চ আসন বুঝায়। মহাশয্যা বলিতে বিচিত্র সুসজ্জিত পর্যংক তোষকাদিসহ আরামদায়ক বিলাসময় শয্যা বা আসন বুঝায়। এই প্রকার মহার্ঘ ও আরামপ্রদ শয্যা বা আসন ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

১০। স্বর্ণ রৌপ্যাদি গ্রহণ না করাই এই শীলের উদ্দেশ্য। স্বর্ণ-রৌপ্য বলিতে যাবতীয় মুদ্রা, নোট ও বহুমূল্য প্রস্তর যাহা গ্রহণ করিয়া ক্রয়-বিক্রয় করা যায়, এইরূপ বস্তুও বুঝাইবে। কামভোগী গৃহীর ন্যায় শ্রামণদের ভোগবাসনা যাহাতে বৃদ্ধি না হয়, তজ্জন্য শীল পালন অবশ্য কর্তব্য।

এই শ্রামণের দশশিক্ষাপদসমূহ সম্পাদন করিতেছি। দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার।

ভিক্ষু : তিসরনেন সহ পব্বজ্জা সামণের দসসীলং ধম্মং সাধুকং সুরকখিতং কত্ত্বা অপ্রমাদেন সম্পাদেহি (সম্পাদেথ)।

ত্রিশরণসহ প্রব্রজিত শ্রামণের দশশীল ধর্ম উত্তমরূপে অপ্রমাদের সহিত সম্পাদন কর। এক বচনে ‘সম্পাদেহি’ বহু বচনে ‘সম্পাদেথ’ বলিতে হইবে।

এইরূপে শীলদান ও গ্রহণ সমাপ্ত হইলে নব প্রব্রজিতকে উপাধ্যায় গ্রহণ করিতে হইবে।

উপাধ্যায় গ্রহণ

শ্রামণ : উপাজ্জাযো মে ভন্তে, হোহি!

দুতিয়ম্পি...।

ততিয়ম্পি...।

ভিক্ষু : পতিরূপং।

শ্রামণ : অহং ভণ্ডে সম্পটিচ্ছামি । দুতিযম্পি...ততিযম্পি ।

### প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা

#### বর্তমান চীবর প্রত্যবেক্ষণ

পটিসংখা যোনিসো চীবরং পটিসেবামি, যাবদেব সীতস্ স পটিঘাতায়, উণ্হস্ পটিঘাতায় ডংস-মকস-বাতাতপ-সিরিংসপ সফ্ফস্ সানং পটিঘাতায়, যাবদেব হিরিকোপীনং পটিচ্ছাদনখং ।

**বঙ্গার্থ :** আমি প্রতিসম্প্রযুক্ত জ্ঞানে মনযোগ সহকারে চীবর পরিভোগ করিতেছি ইহা শুধু শীত-উষ্ণতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, দংশক, মশক, বাতাস, রৌদ্র এবং সরীসৃপ প্রভৃতির স্পর্শ ও দংশন নিবারণার্থে এবং লজ্জাজনক স্থান আচ্ছাদনের জন্য পরিধান করিতেছি। পঞ্চ কামগুণ উৎপাদনের জন্য পরিধান করিতেছি না ।

#### বর্তমান পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ

পটিসংখা যোনিসো পিণ্ডপাতং পটিসেবামি, নেব দাবায়, ন মদায়, ন মণ্ডনায়, ন বিভূসনায়, যাবদেব ইমস্ কায়স্ ঠিতিয়া যাপনায়, বিহিংসুপরতিয়া ব্রহ্মচরিয়ানুগ্গহায় ইতি পুরাণঞ্চ বেদনং পটিহংখামি, নবঞ্চ বেদনং ন উপ্পাদেস্ সামি, যাত্রা চ মে ভবিস্ সতি অনবজ্জতা চ ফাসু বিহারো চাতি ।

**বঙ্গার্থ :** আমি পিণ্ডপাত (যে আহার ভিক্ষাচরণ দ্বারা ভিক্ষুর পাত্রে পতিত হয় তাহা পিণ্ডপাত) অর্থসংযুক্ত জ্ঞানে অবহিত হইয়া ভৈষজ্যবৎ সেবন করিতেছি। উহা ক্রীড়া করণ (গ্রামস্থ বালকদের ন্যায়) উদ্দেশ্যে নহে, শক্তি (মুষ্টিযোদ্ধা, মল্লযোদ্ধাদির মত) প্রদর্শনের জন্য নহে, মণ্ডনের (রাজান্তঃপুরিকা বা বারঙ্গনাদের ন্যায়) জন্য নহে, বিভূষণার্থ (নট-নর্তকাদির ন্যায়) নহে। বিশেষতঃ এই চারি মহাভৌতিক রূপকায়ের স্থিতি ও রক্ষার জন্য ক্ষুধা-রোগ নিবারণার্থ, ব্রহ্মচর্যের অনুগ্রহার্থ, পুরাতন ক্ষুধা-বেদনার বিনাশার্থ, অপরিমিত ভোজনের নব নব বেদনা অনুৎপাদনার্থ এই আহার গ্রহণ করিতেছি। হিতপরিমিত পরিভোগ দ্বারা আমার কায়ের যাত্রা চিরকাল চলিবে বা আমার চারি ঈর্ষ্যাপথে অবস্থানের অন্তরায় হইবে না। অধিকন্তু আমার অনবদ্যতা ও সুখবিহার বুদ্ধ প্রশংসিত পবিত্র ও নিরাপদ অবস্থিতি হইবে।

এই স্থলে মোহের হেতু বিনাশের জন্য দাবা বা ক্রীড়া, মোহের হেতু বিনাশের জন্য মদ এবং রাগের হেতু বিনাশের জন্য মণ্ডণ ও বিভূষণ বলা

হইয়াছে। তবে দাবা ও মদ স্বীয় সংযোজন এবং মগ্ণ ও বিভ্রমণ পরসংযোজন নিষেধার্থে গৃহীত হইয়াছে। উক্ত চারি বিষয় কামসুখানুরক্তি পরিবর্জনের জন্যই কথিত হইয়াছে।

এই অধ্যায়ে মধ্যম প্রতিপদার অবস্থাই প্রকাশিত হইয়াছে।

### বর্তমান শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ

পটিসংখা যোনিসো সেনাসনং পটিসেবামি যাবদেব সীতস্ স পটিঘাতায়, উণ্হস্ পটিঘাতায়, ডংস, মকস, বাতাতপ, সিরিংসপ সক্ষস্ সানং পটিঘাতায়, যাবদেব উতু পরিস্ সায বিনোদনং পটিসল্লানরামথং।

**বঙ্গার্থ :** সজ্ঞানে মনযোগ সহকারে স্মরণ করিতে করিতে শয্যা ও আসন গ্রহণ করিতেছি। আমি যে শয্যা ও আসন গ্রহণ করিতেছি, তাহা কেবলমাত্র শীত ও উষ্ণতা নিবারণের জন্য দংশক, মশক, বায়ু, রৌদ্র সরীসৃপ প্রভৃতির স্পর্শ ও দংশন নিবারণের জন্য এবং ঋতুর উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কর্মস্থান বিবেক বা একাগ্রতা সাধনের জন্য আমার এই শয্যা ও আসন গ্রহণ। ইহা আলস্য বা নিদ্রাভিভূত হইয়া অনর্থক কাল হরণের জন্য নহে।

### বর্তমান গিলান প্রত্যবেক্ষণ

পটিসংখা যোনিসো গিলানপচ্চয ভেসজ্জ পরিক্খারং পটিসেবামি, যাবদেব উপ্পল্লানং বেয়্যাব্যাধিকানং বেদনানং পটিঘাতায়, অব্যাপজ্জ পরমতাযাতি।

**বঙ্গার্থ :** আমি প্রতिसম্প্রযুক্তজ্ঞানে গ্লান-প্রত্যয় ভৈষজ্য পরিক্ষার বা রোগ উপশমের ঔষধ সেবন করিতেছি, বিশেষতঃ উৎপন্ন ব্যাধির বেদানসমূহ ধ্বংস করিবার জন্য ও পরম নিরাময় লাভের জন্য এই ঔষধ প্রত্যয় পরিভোগ করিতেছি।

### অতীত চীবর প্রত্যবেক্ষণ

ময়া' পচ্চবেকখিত্বা অজ্জ যং চীবরং পরিভুত্তং তং যাবদেব সীতস্ স পটিঘাতায়, উণ্হস্ স পটিঘাতায় ডংস-মকস-বাতাতপ-সিরিংসপ সক্ষস্ সানং পটিঘাতায়, যাবদেব হিরিকোপীনং পটিচ্ছাদনথং। যথা পচ্চযং পবত্তমানং ধাতুমত্তমেবেতং যদিদং চীবরং তদুপভুজ্জকো চ পুণ্ণলো ধাতুমত্তকো নিস্ সত্তো নিজ্জীবো সুএগ্গেগ্গা সর্বানি পন ইমানি চীবরানি অজিগুচ্ছনীযানি ইমং পূতিকাযং পত্তা অতিবিয় জিগুচ্ছনীযানি জায়ন্তি।

**বঙ্গার্থ :** আমি অদ্য প্রত্যবেক্ষণ না করিয়া যে চীবর পরিভোগ করিয়াছি তাহা শুধু শৈত্য ও উষ্ণতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, দংশক, মশক, বায়ু,



রৌদ্র, সরীসৃপ প্রভৃতির স্পর্শ ও দংশন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, বিশেষ করিয়া লজ্জা নিবারণের জন্য এই চীবর পরিধান করিয়াছি। আমি এই চীবর পঞ্চকামগুণ উৎপন্ন করিবার জন্য পরিভোগ করি নাই। এই চীবর সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে কিন্তু ইহা একটি ধাতুর সমষ্টি মাত্র। (তদ্রূপ চীবর পরিভোগকারী শরীরও কোন সত্ত্ব বা জীব নহে। ইহাও একটি ধাতুর সমষ্টি মাত্র) ইহাতে সত্ত্ব বা জীবাদি কিছুই নাই। সুতরাং ইহা শূন্যবৎ। এই চীবর এখন সুন্দর বর্ণসম্পন্ন ও মনোরম, কিন্তু এই দুর্গন্ধময় পুতিযুক্ত দেহের সংস্পর্শে ঘৃণিত দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে।

### অতীত পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ

ময়া' পচ্যবেকখিত্বা অজ্জ যো পিণ্ডপাতো পরিভুক্তো নেব দাবায, ন মদায, ন মণ্ডনায, ন বিভূসনায, যাবদেব ইমস্স কাযস্স ঠিতিযা যাপনায, বিহিংসুপরতিযা ব্রহ্মচরিয়ানুগ্গহায ইতি পুরাণঞ্চ বেদনং পটিহংখামি, নবঞ্চ বেদনং ন উপ্পাদেস্সামি, যাত্রা চ মে ভবিস্সতি অনবজ্জতা চ ফাসু বিহারো চা'তি। যথা পচ্যং পবত্তমানং ধাতুমত্তমেবেতং যদিদং পিণ্ডপাতো তদুপভুঙ্কো চ পুগ্গলো ধাতুমত্তকো নিস্সত্তো, নিজ্জীবো সুএঃএগা সবেষাপনাযং পিণ্ডপাতো অজিগুচ্ছনীযো ইমং পুতিকাযং পত্বা অতিবিয জিগুচ্ছনীযো জাযতি।

বঙ্গার্থ : আমি ভুলবশে প্রত্যবেক্ষণ না করিয়া যেই অনু পরিভোগ করিয়াছি তাহা ক্রীড়া করিবার জন্য নহে, মত্ততার জন্য নহে, মণ্ডনের জন্য নহে এবং বিভূষণের জন্যও নহে। বিশেষ করিয়া এই শরীর ঠিকভাবে রক্ষার জন্য, ক্ষুধা নিবৃতির জন্য ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার জন্য, পুরাতন রোগ বা ক্ষুধা নিবৃতির জন্য নূতন ক্ষুধা বা রোগ উৎপন্ন না হইবার জন্য এবং নির্বিঘ্নে ও নিরাময়ে অবস্থান করিবার জন্য এই পিণ্ডপাত পরিভোগ করিয়াছিলাম। বর্তমানে যদিও এই আহার সুন্দর ও সুস্বাদু বলিয়া মনে হইতেছে, ইহা ধাতুরই একটি সমষ্টি মাত্র। ইহাতে পরিভোগকারী ব্যক্তি, সত্ত্ব বা জীব বলিয়া কিছুই বিদ্যমান নাই, শুধু নিঃসত্ত্ব নিজীব এবং শূন্য মাত্র। এখন এই আহার সুন্দর ও মনোরম মনে হইলে ও এই দুর্গন্ধ ও পুতিময় শরীরের সংস্পর্শে ইহা অত্যন্ত দুর্গন্ধে ও অশুচিতে পরিণত হইবে।

### অতীত শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ

ময়া' পচ্যবেকখিত্বা অজ্জ যং সেনাসনং পরিভুক্তং তং যাবদেব সীতস্স পটিঘাতায, উণ্হস্স পটিঘাতায, ডংস, মকস, বাতাতপ, সিরিংসপ

সম্ভবস্যানং পটিঘাতায়, যাবদেব উতু পরিস্য়ায় বিনোদনং পটিসল্লানারামথং। যথা পচযং পবত্তমানং ধাতুমত্তমেবেতং যদিদং সেনাসনং তদুপভুঞ্জকো চ পুঙ্গলো ধাতুমত্তকো নিস্সত্তো নিজ্জীবো সুএংএগা সৰ্বানি পন ইমানি সেনাসানানি অজিগুচ্ছনীযানি ইমং পুতিকাযং পত্ভা অতিবয জিগুচ্ছনীযানি জায়ন্তি।

**বঙ্গার্থ :** আমা কর্তৃক অদ্য প্রত্যবেক্ষণ না করিয়া যেই শয়নাসন পরিভোগ করা হইয়াছে তাহা শীতাতপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দংশক, মশক, বাতাস, রৌদ্র ও সরীসৃপ প্রভৃতির স্পর্শ ও দংশন নিবারণের জন্য, বিশেষতঃ ঋতুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া নীরব ধ্যানসুখে অতিবাহিত করিবার জন্য এই শয়নাসন পরিভোগ করিয়াছি।

যদিও বর্তমান এই শয়্যাসন সুন্দর ও মনোরম বলিয়া মনে হইতেছে ইহা ধাতু সমষ্টি মাত্র। অপিচ আমার এই শরীর পরিভোগকারীও কোন সত্ত্ব বা জীব নহে, ইহাও একটি ধাতুর সমষ্টি মাত্র। এই শয়্যাসন এখন সুন্দর ও মনোরম হইলেও এই দুর্গন্ধ ও পুতিময় শরীরে সংস্পর্শে অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও অশুচিতে পরিণত হইবে।

### অতীত গিলান প্রত্যবেক্ষণ

ময়া' পচবেকখিত্বা অজ্জযো গিলান পচযো ভেসজ্জ পরিক্খারো পরিভুত্তো সো যাবদেব উল্লান্নং বেয্যাব্যাধিকানং বেদনানং পটিঘাতায়, অব্যাপজ্জ পরমতায়তি। যথা পচযং পবত্তমানং ধাতুমত্তমেবেতং যদিদং গিলান পচযো ভেসজ্জ পরিক্খারো তদুপভুঞ্জকো চ পুঙ্গলো ধাতুমত্তকো নিস্সত্তো নিজ্জীবো সুএংএগা সৰ্বোপনাযং গিলান পচযো ভেসজ্জ পরিক্খারো অজিগুচ্ছনীযো ইমং পুতিকাযং পত্ভা অতিবয জিগুচ্ছনীযো জায়ন্তি।

**বঙ্গার্থ :** আমাকর্তৃক অদ্য প্রত্যবেক্ষণ না করিয়া যেই ভৈষজ্য বস্ত্র পরিভোগ করা হইয়াছে, তাহা কেবল মাত্র বিবিধ দুঃখদায়ক উৎপন্ন বেদনাসমূহ বিনাশ হইয়া নিরাময় হইবার জন্য। যদিও এই ভৈষজ্য বর্তমানে সুন্দর ও মনোরম বলিয়া মনে হইতেছে, ইহা ধাতুর সমষ্টি মাত্র। ইহা পরিভোগকারী পুদালও ধাতুর সমষ্টি মাত্র নিঃসত্ত্ব, নির্জীব এবং শূন্যবৎ। এই সমস্ত গিলান প্রত্যয় ও ভৈষজ্য অঘৃণিত বলিয়া মনে হইলেও এই দুর্গন্ধ ও পুতিময় শরীরের সংস্পর্শে আসিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও অশুচিতে পরিণত হইবে।

### উক্ত প্রত্যবেক্ষণ সম্বন্ধে শ্রামণদের কর্তব্য

শ্রামণ মাত্রেই যে কোন সময়ে চীবর পরিধান, গায়ে দেওয়া ও রুম্ম করিবার সময় ‘বর্তমান চীবর প্রত্যবেক্ষণ’ খাদ্য ভোজ্য পরিভোগ করিবার সময় ‘বর্তমান পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ’ শয়ন ও উপবেশন করিবার সময় ‘বর্তমান শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ’ জল, সরবত, পান, তামাক ও ঔষধাদি পরিভোগ করিবার সময় ‘বর্তমান গিলান প্রত্যবেক্ষণ’ ভাবনা করিতে হয়। পুনঃ সূর্যোদয়ের পূর্বে একবার, মধ্যাহ্ন আহারের পর একবার এবং সন্ধ্যায় বন্দনার সময় আর একবার ‘অতীত প্রত্যবেক্ষণ’ চতুষ্টয় ভাবনা করিতে হয়। যেই শ্রামণ উক্ত নিয়মে বর্তমান ও অতীত প্রত্যবেক্ষণগুলি ভাবনা না করেন তাহাদের পক্ষে উক্ত পরিভোগ চুরি ও ঋণ পরিভোগের ন্যায় হয়। যথাবিধানমতে উক্ত প্রত্যবেক্ষণ অষ্টক ভাবনা করিলে লোভ ধ্বংস হইবার হেতু উপপন্ন হয়। সুতরাং এই প্রত্যবেক্ষণ সমূহ ঠিক সময়ে ভাবনা করা প্রত্যেক শ্রামণেরই একান্ত অপরিহার্য কর্তব্য। এই প্রত্যবেক্ষণ ভিক্ষুগণেরও সমভাবে প্রযোজ্য।

### শ্রামণের শিক্ষা

১। রত্নত্রয়কে বন্দনা করিয়া শ্রামণদিগের শীলগন্ধাদি রচিত প্রথম শিক্ষা সংক্ষেপে বলিব। শ্রামণের দশশীল, দশশিক্ষা, দশটি পারাজিকা ও দশটি নাশানানের কারণ ভেদে সর্বমোট পঞ্চাশটি বিষয় আছে।

২। শ্রামণের দশশীল, দশশিক্ষা, দশটি পারাজিকা, দশটি নাশানানের কারণ ও দশটি দণ্ডকর্ম আছে।

#### ১। শ্রামণের দশশীল কি কি?

(১) প্রাণী হত্যা হইতে বিরত হওয়া।

(২) অদত্ত বস্তু হইতে বিরত হওয়া।

(৩) অব্রহ্মচর্য্যা হইতে বিরত হওয়া।

(৪) মিথ্যা কথন হইতে বিরত হওয়া।

(৫) সুরা মেরেয় (পুস্প ও ফলাসব) ও মদ্যাদি সেবন দ্বারা প্রমাদের কারণ হইতে বিরত হওয়া।

(৬) বিকাল ভোজন হইতে বিরত হওয়া।

(৭) নৃত্য-গান-বাদ্য ও কৌতুকাবহ দৃশ্য দর্শন হইতে বিরত হওয়া।

(৮) মালা-সুগন্ধি দ্রব্য বিলেপন-ধারণ-মণ্ডণ ও বিভূষণযোগ্য বস্তু হইতে বিরত হওয়া।

(৯) উচ্চশয্যা ও মহাশয্যায় উপবেশন হইতে বিরত হওয়া।

(১০) স্বর্ণ-রৌপ্য, টাকা-পয়সা প্রতিগ্রহণ হইতে বিরত হওয়া।

এইগুলি শ্রামণের দশ শীল নামে কথিত হয়।

## ২। শ্রামণের দশ শিক্ষা কি?

উক্ত দশশীলসমূহ শিক্ষা করা উচিত বলিয়া ঐ দশ শীলকে শ্রামণের দশ শিক্ষা বলা হয়।

## ৩। শ্রামণের দশটি পারাজিকা কি কি?

(১) সজ্ঞানে প্রাণী বধ করিলে পারাজিকা হয়।

(২) সজ্ঞানে অপরের সূত্রনাল মাত্রও চৌর্য্যচিন্তে গ্রহণ করিলে পারাজিকা হয়।

(৩) বুদ্ধ বিগর্হিত দ্বিবিধ অনিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ করিলে পারাজিকা হয়।

(৪) সজ্ঞানে হাসিবার জন্যও মিথ্যা ভাষণ করিলে পারাজিকা হয়।

(৫) সজ্ঞানে উৎসাহের জন্য বিন্দুমাত্রও সুরা কিম্বা অন্যান্য নেশাদ্রব্য সেবন করিলে পারাজিকা হয়।

(৬) বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করিলে পারাজিকা হয়।

(৭) ধর্মের অগুণ বর্ণনা করিলে পারাজিকা হয়।

(৮) সংঘের অগুণ বর্ণনা করিলে পারাজিকা হয়।

(৯) পুরুষ ও ভিক্ষুণীর সহিত কামসেবা করিলে পারাজিকা হয়।

(১০) সজ্ঞানে তির্যক জাতীয় ও মনুষ্য জ্বীলোকের সহিত কামসেবা করিলে পারাজিকা হয়।

এই সব শ্রামণের দশ পারাজিকা নামে কথিত হয়।

## ৪। শ্রামণদের দশটি নাশের কারণ কি কি?

উক্ত দশ পারাজিকাই শ্রামণের দশটি নাশের কারণ হয়। তন্মধ্যে পাঁচটি লিঙ্গ নাশের এবং পাঁচটি সর্বনাশের কারণ হয়।

## ৫। পাঁচটি লিঙ্গ নাশের কারণ কি?

উক্ত দশটি নাশ বা পারাজিকায় প্রথম হইতে পঞ্চম ধারা পর্য্যন্ত লিঙ্গ নাশের কারণ হয়।

## ৬। পাঁচটি সর্বনাশের কারণ কি কি?

দশ পারাজিকায় শেষ পাঁচ ধারাই সর্বনাশের কারণ হয়। এই সমস্ত সর্বনাশ নামে অভিহিত হয়।

## ৭। শ্রামণের দশটি দণ্ডকর্মের বিষয় কি কি?

(১) বিকাল ভোজন করা (২) নৃত্য-গান-বাদ্য কৌতুকাবহ দৃশ্য দর্শন ও

শ্রবণ করা (৩) মালা-সুগন্ধি দ্রব্য বিলেপন-ধারণ-মণ্ডণ করা এবং এই সব দ্রব্যাদি দ্বারা বিভূষিত হওয়া (৪) উচ্চশয্যা ও মহাশয্যায় শয়ন ও উপবেশন করা (৫) স্বর্ণ-রৌপ্য ও টাকা-পয়সা গ্রহণ করা (৬) ভিক্ষুদের অলাভের জন্য চেষ্টা করা (৭) ভিক্ষুদের অনিষ্টের চেষ্টা করা (৮) ভিক্ষুদের অবাসের জন্য চেষ্টা করা (৯) ভিক্ষুদিগকে আক্রোশ ও ভর্ৎসনা করা (১০) ভিক্ষুদের মধ্যে পরস্পর ভেদ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া।

এই দশটি শ্রামণদের দণ্ডকর্মের বিষয়।

৮। অত্র পঞ্চ বালুকা দণ্ডকর্ম এবং বিহার হইতে বহিষ্কার করার পঞ্চ বিষয়।

৯। পঞ্চ বালুকা দণ্ডকর্ম কি কি?

দণ্ডকর্মের প্রথম হইতে পঞ্চম ধারা পর্যন্ত বালুকা দণ্ডকর্ম। পঞ্চ বালুকা দণ্ডকর্ম বলিতে জল আহরণও বুঝিতে হইবে। শ্রামণগণ উক্ত পঞ্চ ধারার যে কোন একটি ধারা ভঙ্গ করিলে দণ্ড স্বরূপ বালুকা বা জল বহন করিতে হয়।

১০। বিহার হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়ার বিষয় কি কি?

দণ্ডকর্মের শেষ পাঁচ ধারা বিহার হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়ার বিষয় হয়। এই পাঁচ নিয়মের যে কোন একটি লঙ্ঘন করিলে শ্রামণকে বিহার হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত।

শ্রামণের শিক্ষা সমাপ্ত।

## শৈক্ষ্য ধর্ম

### পরিমণ্ডল বর্গ

হে আয়ুজ্ঞানগণ এই শৈক্ষ্য ধর্মগুলি বর্ণনা করিতেছি—

(১) পরিমণ্ডলাকারে অন্তর্বাস বা পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(২) পরিমণ্ডলাকারে সংঘাটি অথবা উরভাসঙ্গ পারুপণ বা রুম করিব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৩) উত্তমরূপে দেহ প্রতিচ্ছন্ন বা আবৃত করিয়া অন্তরঘরে বা গ্রামে গমন করিব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৪) উত্তমরূপে দেহ প্রতিচ্ছন্ন করিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে উপবেশন করিব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৫) সুসংযত হইয়া গ্রামে বা গৃহস্থের বাড়ীতে গমন করিব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৬) সুসংযত হইয়া গ্রামে বা গৃহস্থের বাড়ীতে উপবেশন করিব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৭) অধোচক্ষু হইয়া গ্রামে বা গৃহস্থের বাড়ীতে গমন করিব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৮) অধোচক্ষু হইয়া গৃহস্থের বাড়ীতে উপবেশন করিব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৯) চীবর উঠাইয়া গ্রামে বা গৃহস্থের বাড়ীতে গমন করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(১০) উৎক্ষিপ্ত চীবরে গৃহস্থের বাড়ীতে উপবেশন করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

### উচ্চহাস্য বর্গ

(১) উচ্চহাস্য করিয়া বা বার হাতের অধিক দূরে হাস্য শুনা না যায় এভাবে গ্রামে গমন করিব। ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(২) উচ্চহাস্য করিয়া গৃহে বসিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৩) অল্পশব্দে গ্রামে বা গৃহে গমন করিব, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৪) অল্পমাত্র শব্দ করিয়া গৃহে উপবেশন করিব, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৫) দেহ সঞ্চালন না করিয়া গ্রামে বা গৃহে গমন করিব, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৬) শরীর চালনা না করিয়া গৃহে উপবেশন করিব, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৭) বাহু সঞ্চালন না করিয়া গ্রামে বা গৃহস্থের বাড়ীতে গমন করিব, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৮) বাহু সঞ্চালন না করিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে উপবেশন করিব, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৯) মস্তক সঞ্চালন না করিয়া গ্রামে বা গৃহস্থের বাড়ীতে গমন করিব, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(১০) মস্তক সঞ্চালন না করিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে উপবেশন করিব, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

### কটিদেশ বর্গ

(১) কটিদেশে হস্ত রাখিয়া গ্রামে বা গৃহস্থের বাড়ীতে গমন করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(২) কটিদেশে হস্ত রাখিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে উপবেশন করিব না, এরূপ

শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৩) অবগুষ্ঠিত মস্তকে গৃহস্থের বাড়ীতে গমন করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৪) অবগুষ্ঠিত মস্তকে গৃহস্থের বাড়ীতে উপবেশন করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৫) উৎকৃষ্টিক পদে বা শরীর বিকৃতভাবে গ্রামে বা গৃহস্থের বাড়ীতে গমন করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৬) হস্ত পদ জড়াইয়া গৃহস্থের বাড়ীতে উপবেশন করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৭) সুন্দররূপে মনযোগ বা স্মৃতি সহকারে পিণ্ডপাত বা আহার্য্য বস্ত্র গ্রহণ করিব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৮) পাত্রের প্রতি মনযোগ রাখিয়া পিণ্ডপাত গ্রহণ করিব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৯) সমসূপ পিণ্ডপাত বা অন্নের এক চতুর্থাংশ সূপ-ব্যঞ্জন সহযোগে পিণ্ডপাত গ্রহণ করিব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(১০) সমতীর্থক পিণ্ডপাত বা পাত্রের মুখ পর্যন্ত অন্ন ব্যঞ্জন ভর্তি করিয়া পিণ্ডপাত গ্রহণ করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

এ স্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পাত্রের মুখের উপর আহার্য্য বস্ত্র স্ত্রীকৃত করিয়া পিণ্ডপাত গ্রহণ করিলে ‘দুষ্কট’ আপত্তি হয়।

### সুন্দর বর্গ

(১) সুন্দররূপে স্মৃতির সহিত পিণ্ডপাত ভোজন করিব, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(২) পাত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পিণ্ডপাত ভোজন করিব, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৩) এক পার্শ্ব হইতে ক্রমান্বয়ে পিণ্ডপাত ভোজন করিব, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৪) আহারের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ সুপাদি সহযোগে পিণ্ডপাত ভোজন করিব, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৫) অন্নস্তম্ভের মধ্যভাগ মর্দন করিয়া ভোজন করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৬) অধিক লাভের ইচ্ছায় সূপ বা ব্যঞ্জন অন্নদ্বারা আচ্ছাদন করিব না,

ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৭) নীরোগ অবস্থায় নিজের জন্য সুপ বা অনু প্রার্থনা করিয়া ভোজন করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৮) নিন্দা করিবার ইচ্ছায় অপরের ভোজনপাত্র দর্শন করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৯) অতি বৃহৎ গ্রাস গ্রহণ করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(১০) গোলাকার গ্রাস ভোজন করিব, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

### গ্রাস বর্গ

(১) গ্রাস মুখসমীপে না আনা পর্যন্ত মুখ ব্যাদান করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(২) ভোজন করিবার সময় সমস্ত হস্ত মুখে প্রক্ষেপ করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৩) গ্রাসযুক্ত মুখে কথা বলিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৪) পিণ্ডাকারে গ্রাস নিক্ষেপ করিয়া ভোজন করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৫) গ্রাস বিভক্ত করিয়া ভোজন করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৬) গণ্ডদেশ স্ফীত করিয়া ভোজন করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৭) হস্তক্ষেপন করিয়া ভোজন করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৮) উচ্ছিষ্ট বিক্ষিপ্ত করিয়া ভোজন করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৯) জিব্বা বাহির করিয়া ভোজন করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(১০) চপ্ চপ্ শব্দ করিয়া ভোজন করিব না এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

### সুরু সুরু বর্গ

(১) সুরু সুরু শব্দ করিয়া ভোজন করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(২) হস্ত লেহন করিয়া ভোজন করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৩) পাত্র লেহন করিয়া ভোজন করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৪) ওষ্ঠ লেহন করিয়া ভোজন করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৫) উচ্ছিষ্ট হস্তে পানীয়পাত্র গ্রহণ করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৬) পাত্র ধৌত উচ্ছিষ্ট জল গৃহের মধ্যে ফেলিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৭) ছত্রধারী সুস্থ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৮) দণ্ডধারী নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা



কর্তব্য।

(৯) শস্ত্রধারী সুস্থ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(১০) আয়ুধধারী নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

### পাদুকা বর্গ

(১) পাদুকারূঢ় নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(২) উপাহনারূঢ় সুস্থ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৩) সুস্থ যানারূঢ় ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৪) শায়িত সুস্থ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৫) হস্ত-পদ জড়াইয়া উপবিষ্ট নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৬) পাগড়ীধারী সুস্থ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৭) মস্তক অবগুপ্তিত নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৮) মাটিতে বসিয়া আসনে উপবিষ্ট নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৯) নীচ আসনে বসিয়া উচ্চ আসনে উপবিষ্ট নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(১০) দণ্ডায়মান অবস্থায় উপবিষ্ট সুস্থ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(১১) পশ্চাৎ গমনকালে পূর্বগামী নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(১২) উপপথে গমনকালে দূরপথগামী সুস্থ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(১৩) নীরোগাবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়া পায়খানা-প্রস্রাব করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(১৪) সুস্থ অবস্থায় সবুজ বৃক্ষ-তৃণাদির উপরে বাহ্য-প্রস্রাব বা থুথুকাশি ত্যাগ করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(১৫) নীরোগ অবস্থায় জলে পায়খানা-প্রস্রাব বা থুথুকাশি ত্যাগ করিব

না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

### কুমার প্রশ্ন

সোপাক নামক এক শ্রামণের মাত্র সাত বৎসর বয়সে অরহত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি ভগবান বুদ্ধের সকাশে উপসম্পদা প্রার্থনা করিলে তথাগত তাঁহার জ্ঞান-গভীরতা পরীক্ষার্থ নিম্নোক্ত দশটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রামণও সুন্দররূপে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান করিয়া ভগবানকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং বুদ্ধ তাঁহাকে উপসম্পদা দান করিলেন। সোপাক সাত বৎসরের কুমার। এই জন্য তাঁহাকে যে দশটি প্রশ্ন করা হইয়াছিল, তাহার নাম হইল ‘কুমার প্রশ্ন’।

প্রশ্ন	উত্তর
(১) এক নাম কি?	জীব জগতের সকল প্রাণীই আহা- দ্বারা জীবন ধারণ করে।
(২) দুই কি?	নাম ও রূপ।
(৩) তিন কি?	তিন প্রকার বেদনা।
(৪) চারি কি?	চারি আর্য্যসত্য।
(৫) পাঁচ কি?	পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ।
(৬) ছয় কি?	ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন।
(৭) সাত কি?	সপ্ত বোধঙ্গ।
(৮) আট কি?	আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।
(৯) নয় কি?	নব সত্ত্বাবাস।
(১০) দশ কি?	দশবিধ অঙ্গে বা ধর্মে বিভূষিত অরহৎ।

**নাম ও রূপ:** নাম বলিতে সংজ্ঞা, সংস্কার, বেদনা ও বিজ্ঞান স্কন্ধ এবং রূপ বলিতে রূপস্কন্ধ বুঝায়। সুতরাং নাম-রূপ বলিলে উক্ত পঞ্চস্কন্ধ বুঝায়।  
**বেদনা :** বেদনা তিন প্রকার। যথা: সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা ও উপেক্ষা বেদনা।

**চারি আর্য্যসত্য:** দুঃখ আর্য্যসত্য, দুঃখ সমুদয় বা দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখ নিরোধ, দুঃখ নিরোধের উপায় বা মার্গজ্ঞান।

**পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ:** রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান উপাদান স্কন্ধ।

**ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন :** চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন আয়তন।

**সপ্ত বোধ্যঙ্গ:** স্মৃতি, ধর্মবিচয় বা ধর্ম বিচার, বীর্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি ও উপেক্ষা বোধ্যঙ্গ।

**আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ:** সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যকবাক্য, সম্যককর্মান্ত বা কর্ম, সম্যকআজীব বা জীবিকা, সম্যকব্যায়াম বা প্রচেষ্টা, সম্যকস্মৃতি ও সম্যকসমাধি।

**নব সত্ত্বাবাস:** নানাকায় নানাসংজ্ঞা বিশিষ্ট (মনুষ্যগণ, কোন কোন দেবতা, কোন কোন নরকগামী এই পর্যায়ভুক্ত), নানাকায় একসংজ্ঞা বিশিষ্ট (ব্রহ্মকায়িক দেবগণ), এককায় নানাসংজ্ঞা বিশিষ্ট (আভাস্বর দেবগণ), এককায় একসংজ্ঞা বিশিষ্ট (শুভকীর্ত্ত দেবগণ), সংজ্ঞাহীন (অসংজ্ঞসত্ত্ব দেবগণ), আকাশায়তন উপগত (যাঁহারা আকাশ অনন্ত অতিক্রম করিয়া আকাশায়তনে স্থিত হন), বিজ্ঞানায়তন উপগত (যাঁহারা অনন্তবিজ্ঞান অতিক্রম করিয়া অনন্ত বিজ্ঞান আয়তনে স্থিত হন), আকিঞ্চনায়তন উপগত (যাঁহারা অনন্ত-আকিঞ্চন আয়তন অতিক্রম করিয়া কিছু নাই এইরূপ সংজ্ঞায় স্থিত হন), নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন উপগত (যাঁহারা রূপসংজ্ঞা প্রতিঘ সংজ্ঞা আয়তন সমতিক্রম করিয়া ‘সংজ্ঞাও নাই, অসংজ্ঞাও নাই’ এইরূপ অবস্থায় স্থিত হন) প্রাণী।

**দশবিধ অঙ্গে বিভূষিত অরহৎ:** অশৈক্ষ্য সম্যকদৃষ্টি, অশৈক্ষ্য সম্যকসংকল্প, অশৈক্ষ্য সম্যকবাক্য, অশৈক্ষ্য সম্যককর্ম, অশৈক্ষ্য সম্যকজীবিকা, অশৈক্ষ্য সম্যকব্যায়াম, অশৈক্ষ্য সম্যকস্মৃতি, অশৈক্ষ্য সম্যকসমাধি, অশৈক্ষ্য সম্যকজ্ঞান ও অশৈক্ষ্য সম্যকবিমুক্তি। যাঁহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হয় নাই, শিখিবার আরও কিছু আছে তাঁহারা শৈক্ষ্য এবং যাঁহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে ও শিখিবার আর কিছুই নাই, তাঁহারা অশৈক্ষ্য। অরহত্ব ফল লাভ হইলে শিখিবার আর কিছুই থাকে না, এই জন্য তাঁহারা অশৈক্ষ্য। অন্যেরা শৈক্ষ্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্দশ প্রকার খঙ্কক ব্রতাদি কি কি?

(১) আগন্তুক ব্রত (২) আবাসিক ব্রত (৩) গমিক ব্রত (৪) অনুমোদন ব্রত (৫) ভুক্তগ্রহ ব্রত (৬) পিণ্ডচারিক ব্রত (৭) আরণ্যক ব্রত (৮) শয্যাসন ব্রত (৯) জন্তাঘর ব্রত (১০) শৌচাগার ব্রত (১১) উপাধ্যায় ব্রত (১২) সহবহারী ব্রত (১৩) আচার্য ব্রত (১৪) অন্তেবাসিক ব্রত। এই চৌদ্দ প্রকার

খন্ডক ব্রত। এই সব ব্রত সকলেরই সর্বদা যথাযথরূপে পালন করা কর্তব্য।

(ক) বস্ত্র অপরিপূরিত্তো সীলং ন পরিপূরতি,

অসুন্ধ সীলো দুগ্ধাৎএষা দুক্খা ন পরিমুচ্চতি।

বঙ্গার্থ: ব্রত অপূর্ণ থাকিলে শীল পরিপূর্ণ হয় না। দুঃশীল দুঃপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি দুঃখ হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে পারে না।

(খ) বিক্খিত্ত চিত্তো নেকল্লো সম্মা ধম্মং ন পস্‌সতি

অপস্‌সমানো সদ্ধম্মং দুক্খা ন পরিমুচ্চতি।

বঙ্গার্থ: যাহার চিত্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও একাগ্রতাশূন্য সে ধর্মকে সম্যক দর্শন করিতে পারে না এবং সদ্ধর্ম অদর্শন হেতু দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

(গ) তস্মাহি বস্ত্রং পুরেয্য জিনপুত্তো বিচক্খনো,

ওবাদং বুদ্ধ সেট্ঠস্‌স কত্তা নিব্বানম্‌হী'তি।

বঙ্গার্থ: তজ্জন্য বিচক্ষণ জিনপুত্র বুদ্ধ শ্রেষ্ঠের উপদেশ পালন করিয়া ব্রত পূরণ করতঃ নির্বাণ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

(১) আগন্তুক ব্রত: এই ব্রতের অর্থ হইল, আগন্তুক ভিক্ষু-শ্রামণ বিহার সীমায় প্রবেশ করিবার সময় পূর্বে জুতা খুলিয়া, ছত্র বন্ধ করিয়া, মস্তকাবৃত্ত চাঁবর অপসারণ করিয়া স্কন্ধে স্থাপন করতঃ বিহার সীমায় প্রবেশ করিবেন এবং বিহারস্থ ভিক্ষুগণকে বন্দনা করিয়া কুশলাদি আদান প্রদান করিবেন।

(২) আবাসিক ব্রত: কোন ভিক্ষুকে বিহারে আগমন করিতে দেখিলে আঙু বাড়াইয়া আনয়ন করা, পাত্র চাঁবর গ্রহণ করা ও বয়োজ্যেষ্ঠ হইলে বন্দনা করা, হস্ত পদ ধৌত করিবার জল ও পানীয় জলাদি প্রদান করা ইত্যাদি আবাসিক ভিক্ষুগণকে করিতে হয়। ইহাই এই ব্রতের মর্মার্থ।

(৩) গমিক ব্রত: গমিক ব্রত বলিলে কাষ্ঠ ও মৃত্তিকার ভাণ্ড বা পাত্রাদি সংরক্ষণ করা, প্রয়োজন মত দ্বার ও গবাক্ষাদি বন্ধ করা এবং আগন্তুক ভিক্ষুগণের গমনাগমনের শ্রম অপনোদন করার প্রয়াস বুঝায়।

(৪) অনুমোদন ব্রত: মহাস্থবিরের ধর্মদেশনা বা মহাস্থবির কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ধর্মদেশনা করা এবং আমন্ত্রিত হইলে ধর্মদেশনা করাকে অনুমোদন ব্রত বলে।

(৫) ভুক্তাশ্র ব্রত: এই ব্রতের অর্থ হইল ধর্মদেশনা করা, ভোজনশালায় ভিক্ষুদিগের সংগে ঘেষাঘেষী করিয়া উপবেশন না করা এবং স্বল্প বর্ষাবাস লাভী ভিক্ষুদের স্থান দখল হেতু নিপীড়ন না করা।

(৬) পিণ্ডচারিক ব্রত: কাষ্ঠ বা মৃত্তিকা-পাত্রাদি সযতনে সংরক্ষণ করা,

পাত্র ধৌত করা এবং অন্তর্বাস ও উত্তরাসঙ্গ উত্তমরূপে পরিধান করিয়া কটিতে কটিবন্ধনী আবদ্ধ করিয়া সেথিয়া ধর্মানুযায়ী ধীর পদবিক্ষেপে গ্রামে প্রবেশ করিয়া পিণ্ডচারণ করা এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী লোকালয়ে অবস্থান না করা এই ব্রতের উদ্দেশ্য।

(৭) **আরণ্যক ব্রত:** এই ব্রত বলিতে বুঝায় পানি ও ব্যবহার্য জল সংগ্রহ করিয়া রাখা, প্রয়োজন সাপেক্ষে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা, উপবেশনের আসন ও আসন মার্জনা করার বস্ত্রাদি সংরক্ষণ করা এবং তিথি-নক্ষত্রাদি উত্তমরূপে জ্ঞাত থাকা।

(৮) **শয্যাসন ব্রত:** বোধি-অঙ্গন, শয্যাসন, বাসস্থান প্রভৃতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, বিহারের যাবতীয় দ্রব্যাদি সযত্নে সংরক্ষণ করা, স্নানাগার, শৌচাগার সম্মার্জনী দ্বারা পরিষ্কার করা এই ব্রতের অন্তর্ভুক্ত কর্ম।

(৯) **জম্বাঘর ব্রত:** জম্বাঘর বা অগ্নিশালার ভস্মাদি দূরীভূত করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, প্রয়োজন মত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত বা নির্বাণ করা ও জল গরম রাখা এই ব্রতের উদ্দেশ্য।

(১০) **শৌচাগার ব্রত:** এই ব্রত বলিতে শৌচাগারের দ্বার খুলিয়া পরিষ্কার করা, চীবর রাখিবার দণ্ডে চীবর রাখিয়া অন্তর্বাস না তুলিয়া ধীরে ধীরে শৌচাগারে প্রবেশ করিয়া পদ-স্থাপন স্থানে পদ রক্ষা করিয়া অন্তর্বাস উত্তোলন করা, অপরিষ্কৃত মলদণ্ড দ্বারা মল পরিষ্কার না করিয়া জল দ্বারা প্রক্ষালন করা এবং শৌচকর্ম শেষ করিয়া পদ উত্তোলনের পূর্বে নিম্নাঙ্গ অন্তর্বাস দ্বারা আবৃত করা বুঝায়।

(১১) **উপাধ্যায় ব্রত:** প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া উত্তরাসঙ্গ একাংশ করিয়া উপাধ্যায়কে হস্তপদ প্রক্ষালনের জল, দন্ত মার্জনের কাষ্ঠাদি ও প্রাতরাশের জন্য যাগু ইত্যাদি প্রদান করা এবং পাত্রাদি ধৌত করিয়া শয্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, রৌদ্রে দেওয়া, বিছাইয়া দেওয়া ইত্যাদি সংক্ষেপে শ্রামণ কর্তৃক উপাধ্যায়ের পরিচর্যা করাকে উপাধ্যায় ব্রত বলে।

(১২) **সহবিহারী ব্রত:** এই ব্রতের অর্থ হইল পরস্পর গুণ বর্ণনা করা এবং শিক্ষণীয় ও পাঠণীয় বিষয় সমূহ পারস্পরিক সাহায্য করা।

(১৩) **আচার্য্য ব্রত:** ইহা উপাধ্যায় ব্রতের ন্যায়। শ্রামণ কর্তৃক উপাধ্যায়ের ন্যায় আচার্য্যকে পরিচর্যা করাই আচার্য্য ব্রত।

(১৪) **অন্তেবাসীক ব্রত:** অন্তেবাসীর গুণ বর্ণনা করা, তাহার শিক্ষণীয়, পাঠণীয় বিষয়াদি নির্দেশ করা ইত্যাদি শিষ্যের প্রতি আচার্য্যের করণীয় কর্মকে অন্তেবাসীক ব্রত বলে।

এইগুলি চতুর্দশ প্রকার খন্ধক ব্রত নামে অভিহিত হয়।

খন্ধক ব্রত সমাপ্ত

### প্রশ্নোত্তরে শ্রামণ-কর্তব্য

**১ম প্রশ্ন:** শ্রামণ হইবার নিমিত্ত কেহ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রব্রজিত হয়, ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে কি?

**উত্তর:** ভগবান বুদ্ধ রাজপুত্র নন্দকে পাত্র প্রদান করিয়া বিহারে উপনীত হইলে বুদ্ধ স্বয়ং নন্দকে প্রব্রজ্যা দান করেন এবং পিতৃসম্পত্তি লাভেচ্ছু রাহুল ও বুদ্ধ সমভিব্যাহারে বিহারে আগমন করিলে বুদ্ধের নির্দেশে আয়ুষ্মান সারিপুত্র রাহুলকে প্রব্রজ্যা প্রদান করেন। উভয়েই প্রব্রজ্যা সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না। তথাপি প্রব্রজ্যা দান সার্থক হইয়াছিল।

ধর্মাশোক তদীয় ভ্রাতা তিস্য রাজকুমারকে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত করিবার মানসে অশোকারাম মহাবিহারের পথ বিপুলভাবে সুসজ্জিত করিয়া রাজকুমারকে রাজকীয় পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া মহোৎসব সহকারে চতুরঙ্গিনী সৈন্যে পরিবেষ্টিত করিয়া বিহারে আনয়ন করেন এবং তথায় প্রব্রজ্যা দান করেন। উত্তমরূপে তিস্য রাজকুমারের ন্যায় প্রব্রজিতদের রাজকীয় পোষাক পরিচ্ছদে বিসজ্জিত করতঃ নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া প্রব্রজ্যা দান করিলে বিশিষ্টতা বিমণ্ডিত হয়। এইভাবে জ্ঞাতসারে প্রব্রজিত হইলে প্রব্রজ্যা সর্বদিক হইতে সার্থক হয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে ফলের কোনও তারতম্য ঘটে না।

**২য় প্রশ্ন:** কোন বয়সে প্রব্রজ্যা দান করা কর্তব্য?

**উত্তর:** তথাগত বুদ্ধ সর্ব প্রথম প্রব্রজ্যা দানের কোন প্রকার সীমারেখা টানেন নাই। এক সময় কোন স্থানে রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে পিতাপুত্র মাত্র পূর্বাঞ্জিত সংকর্মের প্রভাবে বাঁচিয়া থাকেন। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনহীন অবস্থায় কোন আশ্রয়স্থল না থাকায় ভিক্ষু সংঘের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণান্তে পিণ্ডাচরণের নিমিত্ত গ্রামে প্রবেশ করিলে দায়কেরা পিতা ভিক্ষুকে অনুদান করিবার সময় পুত্র শ্রামণ ‘আমাকেও দাও’ বলিয়া সরবে অনু যাচঞা করিলে গ্রামবাসীগণ খেদোক্তি করিয়া বলিল, “প্রব্রজিত” শ্রামণগণ কেন এভাবে অনু যাচঞা করেন”? বুদ্ধ পরে তাহা শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে কোন বালককে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না”। এইভাবে বুদ্ধ প্রথম প্রজ্ঞাপ্তি প্রদান করেন। আর এক সময়

আয়ুস্মান আনন্দকে পরিচর্যাকারী দায়কগণ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া মাত্র দুইজন ক্ষুদ্র বালককে রাখিয়া সকলে মৃত্যু বরণ করে। আনন্দ এই বালকদ্বয়কে বুদ্ধ সন্নিধানে নিয়া বুদ্ধকে বন্দনার পর প্রশ্ন করিলেন, “প্রভো এই বালকদ্বয়কে সন্ধর্মে আশ্রয় প্রদান করা সম্ভবপর হইবে কি? বুদ্ধ কহিলেন “আনন্দ, এই বালকদ্বয় দুঃখ অন্তরায় প্রভৃতি সহ্য করিতে পারিবে কি?” বালকদ্বয় ‘পারিব’ বলিয়া উত্তর প্রদান করিলে তথাগত বলিলেন, হে আনন্দ! পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলেও যাহারা ভয়, দুঃখ ও অন্তরায় সহ্য করিতে পারিবে তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা দান করিবে, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি। এইরূপে বুদ্ধ পঞ্চদশ বর্ষ পূর্তি নিয়মটি সীমায়িত করিয়া দেন।

**৩য় প্রশ্ন:** দুঃখ অন্তরায় সহ্য করিতে পারিলেও অনুমতি প্রাপ্ত প্রব্রজিত শ্রামণ নিতান্ত শিশু হইলে তাহা কল্যাণপ্রদ বা অকল্যাণকর হইবে কি?

**উত্তর:** প্রজ্ঞায় উন্নত পারমীসম্পন্ন অষ্টম-নবম বর্ষীয় বালকগণ অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইয়া এবং শ্রামণ কর্তব্যাদি উত্তমরূপে অবগত হইয়া প্রব্রজিত হইলেও স্বাভাবিক কারণে ক্রীড়ামোদে প্রমত্ত হওয়ার বয়স অতিক্রম না করায় আচার্যের উপদেশ সত্ত্বেও প্রত্যবেক্ষণাদি সম্পাদন না করিয়া চতুর্প্রত্যয় পরিভোগ করিতে থাকে। ফলে তাহাদের চতুর্প্রত্যয় পরিভোগ ঋণ পরিভোগের ন্যায় হইয়া থাকে। এই কারণে মৃত্যুর পর তাহারা নিরয়ে উৎপন্ন হইবার হেতু উৎপন্ন করিয়া থাকে। এইভাবে পিতামাতাগণ আপন পুত্রগণের নিরয়ে গমনের হেতু উৎপাদন করিয়া থাকেন। এইজন্য প্রব্রজ্যা দান বা গ্রহণ দীর্ঘস্থায়ী মঙ্গলদায়ক হইলেও অনেক সময় অমঙ্গলও নিহিত আছে।

**৪র্থ প্রশ্ন:** কোন কোন অংশ পূর্ণ হইলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ সর্বোত্তম?

**উত্তর:** প্রথমতঃ প্রব্রজ্যা গ্রহণেচ্ছুক কেশচ্ছেদন করিবেন। দ্বিতীয়তঃ উপাধ্যায় স্বয়ং চীবর পরিধান করাইয়া দিবেন। তৃতীয়তঃ উপাধ্যায় ত্রিশরণ গমন উত্তমরূপে শিক্ষাদান করিবেন। এই ত্রি-অঙ্গ পূর্ণ হইলে প্রব্রজ্যা দান ও গ্রহণ সর্বোত্তম হয়।

**৫ম প্রশ্ন:** কেহ কেহ প্রব্রজ্যা গ্রহণকারীকে খণ্ডসীমায় আনয়ন করিয়া তাহার কেশচ্ছেদন করাইয়া থাকেন, তাহার কারণ কি?

**উত্তর:** এক দিবস এক বালক পিতামাতার সহিত বিবাদ করিয়া বিহারে গমন করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে। বালকের পিতামাতা বিহারে আগমন করিয়া বালকের কথা জানিতে চাহিলে ভিক্ষুগণ অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পরে শ্রামণের পিতামাতা বালককে শ্রামণ অবস্থায় বিহারে অবস্থানরত দেখিয়া

অতিশয় ক্রোধান্বিত হন। ইহাতে তথাগত বিধান দেন যে প্রব্রজ্যালাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে ভিক্ষুসংঘের অনুমতি লইয়া কেশচ্ছেদন করিতে হইবে। এইজন্য অনেক সময় ভিক্ষুসংঘের সাক্ষাৎ লাভে ব্যর্থ হইয়া অনেকে বিহার সীমায় গমন করিয়া কেশচ্ছেদন করিয়া থাকেন। কারণ সীমায় কেশচ্ছেদন করিলে ভিক্ষুসংঘের অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

**৬ষ্ঠ প্রশ্ন:** প্রব্রজ্যা গ্রহণকারী স্বীয় ইচ্ছানুরূপ চীবর ধারণ করিলে কি অপরাধে অপরাধী হইবে?

**উত্তর:** প্রব্রজ্যা গ্রহণকারী স্বীয় ইচ্ছানুরূপ চীবর ধারণ করিলে লিঙ্গার্থনক বা আভ্যন্তরীক লিঙ্গ চুরির অপরাধে অপরাধী হইবে। তজ্জন্য তদীয় চীবর হরণ করিয়া উপাধ্যায় কর্তৃক চীবর পরিধান করাইয়া পুনঃ শ্রামণ করাইতে হইবে বলিয়া অর্থকথায় উক্ত হইয়াছে।

**৭ম প্রশ্ন:** উপাধ্যায়কে চীবর প্রদান করা ও উপাধ্যায়ের নিকট চীবর প্রার্থনা করার বিষয় পালি ভাষায় তিনবার ও মাতৃভাষায় একবার বলা কি যুক্তিযুক্ত?

**উত্তর:** সময়ের অভাব না হইলে চীবর প্রদান ও চীবর প্রার্থনা পালি বা মাতৃভাষায় একাধিকবার ব্যক্ত করা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সময়ভাবে একবার মাত্র উচ্চারণ করিলেও অযৌক্তিক হইবে না; এমন কি উপাধ্যায় ‘এই চীবরগুলি পরিধান কর’ বলিলেও যুক্তিযুক্ত হইবে। তবে উপাধ্যায় চীবর প্রদান না করিলে চীবর পরিধান করা অসংগত।

**৮ম প্রশ্ন:** শরণগুণ কিভাবে উচ্চারণ করিতে হয়?

**উত্তর:** উপাধ্যায় ও শিষ্য উভয়কেই স্বাভাবিক শিথিল ধ্বনিতে ব্যাকরণগত যথার্থ উচ্চারণের সহিত ‘ম’কারান্ত স্বরে বলিতে হইবে।

**৯ম প্রশ্ন:** শরণগুণ প্রদান কত প্রকার?

**উত্তর:** শরণগুণ দ্বিবিধ। যথা: (১) নিগ্রহিত শরণগুণ ও (২) ‘ম’কারান্ত শরণগুণ।

**১০ম প্রশ্ন:** দ্বিবিধ শরণগুণের বিস্তারিত অর্থ কি?

**উত্তর:** (১) বুদ্ধং সরণং, ধম্মং সরণং ইত্যাদি এই পদগুলি দীর্ঘাকারে বাতাস বিচ্ছিন্ন না করিয়া একেবারে বাতাস ধারণ করিয়া উচ্চারণ করাকে নিগ্রহিত শরণগুণ বলে।

(২) বুদ্ধম্ সরণম্, ধম্মম্ সরণম্ ইত্যাদি পদ এইভাবে বলিয়া মুখ বন্ধ করিয়া উচ্চারণ করাকে ‘ম’কারান্ত শরণগুণ বলে।

**১১শ প্রশ্ন:** অর্থ উপলব্ধি না করিয়া শুধু পালিতে প্রত্যবেক্ষণ পাঠ করা কি



সঠিক হইবে? প্রত্যবেক্ষণের সঠিক নিয়মাবলী কি?

**উত্তর:** সম্যক অর্থোপলদ্ধি না করিয়া পালিতে প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা পাঠ করিলে প্রত্যবেক্ষণ যথার্থ হয় না। অর্থবোধক করিয়া চারিপ্ৰত্যয় জ্ঞান সম্প্রযুক্তভাবে প্রত্যবেক্ষণ করিলেই সঠিক প্রত্যবেক্ষণ হয়। অন্ততঃপক্ষে দৈনিক একবার হইলেও অরুণোদয়ের পূর্বে প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত।

**১২শ প্রশ্ন:** অরুণোদয়ের মধ্যে প্রত্যবেক্ষণ করা না হইলে কি অপরাধ হইবে?

**উত্তর:** অরুণোদয়ের পূর্বে প্রত্যবেক্ষণ না করিয়া চতুর্প্ৰত্যয় পরিভোগ করিলে ঋণ পরিভোগের অপরাধ হইবে।

**১৩শ প্রশ্ন:** কত প্রকারে শ্রামণের চতুর্প্ৰত্যয় পরিভোগ হইয়া থাকে? অর্থ সহকারে ব্যাখ্যাই বা কি কি?

**উত্তর:** শ্রামণের চতুর্প্ৰত্যয় পরিভোগ চারি প্রকার হইয়া থাকে। তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

(১) শীলশূন্য চতুর্প্ৰত্যয় পরিভোগ চুরি করিয়া পরিভোগের ন্যায় হয়। ইহা থেয়া পরিভোগ নামে অভিহিত হয়।

(২) প্রত্যবেক্ষণ না করিয়া পরিভোগ করিলে ঋণ গ্রহণ করিয়া আহার করার ন্যায় হয়। ইহা ঋণ পরিভোগ নামে অভিহিত হয়।

(৩) প্রত্যবেক্ষণ করিয়া পরিভোগ করিলে বা শৈক্ষ্য ব্যক্তির ন্যায় পরিভোগ করিলে অথবা লব্ধ সম্পত্তি পরিভোগের ন্যায় হইলে দায়জ্ঞ পরিভোগ নামে অভিহিত হয়।

(৪) অর্হৎ ব্যক্তিগণের পরিভোগ তৃষ্ণা বিহীন হেতু শ্রেষ্ঠ পরিভোগ বিধায় স্বামী পরিভোগ নামে অভিহিত হয়।

**১৪শ প্রশ্ন:** লিঙ্গ ও দণ্ডে কত প্রকার অপরাধ বিদ্যমান?

**উত্তর:** লিঙ্গ ও দণ্ডে ছয় প্রকার অপরাধ বিদ্যমান। যথা: (১) লজ্জাশূন্যতা (২) অজ্ঞাতে ভুল করা (৩) নিরর্থক নিপীড়িত করা (৪) ভুলক্রমে করা (৫) নির্দোষকে দোষ হিসাবে গ্রহণ ও (৬) দোষকে নির্দোষভাবে গ্রহণ।

**১৫শ প্রশ্ন:** নিম্নে (ক) বাক্যের অর্থ ও (খ) বাক্যের পালি কি? (ক) অব্রহ্মচারী হোতি (খ) ভিক্ষুণী দূষক কি?

**উত্তর:** (ক) অবৈধ মৈথুন সেবন (খ) ভিক্ষুণী দূসকো হোতি।

**১৬শ প্রশ্ন:** শ্রামণের মৈথুন সেবনের শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত না থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষুণী দূষক বলিয়া স্বতন্ত্র একটি বিশেষ শিক্ষাপদ বুদ্ধ কর্তৃক স্থাপন করার কারণ কি?

**উত্তর:** প্রকৃত শীলবতী ভিক্ষুণীকে অনভিপ্রেতভাবে মৈথুনকারীর পক্ষে পরে শীলবান শ্রামণ বা ভিক্ষু হইয়া অবস্থান করা এ জীবনে সম্ভবপর হইবে না। তজ্জন্য অব্রহ্মচর্য শিক্ষাপদ হইতে বিশেষভাবে ‘ভিক্ষুণী দূষক’ বলিয়া একটি স্বতন্ত্র শিক্ষাপদ বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত হইয়াছে।

**১৭শ প্রশ্ন:** প্রব্রজ্যা প্রদানের নিমিত্ত কোন কোন ব্যক্তি অনুপযুক্ত?

**উত্তর:** প্রব্রজ্যা গ্রহণে নিম্নলিখিত একাদশ ব্যক্তি অনুপযুক্ত।

(১) নপুংসক ব্যক্তি (২) সদলবলে গ্রামঘাতক কার্যে দোষপ্রাপ্ত ব্যক্তি (৩) তির্যিক মতবাদ গ্রহণকারীর ভিক্ষু বা তিথিয়া পদ্ধন্তক (৪) তির্যক প্রাণী (৫) মাতৃহত্যাকারী (৬) পিতৃহত্যাকারী (৭) অর্হৎ ভিক্ষু হত্যাকারী (৮) বুদ্ধের রক্তপাতকারী (৯) সংঘভেদকারী ব্যক্তি (১০) ভিক্ষুণী দূষক (১১) উভয় লিঙ্গিক বা স্ত্রী-পুরুষ উভয় লিঙ্গ ব্যঞ্জক ব্যক্তি।

**১৮শ প্রশ্ন:** প্রব্রজ্যা গ্রহণের অযোগ্য ব্যক্তির মধ্যে থেয়্য সংবাসক বা চুরি পরিভোগকারীর ত্রিবিধ পরিচয় কি কি?

**উত্তর:** থেয়্য সংবাসক ত্রিধায় বিভক্ত। যথা: লিঙ্গ থেনক, সংবাস থেনক ও উভয় থেনক।

(১) **লিঙ্গ থেনক:** স্বয়ং চীবর পরিধান করিয়া নিজকে শ্রামণ বা ভিক্ষু বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলে আভ্যন্তরিক চুরি সম্পাদিত হওয়ায় ইহা লিঙ্গ থেনক হইয়া থাকে।

(২) **সংবাস থেনক:** শ্রামণ অবস্থায় ভিক্ষু পরিচয়ে ভিক্ষুর সহিত মেলামেশাকে সংবাস থেনক বলে।

(৩) **উভয় থেনক:** আভ্যন্তরিক চুরি বা লিঙ্গ থেনক ও সংবাস থেনক এই উভয়বিধ চুরিকে উভয় থেনক বলে।

**১৯শ প্রশ্ন:** চীবর কটিদেশে বন্ধন করিলে এবং সাধারণ মানুষের ন্যায় পরিধান করিলে অথবা সাধারণ মানুষের পোষাক পরিধান করিলে শ্রামণগণের কি অপরাধ হইবে?

**উত্তর:** সাধারণ মানুষের ন্যায় চীবর কটিদেশে বন্ধন করিলে অথবা সাধারণ মানুষের ন্যায় চীবর পরিধান করিয়া শ্রামণ যদি যে কোন ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে “আমাকে সাধারণ মানুষের ন্যায় মনে কর কি”? এবং প্রত্যুত্তরে ঐ ব্যক্তিও শ্রামণকে সাধারণ মানুষের ন্যায় মনে হইতেছে বলিয়া স্বীকার করে, তাহা হইলে শ্রামণের প্রব্রজ্যা নষ্ট হয় এবং সে সাধারণ মানুষে পরিণত হয়। এইরূপ স্বীকার করার পর সে পুনরায় শ্রামণের ন্যায় চীবর পরিধান করিলে চুরি পরিভোগ বা থেয়্য পরিভোগ হয়। সাধারণ মানুষের বস্ত্র পরিধান করিয়া

অনুরূপভাবে “আমাকে দায়কের ন্যায় ভাল লাগিতেছে কি?” প্রশ্ন করিয়া “ভাল লাগিতেছে” উত্তর প্রাপ্ত হইলে এবং শ্রামণও তাহা স্বীকার করিলে পূর্বের ন্যায় শ্রামণের প্রব্রজ্যা নষ্ট হয় এবং শ্রামণ সাধারণ মানুষে পরিণত হয়। এইজন্য কতিদেশে চীবর বন্ধন করা বা সাধারণ লোকের বস্ত্র পরিধান করা হইতে সতর্ক থাকা উচিত।

**২০তম প্রশ্ন:** উচ্চ শয়ন কাহাকে বলে? তাহা হইতে সর্বদা বিরত থাকা উচিত কি? যদি উপযুক্ত ব্যবহারের বিধান থাকে তবে তাহাই বা কি?

**উত্তর:** খাট বা পালঙ্কের নিম্নভাগ সাধারণ মানুষের হস্তে দেড় হস্ত পরিমাণের অধিক হইলে তাহাকে উচ্চ শয়ন বলে। উচ্চতায় দেড় হস্তের অনধিক হইলে কোন অপরাধ হইবে না।

সিংহ-ব্যাম্র মূর্তি অংকিত পর্য্যাক্ষ, বা তুলা দ্বারা প্রস্তুত মনোরম কোমল শয্যাকে মহাশয়ন বলে। পালঙ্কের পদস্থান হইতে উক্ত মূর্তি অপসারিত করিয়া তুলা বাহির করিয়া ব্যবহার করিলে অথবা মনোরম চাদর মাটিতে বা নীচে রচনা করিয়া শয়ন করিলে কোন অপরাধ হইবে না।

**২১তম প্রশ্ন:** সুচারুরূপে অন্তর্বাস পরিধান ও রুম বা গোলাকার করিয়া চীবর পরিধানের কারণ কি?

**উত্তর:** দুই হাঁটুর মধ্যে লজ্জাজনক স্থান যেন আচ্ছাদিত হয় এই প্রকারে অন্তর্বাসের একপ্রান্ত হাঁটুর অষ্ট অঙ্গুলি নিম্নে ঝুলাইয়া অন্তর্বাস পরিধান করিতে হয়। উত্তমরূপে পরিধান করিতে না জানা অপরাধ নহে, কিন্তু উত্তমরূপে পরিধান কার্য শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইয়া যেনতেন প্রকারে করিয়া পরিধান করিলে অপরাধ হইবে। বিশেষতঃ উপরে তুলিয়া বা জজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া চীবর পরিধান করা অসংগত। পায়ে ক্ষত থাকিলে পা ঢাকিয়া সুন্দর করিয়া চীবর পরিধান করা যুক্তিযুক্ত।

শরীরে পরিহিত উত্তরাসঙ্গের উভয় প্রান্তভাগ সমান রাখিয়া উহা হাঁটুর নীচে চারি অঙ্গুলি পরিমাণ নামাইয়া পার্শ্বপন বা রুম করিয়া পরিধান করা উচিত। ইহাতে শরীরের গোপন অঙ্গসমূহ পরিদৃষ্ট হয় না।

**২২তম প্রশ্ন:** সুপ্রতিচ্ছন্ন শিক্ষাপদটি চীবর পরিধান সম্বন্ধে বা পরিমণ্ডলাকার বা রুম করিয়া পরিধান সম্বন্ধে বলা হইয়াছে? কোন্ কোন্ অঙ্গ আবৃত করিয়া চীবর রুম করিতে হইবে?

**উত্তর:** এই শিক্ষাপদটি চীবর রুম করিয়া পরিধান করিবার বিষয়ে বলা হইয়াছে। মস্তকসহ কর্ণ ও চোয়াল আবৃত করিয়া চীবর পরিধান করা অনুচিত। মস্তক-হস্ত-পদাদি চীবরের বাহিরে রাখিয়া কর্ণদেশ ও হাতের কজি

আবৃত রাখা উচিত।

**২৩তম প্রশ্ন:** অধোচক্ষু শিক্ষাপদটির অর্থ কি? কখন কোন্ অবস্থায় চারি হস্তের অধিক দৃকপাত করা যায়?

**উত্তর:** তাড়াতাড়ি গমনকালে অধোচক্ষু হইয়া বা নিম্নদিকে চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া চারি হস্তের অধিক স্থান দর্শন করা অনুচিত। কোন কারণে ভয় উৎপন্ন হইলে নির্ভয় স্থান লাভার্থে দূরে অবলোকন করা যায়। ইহাতে কোন অপরাধ হয় না।

**২৪তম প্রশ্ন:** চীবর উঠাইয়া গমন করিবে না এই শিক্ষাপদে চীবর কতদূর তুলিলে অপরাধ হইবে?

**উত্তর:** কটিবন্ধ পর্যন্ত উত্তরাসঙ্গ তুলিলে অপরাধ হইবে।

**২৫তম প্রশ্ন:** হাস্যকর বিষয় দর্শন করিলে কি করা উচিত? মানুষের হাস্য কত প্রকার?

**উত্তর:** হাস্যকর বিষয়াদি দর্শন করিলে যথাসম্ভব সাবধানতা সহকারে সংযতভাবে হাস্য করা উচিত।

উত্তম ব্যক্তিগণ চক্ষু উন্মিলনপূর্বক সামান্য দত্ত বিকশিত করিয়া হাসে, মধ্যম ব্যক্তিগণ ঈষৎ মস্তক আলোড়ন করিয়া অস্ফুট শব্দে হাসিয়া থাকে এবং হীন ব্যক্তিগণ দেহ আন্দোলন করিয়া অথবা চক্ষু হইতে জল নির্গত হওয়া পর্যন্ত হাস্য করে।

**২৬তম প্রশ্ন:** ছোট ও বড় শব্দ বলিতে কি বুঝায়? গ্রামে বড় শব্দে বলিবার যথার্থ সময় কি?

**উত্তর:** বার হস্তের মধ্যে শ্রুত হইয়া অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিলে সেই শব্দকে ক্ষুদ্র শব্দ বলে। দ্বাদশহস্ত ব্যবধানের মধ্যে থাকিয়া অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে তাহা বড় শব্দ হয় এবং দোষাবহ হইয়া থাকে। পরিত্রাণ পাঠে ও ধর্মদেশনায় বড় শব্দ হইলেও দোষাবহ নহে।

**২৭তম প্রশ্ন:** কি প্রকারে গমনকে পায়ের পশ্চাৎ মুড়ি বা পদ মর্দনে গমন বলে?

**উত্তর:** পায়ের মুড়ি কিম্বা পায়ের মাথা দ্বারা ভর দিয়া গমনকে পায়ের পাতার মাথার ভর দিয়া অথবা পায়ের মুড়িতে ভর দিয়া গমন বলা হয়। এভাবে গমন অনুচিত।

**২৮তম প্রশ্ন:** জড়াইয়া বসা কত প্রকারের হইতে পারে? সংক্ষেপে বর্ণনা করুন?

**উত্তর:** জড়াইয়া বসা দুই প্রকার। হাঁটু জড়াইয়া হস্ত-পদ সঞ্চালনকে হাত

জড়াইয়া বসা বলে এবং হাঁটুর গ্রন্থি বস্ত্রদ্বারা জড়াইয়া থাকাকে বস্ত্র জড়াইয়া থাকা বলে।

**২৯শ প্রশ্ন:** কিভাবে যত্নপূর্বক অন্ন গ্রহণ করিতে হইবে?

**উত্তর:** সাবধানে স্মৃতি সহকারে অন্ন গ্রহণ করা কর্তব্য। পরিত্যাগ করার ন্যায় অন্ন আহাৰ করা অনুচিত।

**৩০শ প্রশ্ন:** সমপরিমাণ ডাইল তরকারীসহ অন্ন গ্রহণ অবিধেয় নহে। তবে বহুল পরিমাণে অন্য তরকারী গ্রহণকে কি সঠিক গ্রহণ বলা যাইতে পারে? নির্দোষ সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে বলুন?

**উত্তর:** এই স্থলে ডাইল বলিতে বিভিন্ন প্রকারের বুঝায় এবং অন্য তরকারী অধিক গ্রহণ অর্থ মাছ-মাংস ইত্যাদি অধিক পরিমাণে গ্রহণ বুঝায়। আত্মীয়ের নিকট ও নিমন্ত্রণকারী দায়কের নিকট অন্যের ইচ্ছানুরূপ অথবা স্বীয় সম্পদ হইলে অধিক গ্রহণেও কোন অপরাধ হইবে না।

**৩১শ প্রশ্ন:** ‘পাত্রের সমান করিয়া অন্ন গ্রহণ করিবে’— এই উক্তির মধ্যে কি প্রকার পাত্র সঠিক পাত্র বলিয়া গ্রহণ করা যায়? এই প্রসঙ্গে গ্রহণীয় কালিক ও অগ্রহণীয় কালিক সম্বন্ধে বলুন।

**উত্তর:** এ স্থলে পাত্র বলিতে পোয়াকম চারি সের চাউল গ্রহণযোগ্য পাত্রকে ক্ষুদ্রতম পাত্র এবং পাঁচ সের গ্রহণযোগ্য পাত্রকে বৃহত্তম পাত্র বুঝায়। চাপ প্রয়োগে ভগ্ন না হইলে পাত্র অধিষ্ঠানযোগ্য হয়। এইরূপ পাত্রে যাবকালিক খাদ্যভোজ্য পাত্রের উপরে রাখিয়া গ্রহণ করা অনুচিত। অন্য কালিক বস্ত্র গ্রহণ করা উচিত। ক্ষুদ্রতর পাত্র অপেক্ষা বৃহত্তর পাত্রদ্বারা যামকালিক গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত হয়। তদুপরি অন্নের জন্য পৃথক পাত্র ও তরকারীর জন্য পৃথক বাটী ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং পাত্রের ঢাকনার উপর ব্যঞ্জন গ্রহণ করিলেও দোষের হয় না।

**৩২শ প্রশ্ন:** ‘পাত্রে দৃষ্টি রাখিয়া ভোজন করিবে’— এই শিক্ষাপদের অর্থ পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করুন?

**উত্তর:** ভোজনের সময় এদিক সেদিক না দেখিয়া স্বীয় পাত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সংযত ইন্দ্রিয় হইয়া স্মৃতি সহকারে ভোজন করিতে হয়।

**৩৩শ প্রশ্ন:** ‘অন্নের স্তম্ভ মর্দন করিয়া ভোজন করা অনুচিত’— এই শিক্ষাপদের অর্থ পরিষ্কারভাবে বলুন?

**উত্তর:** অন্ন ভোজনের সময় অন্নস্তম্ভের মাথা হইতে অন্ন লইয়া মর্দন করিয়া ভোজন করা অনুচিত বলা হইয়াছে। পাত্রের একদিক হইতে অন্ন গ্রহণ করিয়া ভোজন করিতে হয়।

**৩৪শ প্রশ্ন:** অধিক পাইবার আকাঙ্ক্ষায় বা বহুল পরিমাণে গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে অল্পের দ্বারা ব্যঞ্জন আবৃত করিয়া রাখার কোন দোষ আছে কি? অথবা ইহা নির্দোষ হইলে বুঝাইয়া বলুন?

**উত্তর:** নীরোগ অবস্থায় অধিক গ্রহণের অভিপ্রায়ে উত্তম খাদ্য দ্রব্য। যথা: ভাল তরকারী, মাছ, মাংস ইত্যাদি অল্পের দ্বারা আবৃত করা অনুচিত। আবৃত করিলে অপরাধ হইবে। ব্যঞ্জন ছোট বড় অংশেও বিভক্ত করা অনুচিত কারণ তাহা গোপনে লুকাইয়া রাখা যায়। তবে সম্পত্তির মালিক অনুরূপভাবে লুকাইয়া রাখিলে অপরাধ হয় না বরং একার্য্য সংগত।

**৩৫তম প্রশ্ন:** সঠিক গ্রাসের পরিমাণ কি? অনু ব্যতীত অন্যান্য খাদ্যাদি পরিমাণ বড় ছোট হইলে দোষাবহ হইবে কি?

**উত্তর:** ময়ুরের ডিম্ব হইতে বড় এবং মুরগীর ডিম্ব হইতে ক্ষুদ্র এই দুই—এর মধ্যস্থিত পরিমাণ অনু এক এক গ্রাসে ভোজন করিতে হইবে। কিন্তু ফল ও মাছ মাংসাদি অধিক বড় হইলেও অপরাধ হইবে না।

**৩৬তম প্রশ্ন:** মুখে গ্রাস থাকিলেও কোন অবস্থায় কথা বলা যায়? কমলালেবুর টুকরা উপরে তুলিলে ধরিয়া হা করিয়া ভোজন করিলে দোষাবহ হইবে বা হইবে না?

**উত্তর:** মুখে অল্পমাত্র আহার থাকিলে যদি পরিষ্কারভাবে কথা বলার কোন অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে কথা বলিতে পারিবে। গাল ফুলাইয়া আহার করিলে অপরাধ হইবে। কমলালেবু অথবা যে কোন ফল গাল ফুলাইয়া খাইলে অপরাধ হইবে না।

**৩৭তম প্রশ্ন:** সমস্ত হস্তের স্থলে তিনটি অঙ্গুলি মুখে প্রবেশ করাইলে অপরাধ হইবে না বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি?

**উত্তর:** পাঁচটি অঙ্গুলির মধ্যে একটিও যাহাতে মুখে প্রবেশ করান না হয়, সেইভাবে ভোজন করিতে হইবে।

**৩৮তম প্রশ্ন:** পাঁচ অঙ্গুলি দন্তের দ্বারা কামড়াইয়া ভোজন করিলে অথবা বানরের ন্যায় মিছুরির টুকরা গালে রাখিয়া ভোজন করিলে শ্রামণের অপরাধ হইবে কিনা সংক্ষেপে আলোচনা করুন?

**উত্তর:** অনু ব্যতীত গুটুকীমাছ ফল অথবা মাছ মাংস কামড়াইয়া ভোজন করিলে বানরের ন্যায় মিছুরির টুকরা ও ফলাদি গালে রাখিয়া ভোজন করিলে এবং ময়লা ফেলিবার সময় ভোজন করিলে শ্রামণগণের কোন অপরাধ হইবে না।

**৩৯তম প্রশ্ন:** ‘হস্ত লেহন’ শিক্ষাপদের প্রয়োজনীয় অর্থ লিখিয়া কোন

সময় হস্ত লেহন করিয়া আহার করা যায় তাহা প্রদর্শন করুন?

**উত্তর:** ভোজনের সময় হস্তের যে কোন অংশ লেহন করা অনুচিত। লেহন করিলে অপরাধ হইবে। তবে কোমল যাগু, মধু, গুড়, দধি ইত্যাদি হস্তের দ্বারা একত্রিত করিয়া মুখে প্রদান করিয়া আহার করা উচিত। এজন্য হস্ত মুখে প্রবেশ করাইলে বা লেহন করিলে অপরাধ হইবে না।

**৪০তম প্রশ্ন:** অন্নাদি খাদ্য ওষ্ঠে লাগিয়া থাকিলে জিহ্বা দ্বারা লেহন করিতে না পারিলে কি করা যুক্তিযুক্ত হইবে? অন্য কোনো উপায় থাকিলে প্রদর্শন করুন?

**উত্তর:** অন্নাদি ওষ্ঠের দ্বারাই গ্রহণ করিয়া মুখে প্রদান করিতে হইবে কোমল যাগু প্রভৃতি লাগিয়া থাকিলে জিহ্বা দ্বারা লেহন করিয়া ভোজন করা উচিত।

**৪১তম প্রশ্ন:** উচ্ছিষ্ট লাগিয়া থাকা হস্তে কোন্ সময় পাত্র গ্রহণ করা যায়?

**উত্তর:** হস্তে উচ্ছিষ্ট লাগিয়া থাকিলে পাত্র ধৌত করিবার প্রত্যাশায় পাত্র ধারণ করিলেও অপরাধ হইবে না।

**৪২তম প্রশ্ন:** পাত্র হইতে ধৌত উচ্ছিষ্ট জল গ্রামে নিক্ষেপ করা অনুচিত হইলে, তাহা কিভাবে ত্যাগ করিতে হইবে?

**উত্তর:** পাত্র হইতে উচ্ছিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন গ্রহণ করিয়া এক স্থানে একত্রিত রাখিয়া জলীয় অংশটি মাত্র নিক্ষেপ করা উচিত। উচ্ছিষ্ট অন্ন-ব্যঞ্জন জলের সঙ্গে মিশাইয়া নিক্ষেপ করা বা উচ্ছিষ্ট অংশগুলি পিকদানীতে রাখা অথবা এই সমস্ত গ্রামের বাহিরে নিক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত কার্য হইবে।

**৪৩তম প্রশ্ন:** ছাতা বগলে রাখা ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা কি সঙ্গত? ধর্মদেশনা করিলে কি কি ধর্মদেশনা করা যায়?

**উত্তর:** ছাতা শরীরের যে কোন স্থানে রাখা হউক না কেন ইহা হাতে ধরা অবস্থায় ধর্মদেশনা করা অনুচিত। হাতে ছাতা ধরা না থাকিলে কাঁধের উপর বুলান অবস্থায়ও ধর্মদেশনা করা যাইতে পারে। ত্রিবিধ সঙ্গায়নে ধর্মদেশনায় পালি ভাষায় অর্থকথা সহযোগে যে কোন ভাষায় ধর্মদেশনা করিলে অপরাধ হইবে না।

**৪৪তম প্রশ্ন:** ‘দণ্ডধারীকে ধর্মদেশনা করিবে না’— এই বাক্যের মধ্যে দণ্ডের প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া হস্তে ধারণ না করিয়া গৃহাভ্যন্তরে রাখা দণ্ডের মালিককে ধর্মদেশনা করা উচিত কি অনুচিত তাহা সিদ্ধান্ত করুন?

**উত্তর:** দণ্ডের প্রমাণ হইল মধ্যম চারি হাত এবং স্বাভাবিক ছয় হাত পর্যন্ত। হস্তে ধারণ না করিলে গৃহে দণ্ড থাকিলেও দণ্ডের মালিককে ধর্মদেশনা

করা উচিত।

**৪৫তম প্রশ্ন:** ধনুধারীকে কোন্ কোন্ অবস্থায় ধর্মদেশনা করা অনুচিত? এই সব অবস্থা বিভাগ করিয়া প্রদর্শন করুন?

**উত্তর:** শর যোজীত ধনুধারী, কেবলমাত্র ধনু বা শরধারী, গুণসম্পন্ন ধনুধারী, গুণশূন্য ধনুধারী ব্যক্তিকে দাঁড়ান বা বসা অবস্থায় ধর্মদেশনা করা অনুচিত। উক্ত অবস্থায় হস্তে ধারণ না করিলে ধর্মদেশনা করা যাইতে পারে।

**৪৬শ প্রশ্ন:** জুতা ধারণ এবং জুতার বিশেষত্ব বর্ণনা করুন। কি অবস্থায় জুতা পরিধান করিলেও ধর্মদেশনা করা যায় তাহা প্রকাশ করুন?

**উত্তর:** কাষ্ঠ নির্মিত বস্ত্র যাহা পায়ে দেওয়া যায় এবং পা হইতে খুলিয়া উহার উপরে অবস্থান করা যায়, তাহা জুতা নামে অভিহিত হয়। তালপত্র বা তৃণ প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যকে পাদুকা বলা হয়। আবার চামড়ার দড়ি দ্বারা প্রস্তুতকৃত বিবিধ জুতা ও পশ্চাৎ দিকে আবৃত জুতা ইত্যাদি উপাহন জুতা নামে পরিচিত। সুবর্ণ বিমণ্ডিত দুর্লভ পায়খানা, প্রস্রাবগৃহ ও মাত্র লৌহার দ্বারা প্রস্তুত জলের গৃহ এই ত্রিবিধ গৃহে জুতা পরিহিত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা যায়।

**৪৭তম প্রশ্ন:** ‘যানে অবস্থিত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিবে না’— এই শিক্ষাপদের অর্থ পরিষ্কারভাবে বলুন?

**উত্তর:** নষ্ট হইয়া ফেলিয়া রাখা গাড়ীর চাকায় কিম্বা গাড়ীর উপর অবস্থিত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা অনুচিত। এক গাড়ীতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি আরোহণ করিলে ধর্মদেশনা করা যায়।

**৪৮তম প্রশ্ন:** ‘শয্যাগত’ শিক্ষাপদকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করুন?

**উত্তর:** স্বাভাবিক ভূমির বাহিরে শয্যাগত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা অনুচিত। উত্তম উচ্চাসন এবং সমান আসনে শয্যাগত হইলে শোওয়া, বসা ও দাঁড়ান অবস্থায়ও এই সব ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা সংগত। কিন্তু বসিয়া শায়িত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা অনুচিত। আবার উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা যায়। দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে দাঁড়াইয়া ধর্মদেশনা করা সংগত; কিন্তু উপবেশন করিয়া শায়িত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা অনুচিত।

**৪৯তম প্রশ্ন:** ‘শিরস্ত্রানধারী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিবে না’— এই শিক্ষাপদের শিক্ষণীয় বিষয় থাকিলে বলুন?

**উত্তর:** যে ব্যক্তির কেশ গাম্ভীরা ও টুপি প্রভৃতি দ্বারা আবৃত হওয়ার দরুন মুখমণ্ডল পরিদৃষ্ট হয় না সেই ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা অনুচিত, কিন্তু কেশ দৃষ্ট হইলে উপবেশনরত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা সংগত।



**৫০তম প্রশ্ন:** ভূমিতে অবস্থান করিয়া কাগজে উপবেশনরত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা কি উচিত?

**উত্তর:** ভূমিতে উপবিষ্ট ভিক্ষু বা শ্রামণের পক্ষে কাগজে, কাপড়ে বা তৃণে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা বিধেয় নহে।

**৫১তম প্রশ্ন:** দণ্ডায়মান অবস্থায় উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিবে না। এই বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে উপবিষ্ট মহাস্থবিরের প্রশ্নে দণ্ডায়মান কনিষ্ঠ স্থবিরের উত্তর দান করা উচিত কিনা তাহা পরিস্কারভাবে বলুন?

**উত্তর:** জ্যেষ্ঠ স্থবির উপবিষ্ট থাকিয়া ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেও কনিষ্ঠ স্থবিরের প্রশ্নোত্তর করা অনুচিত। জ্যেষ্ঠ স্থবিরকে ‘দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করুন’ বলাও অনুচিত। ‘নিকটে দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে বলিব’ এই কথা মনে রাখিয়া উত্তর প্রদান করিলে সংগত হইবে।

**৫২তম প্রশ্ন:** পশ্চাতে গমনকারী পূর্বে গমনকারীকে ধর্মদেশনা করা সংগত কি অসংগত? পরিস্কার করিয়া বলুন?

**উত্তর:** পূর্বে গমনরত ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেও পশ্চাতে গমনরত ব্যক্তির উত্তর প্রদান করা অনুচিত। নিজের পশ্চাৎ গমনকারী লোক থাকিলে ‘তাহাকে উত্তর দিব’ বলিয়া উত্তর দিলে সংগত হইবে। সহশিক্ষার্থী পালির কণ্ঠস্থ বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দান করা সংগত। একই সঙ্গে গমনরত ব্যক্তিকে উত্তর দানও সংগত।

**৫৩তম প্রশ্ন:** বিপথে গমনরত ব্যক্তি পথে গমনকারীকে ধর্মদেশনা করা অনুচিত বলা হইলেও কিভাবে সুসংগত হইবে তাহার নিয়ম পরিস্কার করিয়া বলুন?

**উত্তর:** গাড়ীর পথে, এক পথে বা রাস্তা থাকুক বা না থাকুক একসঙ্গে গমনকারীকে ধর্মদেশনা করা উচিত।

**৫৪তম প্রশ্ন:** হরিৎবর্ণ তৃণগুচ্ছে বাহ্য-প্রস্রাব ও থুথু ফেলা ও না ফেলার যথাযথ কারণ বলুন?

**উত্তর:** তৃণদল ও তৃণসমূহ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষে মল মূত্র ত্যাগ ও থুথু ফেলা অনুচিত। বৃক্ষের ডালে বসিয়া তৃণদল ও বৃক্ষশূন্য স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করা যায়। স্থানাভাবে, বিশেষতঃ বেগ ধারণ করিতে অক্ষম হইলে অথবা রোগ হইলে তথায় মল-মূত্র ত্যাগ করা সংগত। হরিৎ তৃণদল ও বৃক্ষশূন্য স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করিতে হইলে তথায় সংযতভাবে গমন করা উচিত। ইহাতে অপরাধ হইবে না। অন্যান্য বিষয়ও তদ্রূপ।

**৫৫তম প্রশ্ন:** জল পানীয় ও অপানীয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া কি

প্রকার জলে মল-মূত্র ত্যাগ করা যায় তাহা বর্ণনা করুন?

**উত্তর:** বহুজনের ব্যবহৃত পাত কুয়ার জল, পুকুরের জল ইত্যাদি ব্যবহার করার উপযুক্ত জল। পায়খানা ও সমুদ্রের জল সর্বদা অব্যবহার্য। অব্যবহার্য পায়খানা ও সমুদ্রের জলে বাহ্য প্রস্রাব করা সংগত। জলাশয়ের আয়তন প্রকাণ্ড হইলে জলের মধ্যস্থলে মল-মূত্র ত্যাগ করা যাইতে পারে। স্রোত থাকিলে স্রোতে ভাসিয়া যাইবে মনে হইলে স্রোতসম্পন্ন স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিলে অপরাধ হইবে না।

**৫৬তম প্রশ্ন:** আগন্তকের আগমনকাল হইতে কতদিন পরে আবাসিকরূপে জুতা পরিধান করা সম্ভব হইবে?

**উত্তর:** আগমন করিবার পর আগন্তককে আবাসিকরূপে অবস্থান করিবার সুনির্দিষ্ট করিয়া দিলে, স্থান প্রাপ্তকাল হইতে জুতা পরিধান করিতে পারিবে।

**৫৭তম প্রশ্ন:** পায়খানা ব্রতে অকরণীয় ব্রতগুলি প্রদর্শন করুন?

**উত্তর:** পায়খানা ব্রতে অকরণীয় বিষয়সমূহ হইল তাড়াতাড়ি পায়খানায় প্রবেশ না করা, শ্বাস বন্ধ না করিয়া মল-মূত্র ত্যাগ করা, দন্তকাষ্ঠ ত্যাগ না করা, পায়খানা ত্যাগের স্থানের বাহিরে পায়খানা না করা, প্রস্রাবের গর্তে প্রস্রাব ত্যাগ করা, মলকাঠি পায়খানা গর্তে ত্যাগ না করা, অন্তর্বাস তুলিয়া বাহির না হওয়া, বড় বড় শব্দে জল ব্যয় না করা এবং শৌচপাত্রে জল না রাখা প্রভৃতি।

**৫৮তম প্রশ্ন:** কি প্রকার মলকাঠি ধারণ করার অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়?

**উত্তর:** (১) ছিন্ন মলকাঠি (২) অমসৃণ মলকাঠি (৩) মলযুক্ত মলকাঠি (৪) কণ্ঠকযুক্ত মলকাঠি (৫) ছিদ্রযুক্ত মলকাঠি ও (৬) পচনযুক্ত মলকাঠি ধারণ অনুচিত।

**৫৯তম প্রশ্ন:** পিণ্ডাচারিক ব্রতে বিশেষভাবে ভিক্ষা না করার ছয় প্রকার গৃহের কথা উল্লেখ আছে। ইহাদের নাম করুন?

**উত্তর:** বিশেষভাবে পিণ্ডচরণ না করার ছয় প্রকার গৃহ হইল। (১) পর্ণকুটির (২) বারবানিতা বা বেশ্যার গৃহ (৩) বিধবার গৃহ (৪) বয়স্ক যুবতীর গৃহ (৫) পণ্ডক গৃহ এবং (৬) ভিক্ষুণীর বিহার।

**৬০তম প্রশ্ন:** চারি প্রকার আচার্য ও চারি শিষ্য নাম করুন?

**উত্তর:** চারি প্রকার আচার্য। (১) প্রব্রজ্যা প্রদানকারী শরণগুণ আচার্য হিসাবে প্রব্রজ্যাচার্য। (২) উপসম্পদা দানের সময় কর্মবাক্যাচার্য নামক

উপসম্পদাচার্য, (৩) লেখা পড়া শিক্ষাদানকারী আচার্য হিসাবে উদ্দেশ্যচার্য এবং (৪) আশ্রয় প্রদানকারী বা বসবাস করার যাবতীয় ব্যবস্থাাদি কারক ও স্থানদানকারী হিসাবে আশ্রয়াচার্য।

চারি প্রকার শিষ্য: (১) শরণগুণ গ্রহণকারী প্রব্রজ্যাস্তেবাসীক শিষ্য (২) উপসম্পদা দানকারী উপসম্পদাস্তেবাসীক শিষ্য, (৩) পালি শিক্ষা গ্রহণকারীর উদ্দেশ্যাস্তেবাসীক শিষ্য এবং (৪) অর্থ গ্রহণকারী আশ্রয়াস্তেবাসীক শিষ্য।

প্রশ্নোত্তরে শ্রামণ-কর্তব্য সমাপ্ত

### মহাস্থবির শীলবংশের উপদেশাবলী

(১) ত্রিলোকে অতুলনীয় প্রতিপক্ষ শূন্য ত্রিরত্নকে এবং পিতা-মাতা, আচার্য-উপাধ্যায় প্রভৃতিকে নির্ভুলভাবে গৌরব করিয়া বা বন্দনা করিয়া শ্রামণ বালক ও শিষ্যগণ যথাযথ মনে রাখিবার ও তাহাদিগকে অবিচ্ছিন্ন উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে নিত্য মনে রাখিবার বিষয়গুলি বলিতেছি।

(২) উচ্ছৃঙ্খলভাবে ও গণ্ডগোল করিয়া খাদ্য-পানীয় পরিভোগ করিয়া নিন্দা গেলে কোন প্রকার উপকারে আসে না। ইহা মনে ধারণ করিয়া সর্বদা চিন্তা করিতে হইবে।

(৩) আচার্য-উপাধ্যায় ও পিতা-মাতার হিতোপদেশ সমূহ উৎসাহ ও দৃঢ়তা সহকারে পালন করিয়া চলিতে হইবে।

(৪) বুদ্ধবিশ্বের বা বুদ্ধপ্রতিমূর্তির পাদদেশে ও বিহারে তৃণ ও বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইলে ইহাদিগকে পরিষ্কার করা এবং মন্দির বা বিহার সম্মার্জন করা নিত্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য।

(৫) পানীয় জল বা ব্যবহারিক জল না থাকিলে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সকলে সুন্দরভাবে সকল পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়া রাখিবে।

(৬) প্রাতঃকালে ও দিবাভাগে আবাসস্থিত বিছানাপত্র পাটি প্রভৃতি বিছাইয়া রাখা থাকিলে তাহা সুন্দরভাবে তুলিয়া রাখিবে।

(৭) চীবর, পাত্র ও অষ্টপরিষ্কার প্রভৃতি গ্রহণ করার পর বাহিরে রৌদ্রে শুকাইতে দিবে।

(৮) আচার্য ভ্রমণ-ক্লান্ত হইয়া আসিতে দেখিলে তাড়াতাড়ি গিয়া গায়ে পরিহিত চীবর গ্রহণ করিয়া ঘর্ম মুছিয়া দিবে এবং চীবর রৌদ্রে শুকাইতে দিবে। তৎপর চীবর শুকাইলে যত্নপূর্বক ভাজ করিয়া রাখিয়া দিবে।

(৯) পানের জন্য শীতল জল প্রদান করিবে এবং হস্ত-পদ ধৌত করিবার

জন্য জল প্রদান করিয়া বাহ্য-প্রস্রাবের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। যাবতীয় করণীয় কর্ম সমাপন করিয়া ব্যঞ্জিনী দ্বারা বাতাস করিয়া দিবে।

(১০) শরীর ও হস্ত-পদ মর্দন করিয়া দিবে এবং যাহাতে আরাম বোধ হয় পুনঃ পুনঃ উত্তমরূপে মনযোগ সহকারে এই সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মর্দন করিয়া দিবে। যাহাতে যেনতেন প্রকারে কর্তব্য শেষ না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

(১১) ধীরে ধীরে গমন করিবে যেন গমনের সময় কাহারও গায়ে না লাগে, কাহাকেও ধাক্কা দিয়া গমন করিবে না।

(১২) খাদ্যভোজ্য প্রদানের সময় নিকটে আগমন করিয়া যুগলপদে গৌরব সহকারে খাদ্যভোজ্য হস্তার্পণ করিবে।

(১৩) আহারের সময় গৌরবপূর্ণ বাক্যে ভোজনের জন্য আহ্বান করিতে যেন ভুল না হয়।

(১৪) মাতাপিতা ও গুরুর আহারের পূর্বে খাদ্য গ্রহণ করিয়া ভোজন করিবে না।

(১৫) পিতামাতা ও গুরুগণের আহারের পর তাঁহারা প্রস্থান করিলে অবশিষ্ট খাদ্যভোজ্য গ্রহণ করার ইচ্ছা হইলে তাঁহাদের নিকট খাদ্যভোজ্য প্রার্থনা করিবে ও অনুমতি লইয়া ভোজন করিবে।

(১৬) অন্ন-ব্যঞ্জনের পাত্রাদি সুন্দরভাবে ধৌত করিবে ও মুছিয়া ফেলিবে যাহাতে পাত্রে কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য লাগিয়া না থাকে তৎপর ঐ সব পাত্র নির্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দিবে।

(১৭) বিহার ও গৃহের বিক্ষিপ্ত জিনিষপত্র যথাস্থানে যত্নপূর্বক রাখিয়া দিবে।

(১৮) যে কোন কার্য সম্পাদনান্তে গুরুজনের ডাক শুনা মাত্রই তথায় তাড়াতাড়ি গমন করিয়া কার্য সম্পাদন করিবে।

(১৯) কোন প্রয়োজনীয় কার্যে নিযুক্ত হইলে তাড়াতাড়ি গিয়া কার্য সম্পাদন করিয়া দিবে।

(২০) বিশেষ প্রয়োজন হইলে গুরুর অনুমতি লইয়া স্থান ত্যাগ করিবে।

(২১) পিতৃমাতৃ দর্শনে গ্রামে গমন করিলে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিবে।

(২২) বিহারে বা গৃহে কেহ রোগাক্রান্ত হইলে যথাযথ যত্নপূর্বক ঔষধপথ্যাদি প্রদানে সুচিকিৎসা করাইবে ও রোগীর সেবা করিবে।

(২৩) একসঙ্গে বাস করিলে ভালবাসা ও মৈত্রী সহকারে শ্রামণ-ভিক্ষুগণের সঙ্গে কনিষ্ঠ-জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় আচরণ করিবে এবং গুরুকে

পিতৃজ্ঞানে সগৌরবে সম্মান করিবে।

(২৪) বয়োজ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভিক্ষুকে এবং বর্ষাবাস অনুসারে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠকে শ্রদ্ধা ও গৌরব করিবে।

(২৫) প্রধান ভিক্ষু আহ্বান করিলে গৌরবের সহিত গমন করিয়া ‘আপনি, আমি’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিবে ও করজোড়ে বাক্যালাপ করিয়া ফিরিয়া আসিবে।

(২৬) ধর্মদেশনার সময় বাক্য সংযত করিবে এবং যাহা তাহা করিয়া তির্যক বাক্য ব্যবহার করিবে না।

(২৭) দানীয় সামগ্রী আনিত হইলে তাহা যথাযোগ্যক্রমে বিভাগ করিয়া যাহার যেই অংশ প্রাপ্য তাহাকে সেই অংশ প্রদান করিবে।

(২৮) আগন্তুক দর্শন করিলে তাড়াতাড়ি ঔষধ পথ্য ও অগ্নি প্রস্তুত করিবে।

(২৯) ‘আমি যাই ও তুমি থাক’ বলিয়া তর্ক-বিতর্ক করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিও না।

(৩০) সর্বদা প্রস্তুত থাকিয়া গুরুর নিকট গমন করিবে এবং জ্ঞানপিপাসু হইয়া থাকিবে।

(৩১) ভিক্ষুসংঘ আগমন করিলে তাড়াতাড়ি উপস্থিত হইয়া শিক্ষাপদ অনুযায়ী বিছানাপত্রাদি বিছাইয়া দিবে।

(৩২) ভিক্ষু-পরিষদ বিহারে অবস্থান করিলে সর্বদা তাঁহাদের সঙ্গে থাকিবে।

(৩৩) অন্য রাষ্ট্র বা গ্রামে গমন করিবার সময় চীবর রুম করিয়া সংযতভাবে গমন করিবে ও অবস্থান করিবে।

(৩৪) কেহ আহ্বান না করিলে চঞ্চলতা বর্জন করিয়া সংযতভাবে স্থায়ী আবাসে অবস্থান করিবে।

(৩৫) গুরুজনের সম্মুখে সংযত থাকিবে। তাঁহারা চলিয়া গেলেও কোন চঞ্চলতা প্রকাশ করিবে না।

(৩৬) গুণ্ডগোল ও কোলাহল করিয়া এবং উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করিবে না।

(৩৭) অন্য লোকে কিছু মন্দ বলিলেও তাহা সহ্য করিবে এবং তাহাকে যাহা তাহা অভদ্র ভাষায় গালিগালাজ করিবে না।

(৩৮) কেহ ঝগড়া করিতে চাহিলে সহিষ্ণুতার সহিত উপেক্ষা করিবে এবং ‘মারিবে কি’ বলিয়া অঙ্গভঙ্গি করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবে না।

(৩৯) স্নেহের সহিত গৌরব করিয়া রাজা-প্রজা ও ধনী-দরিদ্রে প্রভেদ না রাখিয়া সমভাব শিক্ষা করিয়া বিহারবাসী প্রত্যেকের সহিত এক পিতৃমাতৃ সন্তান সদৃশ ব্যবহার করিয়া বিহারে অবস্থান করিবে।

(৪০) অগৌরবে চীবর ধারণ করিবে না এবং যেখানে সেখানে চীবর বা ব্যবহার্য জিনিষ ফেলিয়া রাখিবে না বা ব্যবহার করিবে না।

(৪১) ব্যক্তিগতভাবে কোন কাজে নিযুক্ত হইলে উত্তমরূপে দেখিয়া শুনিয়া যতদূর সম্ভব মান অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সমভাবে সকলকে সেবা করিবে।

(৪২) গুরুর বাসস্থানে ও বোধি অঙ্গনে কার্য উদ্দেশ্যে ঘুরাফিরা করিলেও এই সব স্থানের অমনোনীত জায়গায় অবস্থান করিবে না।

(৪৩) সম্মুখে গণ্ডগোল করিয়া, হাঁটু ও হস্ত উচ্চ করিয়া সচকিতভাবে বসিয়া ও জজ্ঞা পর্যন্ত সর্ব শরীর অত্যুক্ত করিয়া অবস্থান করা অনুচিত।

(৪৪) ক্ষুদ্র শ্রামণগণ কর্তৃক অন্যত্র রাখা পানীয় জল বা ব্যবহারে অনুপযুক্ত পৃথক করিয়া রাখা জল এবং বিহারের ব্যবহৃত জল পান করা অসংগত।

(৪৫) আর্য ভিক্ষুসংঘ, শ্রামণগণ, ক্ষুদ্র শ্রামণ ও শিষ্যগণ গণ্ডগোল না করিয়া, সংঘের সহিত কোন প্রকার বিবাদ না করিয়া সগৌরবে অথচ ভীত চিত্তে বাস করিবেন।

(৪৬) উচ্ছৃঙ্খলভাবে ডাকাডাকি না করিয়া নম্র, শ্রুতিমধুর ও গৌরবযুক্ত ভাষায় বাক্যালাপ করিয়া শান্তভাবে অবস্থান করিবে।

(৪৭) অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করিয়া বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘগুণসমূহ উৎসাহের সহিত স্মরণ করিবে।

(৪৮) প্রত্যহ পাঠ্য বিষয় সমূহ যথা গাথা ও সূত্রাদি পাঠ করিবে। ‘আমার গুরু আমাকে এ সব শিক্ষা করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন’—এইরূপ চিন্তা করিয়া এই পাঠ বিশুদ্ধভাবে আবৃত্তি ও শিক্ষা করিবে।

(৪৯) পাঠের সময় একবার অধ্যয়ন করা, একবার পাঠ বন্ধ করা, পাঠ্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করা, পাঠের মধ্যে কথা বলা এবং এদিক সেদিক করিতে করিতে হাস্য করা অনুচিত।

(৫০) কথা বন্ধ করার পর পরস্পর পৃথকভাবে উপবেশন করিয়া স্বীয় পাঠ শিক্ষা করিবে। স্বীয় পাঠ অধীত হইলে বসিয়া না থাকিয়া পাঠ্য বিষয়সমূহ লিখিবে।

(৫১) শ্রামণগণ কর্ণালঙ্কার ধারণ, কেশ সহ কেশ পশ্চাতে ঘুরাইয়া বেণী

বন্ধন, শ্বেত পাগড়ি বন্ধন, কর্ণ ফুল ধারণ, খোপায় ফুল ধারণ, সুগন্ধি লেপন, মনোরমভাবে সজ্জিত হইয়া উৎসব করণ এবং স্বর্ণ-রৌপ্য ধারণ ইত্যাদি পরিত্যাগ করিবে।

(৫২) কাঠালের রং করা চীবর ব্যতীত সৌন্দর্য্য প্রতিপাদনার্থ মনোরম ও উত্তম সূক্ষ্ম চীবর এবং অত্যধিক ময়লাযুক্ত দুর্বল ও ছেঁড়া চীবর পরিধান করা অনুচিত।

(৫৩) বুদ্ধ ভাষিত দশশীল ও শ্রামণ-কর্তব্য শিক্ষা করিয়া প্রতিপালন করিবে।

(৫৪) অবিচ্ছিন্ন শব্দে ও একসুরে পাঠ্য বিষয় পাঠ করিবে ও কণ্ঠস্থ করিবে। নিত্য স্মরণ রাখিবে যে দিবারাত্র যথাযথভাবে এবং পরিষ্কারভাবে পাঠ শিক্ষা করিতে হইবে।

(৫৫) লিখা শিক্ষা করার সময় সঠিক ও সুন্দরভাবে বর্ণ সমূহ লিখিবে যেন একটি বর্ণও বাদ না যায়। সযতনে লেখা শিক্ষা করিলে হস্তাক্ষর সুন্দর হয়।

(৫৬) নিঃশব্দে পাঠ শিক্ষা করা উত্তম। বড় শব্দ করিয়া পাঠ করিলে বিহারে গুণ্ণগোল হইতে পারে। বিহারে যেন গুণ্ণগোল না হয় এভাবে দিবারাত্র বিন্দিভাবে অবিরাম পাঠ শিক্ষা করাই উত্তম।

(৫৭) আলস্য না করিয়া উৎসাহের সহিত স্মৃতি ও মনযোগ সহকারে গভীর রাত্র পর্যন্ত অধ্যয়ন করিলে পাঠ শিক্ষা ভাল হয়।

(৫৮) ভিক্ষু-শ্রামণ বা বালকগণ শিক্ষণীয় ও পাঠ বিষয়সমূহ শিক্ষা না করিয়া আলস্যপরায়ণ হইয়া হাস্য-পরিহাস্যে যাহা তাহা করিয়া সময় অতিবাহিত করিবে না।

(৫৯) পঞ্চশীল বুদ্ধ মুখনিঃসৃত বাণী। ইহা সর্বদা ধারণ ও পালন করা কর্তব্য।

(৬০) বহুশ্রুত জ্ঞান লাভ করিতে হইতে উপদেশাবলী ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ উত্তমরূপে শিক্ষা কর।

(৬১) তৎপর অবিরাম এভাবে চেষ্টা করিলে বিদ্যালয় হইতে চলিয়া গেলেও পরে বহুশ্রুতি জ্ঞান জন্মে।

(৬২) বিদ্যা ও জ্ঞান বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন হইতে শ্রেষ্ঠতর।

(৬৩) এই সকল উপদেশ বাণী মনে রাখিলে, বালুকা দণ্ডকর্ম ও জল দণ্ডকর্ম ভোগে মন বিচলিত না করিলে এবং ‘লাভ করিব’ এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া শিক্ষা করিলে তোমরা রাজপদ হইতে শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিবে।

(৬৪) বর্তমান বুদ্ধ শাসনে মনুষ্যরূপে জন্ম ধারণ বহুবার অতীত হইয়াছে।

(৬৫) সাধারণ লোক হইতে শ্রামণধর্ম আগমন শ্রেষ্ঠ লাভ বটে, কিন্তু শ্রামণ হইতে ভিক্ষুসংঘে প্রবেশের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনাযুক্ত।

(৬৬) এই শ্রেষ্ঠত্ব যে কত মহান ও উচ্চ তাহা জ্ঞাত হইয়া সময় সদ্ব্যবহার করিলে প্রতিপদক্ষেপে তদনুরূপ আচরণ করা সম্ভবপর হয়।

(৬৭) মানবগণ উচ্চতর তুষিতস্বর্ণ পর্যন্ত নিত্য গমন করিতেছে।

(৬৮) মাতাপিতা ও গুরুগণ গুণ পরিত্যাগ না করিয়া শোধ প্রদান করার চেষ্টা করা কর্তব্য।

(৬৯) পিতামাতার করণীয় হইল প্রথম বয়সে শৈশবকালে স্বীয় পুত্রগণকে উপযুক্ত গুরুগণ নিকট বিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রেরণ করা যাহাতে তাহারা শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ যথাযথ শিক্ষা লাভ করিতে পারে ও মনে রাখিতে পারে।

(৭০) গুরুগণ নিকট যাবতীয় শিক্ষণীয় বিষয় উৎসাহের সহিত উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে।

(৭১) শুধু কথাবর্তা বলিয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে হাস্য-কৌতুক করিয়া দিনাতিপাত করিবে না।

(৭২) গুরুগণ ডাক শুনিতে তাড়াতাড়ি উপস্থিত হইবে।

(৭৩) তোমার সহপাঠি ছোট ও দুর্বল হইলে তুমি শক্তিতে বড় বলিয়া শক্তির জোরে যাহা তাহা করিও না।

(৭৪) কোনো সময় জল আনয়ন করিবার জন্য গমন করিলে খেলাধূলা করিয়া সময় অতিবাহিত করিবে না।

(৭৫) খেলাধূলা করিয়া করিয়া জল আনয়ন করিতে বিলম্ব হইলে গুরুগণ তাহা অবগত হইলে নিশ্চয়ই বালুকা বা জল দণ্ডকর্ম প্রদান করিবেন। তাহা তোমাদের পরিভোগ করিতে হইবে।

(৭৬) পিতৃমাতৃ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে অবনত মস্তকে পঞ্চাঙ্গ বন্দনা করার পর গুরুগণ অনুমতি লইয়া গমন করিবে।

(৭৭) গুরুগণকে না বলিয়া কোথাও গমন করিলে ফিরিয়া আসার পর প্রহার লাভ করিবে ও কটুবাক্য শুনিতে হইবে এবং তোমরা অত্যন্ত অবাধ্য পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(৭৮) পিতামাতা জ্ঞান ও বিদ্যা লাভের জন্য পুত্রকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করাইয়া দেন। পুত্র বিদ্যা শিক্ষা না করিয়া আলস্যে দিন অতিবাহিত করে।



একদিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকিলে আর একদিন অনুপস্থিত থাকে। কথা বলিলে কর্ণপাত করে না, সর্বদা গোলমাল করিয়া সময় নষ্ট করে। এজন্য প্রহৃত হইলে যাহা তাহা বলে। এইরূপ আচরণ করিলে তোমরা অবাধ্য ও দুর্বিনীত পুত্র নামে অভিহিত হইবে।

(৭৯) গুরুশ্রেষ্ঠ শীলবংশ মহাস্থবিরের হিত-উপদেশাবলী গাথা বা কবিতারূপে গ্রহণ না করিয়া মৌখিক উপদেশ মনে করিলে বহু ক্ষুদ্র শ্রামণের উপকারে আসিবে। এইজন্য সজ্ঞানে লিখিত বিষয়গুলি উত্তমরূপে মনে রাখিতে প্রার্থনা করিতেছি।

শীলবংশ মহাস্থবিরের উপদেশ সমাপ্ত

### দৈনিক চরিত্র সংগ্রহ

ত্রিভবের একমাত্র গতি অনুত্তর ধর্মরাজকে নমস্কার করিয়া দৈনিক চরিত্র সংগ্রহ সংক্ষেপে প্রকাশ করিব।

(১) অজর, অমর ও অমৃতময় নির্বাণ লাভেচ্ছু সুগত শাসনে আগত কুলপুত্র বা ভিক্ষু-শ্রামণ অরুণোদয় হইবার পূর্বে নিদ্রা হইতে উঠিয়া দন্তকাষ্ঠ মার্জনা দি সকল শরীরকৃত্য বা বাহ্য-প্রস্রাবাদি সমাপন কার্য শিক্ষা করা কর্তব্য। উক্ত নিয়ম অনুসরণ করিয়া সুন্দররূপে বস্ত্র পরিধান করিয়া উত্তরাসঙ্গ একাংশ করিয়া পরিবেন বা বিহার সম্মার্জন করিবে এবং পানীয় জল ও হস্ত-পদ ধৌত করিবার জল উপস্থাপন করিয়া বিবেকস্থানে বা ভাবনাগৃহে বসিয়া স্থায়ী শীল অবলোকন করিয়া বিবেক ব্রত পূর্ণ করিবে।

(২) শত সহস্র হস্তী, ঘোটকী, রথ এবং সহস্র মণিকুণ্ডল বিভূষিতা কন্যা দান করিলে ফল হয়, বুদ্ধ বন্দনার জন্য এক পদক্ষেপের ফলের ষোড়শ কলার এক কলা মাত্রও নহে। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বুদ্ধ পূজার উক্ত ফল লাভ করিয়া থাকেন।

(৩) ব্রত বা নিয়ম পূর্ণ না হইলে শীল পূর্ণ হয় না। দুঃশীল ও দুঃপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি দুঃখ হইতে পরিমুক্ত হয় না।

(৪) এইরূপ বচন হইতে সার সংগ্রহকারী ব্রত পূর্ণ করতঃ শীল পূর্ণ করেন। সেই শীল পূর্ণ করিলে দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে তথা সকল সংসার দুঃখ হইতে মুক্তি লাভের জন্য শীল পূরণকারী কর্তৃক সম্মার্জনা দি ব্রত পূরণ করা কর্তব্য। অত্যাচারী মৈত্রী কর্মস্থান ভাবনাকারীর অন্য করণীয় কর্তব্য আছে ইহা যোনিশ সম্প্রযুক্ত জ্ঞানে চিন্তা করিয়া প্রব্রজিত কর্তৃক বারংবার প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য। উচ্চ-নীচ ভূমিতে গমনরত সুপূরিত জলপাত্র পূর্ণ

শকটের ন্যায় শান্তেন্দ্রিয়, শান্তচিত্ত ও নিশ্চল ব্যক্তিগণ যুগমাত্র বা চারি হাতের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া চৈতান্সনের নিকটে উপস্থিত হইয়া পদ ধৌত করিবে এবং সম্মার্জনী গ্রহণ করিয়া ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হওয়ার ন্যায় সমাদরে চৈতান্সনে প্রবেশ করিয়া মাহালা বা ভিত্তি সম্মার্জন করিবে; নানা দিকে অবলোকন না করিয়া এবং কাহারও সঙ্গে আলাপ না করিয়া ভগবানের নয়টি গুণ স্মরণ করিতে করিতে পুষ্পাদি পূজার সামগ্রী থাকিলে পূজা করিবে এবং চৈত্য বা মন্দির তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া মহৎ চৈত্য হইলে ষোড়শস্থানে এবং ক্ষুদ্র চৈত্য হইলে অষ্টস্থানে অবস্থান করিয়া বন্দনা করিবে।

(৫) উক্ত নিয়মে মহাবোধিতেও উপস্থিত হইয়া এক এক তালা সম্মার্জন করিয়া বোধিমূলে জল সিঞ্চন করিয়া নানাদিকে অবলোকন না করিয়া নয়টি ‘অরহৎ’ আদি বুদ্ধগুণ অনুস্মরণ করতঃ তাদৃশ লোকনাথের উপকারক এই বোধিবৃক্ষে বুদ্ধগুণ দর্শন বা আরোপ করিবে এবং ভগবানের প্রতি কর্তব্য ও আদর সমাপন করিয়া পূজার উপকরণ থাকিলে পূজা করিবে এবং উক্ত নিয়মে প্রদক্ষিণ করিয়া ষোড়শ বা অষ্টস্থানে থাকিয়া বন্দনা করিবে। অতঃপর ভগবান কর্তৃক বৃদ্ধ (জ্যেষ্ঠ) ব্যক্তিকে অভিবাদন, প্রত্যুপস্থান, অঞ্জলিকর্ম ও সমীচিনকর্ম করিতে আদিষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া বৃদ্ধ সর্বক্ষচারীকে বন্দনা করিয়া প্রতিপত্তি পূরণ করিবে।

(৬) অভিবাদনকারী এবং বৃদ্ধদের নিত্য সম্মানকারী ব্যক্তির চারিটি ধর্ম। যথা: আয়ু, বর্ণ, সুখ ও বল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

(৭) উক্ত চারি আনিশংসই লাভ করিবে এইরূপ মনে করিয়া প্রথমেই ভদন্তকে বন্দনা করিবে। তৎপর উভয় পদ সমভাবে রাখিয়া ঋজুভাবে থাকিয়া চিন্তা করিবে ‘ঈদৃশ চতুর্পরিশুদ্ধ শীলে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানী, অল্লোচ্ছুক, সন্তুষ্ট ও রাগ, দ্বেষ ও মোহ ছেদনকারী পরম পুণ্যক্ষেত্রভূত ও মহাপুণ্যবান ব্যক্তিকে দর্শন ও বন্দনা করা উত্তম। এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রীতি উৎপন্ন করিবে ও সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া বৃদ্ধ ভিক্ষুদের পদ বন্দনা করিবে। প্রেম ও গৌরবের সহিত উভয় হস্ত দ্বারা পদধূলি গ্রহণ করিয়া পদ বন্দনা করা কর্তব্য। উক্ত নিয়মে বন্দনাকারী কর্তৃক আচার্য-উপাধ্যায় ও বৃদ্ধ সর্বক্ষচারীর প্রতি ব্রত পূরণ করিয়া তিথি, বার, নক্ষত্র ও বুদ্ধবর্ষ গণনা করিয়া যদি যাগু অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে ভোজন শালায় প্রবেশ করিবে।

(৮) ত্রিমল শোধন গুণ অত্যাগী ও অপ্রমত্ত ভিক্ষুগণের খাদ্য বস্ত্রতে লৌলুপতা আনয়ন করা অকর্তব্য।

(৯) উক্ত উপদেশ মনোনিবেশকারী খাদ্য বস্ত্র ও চতুর্প্রত্যয়ে লোভ

উৎপাদন না করিয়া সম্প্রাপ্ত আসনে উপবেশন করিয়া সুন্দররূপে যাণ্ড  
প্রতিগ্রহণ করিয়া রতনত্রয়কে পূজা করিবে। প্রথমে অণ্ডচি আকারে তদনন্তর  
‘পটিসংখা যোনিসো’ ইত্যাদি নিয়মে প্রত্যবেক্ষণ করিয়া যাণ্ড পান করিবে।  
তৎপৰ পাত্র, জলপাত্র ভোজনশালায় পূরণ করিবার ব্রত বিনয় স্কন্ধের নিয়মে  
পূরণ করা কর্তব্য।

(১০) যাহার শীল সুনির্মল তাঁহার প্রব্রজ্যা সফল হয় ও পাত্রচীবর ধারণ  
উপযুক্ত হয়।

(১১) উক্ত উপদেশ মনোনিবেশ সহকারে পাত্রচীবর গ্রহণ করিয়া স্মৃতি  
সহকারে কর্মস্থান ভাবনা করিয়া গ্রামে প্রবেশকালে আচার্য উপাধ্যায়গণের  
নাতিদূরে নাতিসঙ্গে অবস্থান করিবে। চীবর রুম করিবার স্থান সম্মার্জন  
করিয়া আচার্যের চীবর পরিধান করা হইলে তাঁহাকে পাত্র প্রদান করিবে।  
উক্ত নিয়মে সুন্দররূপে অন্তর্বাস পরিধান ও চীবর পারুপণ করিয়া আচার্যের  
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে। স্ত্রী, পুরুষ ও হস্তী অশ্বাদি অবলোকন না করিয়া  
পিণ্ডচরণ ব্রত পালন করিবে। গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে আচার্যের পাত্রচীবর  
প্রতিগ্রহণ করিয়া কর্মস্থান ভাবনা করিতে করিতে বিহারে প্রবেশ করিবে।  
তৎপৰ আসন পর্যাণ্ড বা বিস্তার করিয়া পাদোদক পদ ধৌত করিবার ও পদ  
স্থাপন করিবার আসন স্থাপন করিয়া ব্যঞ্জন কর্ম, পানীয় ও সরবত প্রদান ও  
দন্তকাষ্ঠ দানাদি সকল ব্রত সমাপন করতঃ পাত্রলব্ধ আহার হইতে কিছু  
আহার আচার্যকে দান করিয়া শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ করিয়া তথায় বসিবে।  
উক্ত নিয়মে গ্রাসে গ্রাসে প্রত্যবেক্ষণ করিয়া আহারকৃত্য সমাপন করিবে।  
আহারকৃত্য সমাপন করিয়া, আচার্য-উপাধ্যায়ের প্রতি প্রতিপাল্য ব্রত পূরণ  
করিয়া বিবেকস্থানে বসিয়া প্রত্যবেক্ষণ করিয়া স্বীয় শীল অবলোকন করিবে।  
তদনন্তর গ্রন্থধূর হইলে গ্রন্থ পাঠ ও শিক্ষাকার্যে এবং বিদর্শনধূর হইলে  
ধ্যানকার্যে নিযুক্ত থাকিবে। এই প্রকারে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একাত্তাভাবে কাজ করা  
কর্তব্য।

(১২) অতঃপর ভারপ্রাপ্ত হইয়া বা পালার নিয়মে কায়িক সেবা গুপ্তাশ্রম  
করিবে, অগ্নি উপস্থাপন করিবে, দীপ জ্বালাইবে এবং ধর্মাসন পর্যাণ্ড করিবে।  
পূর্বে উক্ত নিয়মে চৈত্যাঙ্গন, বোধি অঙ্গন সম্মার্জন করিবে এবং আচার্য-  
উপাধ্যায় ও সর্বশ্রচারীর প্রতি ব্রতপূরণ করিয়া ধর্ম শ্রবণ করিবে ও পরিব্রাজ  
পাঠ করিবে। জিজ্ঞাসা করার প্রশ্ন থাকিলে আচার্য-উপাধ্যায়গণকে প্রশ্ন  
জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের নির্দিষ্ট শয়নাসনে গমন করিয়া স্বীয় পাঠ্য বিষয়  
অধ্যয়ন করিবে। ধর্ম অধ্যয়নকারী অধ্যয়নে প্রথম যাম ক্ষেপন করিয়া

চতুর্বিধ রক্ষা ভাবনা করিয়া পশ্চিম যামে বা শেষ রাত্রে নিদ্রা হইতে উঠিবে। সম্প্রজ্ঞান বা চেতনায়ুক্ত হইয়া পূর্ববর্তী বা মধ্যম যামে নিদ্রা যাইয়া যথানিয়মে চীবর পরিধান করতঃ উঠিয়া অতীত প্রত্যবেক্ষণ, চতুঃরক্ষা রতন ও মৈত্রী সূত্রাদি পাঠ করিয়া পূর্বোক্ত সকল বিষয়াদি সম্পাদন করিবে। দিবসে দুইবার মৈত্রী পরিভ্রাণ, অষ্টসংবেগ বস্তু, অশুভস্মৃতি, মরণস্মৃতি, দশধর্ম সূত্র পাঠ করিবে। মনুষ্যত্ব দুর্লভতর মনে পোষণ করিয়া ছন্দ বা দোষ এবং অগতিগমন পরিত্যাগ করিয়া দৃষ্ট দোষে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া মৈত্রীবাক্য ও কর্ম পূরণ করিবে। ‘যে ভিক্ষু ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন ও সমীচিন প্রতিপন্ন হইয়া অবস্থান করেন তিনি অনুধর্মচারী তথাগতকে সংকার করেন, আদর করেন, মান্য করেন এবং পরমার্থ পূজা দ্বারা পূজা করেন।’ ভগবানের এই উপদেশ মনোনিবেশ করিয়া সম্যকসম্মুদ্রকে প্রতিপত্তি দ্বারা পূজা করিয়া কথিত দৈনিক চর্যা পূর্ণ করিবে। দৈনিক চর্যা পূর্ণ করার সংকল্পকারী, জিহ্বাসিত হইয়া ও তুষ্টীভাব অবলম্বনকারী, রোগ বা যেকোন অসুখ বশতঃ অপূরণকারী, চৈত্যাঙ্গনে বালুকা বিস্তীর্ণকারী, দণ্ডকর্মে করনে ও সর্বদা একত্রীভূত অবস্থানকারী, সন্তুষ্টচিত্তে দৈনিক চর্যা প্রশংসাকারী চীবর সেলাই বা রঞ্জনকারী পাত্রে রং দেওয়াদি ক্ষুদ্র-বৃহৎ কর্তব্য কুশলকারী, ঋজুচিত্ত ও সুবাচ্যসম্পন্ন ব্যক্তি পা-মুছনি তুল্য কামনা বাসনা বিরহিত চিত্তে চতুর্বিধ প্রত্যয়ের প্রতি লোভ না করিয়া, দ্বাদশ পরিষ্কার হইতে অধিক গ্রহণ না করিয়া, সৎলঘুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শান্তেন্দ্রিয় ও সন্তুষ্ট চিত্তে, করুণা ও প্রজ্ঞা সমন্বিত হইয়া, কায়গর্ব ও বাচিগর্ব না দেখাইয়া, নম্রভাবে থাকিয়া, অল্লমাত্রও পাপ না করিব এবং এইরূপ শীল প্রতিপত্তি পূজা লৌকিক ও লোকোত্তর সুখ সম্পাদন করিবে।

দৈনিক চরিত্র সংগ্রহ সমাপ্ত

### কুলদূষক কর্ম

যে সমস্ত কর্ম করিলে শ্রামণ বা ভিক্ষুর প্রতি দায়কের শ্রদ্ধা নষ্ট হয় তাহাই কুলদূষক কর্ম। ইহারা একবিংশতি প্রকারের, যথা: (১) বেণুদান, (২) পাত্রদান, (৩) পুষ্পদান, (৪) ফলদান, (৫) দন্তকাষ্ঠ দান, (৬) পানীয় দান, (৭) উদক দান, (৮) চূর্ণদান, (৯) মৃত্তিকা দান, (১০) চাটুবাক্য ব্যবহার বা খোসামোদ করা, (১১) সত্যের আবরণে মিথ্যা কথন, (১২) সন্তানদের আদর প্রদানে তাহাদের পিতামাতার মনোরঞ্জন করা (১৩) কাহারও সামান্য কাজের জন্য এখানে ওখানে গমন করা (১৪) চিকিৎসা

করা (১৫) দৌতকর্ম (১৬) কোথাও পাঠাইলে যাওয়া (১৭) প্রতি পিণ্ডদান (ভিক্ষু বা শ্রামণ লব্ধ আহার হইতে গৃহীর মন আকর্ষণের জন্য পরিবারস্থ বালক বালিকাদের কিঞ্চিৎ দেওয়া) (১৮) যে দান দেয় তাহাকে পুনঃ দান দেওয়া (১৯) বাস্তু বিদ্যা (২০) নক্ষত্র বিদ্যা (২১) অঙ্গ বিদ্যা, এই সমস্ত উপায়ে যে কোন ব্যক্তির সন্তোষ বিধান অকর্তব্য। উক্ত যে কোন কার্য দ্বারাও জীবন যাপন অকর্তব্য। কুলদোষাদি উৎপন্ন প্রত্যয় পরিত্যাগ অর্থাৎ যে কর্ম দ্বারা ভিক্ষু শ্রামণ কুল দোষে দূষিত হয়, তাদৃশ প্রত্যয় পরিত্যাগ করিবে।

❀❀❀ শ্রামণ-কর্তব্য সমাপ্ত ❀❀❀



# বিবিধ প্রশ্নোত্তর

সম্পাদকমণ্ডলী  
জ্ঞানশান্ত ভিক্ষু  
বিমলজ্যোতি ভিক্ষু  
শাসনহিত ভিক্ষু





## আমাদের কথা

রাজবন বিহারে প্রত্যেকটি শ্রামণের জন্য ভিক্ষু পরীক্ষা একটি কঠিন পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই দুর্লভ উপসম্পদা লাভের সুযোগ মেলে। তাই প্রত্যেক শ্রামণই ভিক্ষু পরীক্ষায় কী কী আসতে পারে, কী ধরনের প্রশ্ন হতে পারে সে সম্পর্কে যতটা সম্ভব জানার চেষ্টা করে থাকে।

ভিক্ষু পরীক্ষার সিলেবাস সাধারণত এভাবে হয়। যথা: ১. উৎসর্গ ও সূত্র ২. শ্রামণ কর্তব্য ৩. ধর্মপদ এবং ৪. বিবিধ।

এযাবতকালে গৃহীত ভিক্ষু পরীক্ষার প্রশ্নগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উৎসর্গ-সূত্র, শ্রামণ কর্তব্য থেকে সবসময়ই বেশ কিছু প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। তাই উৎসর্গ-সূত্র এবং শ্রামণ কর্তব্য পড়লেই সেই নম্বরগুলো মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া যায়। বিপত্তি বাধে বিবিধ নিয়ে। সারা ত্রিপিটক হচ্ছে সাগরের মতো, সেখান থেকে কোন কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে সে বিষয়ে ভিক্ষু পরীক্ষার্থী মাত্রেই উদ্ভিগ্ন থাকে। কারণ এ বিষয়ে তাদের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে কোনো নির্ভরযোগ্য বই নেই।

তাদের এই উদ্বেগ লাঘব করার উদ্দেশ্যেই এই বই। বিবিধ প্রশ্নের কয়েকটি সংকলন আগে থেকেই শ্রামণদের হাতে হাতে ঘুরত। কিন্তু তা ছিল বেশ ভুলে ভরা এবং অস্পষ্ট ফটোকপি। পরে বিমলজ্যোতি শ্রামণ ও শাসনহিত শ্রামণ মিলে সেগুলো কম্পিউটারে সংশোধন করে কাজ চালাবার মতো একটি বইয়ে রূপ দেয়ার চেষ্টা করে। পরে আমরা আবার সেটাকে নতুন আঙ্গিকে সাজাই। বিবিধ বিষয় মানেই যেহেতু বিভিন্ন বিষয়ের সমাহার, সেগুলোকে আমরা আর বিষয়ভিত্তিকভাবে সাজাতে যাইনি, বরং ক্রমানুসারে সাজিয়েছি, কারণ ক্রমানুসারে ১, ২, ৩... ইত্যাদি ধরে সাজালেই মনে রাখতে সুবিধা হয়। আশা করি বিষয়টা শ্রামণদের জন্য সুবিধাজনক হবে।

পরিশেষে ভিক্ষু পরীক্ষার্থী সবাই ভিক্ষু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দুর্লভ উপসম্পদা লাভের সুযোগ পাক, নিজের উন্নতি করুক, বুদ্ধশাসনের উন্নতি করুক এই মহান প্রত্যাশা করছি। তাদের কাছে এই বই একটুও যদি কাজে লাগে, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক।

সম্পাদকবৃন্দ



# বিবিধ প্রশ্নোত্তর

বিবিধ প্রশ্নোত্তর- ১

১. বুদ্ধ ধর্মের মূল তত্ত্ব কী?

উত্তর: চারি আর্য সত্য এবং প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতিই বুদ্ধ ধর্মের মূল তত্ত্ব।

২. বুদ্ধত্ব লাভ করতে কতকাল পারমী পূরণ করতে হয়?

উত্তর: কমপক্ষে লক্ষাধিক চারি অসংখ্য কল্প ধরে পারমী পূরণ করতে হয়।

৩. দুই অগ্রশ্রাবকের কতকাল পারমী পূরণ করতে হয়?

উত্তর: লক্ষাধিক এক অসংখ্য কল্প।

৪. অশীতি মহাশ্রাবকের কতকাল পারমী পূরণ করতে হয়?

উত্তর: এক লক্ষ কল্প।

৫. বুদ্ধের মাতাপিতা, সেবক এবং পুত্র হবার জন্য কতকাল পারমী পূরণ করতে হয়?

উত্তর: লক্ষ কল্পকাল পর্যন্ত পারমী পূর্ণ করতে হয়।

৬. সম্যকসমুদ্বগণ কখন উৎপন্ন হন?

উত্তর: সম্যকসমুদ্বগণ সংবর্ত কল্পে উৎপন্ন না হয়ে বিবর্ত কল্পে উৎপন্ন হন।

৭. কল্পতরু কাকে বলে?

উত্তর: যে বৃক্ষ হতে কল্পনা অনুযায়ী দ্রব্য পাওয়া যায় তাকে কল্পতরু বলে।

৮. কামরাগ বলতে কী বুঝ?

উত্তর: রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্প্রষ্টব্যর সহিত অনুরাগ বশত যে চিন্তা উৎপন্ন হয় তাকে কামরাগ বলে।

৯. সুধর্ম সভা কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর: দেবলোকে প্রত্যেক দেবলোকে এক একটি করে সুধর্ম সভা আছে।

১০. বুদ্ধের কায়বল কি রকম ছিল?

উত্তর: হস্তী গণনায় কোটি সহস্র হস্তী এবং পুরুষ গণনায় দশ কোটি সহস্র পুরুষের সমান তথাগত বুদ্ধের কায়বল।

১১. আমিষ পূজা কী?

উত্তর: কোমল পুষ্প-মালা, সুগন্ধ দ্রব্য, সঙ্গীত ইত্যাদি দিয়ে পূজা করলে আমিষ পূজা হয়।

**১২. প্রতিপত্তি পূজা কী?**

উত্তর: কোনো ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক বা উপাসিকা যদি যথাযথভাবে ধর্ম আচরণ করে জীবন যাপন করে, শুধুমাত্র তখনই সে বুদ্ধকে প্রকৃতভাবে গৌরব, সম্মান ও পূজা করে। তাই হচ্ছে প্রতিপত্তি পূজা।

**১৩. সূত্র ও পরিত্রাণ কী?**

উত্তর: সুন্দর মঙ্গলার্থ সূচনা করে বলে সূত্র, আর সমস্ত আপদ বিপদ থেকে রক্ষা বা ত্রাণ করে বলে পরিত্রাণ।

**১৪. উদঘাটিতজ্ঞ পুদগল কাকে বলে?**

উত্তর: যে ব্যক্তি ধর্মের উদাহরণ দেয়া মাত্রই তার গম্ভীর অর্থ উদঘাটন করে লোকোত্তর ধর্ম সম্যকরূপে বুঝতে পারেন, তাকে উদঘাটিতজ্ঞ পুদগল বলে।

**১৫. বিপচিতিজ্ঞ পুদগল কাকে বলে?**

উত্তর: প্রথমে সংক্ষিপ্ত ধর্ম কথা বলে পরে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করলে যে ব্যক্তি ধর্ম বুঝতে পারে, তাকে বিপচিতিজ্ঞ পুদগল বলে।

**১৬. জ্ঞেয় পুদগল কাকে বলে?**

উত্তর: ধর্ম শিক্ষা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, মনোনিবেশ সহকারে ধর্ম চিন্তা ও কল্যাণ মিত্রের সংস্রব রাখার দ্বারা যার ধর্মাভিজ্ঞান হয়, তাকে জ্ঞেয় পুদগল বলে।

**১৭. পদপরম পুদগল কাকে বলে?**

উত্তর: যে ব্যক্তি বহুবার ধর্ম শ্রবণ, বহুবার ধর্ম আবৃত্তি, বহুদিন পর্যন্ত ধর্ম আচরণ ও নানা পর্যায়ে ধর্ম শিক্ষার দ্বারাও এক জন্মে পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করতে পারেন না, তাকে পদপরম পুদগল বলে।

**১৮. ধর্ম কী? ধর্ম কাকে রক্ষা করে?**

উত্তর: নরক, তির্যক, প্রেত ও অসুর এই চার অপায়ের ঘোর দুঃখে পড়তে না দিয়ে ধারণ করে বলে ধর্ম। ধর্ম ধর্মাচরণকারীকে রক্ষা করে।

**১৯. ধর্ম দান কী?**

উত্তর: ধর্ম দান হলো পাপ-পুণ্য, কুশল-অকুশল, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ সম্বন্ধে ভালভাবে বুঝিয়ে দেয়া এবং পরিচয় করিয়ে দেয়া।

**২০. সারিপুত্র কার নিকট প্রথম ধর্ম কথা শুনে ধর্ম জ্ঞান (স্রোতাপন্ন) লাভ করেন?**

উত্তর: আয়ুষ্মান অশ্বজিত।

**২১. পাপমতি মার বলতে কি বুঝায়?**

উত্তর: বুদ্ধধর্ম মতে যা মারে তাকেই মার অর্থাৎ কুশলকর্মে বাধা দেয় বলিয়াই মার বলা হয়। হিন্দুধর্ম মতে শনি। ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্ম মতে একে

শয়তান নামে আখ্যায়িত করা হয়।

২২. কারা লৌকিক জ্ঞানের অধিকারী?

উত্তর: কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও ত্রিপিটক বিশারদ প্রভৃতি মনীষী লৌকিক জ্ঞানের অধিকারী।

২৩. বুদ্ধপূজা কীভাবে করতে হয়?

উত্তর: বুদ্ধের জীবদ্দশায় তাকে যেভাবে পূজা-সৎকার করা হত, তার ধাতুচৈতন্যে সেভাবে পূজা করলে বুদ্ধপূজা হয়ে থাকে।

২৪. ধর্মপূজা কীভাবে করতে হয়?

উত্তর: ধর্মধর শাস্ত্রজ্ঞ ভিক্ষুকে চতুর্প্রত্যয় দিয়ে পূজা-সৎকার করে সম্মুদ্রদেশিত ধর্ম চিরস্থিতির জন্য কামনা করলে তা ধর্মপূজা নামে অভিহিত হয়। (অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথা)

২৫. সজ্ঞপূজা কীভাবে করতে হয়?

উত্তর: আর্যসজ্ঞকে চীবরাদি চতুর্প্রত্যয় দ্বারা পূজা করলে তা সজ্ঞপূজা নামে অভিহিত হয়।

২৬. চর্ম চক্ষুতে কতটুকু দেখা যায়?

উত্তর: এক যোজন বা প্রায় ছয় মাইল দেখা যায়।

২৭. দিব্য চক্ষুতে কতটুকু দেখা যায়?

উত্তর: আঠারশ মাইল দেখা যায়।

২৮. প্রজ্ঞা চক্ষুতে কতটুকু দেখা যায়?

উত্তর: একত্রিশ লোকভূমি দেখা যায়।

২৯. সামন্ত চক্ষুতে কি দেখা যায়?

উত্তর: সম্যকসম্বুদ্ধের ধ্যান সম্বন্ধে জানা যায়।

৩০. বুদ্ধ চক্ষুতে কতটুকু দেখা যায়?

উত্তর: দশ সহস্র চক্রবাল সম্বন্ধে জানা বা দেখা যায়।

৩১. চক্রবাল কাকে বলে?

উত্তর: একত্রিশ লোকভূমিকে এক চক্রবাল বলে।

৩২. মৌদগল্যায়ন কার নিকট প্রথম ধর্ম কথা শুনে ধর্ম জ্ঞান লাভ করেন?

উত্তর: বন্ধু সারিপুত্রের নিকট হতে।

৩৩. কর্ম কাকে বলে?

উত্তর: বুদ্ধের মতে— চেতনাহং ভিক্ষবে কস্মৎ বদামি, অর্থাৎ চেতনাই কর্ম। কায়িক, বাচনিক, মানসিক যেকোনো কর্ম চেতনা থেকেই উৎপন্ন হয়।

৩৪. দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম কাকে বলে?

**উত্তর:** একটা জবন বীথির সাতটি জবন চিত্তের মধ্যে কুশল হোক বা অকুশল হোক যেটা প্রথম জবন চেতনা, তাকে বলে দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম। কাকবলি শ্রেষ্ঠী, পূর্ণ শ্রেষ্ঠী, নন্দ যক্ষ, কোকালিক, সুপ্রবুদ্ধ, দেবদত্ত এবং চিঞ্চগমানবিকার কাহিনী হচ্ছে দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্মের উদাহরণ।

### ৩৫. উপপদ্য বেদনীয় কর্ম কাকে বলে?

**উত্তর:** জবন বীথির সপ্তম জবন চিত্তকে বলা হয় উপপদ্য বেদনীয় কর্ম। এটি আগামী জন্মে ফল প্রদান করে। অষ্ট সমাপত্তি ও পঞ্চ অনন্তরীয় কর্ম হচ্ছে এর উদাহরণ।

### ৩৬. অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম কাকে বলে?

**উত্তর:** জবন বীথির মধ্যবর্তী পাঁচটি জবন চিত্তকে বলা হয় অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম। তা অর্হত্ব লাভ না করা পর্যন্ত জন্মজন্মান্তরে যখনই সুযোগ পায় ফল দিয়ে থাকে।

### ৩৭. গুরু কর্ম কাকে বলে?

**উত্তর:** কুশল ও অকুশল পক্ষের গুরুর কর্মগুলোকেই বলা হয় গুরু কর্ম। কুশল পক্ষে সেগুলো হচ্ছে মহদগত কর্ম বা অষ্ট সমাপত্তি এবং অকুশল পক্ষে হচ্ছে পঞ্চ অনন্তরীয় কর্ম।

### ৩৮. আচরিত কর্ম কাকে বলে?

**উত্তর:** দীর্ঘকাল অভ্যাস বা আচরণ করতে করতে যে কর্ম বহুত্বে পরিণত হয় তাকেই আচরিত কর্ম বলা হয়। কুশল কর্ম বহুতর হলে তার দ্বারা সৌমনস্য এবং অকুশল কর্ম বহুতর হলে তার দ্বারা চিত্ত সন্তাপ উপস্থিত হয়ে থাকে।

### ৩৯. আসন্ন কর্ম কাকে বলে?

**উত্তর:** মরণের আগে কৃত বা জবন বীথির সর্বশেষ চিত্তকে বা কর্মকে আসন্ন কর্ম বলে। অন্যান্য অনেক কুশলাকুশল কর্ম থাকলেও আসন্ন কর্মই ফল প্রদান করে।

### ৪০. অনির্দিষ্ট কর্ম কাকে বলে?

**উত্তর:** গুরু, আচরিত, আসন্ন কর্ম ব্যতীত জন্মজন্মান্তরে যে সমস্ত কর্ম করা হয়, সেগুলোকে অনির্দিষ্ট কর্ম বলে। এগুলো কোনো নির্দিষ্ট কাল ছাড়াই অবকাশ পেলে যেখানে সেখানে ফল দিয়ে থাকে।

### ৪১. জনক কর্ম কাকে বলে?

**উত্তর:** প্রতীক্ষা ও প্রবৃত্তনের সময় বিপাক স্কন্ধ ও কর্মজরূপ উৎপাদক কুশলাকুশল চেতনাকেই জনক কর্ম বলে।

### ৪২. উপজন্মক কর্ম কাকে বলে?

উত্তর: উপস্তুম্বক কর্ম জনক কর্মের বিপাককে সাহায্য করা, দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী বা পরিপোষণ করা যেন উহা ফল প্রদান করিতে পারে, তাকে উপস্তুম্বক কর্ম বলে।

৪৩. উপপীড়ক কর্ম কাকে বলে?

উত্তর: যে কর্ম অন্য কর্মের ফলকে ব্যাহত করে বা বাধা দেয়, তাকে উপপীড়ক কর্ম বলে।

৪৪. উপঘাতক কর্ম কাকে বলে?

উত্তর: যে কর্ম অন্য দুর্বল কর্মের ফলকে ধ্বংস করে নিজেই ফল প্রদান করে তাকে উপঘাতক বা উপচ্ছেদক কর্ম বলে।

৪৫. বুদ্ধের অন্তিম গৃহী শিষ্য কে ছিলেন?

উত্তর: পুরুষ।

৪৬. দেবরাজ শত্রের প্রসাদের নাম কী?

উত্তর: বৈজয়ন্ত প্রসাদ।

৪৭. বুদ্ধ কোথায় আয়ু বিসর্জন দেন?

উত্তর: বৈশালীর চাপাল চৈত্য স্থানে।

৪৮. অধিমুক্তিক মরণ বা ইচ্ছামৃত্যু বলতে কী বুঝ?

উত্তর: ‘এখনই আমার মৃত্যু হোক’ এই বলে চোখ বুজে মৃত্যুবরণ করাকে অধিমুক্তিক মরণ বা ইচ্ছামৃত্যু বলে। এমন ইচ্ছামৃত্যু একমাত্র বোধিসত্তুরাই করতে পারেন, আর কারো দ্বারা সম্ভব নয়।

৪৯. শারীরিক চৈত্য কী কী?

উত্তর: যেখানে তথাগত বুদ্ধের শারীরিক ধাতু রক্ষিত আছে, তাকে শারীরিক চৈত্য বলে।

৫০. পরিভোগীয় চৈত্য কী কী?

উত্তর: তথাগত বুদ্ধের ব্যবহৃত জিনিসপত্র যেখানে রক্ষিত আছে, তাকে পরিভোগীয় চৈত্য বলে।

৫১. উদ্দেশিক চৈত্য কী কী ?

উত্তর: বুদ্ধের মূর্তিকে উদ্দেশিক চৈত্য বলা হয়।

৫২. বুদ্ধ প্রথমে কার অনুরোধে ধর্ম প্রচার করেছিলেন?

উত্তর: সহস্রপতি মহাব্রহ্মা।

৫৩. আশাবতী লতা কী?

উত্তর: তাবত্রিশ দেবলোকে চিত্রলতা বনে আশাবতী নামে এক প্রকার লতা আছে, তার ফলের ভিতর দিব্য পানীয় জন্মে থাকে। যারা তা একবার মাত্র

পান করে, তারা চারমাস কাল মত্ত অবস্থায় থেকে দিব্য শয্যায় শয়ন করে। এই লতা সহস্র বছরে একবার মাত্র ফল ধারণ করে।

**৫৪. আনন্দ কত বছর যাবৎ বুদ্ধের সেবা করেছিলেন?**

উত্তর: পঁচিশ বছর।

**৫৫. ভগবান বুদ্ধ কাদের নিকট কোথায় প্রথম ধর্ম দেশনা করেন?**

উত্তর: পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট, সারনাথে।

**৫৬. জ্ঞাত পরিজ্ঞা কী?**

উত্তর: এই দেহকে কেশ লোমাদি বত্রিশ প্রকার অশুচিপুঞ্জ হিসেবে জ্ঞানচক্ষুর মাধ্যমে দেখাকে বলা হয় জ্ঞাত পরিজ্ঞা।

**৫৭. তীরণ পরিজ্ঞা কী?**

উত্তর: দেহের বত্রিশ প্রকার অশুচির সমস্তই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলে অনিত্য, এই দেহ হতে ভয় উৎপন্ন হয় বলে দুঃখ, এবং অসার বস্তু বলে অনাত্ম, এভাবে জানাকে তীরণ পরিজ্ঞা বলে।

**৫৮. প্রহাণ পরিজ্ঞা কী?**

উত্তর: দেহকে অশুচি এবং অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম হিসেবে দেখার মাধ্যমে আর্যমার্গ লাভ করে যে কামনা প্রহীণ হয়ে যায়, তা জানাকে প্রহাণ পরিজ্ঞা বলে।

**৫৯. বীজ নিয়ম কী?**

উত্তর: গাছের উপরের দিকে বেড়ে ওঠা, লতার দক্ষিণাবর্তী হয়ে গাছ বেয়ে ওঠা, সূর্যমুখী ফুলের সূর্যের দিকে মুখ করে থাকা, নারিকেলের মাথায় ছিদ্র হওয়া, নির্দিষ্ট বীজের নির্দিষ্ট ফুল ও ফল দেয়ার যে ধর্মতা বা স্বভাব, তাই বীজ নিয়ম।

**৬০. ঋতু নিয়ম কী?**

উত্তর: গাছপালায় যার যার নির্দিষ্ট সময়ে ফুল ফোটে ও ফল ধরে, বায়ু প্রবাহিত হয়, ঋতু পরিবর্তন হয়, পদ্মফুলগুলো দিনে বিকশিত হয়ে রাতে আবার সঙ্কুচিত হয়ে যায়, এটিই ঋতু নিয়ম।

**৬১. ধর্ম নিয়ম কী?**

উত্তর: বোধিসত্ত্বগণ মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করার সময় যে দশ সহস্র চক্রবাল কম্পিত হয়, তাকে ধর্ম নিয়ম বলে।

**৬২. চিত্ত নিয়ম কী?**

উত্তর: রূপাদি আরম্ভন চক্ষুরাদি প্রসাদে সংঘর্ষিত হলে, চিত্তের নিয়মানুসারে চেতনা উৎপন্ন হয়ে থাকে, একেই চিত্ত নিয়ম বলে।



### ৬৩. কর্ম নিয়ম কী?

উত্তর: সঞ্চিৎত কুশল কর্মের মঙ্গলজনক ফল আর অকুশল কর্মের অমঙ্গলজনক ফল অনুসারে কৃতকর্ম যেরূপ ফল প্রদান করে, তাকে কর্ম নিয়ম বলে।

### ৬৪. ধর্মস্বাক্ষর কাকে বলে?

উত্তর: একটি মাত্র যুক্তি বা ভাব প্রকাশকারী পদকে ধর্মস্বাক্ষর বলে।

### ৬৫. বুদ্ধ কোথায় অভিধর্ম দেশনা করেন?

উত্তর: তাবতিংস স্বর্গে মাতার উদ্দেশ্যে।

### ৬৬. বুদ্ধের নির্বাণের পর আনন্দ কত বছর বেঁচেছিলেন?

উত্তর: চল্লিশ বছর।

### ৬৭. বস্ত্রকাম কাকে বলে?

উত্তর: বিবিধ দ্রব্য ও যে কোন সম্পত্তির প্রতি যে লালসা তাকে বস্ত্রকাম বলে।

### ৬৮. ক্লেশ কাম কাকে বলে?

উত্তর: মৈথুনের প্রতি যে আসক্তি তাকে ক্লেশ কাম বলে।

### ৬৯. জাতি ক্ষেত্র কাকে বলে?

উত্তর: দশ সহস্র চক্রবাল নিয়ে এক জাতি ক্ষেত্র। বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও পরিনির্বাণ প্রভৃতির সময়ে যতদূর স্থান কম্পিত হয়।

### ৭০. আদেশ ক্ষেত্র কাকে বলে?

উত্তর: কোটি শত সহস্র চক্রবাল নিয়ে এক আদেশ ক্ষেত্র। রতন সূতং, খন্ধ পরিভূতং, মোর পরিভূতং, ধজগ্ন পরিভূতং, আটানাটিয়া সূতং এই গুলির প্রভাব যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

### ৭১. বিষয় ক্ষেত্র কাকে বলে?

উত্তর: অনন্ত অপরিমাণ পৃথিবীকে বিষয় ক্ষেত্র বলে।

### ৭২. বুদ্ধ প্রথম যামে কি জ্ঞান লাভ করেছিলেন?

উত্তর: জাতিস্বর জ্ঞান।

### ৭৩. বুদ্ধ মধ্যম যামে কি জ্ঞান লাভ করেছিলেন?

উত্তর: চ্যুতি উৎপত্তি জ্ঞান বা দিব্য চক্ষু।

### ৭৪. বুদ্ধ রাত্রির শেষ যামে কি জ্ঞান লাভ করেছিলেন?

উত্তর: আসবক্ষয় জ্ঞান।

### ৭৫. বুদ্ধের মধ্যম বাণী কী?

উত্তর: পঁয়তাল্লিশ বছর যাবৎ দেব-মানবের হিত-সুখের জন্য যা ভাষণ

করেছেন তা মধ্যম বাণী।

৭৬. বুদ্ধের প্রথম বাণী কী?

উত্তর: অনেক জাতি সংসার।

৭৭. বুদ্ধের শেষ বাণী কী?

উত্তর: সকল সংস্কার ক্ষয়শীল, অপ্রমাদের সাথে আমার দেশিত ধর্ম আচরণ কর।

৭৮. ভগবান বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট প্রথম কোন সূত্র দেশনা করেন?

উত্তর: ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র।

৭৯. পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের মধ্যে প্রথম ধর্ম জ্ঞান লাভ করেন কে?

উত্তর: কৌণ্ডিন্য।

৮০. শ্রমণ কাকে বলে?

উত্তর: ভগবান বুদ্ধ বলেছেন— আশ্রব সমূহের ক্ষয়ের দ্বারা শ্রমণ হয়। আবার এও বলেছেন যে, যিনি চতুর্বিধ ধর্ম দ্বারা অভিষিক্ত হন জগতে সেই ব্যক্তিকেও শ্রমণ বলা হয়।

৮১. উপাসক কে?

উত্তর: যে কোনো গৃহী ব্যক্তি যখন হতে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণাগত হয়, তখন সে উপাসক নামে অভিহিত হয়।

৮২. উপাসক বলা হয় কেন?

উত্তর: বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিরত্নের উপাসনা করে বলে উপাসক।

৮৩. ভগবান বুদ্ধের ধর্মের অনুশাসন কী?

উত্তর: সকল প্রকার অকুশল কর্ম পরিত্যাগ করা এবং সকল প্রকার কুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে স্থায়ী চিত্ত পরিশুদ্ধ রাখাই তথাগত বুদ্ধের ধর্মের অনুশাসন।

৮৪. শ্বাশতবাদ মিথ্যাদৃষ্টি কাকে বলে?

উত্তর: শ্বাশতবাদীরা পঞ্চস্কন্ধকে নিত্য-সুখ-শুভ-আত্মা মনে করে, ধর্ম এবং পাপ উভয়ই সম্পাদন করে।

৮৫. উচ্ছেদবাদ কাকে বলে?

উত্তর: উচ্ছেদবাদীরা শুধু পাপ করে, কর্ম ও কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস করে না, ইহকাল-পরকাল বিশ্বাস করে না।

৮৬. অণ্ডজ প্রাণী কাকে বলে?

উত্তর: যারা ডিম হতে জন্মে তারা অণ্ডজ প্রাণী। যেমন : পক্ষী, সর্প প্রভৃতি।

৮৭. স্বেদজ প্রাণী কাকে বলে?

উত্তর: যেগুলি ময়লা আবর্জনা স্থানে জন্মে সেগুলি স্বেদজ। যেমন : মশা, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি।

৮৮. জরায়ুজ প্রাণী কাকে বলে?

উত্তর: যে সমস্ত প্রাণী জরায়ু হতে উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাদিগকে জরায়ুজ প্রাণী বলা হয়। যেমন : পশু, মানব ইত্যাদি।

৮৯. ঔপপাতিক প্রাণী কাকে বলে?

উত্তর: উপরের তিনটি ব্যতীত হঠাৎ দিব্যভাবে জন্ম গ্রহণ করে বলে দেবগণ ও নারকীয় সত্ত্বগণ ঔপপাতিক।

৯০. কায় বিবেক কাকে বলে?

উত্তর: গমন, শয়ন ও দাঁড়ান সকল অবস্থায় জনসঙ্গ পরিত্যাগ এবং একাকী বিচরণ করাকে কায় বিবেক বলে।

৯১. চিন্তা বিবেক কাকে বলে?

উত্তর: অষ্ট সমাপত্তি লাভকে চিন্তা বিবেক বলে।

৯২. উপধি বিবেক কাকে বলে?

উত্তর: তৃষ্ণা নিরোধ করাকে উপধি বিবেক বলে।

৯৩. বুদ্ধ কোথায় সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম দেশনা করেছেন?

উত্তর: বৈশালীর সারন্দ চৈত্রে অবস্থানকালীন লিচ্ছবিদের উদ্দেশ্যে দেশনা করেছেন।

৯৪. চোর পরিভোগ কাকে বলে?

উত্তর: শীল পালন না করে খাদ্য পরিভোগ করলে।

৯৫. ঋণ পরিভোগ কাকে বলে?

উত্তর: প্রত্যবেক্ষণ না করে পরিভোগ করলে।

৯৬. দায়ক পরিভোগ কাকে বলে?

উত্তর: প্রত্যবেক্ষণ না বুঝে খাদ্য পরিভোগ করলে।

৯৭. স্বামী পরিভোগ কাকে বলে?

উত্তর: অর্হৎ ব্যক্তিদের পরিভোগ তৃষ্ণাবিহীন হেতু শ্রেষ্ঠ পরিভোগ বা স্বামী পরিভোগ।

৯৮. পুণ্য সঞ্চয়ের মূল কী?

উত্তর: সংযম।

৯৯. স্পর্শ কী?

উত্তর: চক্ষুর সাথে রূপের, কর্ণের সাথে শব্দের, জিহ্বার সাথে রসের,

নাসিকার সাথে গন্ধের, কায়ের সাথে স্পর্শের, চিত্তের সাথে ধর্মের বা ভাবের সাথে মনস্কার সংযোগ হয় তাহাই স্পর্শ।

#### ১০০. অধিশীল কাকে বলে?

উত্তর: ভিক্ষুগণ শীলবান হয় এবং প্রাতিমোক্ষের প্রতিপাল্য নিয়মাবলী দ্বারা সংযত হয়ে বিচরণ করে, আচার গোচর সম্পন্ন হয়, বর্জনীয় বিষয় সামান্যমাত্র হলেও তাতে ভয় দর্শন করে, শিক্ষা পথ সমূহ গ্রহণ করে যথাযথ পালন করে।

#### ১০১. অধিচিত্ত কাকে বলে?

উত্তর: ভিক্ষু কাম অকুশল ধর্ম হতে মুক্ত হয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করে, তাহাই অধিচিত্ত।

#### ১০২. অধিপ্রজ্ঞা কাকে বলে?

উত্তর: ভিক্ষু যথাযথ ভাবে জানে যে এটি দুঃখ, এটি দুঃখ সমুদয়, এটি দুঃখ নিরোধ, এটি দুঃখ নিরোধের উপায় এগুলোতে জ্ঞান হচ্ছে অধিপ্রজ্ঞা।

#### ১০৩. পরিয়ত্তি ধর্ম কাকে বলে?

উত্তর: ত্রিপিটকের সংগৃহীত বুদ্ধের বাক্য সমূহকে পরিয়ত্তি ধর্ম বলে।

#### ১০৪. প্রতিপত্তি ধর্ম কাকে বলে?

উত্তর: তের প্রকার ধুতঙ্গ শীল, চৌদ্দ প্রকার খন্ধক ব্রত, বিরশি প্রকার মহাব্রত ও শীল সমাধিকে প্রতিপত্তি ধর্ম বলে।

#### ১০৫. প্রতিবেধ ধর্ম কাকে বলে?

উত্তর: চারিমাগ, চারিফল ও নির্বাণকে এই নবলোকোত্তর ধর্মকে প্রতিবেধ ধর্ম বলে।

#### ১০৬. চিত্ত কবি কাকে বলে?

উত্তর: যারা চিন্তা করে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করে তাদের চিত্ত কবি বলে।

#### ১০৭. অর্থ কবি কাকে বলে?

উত্তর: যারা সদর্থ লক্ষ্য করে কার্য করে তাকে অর্থ কবি বলে।

#### ১০৮. শ্রুত কবি কাকে বলে?

উত্তর: যারা অপরের নিকট শুনে আত্ম কর্তব্য সম্পাদন করে তাকে শ্রুত কবি বলে।

#### ১০৯. প্রতিভান কবি কাকে বলে?

উত্তর: যারা বঙ্গিস স্থবিরের ন্যায় তৎ মুহূর্তে প্রত্যুৎপন্নমতি উৎপাদন করে কার্য সম্পাদন করতে পারে, তাকে প্রতিভান কবি বলে।

#### ১১০. সূত্র পিটিকে কয়টি ধর্মস্কন্ধ আছে?

উত্তর: ২১ (একুশ) হাজার ধর্মস্কন্ধ।

১১১. বিনয় পিটকে কয়টি ধর্মস্কন্ধ আছে?

উত্তর: ২১ (একুশ) হাজার ধর্মস্কন্ধ।

১১২. অভিধর্ম পিটকে কয়টি ধর্মস্কন্ধ আছে?

উত্তর: ৪২ (বিয়াল্লিশ) হাজার ধর্মস্কন্ধ।

১১৩. বিশাখার পিতার নাম কী?

উত্তর: ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী।

১১৪. বিশাখার স্বশুরের নাম কী?

উত্তর: মিগার শ্রেষ্ঠী।

১১৫. বিশাখার স্বামীর নাম কী?

উত্তর: পুণ্য বর্ধন।

১১৬. বিশাখার মাতার নাম কী?

উত্তর: সুমনা দেবী।

১১৭. বিম্বিসারের পিতার নাম কী?

উত্তর: ভট্টীয় বা মহাপম।

১১৮. প্রথম সংগীতি বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের কতদিন পর অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর: তিন মাস।

১১৯. প্রথম সংগীতিতে কতজন ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন?

উত্তর: পাঁচশত জন অর্হৎ ভিক্ষু।

১২০. অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র কোথায় পরিনির্বাণ লাভ করেন?

উত্তর: মগধ রাজ্যের নালক গ্রামে।

১২১. বুদ্ধ কোন পূর্ণিমায় গৃহত্যাগ করেন?

উত্তর: আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে।

১২২. সারিপুত্রের মাতার নাম কী?

উত্তর: রূপসারী ব্রাহ্মণী।

১২৩. মোগ্গলায়নের গৃহী নাম কী?

উত্তর: কোলিত।

১২৪. পঞ্চবর্গীয় শিষ্যরা কোন সূত্র শ্রবণ করে অর্হৎ প্রাপ্ত হন?

উত্তর: অনাত্ম লক্ষণ সূত্র।

১২৫. বুদ্ধের দেশিত মধ্যম পথ কী?

উত্তর: আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা আট অঙ্গ বিশিষ্ট এক মার্গ।

১২৬. কী করলে ত্রিলোক জয় করবে?

উত্তর: মৈত্রী দ্বারা।

১২৭. কী দান করলে সর্ব দানকে জয় করে?

উত্তর: ধর্ম দান।

১২৮. স্রোতাপন্ন কাকে বলে?

উত্তর: সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ এই ত্রিবিধ সংযোজন ছিন্ন করে নির্বাণের স্রোতে পতিত হয়েছেন তারাই স্রোতাপন্ন।

১২৯. সকৃদাগামী কাকে বলে?

উত্তর: পঞ্চ কামগুণের প্রতি আসক্তি, হিংসা, ক্রোধ, লোভ, ক্ষীণ বা অর্ধেক ক্ষয় করেছে তারাই সকৃদাগামী।

১৩০. অনাগামী কাকে বলে?

উত্তর: পঞ্চ কামগুণের প্রতি আসক্তি, হিংসা, ক্রোধ, লোভ কিঞ্চিৎ মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাকে অনাগামী বলে।

১৩১. অর্হৎ কাকে বলে?

উত্তর: রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা এই পাঁচটি উদ্ধভাগীয় সংযোজনও সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত করেছেন তারাই অর্হৎ।

১৩২. কোন নদীর তীরে সিদ্ধার্থ রাজবেশ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করেন?

উত্তর: অনোমা নদীর তীরে।

১৩৩. সিদ্ধার্থের প্রিয় অশ্বের নাম কী?

উত্তর: কঙ্ক।

১৩৪. অশ্ব কঙ্ক বর্তমানে কোথায় অবস্থান করছে?

উত্তর: দেবলোকে দেবতা হিসেবে।

১৩৫. বুদ্ধ জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত বিহারে কয় বর্ষা যাপন করেন?

উত্তর: ১৯ বর্ষা।

১৩৬. সুজাতার পায়সান্ন পাত্রটি কিসের ছিল?

উত্তর: স্বর্ণের।

১৩৭. বিশাখার কী প্রসাধনী ছিল?

উত্তর: মহালতা।

১৩৮. আবিল সন্ধান বলতে কী বুঝ?

উত্তর: স্ত্রী, পুত্র, দাস-দাসী ও ভোগ সম্পত্তিতে সীমাবদ্ধ।

১৩৯. লোক কিভাবে নষ্ট হয়?

উত্তর: লাভ, যশ ও সম্মান লাভের আশায় বিনষ্ট হয়ে যায়।

১৪০. বিশাখা প্রদত্ত পূর্বারামে বুদ্ধ কয় বর্ষা বাস করেছিলেন?

উত্তর: ছয় বর্ষা।

১৪১. শূন্যকল্প কাকে বলে?

উত্তর: শূন্যকল্পে বুদ্ধ, পচেক বুদ্ধ ও চক্রবর্তী রাজা উৎপন্ন হন না, তাই শূন্যকল্প বলে।

১৪২. ভগবান বলতে কি বুঝ?

উত্তর: যিনি রাগ-দ্বেষ ও মোহ ধ্বংস করেছেন এবং অনাসব বা যিনি কাম-রাগাদি পাপ ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত সেই নিষ্পাপ মহাত্মাই ভগবান নামে কথিত হন। ত্রিলোকের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম বলে ভগবান।

১৪৩. ধর্ম বলতে কি বুঝ?

উত্তর: সাধারণত যে যেভাবে চিন্তা করে এবং কাজ করে তা তার ধর্ম। যা ধারণ করে তা ধর্ম। মূলত চিন্তা ও কর্মে যা মানুষকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যায়, তাহাই ধর্ম।

১৪৪. দান পারমী কাকে বলে?

উত্তর: দ্রব্য দান বস্তু দানকে দান পারমী বলে।

১৪৫. উপপারমী কাকে বলে?

উত্তর: অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দানকে উপপারমী বলে।

১৪৬. পরমার্থ পারমী কাকে বলে?

উত্তর: জীবন দানকে পরমার্থ পারমী বলে।

১৪৭. ভগবান বুদ্ধ প্রথম ও শেষ বর্ষাবাস কোথায় অবস্থান করেছিলেন?

উত্তর: প্রথম বর্ষা বারাণসীর ঋষিপতনে ও শেষ বা ৪৫তম বর্ষা বেলুব গ্রামে।

১৪৮. ত্রিশরণাগত উপাসকদের মধ্যে কে অন্তিম শিষ্য?

উত্তর: মল্লপুত্র পুঙ্কস।

১৪৯. ভগবান বুদ্ধ কখন বুদ্ধত্ব লাভ করেন?

উত্তর: ৩৫ বৎসর বয়সে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৯ অব্দে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমায় উরুবেলার বোধিদ্রুম মূলে বোধি জ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর বুদ্ধ নামে আখ্যা প্রাপ্ত হন।

১৫০. প্রথম সংগীতির প্রশ্ন কর্তা কে ছিলেন?

উত্তর: মহাকাশ্যপ।

১৫১. প্রথম সংগীতির সর্বাত্মে কিসের আলোচনা হয় এবং উত্তর দাতা কে

ছিলেন?

উত্তর: বিনয় এবং এর উত্তর দাতা ছিলেন উপালী।

১৫২. ধর্ম সঙ্গায়নে উত্তর দাতা কে?

উত্তর: আনন্দ।

১৫৩. দ্বিতীয় সংগীতি কখন আহ্বান করা হয়?

উত্তর: বুদ্ধের পরিনির্বাণের একশত বছর পর।

১৫৪. দ্বিতীয় সংগীতি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর: বৈশালীতে।

১৫৫. সর্ব প্রথম ত্রিশরণের উপাসক কে?

উত্তর: যশের পিতা।

১৫৬. যশের বন্ধুর সংখ্যা কত?

উত্তর: ৫৪ জন।

১৫৭. বুদ্ধ কোথায় পরিনির্বাণ ঘোষণা করেন?

উত্তর: বৈশালীর চাপাল চৈতর।

১৫৮. এমন এক ঐশ্বর্য আছে যা মৃত্যু বা কাল কখনো হরণ করতে পারেনা। সেই সম্পত্তি কী?

উত্তর: নির্বাণ সম্পত্তি।

১৫৯. এমন এক জায়গা আছে যার গৌরব কখনো ম্লান হয় না, সেটি কী?

উত্তর: আত্মজয়।

১৬০. মহা অনিষ্টকারী কে?

উত্তর: প্রমাদ।

১৬১. দেবদত্ত যখন বুদ্ধকে শিলা নিক্ষেপ করেন তখন বুদ্ধের বয়স কত?

উত্তর: বাহান্তর বছর।

১৬২. হিংসা করলে কোন কুলে জন্ম হয়?

উত্তর: নরক কুলে।

১৬৩. লোভ করলে কোন কুলে জন্ম হয়?

উত্তর: প্রেত লোকে।

১৬৪. অজ্ঞান করলে কোন কুলে জন্ম হয়?

উত্তর: তির্যক কুলে।

১৬৫. অলোভ করলে কোথায় উৎপন্ন হয়?

উত্তর: ব্রহ্মলোকে।

১৬৬. অজ্ঞানহীন হলে কোথায় উৎপন্ন হয়?



উত্তর: নির্বাণে ।

১৬৭. দায়িকা বিহারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

উত্তর: শ্যামাবতী ।

১৬৮. রক্ষ চীবর পরিধানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা কে?

উত্তর: কৃশা গৌতমী ।

১৬৯. পূর্বনিবাস অনুসরণকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা কে?

উত্তর: ভদ্রা কপিলানী ।

১৭০. শয্যাসন প্রজ্ঞাপন কারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

উত্তর: মল্লপুত্র দব্ব ।

১৭১. শিক্ষাকামীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

উত্তর: রাহুল ।

১৭২. মিষ্টভাষীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

উত্তর: লকুষ্ঠক ভদ্রীয় ।

১৭৩. জীবকের মাতার নাম কী?

উত্তর: শালবতী গণিকা ।

১৭৪. জীবকের পিতার নাম কী?

উত্তর: অভয় রাজ কুমার ।

১৭৫. বুদ্ধের ষষ্ঠ শিষ্য কে?

উত্তর: যশ ।

১৭৬. মোগলায়নের মাতার নাম কী?

উত্তর: মোগ্গলী ।

১৭৭. বুদ্ধের প্রধান দায়ক কে ছিলেন?

উত্তর: অনাথ পিণ্ডিক ।

১৭৮. দ্বিতীয় ধর্মীয় সংগীতি সভাপতি কে?

উত্তর: যশ স্থবির, বৈশালীতে ।

১৭৯. দিব্য চক্ষু সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ কে?

উত্তর: অনুরুদ্ধ ।

১৮০. ধর্ম কথিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

উত্তর: মন্তানী পুত্র পুন্ন ।

১৮১. প্রাচীনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

উত্তর: কৌণ্ডন্য ।

১৮২. সংক্ষিপ্ত ভাষিত বিস্তৃত করে বুঝাতে পারেন কে?

উত্তর: মহাকাচায়ন।

১৮৩. মহাপরিষদ লাভীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

উত্তর: উরুবিল্ব কশ্যপ।

১৮৪. ঋদ্ধিমতিদের অগ্রগণ্য কে?

উত্তর: উৎপলবর্ণা।

১৮৫. বিনয় ধারিণীদের মধ্যে অগ্রগণ্য কে?

উত্তর: পটাচারা।

১৮৬. ধর্ম কথিকাদের মধ্যে অগ্রগণ্য কে?

উত্তর: ধর্মদিনা।

১৮৭. মহাপ্রজ্ঞাবতীদের মধ্যে অগ্রগণ্য কে?

উত্তর: ক্ষেমা।

১৮৮. ভিক্ষুদের উপদেশ দানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

উত্তর: মহাকপ্লিন, তিনি রাজা ছিলেন।

১৮৯. বহুশ্রুতদের মধ্যে অন্যতম কে ছিলেন?

উত্তর: কুজ্জত্তরা।

১৯০. রোগী সেবাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

উত্তর: সুপ্রিয়া।

১৯১. স্মৃতিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

উত্তর: আনন্দ।

১৯২. গতিমান সদাচারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

উত্তর: আনন্দ।

১৯৩. উদ্যমশীলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

উত্তর: আনন্দ।

১৯৪. স্বাস্থ্যবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

উত্তর: বকুল।

১৯৫. ধ্যানশালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা কে?

উত্তর: নন্দা।

১৯৬. প্রথম ধর্মচক্র সূত্র প্রবর্তন সময়ে কতজনের ক্লেশরূপ আবিলতা বিদূরিত হয়?

উত্তর: ১৮ কোটি উঁচু স্তরের ব্রহ্মগণসহ দশ সহস্র দেবগণ এবং মনুষ্যগণের মধ্যে কৌণ্ড্যর ক্লেশরূপ আবিলতা বিদূরিত হয়।

১৯৭. ধর্ম দান কী?

উত্তর: ধর্ম দান হলো পাপ-পুণ্য, কুশল-অকুশল, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ সম্বন্ধে ভালভাবে বুঝিয়ে দেয়া এবং পরিচয় করিয়ে দেয়া।

১৯৮. ভগবান বুদ্ধের ধর্মের অনুশাসন কী?

উত্তর: সকল প্রকার অকুশল কর্ম পরিত্যাগ করা এবং সব সময় সকল প্রকার কুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে স্বীয় চিত্ত পরিশুদ্ধ রাখাই তথাগত বুদ্ধের ধর্মের অনুশাসন।

১৯৯. মহা অনিষ্টকারী কে?

উত্তর: প্রমাদ।

২০০. ব্যঞ্জন বা প্রকাশন কী?

উত্তর: অক্ষর সমূহ ব্যঞ্জন বা প্রকাশন।

২০১. মানুষের রত্ন কী?

উত্তর: প্রজ্ঞা মানুষের রত্ন বা শ্রেষ্ঠধন।

২০২. কি হরণ করা চোরের পক্ষে দুঃসাধ্য?

উত্তর: পুণ্য হরণ করা চোরের পক্ষে দুঃসাধ্য।

২০৩. পরকালের মিত্র কে?

উত্তর: নিজের কৃত পুণ্য পরকালের মিত্র।

২০৪. পৃথিবীস্থ প্রাণীগণ কি অবলম্বনে জীবন ধারণ করে?

উত্তর: পৃথিবীস্থ প্রাণীগণ বৃষ্টি অবলম্বনে জীবন ধারণ করে।

২০৫. ব্যক্তি বা সত্ত্বকে জন্ম দান করে কে?

উত্তর: তৃষ্ণা বা আসক্তি সত্ত্ব বা ব্যক্তিকে জন্মদান করে।

২০৬. মহাভয় কী?

উত্তর: দুঃখই মহাভয়।

২০৭. কি উন্মার্গ বা কুপথ বলে বর্ণিত?

উত্তর: রাগ বা আলায় উন্মার্গ বলে বর্ণিত।

২০৮. দিবারাত্র কিসের ক্ষয় হয়?

উত্তর: আয়ু দিবারাত্র ক্ষয় হয়।

২০৯. বিনা জলে স্নান কী?

উত্তর: তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য বিনা জলে স্নান।

২১০. ব্রহ্মচর্যের মল কী?

উত্তর: স্ত্রী (পুরুষের) ব্রহ্মচর্যের মল।

২১১. ব্যক্তির সহায় কী?

উত্তর: শ্রদ্ধা (সুগতি ও নির্বাণ যাত্রা) ব্যক্তির সহায়।

২১২. কে অনুশাসন করে বা পথের নির্দেশ দান করে?

উত্তর: প্রজ্ঞা অনুশাসন করে বা পথের নির্দেশ দেয়।

২১৩. ব্যক্তি কিসের অভিরত বা অনুরাগী হয়ে সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করে?

উত্তর: নির্বাণ অনুরাগী ব্যক্তি সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করে।

২১৪. কিসের পরিত্যাগেই নির্বাণ বলা হয়?

উত্তর: সমস্ত তৃষ্ণার পরিত্যাগেই নির্বাণ বলা হয়।

২১৫. কি সর্বদা ধুমায়িত?

উত্তর: ইচ্ছা সর্বদা ধুমায়িত।

২১৬. সত্ত্বগণ কিসের দ্বারা বদ্ধ হয়?

উত্তর: সত্ত্বগণ ইচ্ছা দ্বারা বদ্ধ হয়।

২১৭. কি পরিত্যাগে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে?

উত্তর: ইচ্ছা পরিত্যাগে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে।

২১৮. কিসের দ্বারা সত্ত্বগণ পরিবৃত্ত?

উত্তর: জরা দ্বারা পরিবৃত্ত।

২১৯. সত্ত্বগণ কিসের দ্বারা আচ্ছাদিত?

উত্তর: সত্ত্বগণ মৃত্যু দ্বারা আচ্ছাদিত।

২২০. সত্ত্বগণ কিসে প্রতিষ্ঠিত?

উত্তর: দুঃখে প্রতিষ্ঠিত।

২২১. লোক কিসে নিপীড়িত হয়?

উত্তর: ছয় আয়তনে লোক নিপীড়িত হয়।

২২২. কি সুখাবহ হয়?

উত্তর: সুষ্ঠুভাবে আচরিত বা অনুষ্ঠিত ধর্ম সুখাবহ হয়।

২২৩. রস সমূহের মধ্যে সুস্বাদু রস কী?

উত্তর: রস সমূহের মধ্যে সত্যই শ্রেষ্ঠ রস।

২২৪. কার জীবন শ্রেষ্ঠ বলে কথিত হয়?

উত্তর: প্রজ্ঞাজীবির জীবন।

২২৫. উত্থানে কি উত্তম?

উত্তর: উত্থানে বিদ্যা বা লোকোত্তর জ্ঞান উত্তম।

২২৬. নিপতনে কি উত্তম?

উত্তর: অবিদ্যা নিপতনে উত্তম।

২২৭. গতিশীলদের মধ্যে কি উত্তম?

উত্তর: গতিশীলদের মধ্যে সজ্ঞ উত্তম।

২২৮. প্রবক্তাদের মধ্যে কে উত্তম?

উত্তর: প্রবক্তাদের মধ্যে বুদ্ধ উত্তম।

২২৯. কিসে প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ পরলোক ভয় করে না?

উত্তর: দান-শীল-শ্রদ্ধা ও অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ পরলোক ভয় করে না।

২৩০. কি জীর্ণ হয়?

উত্তর: মনুষ্যগণের রূপ বা ভৌতিক দেহ জরাগ্রস্থ বা জীর্ণ হয়।

২৩১. কি জীর্ণ হয় না?

উত্তর: নাম-গোত্র জীর্ণ হয় না।

২৩২. ধর্মের বা ধর্মপথের বাধা কী?

উত্তর: লোভ ধর্মের বা ধর্মপথের বাধা।

২৩৩. এই জগতে দীপ্তি কী?

উত্তর: প্রজ্ঞা জগতে দীপ্তি।

২৩৪. এক জগতে জাগরণকারী কে?

উত্তর: স্মৃতি জগতে জাগরণকারী।

২৩৫. ইহলোকে ক্লেশহীন বা নির্মল কে?

উত্তর: শ্রমণগণ ইহলোকে ক্লেশহীন বা রিপু জয়ী।

২৩৬. কাদের ব্রহ্মচর্য বাস নষ্ট হয় না?

উত্তর: শ্রমণদের ব্রহ্মচর্য বাস নষ্ট হয় না।

২৩৭. এই জগতে শ্রমণ কারা?

উত্তর: স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অরহত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিতকে বুদ্ধমতে শ্রমণ বলা হয়।

২৩৮. কারা ইচ্ছাকে পরিজ্ঞাত হয়েছেন এবং সর্বদা স্বাধীন?

উত্তর: রিপু জয়ীগণ ইচ্ছাকে পরিজ্ঞাত হয়েছেন এবং সর্বদা স্বাধীন।

২৩৯. আর্য কাকে বলে?

উত্তর: যারা বিদর্শন ভাবনার মাধ্যমে স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অরহত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁহাদেরকে আর্য বলা হয়।

২৪০. আর্য শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: পরিশুদ্ধ ব্যক্তিত্ব এবং লোকোত্তর জ্ঞানের অধিকারী।

২৪১. কারা আর্য ধর্মের নিন্দা করে বেড়ায়?

উত্তর: অজ্ঞ ব্যক্তিগণ আর্য ধর্মের নিন্দা করে বেড়ায়।

২৪২. কারা প্রমাদযুক্ত হয়?

উত্তর: নির্বোধ অজ্ঞগণ প্রমাদযুক্ত হয়।

২৪৩. কারা অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠ ধনের মত রক্ষা করেন?

উত্তর: বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠ ধনের মত রক্ষা করেন।

২৪৪. কে অনুকম্পা পরায়ণ?

উত্তর: তথাগত বুদ্ধ সকল জীবের প্রতি অনুকম্পা পরায়ণ।

২৪৫. কার মধ্যে মন্দ নাই?

উত্তর: তথাগতের মধ্যে মন্দ কিছু থাকে না।

২৪৬. কার ভুল হয় না?

উত্তর: তথাগত কোন ভুল করতে পারেন না।

২৪৭. কে গাফিলতি করেন না?

উত্তর: তথাগত কখনও গাফিলতি করতে পারেন না।

২৪৮. আর্যধন বলতে কি বুঝায়?

উত্তর: আর্যদের অধিগত ধন বা লব্ধ সম্পদ আর্যধন।

২৪৯. আর্যধন কী কী?

উত্তর: শ্রদ্ধা, শীল, লজ্জা, ভয়, শ্রুতি, ত্যাগ এবং প্রজ্ঞা।

২৫০. বোধি লাভের প্রথম সহায়ক কী?

উত্তর: বোধিলাভের প্রথম সহায়ক হল শ্রদ্ধা।

২৫১. শ্রদ্ধার লক্ষণ কী?

উত্তর: চিত্তের নির্মলতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা শ্রদ্ধার লক্ষণ।

২৫২. শ্রদ্ধায় কি হয়?

উত্তর: শ্রদ্ধা বল দ্বারা আধ্যাত্ম সাধনায় সফল হয়।

২৫৩. কাকে দান দেওয়া উচিত?

উত্তর: যার প্রতি চিত্ত প্রসন্ন হয়, তাঁহাকে দান দেওয়া উচিত।

২৫৪. কোথায় প্রদত্ত দান অত্যন্ত ফলপ্রদ হয়?

উত্তর: শীলবান ব্যক্তিকে প্রদত্ত দান অত্যন্ত ফলপ্রদ হয়।

২৫৫. ঋদ্ধিপাদ বলতে কি বুঝায়?

উত্তর: ঋদ্ধিপাদ বলতে বুঝায়— ঋদ্ধি বা অলৌকিক শক্তির ভিত্তি, যা ঋদ্ধি লাভের উপায় স্বরূপ।

২৫৬. ত্রিবিদ্যা বলতে কি বুঝায়?

উত্তর: পূর্ব নিবাসানুস্মৃতি বা জাতিস্মরণ জ্ঞান, সত্ত্বগুণের চ্যুতি উৎপত্তি জ্ঞান এবং আসবক্ষয় জ্ঞান।

২৫৭. উপসম্পদা কী?

উত্তর: ভিক্ষুত্বে দীক্ষা দানকে উপসম্পদা বলা হয়।

২৫৮. কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করলে শ্রেষ্ঠ জীবন বলা হয়?

উত্তর: প্রজাজীবির জীবনকে শ্রেষ্ঠ জীবন বলা হয়।

২৫৯. কিভাবে স্রোত উত্তীর্ণ হয়?

উত্তর: শ্রদ্ধা দ্বারা স্রোত উত্তীর্ণ হয়।

২৬০. কাদের প্রতি অবহেলা করা উচিত নয়?

উত্তর: দানীয় বস্তু ও গ্রহীতার প্রতি।

২৬১. কিরূপে প্রজ্ঞা লাভ হয়?

উত্তর: অপ্রমত্ত, বিচক্ষণ ব্যক্তি সদ্ধর্ম শ্রবণেচ্ছুক হয়ে, নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য প্রজ্ঞা লাভ করে।

২৬২. কিরূপে ধন লাভ হয়?

উত্তর: উৎসাহী ও বীর্যবান ব্যক্তি ধন লাভ করে।

২৬৩. কিরূপে কীর্তি লাভ হয়?

উত্তর: সত্যবাদীতা দ্বারা কীর্তি লাভ হয়।

২৬৪. ত্রিহেতুক পুদাল কাকে বলে?

উত্তর: অলোভ, অদেষ ও অমোহ সমন্বিত সত্ত্বগুণকে ত্রিহেতুক পুদাল বলে।

২৬৫. কায়ের স্বভাব কয় প্রকার?

উত্তর: চৌদ্দ প্রকার।

২৬৬. চিত্তের স্বভাব কয় প্রকার?

উত্তর: ষোল প্রকার।

২৬৭. বেদনার স্বভাব কয় প্রকার?

উত্তর: নয় প্রকার।

২৬৮. ধর্মের স্বভাব কয় প্রকার?

উত্তর: পাঁচ প্রকার।

২৬৯. সৎকায় দৃষ্টি কী?

উত্তর: পঞ্চস্কন্ধকে আমিত্ত্ব ধারণা করাই সৎকায়দৃষ্টি।

২৭০. বিচিকিৎসা বা সন্দেহ কী?

উত্তর: কর্ম বা কর্মফলের প্রতি সন্দেহ।

২৭১. বৈশালীকে কি বলা হয় (বুদ্ধের সময়কালে)?

উত্তর: বৈশালীকে পৃথিবীর স্বর্গরূপে বলা হয়।

২৭২. লিচ্ছবীগণ কিরূপ জাতি ছিলেন?

উত্তর: লিচ্ছবীগণ অত্যন্ত উন্নত ও সমৃদ্ধশালী জাতি ছিলেন।

২৭৩. ভিক্ষুণী সজ্জ কোথায় প্রথম প্রতিষ্ঠা করা হয়?

উত্তর: বৈশালীতে।

২৭৪. কার অনুরোধে বা প্রার্থনায় ভিক্ষুণী সজ্জ প্রতিষ্ঠা করা হয়?

উত্তর: মহাপ্রজাপতি গৌতমী।

২৭৫. প্রথম সঙ্গীতি (ভিক্ষু মহাসভা) কোথায় হয়েছিল?

উত্তর: রাজগৃহে সপ্তপর্ণী গুহায়।

২৭৬. প্রথম সঙ্গীতি বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের কত দিন পরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উত্তর: তিন মাস পরে।

২৭৭. প্রথম সঙ্গীতিতে কতজন ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন?

উত্তর: পাঁচশত জন অরহত ফল প্রাপ্ত ভিক্ষু।

২৭৮. প্রথম সঙ্গীতির সঙ্ঘনায়ক কে ছিলেন?

উত্তর: মহাকাশ্যপ স্থবির।

২৭৯. প্রথম সঙ্গীতির পৃষ্ঠপোষক কে ছিলেন?

উত্তর: রাজা অজাতশত্রু।

২৮০. প্রথম সঙ্গীতির কত দিন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উত্তর: চারি মাস।

২৮১. প্রথম সঙ্গীতির সর্ব কনিষ্ঠ অরহত ভিক্ষু কে ছিলেন?

উত্তর: আনন্দ স্থবির।

২৮২. প্রথম সঙ্গীতিকে কেন পঞ্চশতিকা বলা হয়?

উত্তর: পাঁচশত অরহত দ্বারা প্রথম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে ইহাকে পঞ্চশতিকা বলে।

২৮৩. প্রথম সঙ্গীতির উত্তরদাতা কে ছিলেন?

উত্তর: উপালি ও আনন্দ স্থবির।

২৮৪. দ্বিতীয় সঙ্গীতি কখন এবং কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উত্তর: বুদ্ধের পরিনির্বাণের একশত বৎসর পরে বৈশালীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

২৮৫. দ্বিতীয় সঙ্গীতি কার পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উত্তর: রাজা কালাশোক।

২৮৬. দ্বিতীয় সঙ্গীতির বিচারক কতজন ছিলেন এবং তাঁহাদের নাম কী?

উত্তর: চারিজন। তাঁহাদের নাম— রেবত, সম্ভূত, যশ এবং সুমন স্থবির।



২৮৭. দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে কতজন অরহত ভিক্ষু ছিলেন?

উত্তর: সাতশত জন।

২৮৮. অশোকারামে কতজন ভিক্ষু বাস করতেন?

উত্তর: ষাট হাজার ভিক্ষু।

২৮৯. তৃতীয় সঙ্গীতিতে কতজন অরহত ভিক্ষু ছিলেন?

উত্তর: এক সহস্রজন অরহত ভিক্ষু ছিলেন।

২৯০. তৃতীয় সঙ্গীতি কতদিন স্থায়ী হয়েছিল?

উত্তর: নয় মাস।

২৯১. কার পৃষ্ঠপোষকতায় তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উত্তর: সম্রাট ধর্মশোক।

২৯২. চতুর্থ সঙ্গীতির সভাপতি কে ছিলেন?

উত্তর: বসুমিত্র স্থবির।

২৯৩. স্থবির বসুমিত্র কি অরহত ছিলেন?

উত্তর: বসুমিত্র স্থবির অরহত ছিলেন না। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিই তার লক্ষ্য ছিল এবং বোধিসত্ত্ববাদ ছিল তার জীবনের লক্ষ্য।

২৯৪. চতুর্থ সঙ্গীতির সহ-সভাপতি কে ছিলেন?

উত্তর: পণ্ডিত অশ্বঘোষ।

২৯৫. চতুর্থ সঙ্গীতি কার পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উত্তর: রাজা কনিষ্ক।

২৯৬. বসুমিত্র স্থবির কি রকম ছিলেন?

উত্তর: তিনি ছিলেন অসাধারণ চরিত্রবান ও শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন অভিজ্ঞ পণ্ডিত।

২৯৭. চতুর্থ মহাসঙ্গীতিতে কতজন অরহত ছিলেন?

উত্তর: সঙ্ঘ-সভাপতি ভিন্ন অপরাপর চারিশত নিরানব্বই জন অরহত ছিলেন।

২৯৮. পঞ্চম সঙ্গীতি কার পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উত্তর: শ্রীলঙ্কার রাজা বট্টগামিনী অভয়ের রাজত্বকালে।

২৯৯. বট্টগামিনী সঙ্গীতিকে কি বলা হয়?

উত্তর: বট্টগামিনী সঙ্গীতিকে পঞ্চম সঙ্গীতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

৩০০. পঞ্চম সঙ্গীতি কখন সংগঠিত হয়েছিল?

উত্তর: বুদ্ধের পরিনির্বাণের চারশত তেতাল্লিশ বছর পর।

৩০১. পঞ্চম সঙ্গীতি কোন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উত্তর: অভয়গীরি (শ্রীলংকা) নামক স্থানে।

৩০২. সর্বশেষ সঙ্গীতিটি কখন এবং কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উত্তর: উনিশশত চুয়ান্ন সালের মে মাসে রেঙ্গুণে (মায়ানমার)।

৩০৩. সর্বশেষ সঙ্গীতিকে কি বলা হয়?

উত্তর: সর্বশেষ সঙ্গীতিকে ষষ্ঠ সঙ্গীতি বলা হয়।

৩০৪. ষষ্ঠ সঙ্গীতির সভাপতি কে ছিলেন?

উত্তর: মহামান্য স্ববির অভিধ্বজ মহারট্টগুরু ভদন্ত রেবত সঙ্গীতিটির সভাপতির পদে আসীন ছিলেন।

৩০৫. কতজন ভিক্ষু ত্রিপিটকের পুনঃ পর্যালোচনা করেছিলেন?

উত্তর: ব্রহ্মদেশের পাঁচশত জন ভিক্ষু। যারা বুদ্ধের শাস্ত্র ও নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞা ছিলেন।

৩০৬. সিদ্ধার্থের কয়টি প্রাসাদ ছিল?

উত্তর: সিদ্ধার্থের ঋতুপোযোগী (গ্রীষ্ম, হেমন্ত ও বর্ষা) তিনটি প্রাসাদ ছিল।

৩০৭. সিদ্ধার্থের পিতার নাম কী?

উত্তর: রাজা শুদ্ধোধন।

৩০৮. সিদ্ধার্থের পিতামহের নাম কী?

উত্তর: সিংহহনু।

৩০৯. সিদ্ধার্থের মাতার নাম কী?

উত্তর: রাণী মহামায়া।

৩১০. সিদ্ধার্থের আরেক নাম কী?

উত্তর: শাক্য সিংহ।

৩১১. সিদ্ধার্থের স্ত্রীর নাম কী?

উত্তর: যশোধরা (গোপা)।

৩১২. সিদ্ধার্থের শিশু পুত্রের নাম কী?

উত্তর: রাহুল।

৩১৩. সিদ্ধার্থের পালক মাতার নাম কী?

উত্তর: মহাপ্রজাপতি গৌতমী।

৩১৪. হৃন্দক কে ছিলেন?

উত্তর: সিদ্ধার্থের চির সহচর ছিলেন।

৩১৫. সিদ্ধার্থ কত গ্রাস পায়সান্ন গ্রহণ করল?

উত্তর: ঊনপঞ্চাশ গ্রাসে।

৩১৬. সিদ্ধার্থ আহারান্তে স্বর্ণ পাত্রটি কোথায় ছুড়ে ফেলে দিলেন?

উত্তর: স্বর্ণ পাত্রটি নৈরঞ্জনা নদীর জলে ফেলে দিলেন।

৩১৭. স্বর্ণ পাত্রটি কোন দিকে ছুটে চলল?

উত্তর: স্রোতের বিপরীত দিকে তীব্র বেগে ছুটে চলল।

৩১৮. সেটি কিসের ইঙ্গিত?

উত্তর: অগ্রগতির।

৩১৯. বুদ্ধ যে আসনে বোধিজ্ঞান লাভ করলেন সেই আসনের নাম কী?

উত্তর: বোধিপালঙ্ক বা বজ্রাসন।

৩২০. বৌদ্ধরা কি বোধিতরু পূজা করে?

উত্তর: হ্যাঁ, বৌদ্ধরা বোধিতরু পূজা করে।

৩২১. বুদ্ধ বিমুক্তির গভীর আনন্দে মগ্ন হয়ে একাসনে কতদিন থেকেছিলেন?

উত্তর: সাতদিন।

৩২২. বুদ্ধের সর্বপ্রথম ত্রিশরণ উপাসক কে ছিলেন?

উত্তর: যশের পিতা।

৩২৩. বুদ্ধের নিকট সর্বপ্রথম রাজা শুদ্ধোধনের নিমন্ত্রণ কে জানালেন?

উত্তর: ভিক্ষু কালুদায়ী (সাবেক মন্ত্রী)।

৩২৪. মাতিকা কাকে বলে?

উত্তর: বুদ্ধের ভাষিত অভিধর্মকে মাতিকা বলে।

৩২৫. লোক কিভাবে নষ্ট হয়?

উত্তর: লাভ-যশ-সম্মান লাভের আশায়।

৩২৬. প্রাণীগণ কিসের অধীন?

উত্তর: কর্মের অধীন।

৩২৭. কর্ম সত্ত্বদেরকে কি করে?

উত্তর: বিভক্ত করে উচ্চ এবং নীচতায়।

৩২৮. মনের মল প্রক্ষালনের জন্য কোথায় নামতে হবে?

উত্তর: সদ্ধর্মের নির্মল হ্রদে।

৩২৯. সদ্ধর্মের অনাবিল হ্রদে অবগাহন করলে কি হয়?

উত্তর: দুষ্কর ভব সংসার পার হওয়া যায়।

৩৩০. কার নিকট গর্ব প্রকাশ করা উচিত নয়?

উত্তর: মাতাপিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং আচার্যের সম্মুখে গর্ব প্রকাশ সঙ্গত নয়।

৩৩১. কাকে সম্মান করা উচিত?

উত্তর: মাতাপিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্মান করা উচিত।

৩৩২. কাদের পূজা করা উচিত?

উত্তর: আর্যশ্রাবকদেরকে দেখলে মান বর্জন করে, একাত্র চিত্তে দুর্লভ

মানবের পূজা ও সম্মান করা উচিত।

৩৩৩. কাদের সুপূজিত করা উচিত?

উত্তর: শুদ্ধাত্মা প্রশান্ত অরহতকে।

৩৩৪. সদ্ধর্ম কারা জানতে পারে না?

উত্তর: যারা কূটতর্কিক, কলুষিত চিত্তের প্রতিদ্বন্দ্বীতার স্বার্থে সদ্ধর্ম জানতে পারেন না।

৩৩৫. সদ্ধর্ম কারা জানতে পারেন?

উত্তর: যারা প্রতিদ্বন্দ্বীতার ইচ্ছা ত্যাগ করে চিত্তের অপ্রসন্নতা দূর করে অবৈর শান্ত মনে ধর্মশ্রবণ করেন, তিনিই সদ্ধর্মের গভীর ধর্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেন।

৩৩৬. নিরোধ সমাপ্তি ধ্যানে কতদিন যাবৎ মগ্ন থাকা যায়?

উত্তর: সাতদিন।

৩৩৭. নিরোধ সমাপ্তি ধ্যানে কারা মগ্ন থাকেন?

উত্তর: অনাগামী ও অরহত ফল লাভী পুঙ্খাল।

৩৩৮. সবচেয়ে উত্তম কাজ কী?

উত্তর: আত্মদমন।

৩৩৯. কোন উপদেশ লাভের জন্য গুরুর বা কল্যাণমিত্রের চরণাশ্রয় করা উচিত?

উত্তর: নির্বাণোপলব্ধির উপায় জানা যায়, সেই উপদেশ বা পথ লাভের জন্য গুরুর বা কল্যাণমিত্রের চরণাশ্রয় করা উচিত।

৩৪০. সকল প্রাণীর প্রতি কি ভাব পোষণ করা উচিত?

উত্তর: সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করা উচিত।

৩৪১. অক্রিয়া মিথ্যাদৃষ্টি কী?

উত্তর: পাপকর্ম বা পুণ্যকর্ম বলে জগতে কোন প্রকারের কর্ম নাই, এইরূপ বিশ্বাসই অক্রিয়া মিথ্যাদৃষ্টি।

৩৪২. পূজনীয় কে?

উত্তর: যিনি সৎকারযোগ্য, সম্মানযোগ্য, বন্দনার যোগ্য, গৌরবযোগ্য তিনিই পূজনীয়।

৩৪৩. সর্বশ্রেষ্ঠ পূজনীয় কে?

উত্তর: বুদ্ধ, পচেৎক বুদ্ধ এবং আর্যশ্রাবকগণ বুদ্ধের পরিশুদ্ধ শিষ্য সর্বশ্রেষ্ঠ পূজনীয়।

৩৪৪. পূর্বকৃত পুণ্য মানুষের কি লাভ হয়?

উত্তর: পূর্বকৃত পুণ্যবান ব্যক্তি বুদ্ধ অথবা বুদ্ধশ্রাবকের ধর্মকথা শুনে সর্বদুঃখ

হতে মুক্ত হয়ে পরম শান্তির অধিকারী হন।

**৩৪৫. অপুণ্যবান ব্যক্তির কি লাভ হয়?**

উত্তর: অপুণ্যবান ব্যক্তি প্রবল উৎসাহে সকল প্রকার দুঃখ কষ্টকে বরণ করে, নানা উপায়ে বহু ভোগসম্পত্তি সঞ্চয় করলেও তা ভোগ করতে পারে না।

**৩৪৬. পুণ্যবান ব্যক্তির কি লাভ হয়?**

উত্তর: ধনার্জনে দক্ষ বা অদক্ষ পুণ্যবান ব্যক্তি বিনা পরিশ্রমেই তার প্রভাবে যাবতীয় ভোগসম্পদ ভোগ করেন।

**৩৪৭. শ্রদ্ধার সাহায্যে কি লাভ হয়?**

উত্তর: শ্রদ্ধার সাহায্যে সৎ পুরুষগণ ভব সাগর উত্তীর্ণ হয়ে পরম শান্তি নির্বাণ লাভ করেন।

**৩৪৮. অশ্রদ্ধায় কি হয়?**

উত্তর: অশ্রদ্ধা সর্বদোষের কারণ।

**৩৪৯. সর্ব মঙ্গল প্রদায়নী জননী কে?**

উত্তর: শীল জীবের সর্বমঙ্গল প্রদায়নী জননী।

**৩৫০. সর্বদোষ বিনাশক কী?**

উত্তর: শীল সর্বদোষ বিনাশক।

**৩৫১. দানের দ্বারা দায়কের কি হয়?**

উত্তর: দানের দ্বারা দায়কের চিত্তের সংকীর্ণতা মাৎসর্য, লোভ-দ্বेषাদি পাপধর্ম হ্রাস হয়।

**৩৫২. দানের সমতুল্য অন্য কোন কর্ম আছে কী?**

উত্তর: সকল শত্রুকে জয় করে সবার উর্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে দানের সমতুল্য অন্য কোন সংকর্ম বিরল।

**৩৫৩. ত্রিপিটকানুসারে দান কত প্রকার?**

উত্তর: ত্রিপিটকানুসারে দান তিন প্রকার (সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্ম)।

**৩৫৪. গৌরব বলতে কি বুঝায়?**

উত্তর: বুদ্ধ, পচেক বুদ্ধ, বুদ্ধের শাবকসম্ভ্র, আচার্য, উপাধ্যায় এবং মাতাপিতা এবং গুরুজনের প্রতি অনুরূপ সম্মান প্রদর্শন আদর-যত্ন করাই গৌরব।

**৩৫৫. নারীরা কার নিকট কোন কথা লুকায় না?**

উত্তর: নারীরা নারীর নিকট কোন কথা লুকায় না।

**৩৫৬. বর্তমান দুঃখ হতে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায়?**

উত্তর: ইহজন্মে কুশল কর্ম জ্ঞান থাকলে এবং জ্ঞানানুরূপ কর্ম করলে বর্তমান

দুঃখ হতে মুক্ত হওয়া যায়।

৩৫৭. ইহজন্মে কি করা উচিত?

উত্তর: ইহজন্মে কুশল কর্ম করা প্রত্যেকের একান্ত উচিত।

৩৫৮. বোধিসত্ত্বদের অভিপ্রায় কী?

উত্তর: নৈষ্কম্য, প্রবিবেক, অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ এবং নিঃসরণ (ভব সাগর হতে মুক্ত হওয়ার প্রবল ইচ্ছা)।

৩৫৯. পশ্চেক বুদ্ধত্ব লাভ করতে কতকাল পারমী পূরণ করতে হয়?

উত্তর: লক্ষাধিক দুই অসংখ্য কল্পকাল।

৩৬০. মরণ মুহূর্তে কোন নিমিত্ত আবির্ভূত হয়?

উত্তর: মরণ মুহূর্ত যখন আসন্ন হয়, তখন মরণোন্মুখ ব্যক্তির ছয় ইন্দ্রিয় দ্বারের যে কোন একটিতে কর্ম, কর্ম নিমিত্ত, গতিনিমিত্ত প্রতিভাত হয় অর্থাৎ এ তিনটির মধ্যে যে কোন একটি এসে দাঁড়ায়। মৃত্যুক্ষণের পূর্বে দেখা দেয়া সেই নিমিত্তটি পরবর্তী জন্মের সুগতি বা দুর্গতির ইঙ্গিত বহন করে বলে তাকে গতি নিমিত্ত বলে।

৩৬১. পারাপার কী?

উত্তর: পার হচ্ছে আধ্যাত্মিক ছয় আয়তন অপার হচ্ছে বাহ্যিক ছয় আয়তন তাহাকেই পারাপার বলে।

৩৬২. কোন মল শোধন করা যায় না?

উত্তর: নারী দ্বারা ব্রহ্মচর্য দুষিত হলে তা শোধন করা যায় না।



বিবিধ শ্রেণি— ২

৩৬৩. তথাগত বুদ্ধের বল কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর: দুই প্রকার। যথা: ১. কায়বল ও ২. জ্ঞানবল।

৩৬৪. বুদ্ধপূজা কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর: দুই প্রকার। যথা: ১. আমিষ পূজা ও ২. প্রতিপত্তি পূজা।

৩৬৫. সর্ব প্রথম দ্বিশরণের উপাসক কে ছিলেন?

উত্তর: বণিক তপসসু ও ভল্লিক।

৩৬৬. ভগবান বুদ্ধের প্রথম গৃহী শিষ্য কে কে?

উত্তর: ভল্লিক ও তপসসু। উৎকলবাসী।

৩৬৭. কামগুণ কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর: দুই প্রকার। যথা: ১. বস্তু কাম ২. ক্লেশ কাম।

৩৬৮. দুই প্রকার শুরুর কর্ম কী কী?

উত্তর: ১. পাপের প্রতি লজ্জা ২. পাপের প্রতি ভয়।

৩৬৯. বুদ্ধের শারীরিক ধাতু কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর: দুই প্রকার। যথা: ১. খণ্ড ধাতু ২. অখণ্ড ধাতু।

৩৭০. প্রজ্ঞা শিক্ষা কী কী?

উত্তর: ১. সম্যক দৃষ্টি ২. সম্যক সংকল্প।

৩৭১. মিথ্যাদৃষ্টি কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর: দুই প্রকার। যথা: ১. নিয়ত ও ২. অনিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি।

৩৭২. অনিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: দুই প্রকার। যথা: ১. শ্বাশতবাদ মিথ্যাদৃষ্টি ২. উচ্ছেদবাদ মিথ্যাদৃষ্টি।

৩৭৩. ভিক্ষুদের অযোগ্য দুইটি কর্ম কী কী?

উত্তর: ১. কামসুখ ও ২. আত্মপীড়ন।

৩৭৪. জগতে কয় প্রকারের সন্ধান চলছে ও কী কী?

উত্তর: দুই প্রকার। যথা: ১. আবিল সন্ধান বা অনার্য সন্ধান ও ২. অনাবিল সন্ধান বা আর্য সন্ধান।

৩৭৫. জগতে কোন দুটি জিনিস ধ্বংস হয় না, সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়?

উত্তর: আকাশ ও নির্বাণ।

৩৭৬. পুত্রদান কি জন্য দেওয়া হয়?

উত্তর: ১. বুদ্ধ শাসন রক্ষার্থে ২. পুত্রের মুক্তির হেতু হওয়ার জন্য।



বিবিধ শ্রেণি – ৩

৩৭৭. ত্রিবিদ্যা কী কী?

উত্তর: ১. পূর্ব নিবাস জ্ঞান ২. জীবের চ্যুতি উৎপত্তি জ্ঞান ৩. আসবক্ষয় জ্ঞান।

৩৭৮. কোন তিনটি কারণে মাংস খাওয়া অনুপযুক্ত?

উত্তর: ১. হত্যা করতে দেখলে ২. হত্যার সমর্থন করলে ৩. সংশয় উৎপন্ন হলে।

৩৭৯. বুদ্ধ ধর্ম কয়টি কারণে শ্রেষ্ঠ?

উত্তর: তিনটি কারণে। যথা: মার্গ, ফল ও নির্বাণ এর কারণে।

৩৮০. বুদ্ধগণের প্রার্থনার স্তর কয়টি ও কী কী?

উত্তর: তিনটি। যথা: ১. ন্যূনকল্পে একলক্ষ চার অসংখ্যকল্প, ২. লক্ষাধিক

অষ্ট অসংখ্যকল্প, ও ৩. লক্ষাধিক ষোড়শ অসংখ্য কল্পকাল পর্যন্ত দানাদি কুশল কর্ম সম্পাদন করতে হয়।

**৩৮১. দেবতা কয় প্রকার ও কী কী?**

উত্তর: দেবতা তিন প্রকার। যথা: ১. সম্মতি দেবতা ২. উৎপত্তি দেবতা ৩. বিগ্ধ দেবতা।

**৩৮২. ভব কয় প্রকার ও কী কী?**

উত্তর: তিন প্রকার। যথা: কামভব, রূপভব ও অরূপভব।

**৩৮৩. তৃষ্ণা কয় প্রকার ও কী কী?**

উত্তর: তিন প্রকার। যথা: কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা।

**৩৮৪. সংস্কার কয় প্রকার ও কী কী?**

উত্তর: সংস্কার তিন প্রকার। যথা: পুণ্যসংস্কার, পাপসংস্কার, এবং আনেন্জা সংস্কার।

**৩৮৫. মহামাস কয়টি ও কী কী?**

উত্তর: ১. বৈশাখী ২. আষাঢ়ী এবং ৩. মাঘী পূর্ণিমা।

**৩৮৬. থের কয় প্রকার ও কী কী?**

উত্তর: তিন প্রকার। যথা: ১. ধর্মথের ২. সম্মতিথের ৩. জাতিথের।

**৩৮৭. প্রজ্ঞা কয় প্রকার ও কী কী?**

উত্তর: তিন প্রকার। যথা: ১. শ্রুতময় প্রজ্ঞা ২. চিন্তাময় প্রজ্ঞা ৩. ভাবনাময় প্রজ্ঞা।

**৩৮৮. মারের তিন ছেলের নাম কী কী?**

উত্তর: ১. বিলাস বা বিভ্রম ২. হর্ষ ও ৩. দর্প।

**৩৮৯. পুত্র কয় প্রকার ও কী কী?**

উত্তর: ১. অভিজাত ২. অনুজাত ৩. অবজাত পুত্র।

**৩৯০. চৈত্য কয় প্রকার ও কী কী?**

উত্তর: তিন প্রকার। যথা: ১. শারীরিক চৈত্য ২. পরিভোগীয় চৈত্য ৩. উদ্দেশিক চৈত্য।

**৩৯১. বুদ্ধগণের ত্রিবিধ বিমুক্তি কী কী?**

উত্তর: ১. শ্রদ্ধা বিমুক্তি ২. বীর্য বিমুক্তি ৩. প্রজ্ঞা বিমুক্তি।

**৩৯২. কোন তিনজন লোক গোপনে কাজ করে?**

উত্তর: ১. স্ত্রীলোক গোপনে কাজ করে, ২. ব্রাহ্মণ কানে কানে মন্ত্র প্রদান করে ও ৩. মিথ্যাদৃষ্টিক গোপনে পাপ করে।

**৩৯৩. কোন তিনটিতে নারীর তৃপ্তি নেই?**



উত্তর: ১. মৈথুন ২. অলঙ্কার ৩. সন্তান উৎপাদন।

৩৯৪. কোন তিনটি বিষয় প্রকাশ্যে প্রদীপ্ত হয়?

উত্তর: ১. চন্দ্রের আলো ২. সূর্যের আলো ৩. বুদ্ধের ধর্ম বিনয়।

৩৯৫. ত্রি-দ্বার কী কী?

উত্তর: ১. কায়দ্বার ২. বাক্যদ্বার ৩. মনোদ্বার।

৩৯৬. চক্রবর্তী রাজা কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: তিন প্রকার। যথা: ১. চক্রবাল চক্রবর্তী রাজা ২. দ্বীপ চক্রবর্তী রাজা ৩. প্রদেশ চক্রবর্তী রাজা।

৩৯৭. সংঘ কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: দুই প্রকার। যথা: ১. সম্মতি সঙ্ঘ (বর্তমান ভিক্ষুসঙ্ঘ) ২. পরমার্থ সঙ্ঘ (মার্গলাভী সঙ্ঘ)।

৩৯৮. ত্রিবিধ কল্যাণ কী কী?

উত্তর: ১. আদি কল্যাণ— শীল বিশুদ্ধি ২. মধ্য কল্যাণ— সমাধি বা উপেক্ষা ধ্যান বর্দ্ধন ৩. অন্ত কল্যাণ— প্রজ্ঞা বা আনন্দ লাভ।

৩৯৯. ত্রিবিধ বিহার কী কী?

উত্তর: ১. দিব্য বিহার ২. আর্য বিহার ৩. ব্রহ্ম বিহার।

৪০০. পৃথিবী কয়টি কারণে ধ্বংস হয়?

উত্তর: তিনটি কারণে। যথা: ১. অগ্নি ২. বায়ু ৩. পানি।

৪০১. দায়ক কয় প্রকার?

উত্তর: তিন প্রকার। যথা: ১. দান দাস ২. দান সহায় ৩. দানপতি।

৪০২. কোন তিনটি কারণে গর্ভ সঞ্চারণ হয়?

উত্তর: ১. মাতাপিতার মিলন ২. মাতা ঋতুমতি হলে ৩. গর্ভের জন্ম অন্বেষণকারী।

৪০৩. ত্রি-কন্যা কাকে বলে?

উত্তর: ১. বিধিসার কন্যা— চুন্দী ২. কোশল রাজার কন্যা— সুমনা ৩. ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা— বিশাখা।

৪০৪. বুদ্ধক্ষেত্র কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর: তিন প্রকার। যথা: ১. জাতি ক্ষেত্র ২. আদেশ ক্ষেত্র ৩. বিষয় ক্ষেত্র।

৪০৫. বুদ্ধের প্রধান তীর্থীয় উপাসক কে কে?

উত্তর: ১. নালন্দা গ্রামে উপালি গৃহপতি ২. কপিলপুরে বপ্পশাক্য ৩. বৈশালী নগরে সিংহ সেনাপতি।

৪০৬. পঞ্চশত রথ কোন কোন কন্যা প্রাপ্ত হয়েছিল?

উত্তর: ১. বিম্বিসার রাজার কন্যা— চুন্দী ২. কোশল রাজার কন্যা— সুমনা ৩. ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা— বিশাখা।

৪০৭. ত্রিবিধ যাম কী কী?

উত্তর: ১. ছয়টা থেকে দশটা পর্যন্ত প্রথম যাম ২. দশটা থেকে দুইটা পর্যন্ত দ্বিতীয় যাম ৩. দুইটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত শেষ যাম।

৪০৮. কায়িক পাপ কী কী?

উত্তর: হত্যা, চুরি ও ব্যাভিচার।

৪০৯. বাচনিক পাপ কী কী?

উত্তর: কর্কশ বাক্য, সম্প্রলাপ বাক্য, ভেদ বাক্য ও মিথ্যা বাক্য।

৪১০. মানসিক পাপ কী কী?

উত্তর: লোভ, হিংসা ও মিথ্যাদৃষ্টি।

৪১১. শীল শিক্ষা কী কী?

উত্তর: ১. সম্যক বাক্য ২. সম্যক কর্ম ৩. সম্যক আজীব।

৪১২. সমাধি শিক্ষা কী কী?

উত্তর: ১. সম্যক ব্যায়াম ২. সম্যক স্মৃতি ৩. সম্যক সমাধি।

৪১৩. নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: তিন প্রকার। যথা: ১. অক্রিয়া মিথ্যাদৃষ্টি ২. নাস্তিক মিথ্যাদৃষ্টি ৩. অহেতুক মিথ্যাদৃষ্টি।

৪১৪. শীল পালন করলে তিনটি সম্পদ লাভ হয় কী কী?

উত্তর: ১. প্রশংসা ২. সম্পত্তি ৩. মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লাভ হয়।

৪১৫. বিবেক কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: তিন প্রকার। যথা: ১. কায়বিবেক ২. চিত্তবিবেক ৩. উপধিবিবেক।

৪১৬. ব্রহ্মচর্য কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: তিন প্রকার। যথা:

১. হীন— হীন ব্রহ্মচর্য দ্বারা ক্ষত্রিয় রাজকূলে জন্ম হয়।

২. মধ্যম— মধ্যম ব্রহ্মচর্য দ্বারা মনুষ্য লোকে উৎপত্তি হয়।

৩. উত্তম— উত্তম ব্রহ্মচর্য দ্বারা বিশুদ্ধি লাভ হয়।

৪১৭. শ্রামণের শিক্ষাকার্য কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: তিন প্রকার। যথা: ১. অধিশীল শিক্ষা (উচ্চতর নৈতিক শিক্ষা) ২. অধিচিত্ত শিক্ষা (উচ্চতর মনন শিক্ষা) ৩. অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা (উচ্চতর জ্ঞান শিক্ষা)।

৪১৮. ধর্ম কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: তিন প্রকার। যথা: ১. পরিয়ত্তি ২. প্রতিপত্তি ৩. প্রতিবেধ।

৪১৯. মালাগন্ধের কয়টি অঙ্গ ও কী কী?

উত্তর: তিনটি অঙ্গ। যথা: ১. সুগন্ধি হওয়া ২. সুন্দরের ইচ্ছা ৩. লেপন করা।

৪২০. মারের কন্যা কে কে?

উত্তর: রতি, আরতি, তৃষ্ণা।

৪২১. কয়টি কারণের দ্বারা ধর্ম রক্ষা করা যায়?

উত্তর: তিনটি। যথা: ১. আজ্ঞাচক্র ২. ধর্মচক্র ও ৩. সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন লোকের কারণে।

৪২২. প্রত্যেক জিনিসের কয়টি ক্ষণ?

উত্তর: ১. উৎপত্তি ক্ষণ ২. স্থিতি ক্ষণ ৩. ভঙ্গ ক্ষণ।

৪২৩. তৃষ্ণা হতে কি উৎপন্ন হয়?

উত্তর: ভয়, শোক ও দুঃখ।

৪২৪. তিন প্রকার ব্যক্তি জগতে বিদ্যমান কী কী?

উত্তর: ১. পাষণ লেখা সদৃশ ২. মাটিতে লেখা সদৃশ ৩. জলে লেখা সদৃশ।

৪২৫. ধর্ম শ্রবণের সময় তিনটি জিনিসের প্রয়োজন হয়, সেগুলি কী কী?

উত্তর: ১. শ্রদ্ধা ২. গৌরবতা ৩. একাগ্রতা।

৪২৬. প্রজ্ঞা কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর: তিন প্রকার। যথা: (১) শ্রুতময় প্রজ্ঞা (২) চিন্তাময় প্রজ্ঞা (৩) ভাবনাময় প্রজ্ঞা।

৪২৭. শীল পালন করলে তিনটি সম্পদ লাভ হয় কী কী?

উত্তর: (১) প্রশংসা (২) সম্পত্তি (৩) মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লাভ হয়।

৪২৮. অক্রিয়া, নাস্তিক ও অহেতুক মিথ্যাদৃষ্টি বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: অক্রিয়া মিথ্যাদৃষ্টি— কুশলাকুশল কর্মে ও তার কৃতাকৃত কর্মে অবিশ্বাস।

নাস্তিক মিথ্যাদৃষ্টি— সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম ও কর্মফলে অবিশ্বাস।

অহেতুক মিথ্যাদৃষ্টি— জীবের পূর্ব হেতুতে অবিশ্বাস।

৪২৯. ধ্যানে পরিকর্ম, উদগ্রহ ও প্রতিভাগ নিমিত্ত বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: ১. পরিকর্ম নিমিত্ত— চর্মচক্ষু দৃষ্ট আলম্বনের নাম পরিকর্ম নিমিত্ত।

২. উদগ্রহ নিমিত্ত— মনচক্ষু দৃষ্ট আলম্বন বা বিষয়ের নাম উদগ্রহ নিমিত্ত।

৩. প্রতিভাণ নিমিত্ত— উদগ্রহ নিমিত্তে চিত্তকে একাগ্র করতে করতে সময়ে এমন এক অবস্থা উৎপন্ন হয় যে, ঐ নিমিত্তটি উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের পঞ্চ নীবরণ সমূহ লোপ পেতে থাকে।

**৪৩০. সম্যকসমুদ্রগণ কয় প্রকার ও কী কী?**

উত্তর: তিন প্রকার। যথা: ১. প্রজ্ঞা প্রধান— এদের ন্যূনকল্পে এক লক্ষ চারি অসংখ্যকল্প পারমী পূরণ করতে হয়।

২. শ্রদ্ধা প্রধান— এদের লক্ষাধিক অষ্ট অসংখ্যকল্প পারমী পূরণ করতে হয়।

৩. বীর্য প্রধান— এদের লক্ষাধিক ষোড়শ অসংখ্য কল্প পারমী পূরণ করতে হয়।

**৪৩১. ত্রিচীবর বলতে কি বুঝায়?**

উত্তর: তিনখানা চীবরকে একত্রে ত্রিচীবর বলা হয়। চীবর বলতে ভিক্ষুর পরিধেয় বস্ত্রকে বুঝায়। ত্রিচীবর হল: ১. সজ্জাটি (দোয়াজিক) ২. উত্তরাসজ্জ (একাজিক) ৩. অন্তর্বাস।

**৪৩২. ত্রিশরণ কী?**

উত্তর: বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ বা আশ্রয় গ্রহণকে ত্রিশরণ বলা হয়।

**৪৩৩. বুদ্ধের শাসন বলতে কী বুঝ?**

উত্তর: ১. পরিয়ত্তি শাসন— চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ ২. প্রতিপত্তি শাসন— দান, শীল, ভাবনা ৩. প্রতিবেধ শাসন— নবলোকোত্তর ধর্ম।



বিবিধ শ্রেণি— ৪

**৪৩৪. চারি স্মৃতি প্রস্থান কী কী?**

উত্তর: ১. কায়ে কায়ানুদর্শন ২. বেদনায় বেদনানুদর্শন ৩. চিত্তে চিত্তানুদর্শন ৪. ধর্মে ধর্মানুদর্শন।

**৪৩৫. চারি সম্যক ব্যায়াম কী কী?**

উত্তর: ১. উৎপন্ন অকুশল চিত্ত বিনাশের প্রচেষ্টা ২. অনুৎপন্ন অকুশল চিত্ত অনুৎপত্তির প্রচেষ্টা ৩. অনুৎপন্ন কুশল চিত্ত উৎপত্তির প্রচেষ্টা ৪. উৎপন্ন কুশল চিত্ত ধরে রাখার প্রচেষ্টা।

**৪৩৬. চারি ঋদ্ধিপাদ কী কী?**

উত্তর: ১. ছন্দ ২. বীর্য ৩. চিত্ত ৪. মীমাংসা।

**৪৩৭. চারি প্রতিসম্ভিদা অর্হৎ কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর: ১. অর্থ প্রতিসম্ভিদা ২. ধর্ম প্রতিসম্ভিদা ৩. নিরুত্তি প্রতিসম্ভিদা ৪.

প্রতিভান প্রতিসম্ভিদা।

**৪৩৮. অর্হৎ কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর: চারি প্রকার অর্হৎ। যথা: ১. প্রতিসম্ভিদা অর্হৎ ২. ষড়্ভাষিত্ত অর্হৎ ৩. ত্রিবিদ্যা অর্হৎ ৪. সুস্ব বিদর্শক অর্হৎ।

**৪৩৯. শ্রদ্ধা কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর: চার প্রকার। যথা:

১. আগমনীয় শ্রদ্ধা— সর্বজ্ঞ বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের নিকট এ ধরনের শ্রদ্ধা থাকে।

২. অধিগম শ্রদ্ধা— আর্য ব্যক্তিদের নিকট এ ধরনের শ্রদ্ধা থাকে।

৩. ওকপ্পন শ্রদ্ধা— শ্রদ্ধার বিষয়বস্তু সম্যকরূপে বুঝে এটি এরূপই বলে ধারণা হলে ওকপ্পন শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়।

৪. প্রসাদ শ্রদ্ধা— বুদ্ধ ধর্ম সংঘের প্রতি অচলা শ্রদ্ধা প্রসন্নতার কারণে প্রসাদ শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়।

**৪৪০. বুদ্ধের চারটি অন্তরায়বিহীন ধর্ম কী কী?**

উত্তর: ১) বুদ্ধের উদ্দেশ্যে আনীত বা সঞ্চিৎ চতুর্প্রত্যয়ের কেউ অন্তরায় করতে পারে না ২) বুদ্ধগণের পরমায়ুর কেউ অন্তরায় করতে পারে না ৩) বুদ্ধগণের বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ ও আশি অনুব্যঞ্জন লক্ষণ এবং ব্যামপ্রভার কেউ অন্তরায় করতে পারে না ৪) বুদ্ধগণের সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের কেউ অন্তরায় করতে পারে না।

**৪৪১. কয়টি কারণে বিদ্যা উৎপন্ন হয় না?**

উত্তর: চারটি কারণে। যথা: ১. জাতিবাদ ২. গোত্রবাদ ৩. মানবাদ ৪. আবাহ-বিবাহ।

**৪৪২. ফল কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর: চার প্রকার। যথা: ১. স্রোতাপত্তি ফল ২. সকৃদাগামী ফল ৩. অনাগামী ফল ৪. অর্হৎ ফল।

**৪৪৩. মার্গ কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর: চার প্রকার। যথা: ১. স্রোতাপত্তি মার্গ ২. সকৃদাগামী মার্গ ৩. অনাগামী মার্গ এবং ৪. অর্হৎ মার্গ।

**৪৪৪. শ্রামণের ধর্ম কয়টি ও কী কী?**

উত্তর: চারটি। যথা: ১. সহনশীলতা ২. অম্লাহার ৩. ব্রহ্মচার্য পালন এবং ৪. বাহুল্য বর্জন।

**৪৪৫. চারটি কল্পকাল স্থায়ী ঋদ্ধি কী কী?**

**উত্তর:** ১. চাঁদের গায়ে খরগোশের চিহ্ন এই কল্প পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে, ২. বর্তক জাতকে উক্ত আঙুন নিভে যাওয়ার স্থানে এই কল্পের মধ্যে আর আঙুনে দক্ষ হবে না, ৩. ঘটিকার জাতকে উক্ত বাসগৃহের স্থানে এই কল্পে আর বৃষ্টি পড়বে না, ৪. নলপান জাতকে উক্ত পুকুরের নলগুলো এই কল্প পর্যন্ত একছিদ্রবিশিষ্ট হবে।

**৪৪৬. চতুরঙ্গিনী সেনা কী কী?**

**উত্তর:** ১. হস্তারোহী সৈন্য ২. অশ্বারোহী সৈন্য ৩. রথারোহী সৈন্য এবং ৪. পদাতিক সৈন্য মিলে চতুরঙ্গিনী সেনা হয়।

**৪৪৭. চারি প্রকার পুদগল কী কী?**

**উত্তর:** ১. উদঘাটিতজ পুদগল ২. বিপচিতজ পুদগল ৩. জেয় পুদগল এবং ৪. পদপরম পুদগল।

**৪৪৮. বোধিসত্ত্বের চারটি বুদ্ধ ভূমি কী কী?**

**উত্তর:** ১. উৎসাহ (বীর্য) ২. উন্মার্গ (প্রজ্ঞা) ৩. অবস্থান (পরিপক্ক অধিষ্ঠান) ৪. হিতচর্যা (মৈত্রী)।

**৪৪৯. বুদ্ধের পদচিহ্ন কোন কোন স্থানে আছে?**

**উত্তর:** ১. নর্মাদা নদীর বালুকা ভূমিতে, ২. সত্য বুদ্ধ পর্বতের উপর, ৩. সুমন পর্বতের উপর এবং ৪. যোনক পুরে (আরব দেশে)।

**৪৫০. তথাগতের দন্তধাতু কোন কোন স্থানে আছে?**

**উত্তর:** ১. একটি দন্তধাতু তাবতিংস স্বর্গে, ২. একটি নাগলোকে, ৩. একটি গান্ধার রাজ্যে এবং ৪. একটি সিংহলে (শ্রীলংকায়)।

**৪৫১. কয়টি কারণে দেবলোক হতে চ্যুত হয়?**

**উত্তর:** চারটি কারণে। যথা: ১. আয়ু ক্ষয় ২. পুণ্য ক্ষয় ৩. আহরক্ষয় এবং ৪. ক্রোধ।

**৪৫২. ভগবান বুদ্ধের প্রতি কোন চতুর্বিধ কারণে লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষিত হয়?**

**উত্তর:** রূপের কারণে: লোক সমাজের তিন ভাগের দুইভাগ লোক বুদ্ধের অপূর্ব রূপশ্রী দর্শনে সন্তুষ্ট।

**নাম-যশের কারণে:** লোক সমাজের পাঁচ ভাগের চারি ভাগ লোক বুদ্ধের অতুল যশ কীর্তি শ্রবণে শ্রদ্ধান্বিত।

**ত্যাগের কারণে:** রাজকীয় ঐশ্বর্য পরিত্যাগ এবং বন-বনান্তে ছয় বছর কঠোর কৃচ্ছসাধনা দেখে জগতের দশভাগের নয় ভাগ লোক তার প্রতি প্রসন্ন।

**শীল-সমাধি-প্রজ্ঞার কারণে:** বুদ্ধের জীবন শীল-সমাধি-প্রজ্ঞাময়। তার জীবন

দর্শনে শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে জগতের লক্ষ ভাগের একভাগ লোক পরমানন্দ লাভ করে।

**৪৫৩. সাগর কয় প্রকার ও কী কী?**

উত্তর: চার প্রকার। যথা: ১. সংসার সাগর— পঞ্চস্কন্ধ ও ধাতু, আয়তন, ২. জল সাগর— মহাসমুদ্র, ৩. ন্যায় সাগর— ত্রিপিটক শাস্ত্র এবং ৪. জ্ঞান সাগর— সর্বজ্ঞতা জ্ঞান।

**৪৫৪. এই জগতে চারজন মূর্খ কে?**

উত্তর: ১. গন্ডুপদ (কেটোঁ) ২. কিকি (হুটিটি পক্ষী) ৩. বক পাখি এবং ৪. অধার্মিক ব্রাহ্মণ।

**৪৫৫. মানবের কোন চারটি কারণে পরিহানী হয়?**

উত্তর: মানবের চারটি কারণে পরিহানী হয়। যথা: ১. অপহৃত বা নষ্ট দ্রব্যের অনুসন্ধান না করলে ২. জীর্ণ দ্রব্যের সংস্কার বা মেরামত না করলে ৩. আয়ের অতিরিক্ত পান ভোজনে ব্যয় করলে ৪. অসৎ স্ত্রী-পুরুষকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করলে।

**৪৫৬. চার প্রকার অচিন্তনীয় বিষয় কী কী?**

উত্তর: চার প্রকার অচিন্তনীয় বিষয় হল—

১. বুদ্ধগণের বুদ্ধবিষয় অচিন্তনীয় ২. ধ্যানীর ধ্যান বা ঋদ্ধিবল অচিন্তনীয় ৩. কর্ম বিপাক অচিন্তনীয় ৪. লোকচিত্তা বা পৃথিবীর সৃষ্টি অচিন্তনীয়।

**৪৫৭. চার অপায় কী কী?**

উত্তর: ১. নিরয় ২. অসুর ৩. প্রেত ও ৪. তির্যক ভূমি।

**৪৫৮. চার অরূপব্রহ্ম কী কী?**

উত্তর: ১. আকাশানন্তায়তন ২. বিজ্ঞানানন্তায়তন ৩. আকিঞ্চনায়তন ৪. নৈবসংজ্ঞা-না-সংজ্ঞায়তন অরূপ ব্রহ্মভূমি।

**৪৫৯. ভিক্ষু কয় প্রকার ও কী কী?**

উত্তর: চার প্রকার। যথা: ১. মার্গ দেশক ২. মার্গজীবী ৩. মার্গ জিন ৪. মার্গ দুষক।

**৪৬০. কর্ম কয় প্রকার ও কী কী?**

উত্তর: চার প্রকার। যথা: ১. কৃষ্ণকর্ম ২. শুক্লকর্ম ৩. মিশ্রকর্ম ৪. লোকোত্তর কর্ম।

**৪৬১. চার প্রকার অধীন কী কী?**

উত্তর: ১. অবিদ্যার অধীন ২. তৃষ্ণার অধীন ৩. ধর্মের অধীন ৪. কর্মের অধীন।

৪৬২. বুদ্ধ কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: প্রধানত চার প্রকার। যথা:

১. সম্যকসম্মুদ ২. পচেক বুদ্ধ ৩. শ্রাবক বুদ্ধ ৪. শ্রুত বুদ্ধ।

৪৬৩. বুদ্ধ মতে পরিষদ কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: চার প্রকার। যথা:

১. ভিক্ষু পরিষদ ২. ভিক্ষুণী পরিষদ ৩. উপাসক পরিষদ ৪. উপাসিকা পরিষদ।

৪৬৪. আহার কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: চার প্রকার। যথা: ১. কবলীকৃত আহার ২. স্পর্শ আহার ৩. চেতনা আহার ৪. বিজ্ঞান আহার।

৪৬৫. চারি প্রকার আসব কী কী?

উত্তর: ১. কামাসব ২. ভবাসব ৩. দৃষ্টাসব ৪. অবিদ্যাসব।

৪৬৬. চারি ব্রহ্মবিহার কী কী?

উত্তর: অমলিন শুদ্ধশান্ত ব্রহ্মাসম অবস্থান বা স্থিতিকে বলা হয় ব্রহ্মবিহার।

যথা: ১. মৈত্রী— জীবের হিতচিন্তা বা মঙ্গল কামনা, ২. করুণা— অপরের দুঃখে করুণাভাব জাগা, ৩. মুদিতা— অপরের সুখ-সৌভাগ্য অনুমোদন করা ও, ৪. উপেক্ষা— অষ্টলোক ধর্মে অবিচলিত থাকা।

৪৬৭. সকল অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত বুদ্ধগণের অপরিবর্তনীয় স্থান কী কী?

উত্তর: ১. বুদ্ধগয়া ২. সারনাথ ৩. সাংকাশ্য নগর ৪. শ্রাবস্তী গন্ধকুটির।

৪৬৮. চারি যোগ কী কী?

উত্তর: ১. কাম যোগ ২. ভব যোগ ৩. দৃষ্টি যোগ ৪. অবিদ্যা যোগ।

৪৬৯. পরমার্থ কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: পরমার্থ চার প্রকার। যথা: ১. চিন্ত ২. চৈতসিক ৩. রূপ ও ৪. নির্বাণ।

৪৭০. চতুর্বিধ শয়ন কী কী?

উত্তর: ১. প্রেত শয়ন ২. কামভোগী শয়ন ৩. সিংহ শয়ন ৪. তথাগত শয়ন।

৪৭১. তথাগতের দন্তধাতু কোন কোন স্থানে আছে?

উত্তর: ১. তাবতিংস স্বর্গে ২. নাগলোকে ৩. গান্ধার রাজ্যে ৪. সিংহলে।

৪৭২. ভিক্ষু শ্রামণের চারি সুখ কী কী?

উত্তর: ১. ধ্যান সুখ ২. মার্গ সুখ ৩. ফল সুখ ৪. নির্বাণ সুখ।

৪৭৩. চারি প্রকার অধিষ্ঠান কী কী?



উত্তর: ১. প্রজ্ঞা ২. সত্য ৩. ত্যাগ ৪. উপশম বা শান্তি।

৪৭৪. সিদ্ধার্থের প্রার্থনা কী কী?

উত্তর: ১. জরা যেন আমায় নাশ না করে, ২. ব্যাধি যেন আমার জীবন হরণ না করে, ৩. মৃত্যু যেন আমার জীবন হরণ না করে, ও ৪. আমার সম্পদ যেন কদাচিত্ হ্রাস না হয়।

৪৭৫. মিত্র লাভের কয়টি উপায় ও কী কী?

উত্তর: চারটি উপায়। যথা: ১. দান করলে ২. মধুর কথা বলিলে ৩. মদর্শী গুণ প্রদর্শন করলে ৪. উপকার করলে।

৪৭৬. কোন নারীদের পরিহার করা উচিত?

উত্তর: ১. চতুরা রমণী ২. সুন্দরী রমণী ৩. প্রতিবেশী পত্নী ৪. বহুজন প্রশংসিত নারী।

৪৭৭. কৃত্যানুসারে কর্ম কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর: চার প্রকার। যথা: ১. জনক কর্ম ২. উপস্তম্বক কর্ম ৩. উৎপীড়ক কর্ম ৪. উপঘাতক কর্ম।

৪৭৮. ফলদান পর্যায়ক্রমে কর্ম কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর: চার প্রকার। যথা: ১. গুরু কর্ম ২. আসন্ন কর্ম ৩. আচরিত কর্ম ৪. উপচিত কর্ম।

৪৭৯. সাধারণত মৃত্যু কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: চারি প্রকার। যথা: ১. আয়ুক্ষয় ২. কর্মক্ষয় ৩. আয়ু-কর্মক্ষয় ৪. উপচ্ছেদ মৃত্যু।

৪৮০. সূর্যের রোগ কী কী?

উত্তর: ১. বৃষ্টি হলে ২. কুয়াশা হলে ৩. মেঘ হলে ৪. সূর্য গ্রহণ হলে।

৪৮১. মূর্খের লক্ষণ কী কী?

উত্তর: ১. যারা সর্বদা দুর্বাক্য বলে ২. দুশ্চিন্তায় মগ্ন থাকে ৩. দুষ্কার্যকারী ৪. যারা অপরকে অসৎ কার্যে সহযোগিতা করে।

৪৮২. শ্রোতাপত্তির চারটি অঙ্গ কী কী?

উত্তর: ১. সদ্ধর্ম শ্রবণ ২. জ্ঞানযোগে চিন্তা ৩. সত্য ধর্ম অনুশীলন ৪. সৎ পুরুষের সহচর্য।

৪৮৩. চারি মহাদ্বীপ কী কী?

উত্তর: ১. জম্বুদ্বীপ ২. উত্তরকুরু ৩. পূর্ব বিদেহ ৪. অপর গোয়ান।

৪৮৪. মানব কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর: চার প্রকার। যথা: ১. নিরয় মানব ২. প্রেত মানব ৩. তির্যক মানব ৪.

পরমার্থ মানব ।

৪৮৫. ভিক্ষু হওয়ার সময় বুদ্ধের চারটি শর্ত কী কী?

উত্তর: ১. আজীবন পাণ্ডুলিক চীবর পরিধান করব,  
২. রোগ হলে ঔষধ পাওয়া না গেলে গো-মূত্র সেবন করব,  
৩. গাছ বাঁশ তলায় অবস্থান করব, ও  
৪. আজীবন পিণ্ডচরণ করব ।

৪৮৬. সত্ত্বগুণের উৎপত্তি ভেদে যোনি কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: চার প্রকার । যথা: ১. অন্ডজ ২. স্বেদজ ৩. জরায়ু ৪. ঔপপাতিক ।

৪৮৭. ভগবান বুদ্ধের মতে পরিভোগ কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর: চার প্রকার । যথা: ১. থেয় (চোর) পরিভোগ ২. ঋণ পরিভোগ ৩. দায়ক পরিভোগ ৪. স্বামী পরিভোগ ।

৪৮৮. ভিক্ষু-শ্রামণদের চারটি অযোগ্য কর্ম কী কী?

উত্তর: ১. কুহন কর্ম ২. লপন কর্ম ৩. নিমিত্ত কর্ম ৪. নিস্পেষণ কর্ম ।

৪৮৯. ব্যভিচারের কয়টি অঙ্গ ও কী কী?

উত্তর: চারটি অঙ্গ । যথা: ১. অগমনীয় বস্তু ২. মৈথুন সেবনের চিন্তা ৩. মার্গে মার্গ প্রতিপাদন ৪. সেবনে আশ্বাদ অনুভব করন ।

৪৯০. মিথ্যা বলার কয়টি অঙ্গ ও কী কী?

উত্তর: চারটি অঙ্গ । যথা: ১. মিথ্যা বলার চেতনা ২. মিথ্যা বলার চেষ্টা ৩. যাকে বলে ৪. তার জ্ঞাত হওয়া ।

৪৯১. নেশা পানের কয়টি অঙ্গ ও কী কী?

উত্তর: চারটি অঙ্গ । যথা: ১. সুরাদির মধ্যে গমনীয় বস্তু হওয়া ২. পান করার চেতনা ৩. পানের চেষ্টা ৪. সেই চেষ্টায় পান করা ।

৪৯২. বিকাল ভোজনের কয়টি অঙ্গ ও কী কী?

উত্তর: চারটি অঙ্গ । যথা: ১. বিকাল হওয়া ২. যাবকালিক বস্তু হওয়া ৩. বিকাল হিসেবে ধারণা করা ৪. সেই হিসেবে আহার করা ।

৪৯৩. উচ্চ শয্যা কয়টি অঙ্গ ও কী কী?

উত্তর: চারটি অঙ্গ । যথা: ১. শ্রামণের অযোগ্য বিছানা ২. প্রমাণ অতিক্রান্ত ৩. তথায় শয়ন করা ৪. উপবেশন করা ।

৪৯৪. জাতরূপ রজতের কয়টি অঙ্গ ও কী কী?

উত্তর: চারটি অঙ্গ । যথা: ১. প্রচলিত মুদ্রা হওয়া ২. সেটাকে মুদ্রা বলে জানা ৩. স্পর্শের চেতনা ৪. সেই চেতনায় স্পর্শ করা ।

৪৯৫. চারি প্রকার উপাদান কী কী?

উত্তর: ১. কামোপাদান ২. দৃষ্ট্যোপাদান ৩. শীলব্রত উপাদান ৪. আত্মবাদ উপাদান

৪৯৬. চারি লোকপাল রাজাদের নাম কী কী?

উত্তর: ১. ধৃতরাষ্ট্র ২. বিরূঢ়ক ৩. বিরূপাক ও ৪. কুবের।

৪৯৭. খস্কক পরিব্রাজণ সূত্রে কয় প্রকার সাপ রাজার নাম উল্লেখ আছে?

উত্তর: চারজন। যথা: ১. বিরূপাক্ষ ২. ঐরাপথ ৩. ছব্যাপুত্র ও ৪. কৃষ্ণ গৌতমক।

৪৯৮. কোন চারি জনকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়?

উত্তর: ১. রাজকুমার ২. সর্প ৩. অগ্নি ৪. ভিক্ষু।

৪৯৯. পরিষদ কিভাবে সম্ভষ্ট রাখা যায়?

উত্তর: চার প্রকার সন্তোষ উৎপাদনের দ্বারা। যথা: ১. দানের দ্বারা ২. প্রিয় বা মধুর বচনে ৩. উপকারের দ্বারা ৪. সমপর্যায়ভুক্ত করা।

৫০০. চারি প্রকার ধর্ম দেশনা কী কী?

উত্তর: ১. প্রয়োজন বশে ধর্ম দেশনা ২. বক্তার ইচ্ছা অনুসারে ধর্ম দেশনা ৩. শ্রোতার ইচ্ছানুসারে ধর্ম দেশনা ৪. জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে ধর্ম দেশনা।

৫০১. চারি প্রকার পুদ্গল কী কী?

উত্তর: ১. অধিগম পুদ্গল ২. শ্রুতি পুদ্গল ৩. জ্ঞেয় পুদ্গল ৪. পদপরম পুদ্গল।

৫০২. চারি প্রত্যয় কী কী?

উত্তর: ১. চীবর ২. পিণ্ডপাত ৩. শয্যাসন ৪. ঔষধ বা পানীয়।

৫০৩. মানুষকে কোন চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে?

উত্তর: ১. উচ্ছেদ দৃষ্টিবাদী ২. সংকায় দৃষ্টিবাদী ৩. অক্রিয়া দৃষ্টিবাদী ৪. স্বাশত দৃষ্টিবাদী।

৫০৪. ভিক্ষুদের চতুর্বিধ ভয়ের কারণ কী?

উত্তর: ১. উর্মি (তরঙ্গ) ভয়— ক্রোধ-হতাশা ২. কুস্তীর ভয়— খাবারের বাঁধা ৩. আবর্ত (ঘূর্ণিবাত) ভয়— পঞ্চ কামগুণ ৪. শিশুমার ভয়— নারী লোভ।

৫০৫. দান করতে কোন চারটি গুণ প্রয়োজন?

উত্তর: ১. সময় ২. সুযোগ ৩. সামর্থ্য ৪. ইচ্ছা।

৫০৬. চারি পরিশুদ্ধ শীল কী কী?

উত্তর: ১. প্রাতিমোক্ষ সংবরণশীল— ভিক্ষুদের চারিত্র ও বারিত্র শীল সুন্দরভাবে রক্ষা করার নামই প্রাতিমোক্ষ সংবরণশীল।

২. ইন্দ্রিয় সংবরণশীল— চক্ষু কর্ণাদি ষড়েন্দ্রিয় সংযতভাবে অবলম্বন করে স্মৃতি সহকারে বিচরণ করার নামই ইন্দ্রিয় সংবরণশীল।

৩. আজীব পরিশুদ্ধ শীল— মায়া কুহন ত্যাগ করে নির্দোষভাবে জীবিকা নির্বাহ করার নামই আজীব পরিশুদ্ধ শীল।

৪. প্রত্যয় সন্নিশ্রিতশীল— চারি প্রত্যয় প্রত্যবেক্ষণ করে পরিভোগ করাকেই বলা হয় প্রত্যয় সন্নিশ্রিতশীল।

**৫০৭. পাপ ও পুণ্য করার দ্বার কয়টি ও কী কী?**

উত্তর: পাপ ও পুণ্য করার চারটি দ্বার। যথা: ১. কৃত ২. কারিত ৩. অনুমোদিত ৪. প্রশংসা।

**৫০৮. চার প্রকার নিধি কী কী?**

উত্তর: ১. স্থাবর নিধি— ভূমি হিরণ্য ক্ষেত্র,

২. জঙ্গম নিধি— দাস-দাসী, ঘোড়া, গরু, ভেড়া ইত্যাদি।

৩. অঙ্গসম নিধি— কর্ম, শিল্প, বিদ্যা, বহুশ্রুত শাস্ত্র জ্ঞান প্রভৃতি।

৪. অনুগামী নিধি— দান, শীল, ভাবনাময় ধর্ম শ্রবণ। তবে এ ক্ষেত্রে পাপও অনুগমন করে কিন্তু পাপ সত্ত্বগণকে দুঃখ দিয়ে থাকে বলে সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হয় নাই।

**৫০৯. ভগবান বুদ্ধ কোন চারিজন মানুষকে বিশ্বাস করতে নিষেধ করেছেন?**

উত্তর: ১. পাপকারী ২. স্বার্থপর ৩. মিথ্যাবাদী ৪. নিজেকে যে সাধু পরিচয় দেয়।

**৫১০. ভগবান বুদ্ধ গৃহীদের ইহ জীবনে মঙ্গলজনক ও সুখকর চারটি বিষয় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, এগুলি কী কী?**

উত্তর: ১. উৎসাহ ২. সংরক্ষণ ৩. কল্যাণ মিত্রের সংস্রব ৪. শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন।

**৫১১. ওঘ কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর: ওঘ জীবগণ মহাপ্লাবনের স্রোতে পতিত হলে সোজাসুজি সমুদ্রের দিকে তাড়িত হয় এবং সমুদ্রের অতল জলে ডুবিয়ে দেয় অনুরূপ ভাবে ওঘ জীবগণকে তাড়ন করে দুঃখ সাগরে নিপাতিত করে। ওঘ চার প্রকার। যথা:

১. কাম ওঘ— রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শের প্রতি তৃষ্ণা,

২. ভব ওঘ— কামলোক, রূপলোক ও অরূপলোকের প্রতি তৃষ্ণা,

৩. দৃষ্টি ওঘ— অনিত্য দুঃখ অনাত্মকে নিত্য, সুখ, সার মনে করা ও,

৪. অবিদ্যা ওঘ— চারি আর্যসত্য, প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি বিশ্বাস না করা,

ইহকাল-পরকাল বিশ্বাস না করা।

### ৫১২. অমিত্রের লক্ষণ কী কী?

উত্তর: ১. পাপ বিষয়ে উৎসাহ দান কওে, ২. কল্যাণের বিষয়ে অনুৎসাহিত করে, ৩. সম্মুখে প্রশংসা করে, ৪. পরোক্ষ নিন্দা, এইরূপ মিত্ররূপী চাটুভাষীকে অমিত্র বলে জানবে।

আবার চারি কারণে ভোগ সম্পদ বিনাশের উৎসাহকারী মিত্ররূপী ব্যক্তিকে অমিত্র বলে জানবে।

১. সুরা-গাঁজা-অহিফেনাদি প্রমাদকর বস্তু সেবনে অনুযুক্ততায় সাহায্যকারী হয়।

২. বিকালে অসময়ে বিচরণযুক্ততায় সাহায্যকারী হয়।

৩. নাচ-গান-বাদ্যাদি বিষয়ে সাহায্যকারী হয়।

৪. দ্যুত-ক্রীড়াবি বিষয়ে সাহায্যকারী হয়।

ভোগসম্পত্তি বিনাশক এই চারি বিষয়ে সাহায্যকারী উৎসাহ প্রদানকারী মিত্র প্রতিকরূপ ব্যক্তিকে অমিত্র বলে জানবে। পণ্ডিত ব্যক্তি এতাদৃশ মিত্রকে অমিত্র বলে জ্ঞাত হন এবং তাদেরকে ভয় সঙ্কুল পথের মতো দূর হতে পরিবর্তন করেন।

### ৫১৩. কোন চারিজন রাজা স্বশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন?

উত্তর: ১. গুপ্তিল গন্ধর্বরাজা ২. স্বাধীনরাজা ৩. নিমিরাজা ৪. মান্দাতা রাজা।

### ৫১৪. চারি প্রকার বৌদ্ধ কী কী?

উত্তর: ১. জন্মগত বৌদ্ধ ২. আচরণে বৌদ্ধ ৩. লোভের কারণে বৌদ্ধ এবং ৪. ভয়ের কারণে বৌদ্ধ। তথাগত ভগবান যারা আচরণে বৌদ্ধ তাদেরকে প্রকৃত বৌদ্ধ বলেছেন।

### ৫১৫. মৈত্রীভাবনা কয়ধাপে করতে হয়?

উত্তর: চার ধাপে। যথা: ১. নিজেকে মৈত্রী দেয়া ২. বন্ধুকে মৈত্রী ৩. উপেক্ষিতকে মৈত্রী দেয়া এবং ৪. শত্রুকে মৈত্রী দেয়া।

### ৫১৬. বুদ্ধের প্রিয় সেবক আনন্দ স্থবিরের কয়টি আশ্চর্য গুণ?

উত্তর: চারটি আশ্চর্যগুণ। যথা:

১. ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও উপাসক-উপাসিকা যে কোন পরিষদ আনন্দ ভক্তের সাক্ষাত ইচ্ছায় যদি সমাগত হয়, তাহলে তার দর্শন লাভে তারা অত্যধিক আনন্দিত ও হৃষ্টচিত্ত হয়। এটি আনন্দ ভক্তের প্রথম আশ্চর্যগুণ।

২. পরিষদ আনন্দ ভক্তকে যতই দর্শন করুক না কেন, কিছুতেই তাদের তৃপ্তি মিটে না। পরিশেষে অতৃপ্ত বাসনা নিয়েই তাদের প্রত্যাবর্তন করতে

হয়। তাকে ত্যাগ করে যেতে কারও ইচ্ছা হয় না, এটি তার দ্বিতীয় আশ্চর্যগুণ।

৩. আনন্দ যদি পরিষদকে ধর্মোপদেশ পরিবেশন করেন, তা হলে তার ভাষণ শুনে শ্রোতাবৃন্দ চমৎকৃত, আনন্দিত ও বিম্বয়োৎফুল্ল হয়। এটি তার তৃতীয় আশ্চর্যগুণ।

৪. শ্রোতাবৃন্দ আনন্দের ধর্মদেশনা যতই শ্রবণ করুক না কেন, কিছুতেই তৃপ্তি মিটে না। ধর্মদেশনায় আনন্দ ভক্তে এতই সুনিপুণ ও মিষ্টভাষী যে, সেই দেশনা সমাপ্ত করলেও শ্রোতাদের আরও আগ্রহ থেকে যায়। এটি তার চতুর্থ আশ্চর্যগুণ।

#### ৫১৭. কর্ম কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর: চার প্রকার। যথা: (১) কৃষ্ণ কর্ম (২) শুক্ল কর্ম (৩) মিশ্র কর্ম (৪) লোকত্তর কর্ম।

#### ৫১৮. পরমার্থ কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: পরমার্থ চার প্রকার। যথা: (১) চিত্ত (২) চৈতসিক (৩) রূপ ও (৪) নির্বাণ।

#### ৫১৯. চতুর্বিধ শয়ন কী কী?

উত্তর: (১) প্রেত শয়ন (২) কামভোগ শয়ন (৩) সিংহ শয়ন (৪) তথাগত শয়ন।

#### ৫২০. সূর্যের রোগ কী কী?

উত্তর: (১) বৃষ্টি হলে (২) কুয়াশা হলে (৩) মেঘ হলে (৪) সূর্য গ্রহণ হলে।

#### ৫২১. মূর্খের লক্ষণ কী কী?

উত্তর: (১) যারা সর্বদা দুর্বাক্য বলে (২) দুশ্চিন্তায় মগ্ন থাকে (৩) দুষ্কার্যকারী (৪) যারা অপরকে অসৎ কার্যে সহযোগিতা করে।

#### ৫২২. শ্রোতাপত্তির চারটি অঙ্গ কী কী?

উত্তর: (১) সদ্ধর্ম শ্রবণ (২) জ্ঞানযোগে চিন্তা (৩) সত্য ধর্ম অনুশীলন (৪) সৎ পুরুষের সহচর্য।

#### ৫২৩. চারি মহাদ্বীপ কী কী?

উত্তর: (১) জম্বুদ্বীপ (২) উত্তরকুরু (৩) পূর্ব বিদেহ (৪) অপর গোয়ান।

#### ৫২৪. বিনয় মতে দান কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: বিনয় মতে দান চার প্রকার। যথা: ১. চীবর ২. পিণ্ডপাত ৩. শয়নাসন এবং ৪. ঔষধপত্র।

#### ৫২৫. কোন চারটি জিনিস আত্মীয় অথবা পরের ঘরে রাখা উচিত নয়?

উত্তর: ১. বলদ— খাটুনিতে মারা পড়ে ২. গাভী— দুধ দোহন করার ফলে বাছুরের জীবন নষ্ট হয় ৩. যানবাহন— আনাড়ির হাতে পড়ে নষ্ট হয় ৪. স্ত্রী— দুরাচারী হয়ে ওঠে।

৫২৬. চারি ব্রহ্মবিহার ভাবনা কী?

উত্তর: ১. মৈত্রী ভাবনা ২. করুণা ভাবনা ৩. মুদিতা ভাবনা ৪. উপেক্ষা ভাবনা।

৫২৭. উপাদান কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর: উপাদান চার প্রকার। যথা: ১. কাম উপাদান ২. দৃষ্টি উপাদান ৩. শীলব্রত উপাদান ৪. আত্মবাদ উপাদান।



বিবিধ শ্রেণি — ৫

৫২৮. পঞ্চ ইন্দ্রিয় কী কী?

উত্তর: ১. শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয় ২. বীর্য ইন্দ্রিয় ৩. স্মৃতি ইন্দ্রিয় ৪. সমাধি ইন্দ্রিয় ৫. প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়।

৫২৯. পঞ্চবল কী কী?

উত্তর: ১. শ্রদ্ধা বল ২. বীর্য বল ৩. স্মৃতি বল ৪. সমাধি বল ৫. প্রজ্ঞা বল।

৫৩০. পঞ্চস্কন্ধ কী কী?

উত্তর: রূপ, বেদনা, সংস্কার, সংজ্ঞা ও বিজ্ঞান স্কন্ধকে পঞ্চস্কন্ধ বলা হয়।

৫৩১. পঞ্চাভিজ্ঞা কী কী ?

উত্তর: ১. বিবিধ ঋদ্ধি ২. দিব্য কর্ণ ৩. দিব্য চক্ষু ৪. পরচিন্ত্ত বিজ্ঞান জ্ঞান ৫. পূর্ব নিবাস জ্ঞান (জাতিস্মর জ্ঞান)।

৫৩২. মার কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: ১. দেবপুত্র মার ২. ক্লেশ মার ৩. অভিসংস্কার মার ৪. স্কন্ধ মার ৫. মৃত্যু মার।

৫৩৩. স্কন্ধ মার কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: ১. রূপস্কন্ধ ২. বেদনাস্কন্ধ ৩. সংজ্ঞাস্কন্ধ ৪. সংস্কারস্কন্ধ ও ৫. বিজ্ঞানস্কন্ধ।

৫৩৪. পঞ্চ কুশল কী কী?

উত্তর: ১. শীল ২. শ্রদ্ধা ৩. বীর্য ৪. স্মৃতি ৫. সমাধি।

৫৩৫. পঞ্চ নীবরণ কী কী?

উত্তর: ১. কামচ্ছন্দ বা বিষয় বাসনা ২. ব্যাপাদ বা হিংসা ৩. স্ত্যানমিদ্ধ বা

আলস্য তন্দ্রা ৪. ঔদ্ধত্য কৌকৃত্য বা চঞ্চলতা-অনুশোচনা এবং ৫. বিচিকিৎসা বা সন্দেহ।

**৫৩৬. চক্রমণের কয়টি গুণ ও কী কী?**

উত্তর: পাঁচটি গুণ। যথা:

১. দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে সমর্থ হয়,
২. নিরোগী হয়,
৩. ভূজুদ্রব্যাদি উত্তমরূপে পরিপাক হয়,
৪. লব্ধ সমাধি চিরস্থায়ী হয়, ও
৫. ধ্যান ভাবনা করতে সক্ষম হয়।

**৫৩৭. পঞ্চবর্গীয় শিষ্য কারা?**

উত্তর: কোণ্ডিন্য, বশ্গ, ভদ্রীয়, মহানাম ও অশ্বজিত ।

**৫৩৮. পাঁচ প্রকার অসৎ পুরুষের দান কী কী?**

- উত্তর: ১. স্বহস্তে দান করে না,  
 ২. গ্রহীতা এবং দানীয় বস্তুর প্রতি অবহেলা করে দান করে,  
 ৩. অনিচ্ছা সত্ত্বেও দান দেয়,  
 ৪. কর্ম ফলের প্রতি আস্থা না রেখে দান দেয়,  
 ৫. অগৌরবের সাথে দান দেয়।

**৫৩৯. পঞ্চ অপুণ্যকর দান কী কী?**

উত্তর: ১. মদ দান ২. নৃত্যগীত দান ৩. স্ত্রী দান ৪. গাভীদের গর্ভবতী করানোর জন্য বলদ দান এবং ৫. কামোদ্দীপক ছবি দান।

**৫৪০. প্রব্রজিতের কয়টি গুণ ও কী কী?**

উত্তর: পাঁচটি গুণ। যথা: ১. অপরের প্রতিপালক না হওয়া ২. নিঃস্বার্থ হওয়া ৩. স্বাবলম্বী হওয়া ৪. অকারণে অসময়ে যত্রতত্র ভ্রমণ না করা এবং ৫. কারো ভৃত্য না হওয়া।

**৫৪১. হিমালয় হতে উৎপন্ন পঞ্চ নদীর নাম কী কী?**

উত্তর: ১. গঙ্গা ২. যমুনা ৩. অচিরবতী ৪. মহী ও ৫. সরভূ।

**৫৪২. অশূন্য কল্প কয় প্রকার ও কী কী?**

উত্তর: অশূন্য কল্প পাঁচ প্রকার। যথা: ১. সার কল্প ২. মন্ড কল্প ৩. বর কল্প ৪. সারমন্ড কল্প ৫. ভদ্র কল্প।

**৫৪৩. পঞ্চবিধ তেজ কী কী?**

উত্তর: ১. শীল তেজ ২. গুণ তেজ ৩. প্রজ্ঞা তেজ ৪. পুণ্য তেজ ৫. ধর্ম তেজ।



৫৪৪. চক্ষু কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: পাঁচ প্রকার। যথা: ১. চর্ম চক্ষু ২. দিব্য চক্ষু ৩. প্রজ্ঞা চক্ষু ৪. সামন্ত চক্ষু ৫. বুদ্ধ চক্ষু।

৫৪৫. প্রত্যেক স্ত্রী লোককে জীবনে কয়টি বিষয়ে অধীন হতে হয়?

উত্তর: পাঁচটি। যথা: ১. তরণ বয়সে স্বামীগৃহে গমন করতে হয়,  
২. মাতা-পিতাকে ত্যাগ করতে হয়,

৩. অন্তঃসত্ত্বা হতে হয়,

৪. সন্তানের মা বা জননী হতে হয়, ও

৫. স্বামী বা পুরুষের বাধ্য থাকতে হয়।

৫৪৬. পঞ্চ কামগুণ কী কী?

উত্তর: ১. রূপ ২. শব্দ ৩. গন্ধ ৪. রস ও ৫. স্পর্শ।

৫৪৭. কোন স্ত্রীলোক কষ্ট পায় এবং নিরয়ে গমন করে?

উত্তর: পাঁচটি অগুণসম্পন্ন হলে। যথা:

১. শ্রদ্ধাহীন ২. লজ্জাহীন ৩. অবিবেচক ৪. ক্রোধী ও ৫. অজ্ঞানী।

৫৪৮. পাঁচ প্রকার সুখ কী কী?

উত্তর: ১. শীল সুখ ২. দেব সুখ ৩. মার্গ সুখ ৪. ধ্যান সুখ ৫. ফল সুখ।

৫৪৯. সূত্র পিটক কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: পাঁচ প্রকার। যথা: ১. দীর্ঘ নিকায় ২. মধ্যম নিকায় ৩. সংযুক্ত নিকায়  
৪. অঙ্গুত্তর নিকায় ৫. খুদ্দক নিকায়।

৫৫০. বিনয় পিটক কয়টি অংশে বিভক্ত ও কী কী?

উত্তর: পাঁচটি অংশে বিভক্ত। যথা: ১. পারাজিকা ২. পাচিসিয়া ৩. চুল্লবর্গ  
৪. মহাবর্গ ৫. পরিবার।

৫৫১. শক্তি কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর: পাঁচ প্রকার। যথা:

১. জ্ঞান শক্তি ২. ধ্যান শক্তি ৩. কর্ম শক্তি ৪. মন্ত্র শক্তি ৫. মার শক্তি।

৫৫২. পঞ্চ ভৈষজ্য কী কী?

উত্তর: ১. ঘি ২. মাখন ৩. মধু ৪. তৈল ৫. গুড়।

৫৫৩. পঞ্চ অন্তরায়কর বা অনন্তরীয় কর্ম কী কী?

উত্তর: ১. মাতৃহত্যা ২. পিতৃহত্যা ৩. অহিং হত্যা ৪. বুদ্ধের দেহ হতে রক্তপাত ৫. সংঘ ভেদ।

৫৫৪. অকুশল পথ কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: পাঁচ প্রকার। যথা:

১. অশ্রদ্ধা ২. ক্ষান্তিহীনতা ৩. আলস্য ৪. প্রমাদ ৫. অজ্ঞানতা ।

৫৫৫. পাঁচ প্রকার প্রীতি কী কী?

উত্তর: ১. ক্ষুদ্রিকা ২. ক্ষণিকা ৩. অবক্রান্তিকা ৪. উদ্বোগা ৫. ক্ষুরনা ।

৫৫৬. সমাধি শিক্ষায় কোন কোন পঞ্চ নীবরণ শেষ হয়?

উত্তর: যতদিন পঞ্চ নীবরণ শেষ না হয় ততদিন সমাধি শিক্ষা করা । যথা:

১. কামছন্দ ২. ব্যাপাদ ৩. স্ত্যানমিদ্ধ ৪. ঔদ্ধত্য কৌকৃত্য ৫. বিচিকিৎসা ।

৫৫৭. পঞ্চ অন্তর্ধান কী কী?

উত্তর: ১. ত্রিপিটক অন্তর্ধান ২. শীলাচার অন্তর্ধান ৩. মার্গফল অন্তর্ধান ৪.

প্রব্রজ্যা অন্তর্ধান ৫. ধাতু অন্তর্ধান ।

৫৫৮. স্বর্গের দেবতাদের আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার সময় কয়টি লক্ষণ দেখা দেয়?

উত্তর: পাঁচটি । যথা:

১. নন্দন কাননে উৎপত্তি ক্ষণে যে পুষ্পমালা গলায় ধারণ করে থাকেন তা মলিন হয়ে পড়ে,

২. দিব্য পোশাক মলিন হয়,

৩. দেহ হতে ঘাম নিঃসরণ হয়,

৪. দিব্য সুবর্ণ দেহ বিবর্ণ হয়, ও

৫. দেবাসনে চিত্ত রমিত হয় না ।

৫৫৯. ভগবানের পঞ্চবাদী ধর্ম কী কী?

উত্তর: ১. কালবাদী— কাল অনুযায়ী বলা,

২. ভূতবাদী— সত্য কথা বলা,

৩. অর্থবাদী— ইহকাল-পরকাল, মঙ্গল বিষয়ে কথা বলা ।

৪. ধর্মবাদী— লৌকিক ধর্ম ত্যাগ করে লোকোত্তর ধর্ম দেশনা করা ।

৫. বিনয়বাদী— দুঃশীলতা, দুনীতি পরিত্যাগ করে সুনীতি আচরণ করার কথা বলা ।

৫৬০. প্রাণী হত্যার কয়টি অঙ্গ ও কী কী?

উত্তর: পাঁচটি অঙ্গ । যথা: ১. প্রাণী হওয়া ২. প্রাণী বলে ধারণা করা ৩.

হত্যার চেতনা ৪. মারার উপক্রম বা উপায় ৫. সেই উপায়ে হত্যা করা ।

৫৬১. চুরি করার কয়টি অঙ্গ ও কী কী?

উত্তর: পাঁচটি অঙ্গ । যথা: ১. পরের গৃহীত বস্তু হওয়া ২. পরের গৃহীত বস্তু

বলে ধারণা করা ৩. চুরি করার চেতনা ৪. হরণ করার উপক্রম বা উপায় ৫.

সেই উপক্রমে হরণ করা ।

৫৬২. নৃত্যের কয়টি অঙ্গ ও কী কী?

উত্তর: পাঁচটি অঙ্গ। যথা: ১. দর্শনের অযোগ্য হওয়া ২. দর্শনের চেতনা ৩. দর্শনের ইচ্ছা ৪. অপরকে উৎসাহিত করা ৫. অপরকে দেখা।

৫৬৩. মাৎস্যর্য কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর: পাঁচ প্রকার। যথা: ১. আবাস মাৎস্যর্য ২. কূল মাৎস্যর্য ৩. লাভ মাৎস্যর্য ৪. বর্ণ মাৎস্যর্য ৫. ধর্ম বিষয়ক মাৎস্যর্য।

৫৬৪. পঞ্চ সুখ কী কী?

উত্তর: ১. প্রীতি ২. ভোগ ৩. আরোগ্য ৪. শীল ৫. সম্যকদৃষ্টি সম্পদ।

৫৬৫. পঞ্চ কল্যাণ মিত্র কী কী?

উত্তর: ১. মাতাপিতা ২. শিক্ষা গুরু ৩. শ্রামণ-ব্রাহ্মণ ৪. তথাগত বুদ্ধ ৫. নিজের মন বা চিত্ত।

৫৬৬. দান করলে পাঁচটি ফল লাভ হয় কী কী?

উত্তর: দান করলে পাঁচটি ফল লাভ হয়। যথা: ১. বহুজনে ভালবাসে ২. সাধু পুরুষেরা দাতার গুণ স্মরণ করে ৩. যশ কীর্তি লাভ হয় ৪. গৃহী জীবন সার্থক হয় ৫. মরণান্তে মনুষ্য কিংবা দেবতা হয়।

৫৬৭. দুঃশীল ব্যক্তির পাঁচটি অনর্থ কী কী?

উত্তর: দুঃশীল ব্যক্তির পাঁচটি অনর্থ ঘটে। যথা:

১. ইহলোকে যে দুঃশীল পঞ্চশীলাদি ভঙ্গ করে তার মহাভোগ সম্পত্তি থাকলেও প্রমাদ বশত তা বিনাশ হয়ে যায়। কৃষি কর্মে উন্নতি করতে পারে না। প্রব্রজিত দুঃশীল হলে বুদ্ধ বচন, ধ্যান এবং সপ্ত আর্ষধন হতে বিচ্যুত হয়।

২. অযশ-অকীর্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

৩. দুঃশীল ব্যক্তি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি ও শ্রামণ এই চারি প্রকার পরিষদের যে কোন সভায় যাক না কেন উদ্ভিগ্ন চিত্ত হয়ে থাকে।

৪. শীল বিপন্ন ব্যক্তি মৃত্যুকালে মূর্ছাপ্রাপ্ত হয়ে অজ্ঞানেই দেহত্যাগ করে।

৫. দুঃশীল ব্যক্তি দেহ ত্যাগ করে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি নিরয়ে প্রাপ্ত হয়।

৫৬৮. মরণশীল জগতে পাঁচটি বিষয় কেহ সঠিক জানতে পারে না, এগুলো কী কী?

উত্তর: ১. পরমাযু কত বছর কত মাস আছে কেউই জানতে পারে না।

২. কখন কোন ব্যাধি আক্রান্ত করবে কেউই বলতে পারে না।

৩. দিন আর রাত্রির কোন সময় মরতে হবে কেউই বলতে পারে না।

৪. পানিতে মরবে না স্থলে মরবে তা কেউই বলতে পারে না।

৫. মরণের পর পুনঃ মানব জন্ম হবে, না দেবকূল-ব্রহ্মকূলে, না চারি অপায়ে জন্ম হবে অর্হৎ ব্যতীত কেউই বলতে পারে না।

**৫৬৯. পৃথিবীতে পাঁচটি মহৎ সুশীতলতম স্থান কী কী?**

উত্তর: ১. বৃক্ষের ছায়া ২. মাতাপিতার ছায়া ৩. জ্ঞাতিগণের ছায়া ৪. রাজার ছায়া ৫. বুদ্ধের ছায়া।

**৫৭০. পঞ্চ নিষিদ্ধ ব্যবসা কী কী?**

উত্তর: ১. প্রাণী ব্যবসা ২. মাংস ব্যবসা ৩. অস্ত্র ব্যবসা ৪. বিষ ব্যবসা ৫. নেশা ব্যবসা।

**৫৭১. সম্মার্জনী করলে (ঝাড়ু দিলে) পাঁচটি ফল লাভ হয় কী কী?**

উত্তর: ১. ঝাড়ু দিলে তা দেখে নিজের চিত্ত প্রসন্ন হয় ২. অপরের চিত্ত প্রসন্ন হয় ৩. দেবতারা আনন্দিত হয় ৪. প্রসন্নতা জনিত পুণ্য সঞ্চিত হয় ও ৫. মরণের পর সুগতি স্বর্গলোকে জন্ম হয়।

**৫৭২. অপরকে সংশোধক ভিক্ষুর পাঁচটি ধর্ম কী কী?**

উত্তর: ১. যথাসময়ে বলব, অসময়ে নয়,  
২. যা সত্য তাই বলব, যা কল্পিত তা নয়,  
৩. মৃদুভাবে বলব, কর্কশভাবে নয়,  
৪. অর্থ সংহিত বাক্য বলব, অনর্থ সংহিত নয়, ও  
৫. মৈত্রীচিত্ত যুক্ত হয়ে বলব, দ্বেষযুক্ত চিত্তে নয়।

**৫৭৩. পঞ্চ ইন্দ্রিয় কী কী? সেগুলো কী কী দূর করে?**

উত্তর: বোধি বা পরম জ্ঞান লাভের পথে শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এ পাঁচটি ইন্দ্রিয় লাভ করে মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এগুলোকে বলা হয় পঞ্চেন্দ্রিয়। এদের মধ্যে—

১. শ্রদ্ধা— অশ্রদ্ধাকে দূরীভূত করে, ২. বীর্য— আলস্যকে দূরীভূত করে, ৩. স্মৃতি— প্রমাদকে দূরীভূত করে, ৪. সমাধি— ঔদ্ধত্য বা চিত্তের বিক্ষিপ্ত ভাবকে দূরীভূত করে। ৫. প্রজ্ঞা— অবিদ্যাকে দূরীভূত করে।

**৫৭৪. মানুষ পঞ্চ বৈরীর ভয়ে সর্বদা প্রকম্পিত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সেই পঞ্চবৈরী কারা?**

উত্তর: ১. অগ্নি— কষ্টে অর্জিত ধন-দৌলত যতই থাকুক অগ্নি সংযোগ হলে সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

২. জল— বন্যার জলে নিজেদের সর্বস্ব ভেসে যেতে পারে।

৩. রাজ ভয়— সরকার যদি ঘরবাড়ি, জমি-জমা হুকুম দখল করে, সব বাধ্য

হয়ে ছেড়ে দিতে হবে।

৪. অবাধ্য পুত্র-কন্যা ও অপ্রিয় জনদের কারণেও ধন-সম্পদ ধ্বংস হতে পারে।

৫. চোর, ডাকাত, গুন্ডা সর্বশেষ শত্রু।

৫৭৫. মানুষ পাপ করে কোন পাঁচটি কারণে?

উত্তর: ১. রাগের কারণে ২. হিংসার কারণে ৩. অজ্ঞতার কারণে ৪. অহংকারের কারণে ৫. মিথ্যাদৃষ্টির কারণে।

৫৭৬. মদ খাওয়ার লোকের পাঁচ অবস্থা কী কী?

উত্তর: ১. চোরের মত— অতিভক্তি চোরের লক্ষণ,  
২. বানরের মত— এই ঘর হতে ঐ ঘরে ঘুরে বেড়ায়,  
৩. নর্তকীর মত— মাতাল অবস্থায় পাগলের মত নাচ-গাচ করে,  
৪. শূকরের মত— শূকরের মত উল্টো-পাল্টা করে ঘুমায়, এবং  
৫. বাদুরের মত— মুখে খায় আবার মুখ দিয়ে বাহির করে।

৫৭৭. দেবগণের স্বর্গ হতে চ্যুতির পঞ্চবিধ পূর্বনিমিত্ত কী কী?

উত্তর: ১. দিব্য মালা মলিন হয় ২. দিব্য বস্ত্র মলিন হয় ৩. বক্ষ হতে শ্বেদ নির্গত হতে থাকে ৪. দেহ বিবর্ণ হয় ৫. দেবাসনে আর অভিরমিত হতে পারে না।

৫৭৮. কোন পাঁচটি গুণের অধিকারী মেয়েকে পুরুষেরা পছন্দ করে?

উত্তর: ১. সুন্দর চেহারা ২. বিভবান ঘরের মেয়ে ৩. চরিত্রবান ৪. উৎফুল্ল স্বভাবের এবং ৫. পুত্রবর্তী বা পুত্র সন্তান প্রসব করে।

৫৭৯. স্বর্গ-মোক্ষ লাভের পাঁচটি অন্তরায়কর কর্ম কী কী?

উত্তর: স্বর্গ-মোক্ষ লাভের অন্তরায় বা বাঁধা সৃষ্টি করে বলে অন্তরায়কর ধর্ম। এই অন্তরায়কর কর্ম পাঁচটি। নিম্নে সেগুলি আলোচনা করা হল। যথা:

১. কর্ম অন্তরায়— মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎ হত্যা, দ্বেষচিন্তে বুদ্ধ দেহ হতে রক্তপাত, সঙ্ঘভেদ ও ভিক্ষুণী দুষক। ভিক্ষুণী দুষক কর্ম মোক্ষের অন্তরায় করে, স্বর্গের নয়।

২. ক্লেশ অন্তরায়— অহেতুক অক্রিয়া ও নাস্তিক এই ত্রিবিধ নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি।

৩. বিপাক অন্তরায়কর কর্ম— অহেতুক বিপাক চিন্তে জন্ম।

৪. উপবাদ অন্তরায়কর কর্ম বা আর্যনিন্দা— ক্ষমা প্রার্থনার পর তা আর অন্তরায়কর হয় না।

৫. আদেশ অতিক্রম অন্তরায়কর কর্ম— স্বেচ্ছায় প্রাপ্ত আপত্তি হতে মুক্ত না

হওয়া পর্যন্ত অন্তরায়কর থাকে।

**৫৮০. বুদ্ধধর্ম মতে জড় ও চেতন রাজ্যের পাঁচটি নিয়ম কী কী?**

**উত্তর: ১.** ঋতু নিয়ম— যেমন সময়োপযোগী বৃষ্টি হওয়া, বায়ু প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি।

২. কর্ম নিয়ম— কর্ম ও কর্ম ফলের নিয়ম, যেমন ভাল ও মন্দ ফল প্রদান করে।

৩. বীজ নিয়ম— অঙ্কুর বা বীজের, যেমন ধানের বীজ হতে ধান জন্মায়, আখ হতে আখ, চিনির স্বাদ পাওয়া যায়। মধু হতে মধুর স্বাদ পাওয়া যায় ইত্যাদি।

৪. চিত্ত নিয়ম— মানসিক নিয়ম, যেমন চিত্তের গতি প্রণালী ও মনের শক্তি ইত্যাদি।

৫. ধর্ম নিয়ম— স্বাভাবিক নিয়ম যেমন বোধিসত্ত্বের শেষ জন্মে সংঘটিত ঘটনা এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভৃতি।

**৫৮১. পাঁচ প্রকার চক্ষু কী কী?**

**উত্তর: ১.** বুদ্ধচক্ষু— এই ব্যক্তি রাগচরিত, এ দ্বেষ চরিত, এই মোহ চরিত, এই বিতর্ক চরিত, এই ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান, জ্ঞানবান এসম্বন্ধে জ্ঞানকে বুদ্ধ চক্ষু বলে।

২. ধর্মচক্ষু— প্রজ্ঞাচক্ষু, মহাপ্রজ্ঞা, পৃথুপ্রজ্ঞা, তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা, প্রতীক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত, চতুর্বিধ বিশারদ প্রাপ্ত, দশবলধারী, পুরুষ, সিংহ, অনন্তজ্ঞান, অনন্ততেজ, অনন্তযশ, সম্পন্ন আঢ্য, মহাধনী, নেতা, বিনেতা, প্রজ্ঞাপেতা, দর্শী, প্রসাদেতা ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানকে ধর্মচক্ষু বলে।

৩. দিব্যচক্ষু— মানসিক চক্ষুর অতীব বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষুকে হীন, উত্তম, সুবর্ণ, দুর্বর্ণ, সুগত, দুর্গত সত্ত্বগণকে চ্যুত ও উৎপন্ন হতে জানতে পারাকে দিব্য চক্ষু বুঝায়।

৪. মাংস চক্ষু— সাধারণ চক্ষুে দর্শন লাভ করে যেইটুকু জানতে পারা যায় তাই মাংসচক্ষু।

৫. সামন্ত চক্ষু— সম্যকসম্বুদ্ধের ধ্যানচিত্ত সম্বন্ধে জানা যায়।

**৫৮২. স্ত্রীর প্রতি স্বামীর পাঁচটি কর্তব্য কী কী?**

**উত্তর: ১.** সম্মাননা— স্ত্রীর প্রতি স্বামী সর্বদা যথোপযুক্ত মর্যাদাসূচক বাক্য ব্যবহার করবে।

২. অবমাননা— কখনও অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নয়।

৩. অনতিচরিয়া— অন্য স্ত্রী লোকের প্রতি আসক্ত হতে নেই অথবা স্বীয় স্ত্রীর উপর কোন প্রকার অত্যাচার বা উৎপীড়ন করা অনুচিত।

৪. উসসরিয চোসসগ্নো— স্ত্রীকে গৃহ কর্মের যথাযথ কার্যভার অর্পন করবে।

৫. অলঙ্কারানুগ্গদানং— তাকে যথাসময়ে সামর্থ্য অনুযায়ী বসন-ভূষণ এবং প্রসাধন দ্রব্যাদি প্রদান করবে।

**৫৮৩. স্বামীর প্রতি স্ত্রীর পাঁচটি কর্তব্য কী কী?**

উত্তর: ১. সুসংবিহিতা কন্মন্ত— সুচারু রূপে গৃহ কর্ম সম্পাদন করবে।

২. সুসঙ্গহিত পরিজনা— বিনীত ব্যবহার ও সহৃদয়তার দ্বারা আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারস্থ সকলের হৃদয় আকর্ষণ করবে।

৩. অনতিচারিনী— অন্য পুরুষের প্রতি কদাপি আসক্ত না হয়ে সর্বদা পতিপরায়ণা হবে।

৪. সম্ভতঞ্চ অনুরক্খণং— স্বামীর উপার্জিত সম্পত্তি ও গৃহসামগ্রী সযত্নে রক্ষা করবে।

৫. দুক্খ চ অনলসা সব্বাকিচ্ছেসু— নিপুণতা ও অনলসভাবে যাবতীয় কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করবে।

**৫৮৪. কুহক মিথ্যা জীবিকা কয় প্রকার?**

উত্তর: পাঁচ প্রকার। যথা: ১. কুহন কর্ম— শীল বিরহিত ভিক্ষু অত্যন্ত শীলবান বলে প্রদর্শন করা এবং আচার্য হবে মনে করে নিজের নিকট অবিদ্যমান গুণ সকল বিদ্যমান রয়েছে বলে প্রকাশ করাকেই কুহন কর্ম বলে।

২. লপন কর্ম— আলাপন প্রত্যয় লাভ হেতু তদানুরূপ লাভোপযোগী কথা বলার ইচ্ছায় অলঙ্ঘ্য হয়ে কিছু চাওয়াকে লপন কর্ম বলে।

৩. নিমিত্ত কর্ম— স্বকীয় ইচ্ছানুরূপ প্রত্যয় লাভের জন্য কোন নিমিত্ত প্রদর্শন করাকে নিমিত্ত কর্ম বলে।

৪. নিষ্পেষণ কর্ম— অপরের গুণকে মুছে ফেলে নিজের গুণ বর্ণনা করা ও পরের লাভের হানি করে নিজের লাভবান হওয়ার উপায়। এরূপ কর্মকে নিষ্পেষণ কর্ম বলে।

৫. লাভের দ্বারা লাভ অন্বেষণ কর্ম— চারি আনা দান প্রাপ্ত হয়ে পরে অন্যের নিকট হতে প্রতিদান পাবার ইচ্ছায় সেই চারি আনা তাকে দান করাই লাভের দ্বারা লাভ অন্বেষণ কর্ম বলে।

**৫৮৫. কোন পাঁচ প্রকার নারীকে ত্যাগ করা উচিত?**

উত্তর: ১. চতুরা রমণী ২. সুন্দরী রমণী ৩. প্রতিবেশীর পত্নী ৪. বহুজনের

প্রশংসিত রমণী এবং ৫. যারা সঙ্গীরূপে বরণ করার জন্য অন্বেষণ করে।

#### ৫৮৬. পঞ্চ কল্যাণবতী নারী কে?

উত্তর: ১. কেশ কল্যাণবতী— যেই নারী ময়ূরপুচ্ছ সদৃশ মস্তকের ভ্রমর কৃষ্ণ কেশ কলাপ পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত নামিয়া অগ্রভাগ উর্ধ্বমুখী হয়ে বিরাজ করে, ইহাকেই বলা হয় কেশ কল্যাণবতী।

২. মাংস কল্যাণবতী— যেই নারী দস্তাবরণ অধরোষ্ঠ পক্ষ বিম্বফলের বর্ণের মত ও সুখ স্পর্শ হয়, ইহাকেই বলা হয় মাংস কল্যাণবতী।

৩. অস্থি কল্যাণবতী— যেই নারী দন্তরাশি শ্বেতবর্ণ, সমান, ঘন, ছিদ্রহীন ও সুদক্ষ শিল্পীর সুকৌশলে রচিত বৈদূর্য পংক্তির মত শোভা প্রাপ্ত হয়, ইহাকেই বলা হয় অস্থি কল্যাণবতী।

৪. ছবি কল্যাণবতী— যেই নারী দেহ কর্মস্নিগ্ধ, মসৃণ, অপরূপ রূপশ্রীমণ্ডিত, দর্শনীয় ও কর্ণিকার পুষ্পের মত শ্বেতবর্ণ ইহাকেই বলা হয় ছবি কল্যাণবতী।

৫. বয়স কল্যাণবতী— দশ অথবা বিশটি সন্তানের জননী হলেও ষোড়শী যুবতীর মত স্থির যৌবনা যে নারী, তাকেই বলা হয় বয়স কল্যাণবতী। বিশাখা এই পঞ্চ কল্যাণবতী নারী।

#### ৫৮৭. মাতাপিতা পুত্র সন্তান আশা করে কোন্ পাঁচটি কারণে?

উত্তর: ১. বৃদ্ধকালে লালন-পালন করবে,

২. জরুরী কার্য সম্পাদন করবে,

৩. উপার্জিত ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করবে,

৪. বংশের কুল রক্ষা করবে, ও

৫. মৃত্যুর পর শীলবান শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দিয়া তার পুণ্য কার্য সম্পাদন করে দেবে।

#### ৫৮৮. পাঁচ প্রকার শক্তি কী কী?

উত্তর: ১. জ্ঞানশক্তি ২. ধ্যানশক্তি ৩. কর্মশক্তি ৪. মন্ত্রশক্তি ৫. মারশক্তি।

#### ৫৮৯. পঞ্চ ভৈষজ্য কী কী?

উত্তর: (১) ঘি (২) মাখন (৩) মধু (৪) তৈল (৫) গুড়।

#### ৫৯০. পাঁচ প্রকার বন্দনা কী কী?

উত্তর: ১. উৎকুটিক বন্দনা ২. অঞ্জলি বন্দনা ৩. দন্ডবৎ বন্দনা ৪. পঞ্চগঙ্গ বন্দনা ৫. অষ্টাঙ্গ বন্দনা।

৫৯১. নব প্রব্রজিত উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ভগবান তথাগতের পাঁচটি অমূল্য উপদেশ কী?



**উত্তর:** নতুন প্রব্রজ্জিত উপসম্পদাপ্রাপ্ত নবীন ভিক্ষুরা যাতে পঞ্চধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সম্যকরূপে তা গ্রহণ করে এবং এর আশ্রয়েই অবস্থান করে, তৎপ্রতি প্রত্যেক প্রবীণ ভিক্ষুরই যেন লক্ষ্য থাকে বুদ্ধ আনন্দকে এরূপ নীতিমূলক উপদেশ দেন—

১. তোমরা সুদুর্লভ মুক্তিপদ সুগত শাসনের আশ্রয় নিয়েছ। এ সুযোগে তোমরা শীলবান হও, প্রাতিমোক্ষ সংবরশীলে বিমণ্ডিত হও। সুসংযত হয়ে ধর্ম-বিনয়ের অনুকূলে বিচরণ কর। আচার-গোচর সম্পন্ন ও অনুমাত্র দোষেও ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদ সমূহ শিক্ষা কর। অন্তরে একথা গুলো সম্যকরূপে ধারণ করে সানন্দে প্রতিপালন কর।

২. তোমরা ষড়েন্দ্রিয়ে সংযম অবলম্বন করে বিচরণ কর এবং স্মৃতিমান হয়ে মনোনিবেশ সহকারে এ নীতিধর্ম রক্ষা কর।

৩. তোমরা হবে মিতভাষী (কম কথা বলবে)।

৪. তোমরা হও অরণ্যবাসী। অরণ্যেই শয়ন করবে, অরণ্যেই অতিবাহিত করতে দিবস, যামিনী এবং অরণ্য বিহারী হয়ে প্রতিপালন করবে শ্রমধর্ম।

৫. তোমরা সম্যক বিশ্বাসী ও সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হও।

**৫৯২. স্ত্রীলোকদের পাঁচ প্রকার লোভ কী কী?**

**উত্তর:** ১. আহার লোভ ২. অলঙ্কার লোভ ৩. পরপুরুষ লোভ ৪. ধন লোভ ৫. ভ্রমণ লোভ।

**৫৯৩. ক্ষমাশীলের পাঁচটি গুণ কী কী?**

**উত্তর:** বহুজনের প্রিয় হয়, শত্রুহীন হয়, নির্দোষী হয়, সজ্ঞানে মৃত্যু হয়, আর মরণের পরে সুগতি স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে থাকে।

**৫৯৪. বহুভাষী ব্যক্তির পাঁচটি দোষ কী কী?**

**উত্তর:** মিথ্যা বাক্য বলে ফেলে, পিশুন বাক্য বলে ফেলে, কর্কশ বাক্য বলে ফেলে, সম্প্রলাপ বা বৃথা কথা বলে ফেলে, এর ফলে মৃত্যুর পরে অপায় দুর্গতি ও নরকে উৎপন্ন হয়।



বিবিধ শ্রেণি — ৬

**৫৯৫. ষড়্ভিজ্ঞা কী কী?**

**উত্তর:** ১. বিবিধ ঋদ্ধি ২. দিব্য কর্ণ ৩. দিব্য চক্ষু (জীবের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান) ৪. পরচিন্তা বিজ্ঞান জ্ঞান ৫. পূর্ব নিবাস জ্ঞান (জাতিস্মর জ্ঞান) ৬. আসবক্ষয় জ্ঞান।

**৫৯৬. ভগবান বুদ্ধ হতে কয়টি রঙ প্রতিফলিত হয়?**

উত্তর: ছয়টি। যথা: ১. নীল (আকাশী) ২. পীত (হলুদ) ৩. লোহিত (লাল) ৪. ওদাত (শ্বেত বা সাদা) ৫. মঞ্জিষ্ঠা (কমলা) এবং ৬. প্রভাস্বর (মিশ্র রঙ)।

**৫৯৭. মূর্খ লোকের কয়টি দোষ?**

উত্তর: ছয়টি দোষ। যথা: ১. ভালকে মন্দ ২. মন্দকে ভাল ৩. সত্যকে মিথ্যা ৪. মিথ্যাকে সত্য ৫. ন্যায়কে অন্যায় এবং ৬. অন্যায়কে ন্যায় বলে।

**৫৯৮. ধর্মের গুণ কয়টি ও কী কী?**

উত্তর: ছয়টি। যথা: ১. বুদ্ধের ধর্ম সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত ২. স্বয়ং দৃষ্ট ৩. কালকালহীন ৪. এসে দেখো বলে আহ্বানের উপযুক্ত ৫. নির্বাণগামী এবং ৬. বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক প্রত্যক্ষীতব্য।

**৫৯৯. ধর্ম শ্রবণের ছয়টি ফল কী কী?**

উত্তর: ধর্ম শ্রবণের ছয়টি সুফল। যথা:

১. অশ্রুত বিষয় শুনা যায়।
২. মিথ্যা শ্রুতি সংশোধন হয়, শ্রুত বিষয় পরিশুদ্ধ হয়।
৩. সংশয় বিনষ্ট হয়, অধর্ম বিষয়ে সন্দেহ দূর হয়।
৪. দৃষ্টি সোজা হয়, সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হয়।
৫. চিত্ত প্রসন্ন হয় এবং
৬. কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি লাভ হয়।

**৬০০. ছয় প্রকার প্রীতি কী কী?**

উত্তর: ১. কামজ প্রীতি ২. কোমলজাত প্রীতি ৩. শুদ্ধজাত প্রীতি ৪. একাকীবাসে প্রীতি ৫. সমাধিজাত প্রীতি ৬. বোধ্যঙ্গজাত প্রীতি।

**৬০১. মহিলার পুরুষের মৈথুন সংসর্গ ছাড়াও কয়টি কারণে গর্ভ উৎপত্তি হয় ও কী কী?**

উত্তর: ছয়টি কারণে। যথা: ১. কায় সংসর্গ ২. দর্শন ৩. শুক্রপান ৪. নাভি স্পর্শ ৫. বস্ত্র সংসর্গ দ্বার ৬. আত্মাণ নেওয়ার দ্বারা।

**৬০২. ছয় প্রকার বিজ্ঞান কী কী?**

উত্তর: ১. চক্ষুবিজ্ঞান ২. শ্রোত্রবিজ্ঞান ৩. ঘ্রাণবিজ্ঞান ৪. জিহ্বাবিজ্ঞান ৫. কায়বিজ্ঞান ৬. মনবিজ্ঞান।

**৬০৩. নেশা পানের কয়টি কুফল?**

উত্তর: ছয়টি। যথা: ১. অকারণে ধনহানি হয় ২. অতিশয় কলহ বৃদ্ধি পায় ৩. বিবিধ রোগ উৎপত্তি হয় ৪. দুর্নাম রটে ৫. নির্লজ্জ হয় ৬. হিতাহিত জ্ঞান

থাকে না।

৬০৪. আনন্দের সাথে কে কে প্রব্রজ্যা নিয়েছিলেন?

উত্তর: ১. উপালী ২. অনুরুদ্ধ ৩. দেবদত্ত ৪. কিম্বিল ৫. ভদ্রী ৬. ভৃগু।

৬০৫. ছয়প্রকার তৃষ্ণা কী কী?

উত্তর: ১. রূপতৃষ্ণা ২. শব্দতৃষ্ণা ৩. গন্ধতৃষ্ণা ৪. রসতৃষ্ণা ৫. স্পর্শতৃষ্ণা ৬. ধর্মতৃষ্ণা।

৬০৬. নীবরণ ছয়টি কী কী?

উত্তর: ১. কামচ্ছন্দ ২. ব্যাপাদ ৩. স্ত্যানমিদ্ধ ৪. ঔদ্রত্য-কৌকৃত্য ৫. বিচিকিৎসা ও ৬. অবিদ্যা।

৬০৭. ছয় হেতু কী কী?

উত্তর: তিন অকুশল হেতু এবং তিন কুশল হেতু। যথা: লোভ, দ্বেষ, মোহ এবং অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ।

৬০৮. ষড়বর্গীয় ভিক্ষু কারা ছিলেন?

উত্তর: ১. পান্ডুক ২. লোহিতক ৩. অশ্বজিত ৪. পুনর্ব্বসু ৫. মৈত্রেয় ও ৬. ভূমিজ্জক।

৬০৯. অসময়ে ভ্রমনের ছয়টি দোষ কী কী?

উত্তর: ১. নিজেও অগুপ্ত অরক্ষিত হয়, ২. স্ত্রী-পুত্রও অগুপ্ত অরক্ষিত হয়, ৩. বিষয়-সম্পত্তি অগুপ্ত অরক্ষিত হয়, ৪. সর্বদা আশঙ্কায়ুক্ত হয়ে চলতে হয়, ৫. পাপকর্মের মিথ্যা কলঙ্ক আরোপিত হয় ও ৬. বিবিধ দুঃখজনক ব্যাপারের মূল কারণ হয়। এই ছয়টি বিষয় অসময়ে ভ্রমন করার নিশ্চিত বিষময় ফল।

৬১০. ভোগসম্পত্তি বিনাশের ছয়টি দোষযুক্ত কাজ কী কী?

উত্তর: ১. সুরা-গাঁজা অহিফেনাদি প্রমাদকর নেশাদ্রব্য সেবনে অনুরক্ত হলে।

২. যখন তখন, সময়ে অসময়ে বিনা প্রয়োজনে পাড়ায় পাড়ায় অথবা গৃহে গৃহে ভ্রমনে নিযুক্ত হলে।

৩. নৃত্য-গীতাদি দর্শনে নিযুক্ত থাকিলে।

৪. তাস-পাশা ও জুয়া ক্রীড়াদিতে নিযুক্ত থাকিলে।

৫. পাপমিত্রের সাথে সম্পর্ক থাকিলে এবং

৬. অলসতায় নিযুক্ত থাকিলে, কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ভোগসম্পত্তি বিনষ্ট হতে থাকে।

৬১১. সময় অপব্যবহারের ষড়বিধ দোষযুক্ত কাজ কী কী?

উত্তর: ১. কোথায় নৃত্য হচ্ছে ২. কোথায় গান হচ্ছে ৩. কোথায় বাদ্য হচ্ছে

৪. কোথায় উপন্যাসিক গল্পগুজব হচ্ছে ৫. কোথায় কংসতাল হচ্ছে এবং ৬.

কোথায় চারিস্বর বাদ্য হচ্ছে। এই ষড়বিধ বিষয়ে নিযুক্ততা হেতু সময়ের অনর্থক অপব্যবহার দোষ ঘটে।

### ৬১২. অলস ব্যক্তির ষড়বিধ দোষ কী কী?

উত্তর: ১. অতি শীত বলে কাজ করে না,

২. অতি উষ্ণ বলে কাজ করে না,

৩. অতি সন্ধ্যা বলে কাজ করে না,

৪. অতি ভোর বলে কাজ করে না,

৫. অতি ক্ষুধা এই মনে করে কাজ করে না, ও

৬. অতি আলস্যবোধ হচ্ছে এই বলে কাজ করে না। এইরূপে দিন যাপনকারীরা তার অনুৎপন্ন ভোগ সম্পদ উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন ভোগসম্পদ পরিক্ষয় হয়।

### ৬১৩. অভিধর্ম মতে দান কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: অভিধর্মের বিধানানুসারে দান ছয় প্রকার। যথা: ১. বর্ণ ২. শব্দ ৩. গন্ধ ৪. রস ৫. স্পৃশ্য এবং ৬. এই সমস্ত ধর্মসমূহ।

### ৬১৪. নারীরা কিসে আসক্ত?

উত্তর: নারীরা ছয় প্রকার বিষয়ে আসক্ত। যথা: ১. আহার লোলপতা ২. অলঙ্কার লোলপতা ৩. ধন লোলপতা ৪. পদ লোলপতা ৫. ভ্রমণ লোলপতা এবং ৬. পরপুরুষ লোলপতা।

### ৬১৫. বুদ্ধ সময়কালীন ছয়জন তীর্থীয় আচার্যের নাম কী কী?

উত্তর: বুদ্ধ সময়কালীন ছয়জন ধর্মগুরু বা তীর্থীয় আচার্যের নাম— ১. পূরণ কশ্যপ ২. মক্খলি গোসাল ৩. অজিত কেশকম্বলী ৪. পকুধ কচ্চায়ন ৫. নিগণ্ঠ নাতপুত্র ৬. সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্র।

### ৬১৬. ছয়টি স্বর্গ কী কী?

উত্তর: ১. চতুর্মহারাজিক স্বর্গ ২. তাবতিংস স্বর্গ ৩. যাম স্বর্গ ৪. তুষিত স্বর্গ ৫. নির্মাণরতি স্বর্গ ৬. পরনির্মিতবশবর্তী স্বর্গ।

### ৬১৭. চিত্ত সুস্থির না হওয়ার ছয়টি হ্রিদ কী?

উত্তর: আলস্য, প্রমাদ, অনুৎসাহ, অসংযমতা, অতিনিদ্রা ও তন্দ্রা। এই ষড়বিধ হ্রিদ সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।



বিবিধ শ্রেণি – ৭

৬১৮. সপ্ত বোধ্যঙ্গ কী কী?

উত্তর: ১. স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ২. ধর্ম বিচয় সম্বোধ্যঙ্গ ৩. বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ ৪. প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ৫. প্রশান্তি সম্বোধ্যঙ্গ ৬. সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ৭. উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ।

৬১৯. সপ্ত মহাবৃক্ষের নাম কী কী?

উত্তর: ১. জম্বুদ্বীপে জম্বুবৃক্ষ ২. অসুরদের চিত্ত পাটলী বৃক্ষ ৩. গরুড়দের সিংহলী বৃক্ষ ৪. অপর গোয়ানের কদম্ব বৃক্ষ ৫. উত্তরকুরুর কল্প বৃক্ষ ৬. পূর্ব বিদেহের সিরিশ বৃক্ষ এবং ৭. তাবতিংস স্বর্গের পারিজাত বৃক্ষ।

৬২০. সাত সুগতি ভূমি কী কী?

উত্তর: ১. মনুষ্য লোক ২. চতুর্মহারাজিক স্বর্গ ৩. তাবতিংস স্বর্গ ৪. যাম স্বর্গ ৫. তুষিত স্বর্গ ৬. নির্মাণরতি স্বর্গ এবং ৭. পরিনির্মিত বশবর্তী স্বর্গ।

৬২১. সপ্ত বিশুদ্ধি বলতে কি বুঝ?

উত্তর: ১. শীল বিশুদ্ধি ২. চিত্ত বিশুদ্ধি ৩. দৃষ্টি বিশুদ্ধি ৪. কঙ্খাউত্তরণ বিশুদ্ধি ৫. মার্গামার্গ জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি ৬. প্রতিপদ জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি ও ৭. জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি।

৬২২. সপ্ত আর্য ধন কী কী?

উত্তর: ১. শ্রদ্ধা ২. শীল ৩. লজ্জা ৪. ভয় ৫. শ্রুতি ৬. ত্যাগ ৭. প্রজ্ঞা।

৬২৩. সপ্ত অপরিহার্য ধর্ম কী কী?

উত্তর: ১. প্রত্যেকদিন একসাথে সভায় একত্র হওয়া।

২. সভা শেষে সবাই একত্রে চলে যাওয়া এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কাজ একযোগে সবাই মিলে সম্পাদন করা।

৩. পুরনো সুনীতিগুলো উচ্ছেদ না করা।

৪. বৃদ্ধ ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সেবা-পূজা করা।

৫. কুলস্ত্রী কুল কুমারীদের সতীত্ব নষ্ট না করা বরং ধর্মদ্বারে নারীদের স্বাধীনতা প্রদান করা।

৬. চৈত্যাগুলোকে যথা নিয়মে পূজা করা।

৭. অর্হৎ, শীলবান ভিক্ষুদের নিরুপদ্রবে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয়া।

৬২৪. সপ্ত পরিহার্য ধর্ম কী কী?

উত্তর: ১. ভিক্ষু ও সাধু সৎপুরুষের দর্শন হতে বিরত হলে,

২. সদ্ধর্ম শ্রবণে উদাসীন হলে,

৩. ভিক্ষু ও প্রভৃতি সাধু সৎপুরুষের প্রতি অগ্রসন্ন হলে,

৪. বিক্ষিপ্ত চিন্তে বা অমনযোগে ধর্ম শ্রবণ করলে,

৫. পঞ্চশীল পালন না করলে,

৬. পরের দোষান্বেষী হলে, ও

৭. বুদ্ধ শাসনের বাইরে দান দেয়ার পাত্র খুঁজে বেড়ালে।

**৬২৫. সাত প্রকার সজ্ঞ দান কী কী?**

উত্তর: ১. বুদ্ধসহ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সজ্ঞকে দান ২. বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীসজ্ঞকে দান ৩. অনির্দিষ্ট ভিক্ষু সজ্ঞকে দান ৪. নির্দিষ্ট ভিক্ষু সজ্ঞকে দান ৫. সজ্ঞ হতে ‘এতজন ভিক্ষু ও এতজন ভিক্ষুণী চাই’ বলে নির্দিষ্টভাবে চাওয়া ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সজ্ঞকে দান ৬. সেভাবে নির্দিষ্ট কেবল ভিক্ষুসজ্ঞকে দান ৭. সেভাবে নির্দিষ্ট কেবল ভিক্ষুণীসজ্ঞকে দান।

**৬২৬. অভিধর্ম পিটক কয়টি ও কী কী?**

উত্তর: সাতটি। যথা: ১. ধর্ম সঙ্গনী ২. বিভঙ্গ ৩. ধাতুকথা ৪. কথাবথু ৫. পুদগল পঞ্ণত্তি ৬. যমক ৭. পট্টঠান।

**৬২৭. বুদ্ধের সাতটি রত্ন কী কী?**

উত্তর: ১. শীলরত্ন ২. সমাধিরত্ন ৩. প্রজ্ঞারত্ন ৪. বিমুক্তিরত্ন ৫. বিমুক্তিজ্ঞান দর্শন রত্ন ৬. চারি প্রতিসম্প্রদা রত্ন ৭. সপ্ত বোধ্যঙ্গ রত্ন।

**৬২৮. চক্রবর্তী রাজার সপ্ত রত্ন কী কী?**

উত্তর: ১. হস্তী রত্ন ২. অশ্ব রত্ন ৩. স্ত্রী রত্ন ৪. গৃহপতি রত্ন ৫. পরিণায়ক রত্ন ৬. মনি রত্ন ৭. চক্র রত্ন।

**৬২৯. আটানটিয় সূত্রে কয়টি বুদ্ধের কথা বলা হয়েছে এবং কী কী?**

উত্তর: সাতটি। যথা: ১. বিপস্‌সি বুদ্ধ ২. শিখী বুদ্ধ ৩. বেস্‌সভু বুদ্ধ ৪. ককুসন্ধ বুদ্ধ ৫. কোণাগমন বুদ্ধ ৬. কাশ্যপ বুদ্ধ ৭. গৌতম বুদ্ধ।

**৬৩০. জীবিত অবস্থায় নরকে গিয়েছিলেন কে কে?**

উত্তর: ১. দেবদত্ত ২. সুপ্রবুদ্ধ ৩. চিপ্পণ রমণী ৪. নন্দযক্ষ ৫. কোকালিক ভিক্ষু ৬. নন্দ নামক যুবক ৭. রেবতী।

**৬৩১. সপ্ত ধ্যান অঙ্গ কী কী?**

উত্তর: ১. বিতর্ক ২. বিচার ৩. প্রীতি ৪. একাত্মতা ৫. সৌমনস্য ৬. দৌমনস্য ৭. উপেক্ষা।

**৬৩২. পণ্ডিতের লক্ষণ কী কী?**

উত্তর: ১. ক্ষমা ২. মৈত্রী ৩. দয়া ৪. সহ্য ৫. ধৈর্য ৬. বীর্য ৭. নির্ভয়তা।

**৬৩৩. অনুশয় ক্রেশ কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর: সাত প্রকার। যথা: ১. কাম বাসনা ২. ভব বাসনা ৩. ক্রোধ ৪. মান

৫. ভ্রান্ত ধারণ (মিথ্যাদৃষ্টি) ৬. সংশয় (বিচিকিৎসা) ৭. অবিদ্যা।

**৬৩৪. গৌতম বুদ্ধের সাতটি স্মরণীয় দিন কী কী?**

উত্তর: ১. বৃহস্পতিবার— মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ (আষাঢ়ী পূর্ণিমায়),

২. শুক্রবার— ভূমিষ্ঠ হন-লুম্বিনী কাননে (বৈশাখী পূর্ণিমায়),

৩. শনিবার— ধর্মচক্র প্রবর্তন-সারণাথে (আষাঢ়ী পূর্ণিমায়),

৪. রবিবার— দাহক্রিয়া-কুশীনগরে (আষাঢ়ী পূর্ণিমায়),

৫. সোমবার— গৃহত্যাগ-২৯ বছর বয়সে (আষাঢ়ী পূর্ণিমায়),

৬. মঙ্গলবার— মহাপরিনির্বাণ-কুশীনগরে (বৈশাখী পূর্ণিমায়) ও,

৭. বুধবার— বুদ্ধত্বলাভ, ৩৫ বছর বয়সে বুদ্ধগয়া বোধিবৃক্ষ মূলে (বৈশাখী পূর্ণিমায়)।

**৬৩৫. প্রজ্ঞা শিক্ষা কী কী?**

উত্তর: সপ্ত অনুশয় ক্লেশ যতদিন ধ্বংস না হয় ততদিন শিক্ষা করা। যথা: ১.

কামরাগ ২. ভব রাগ ৩. প্রতিঘাত ৪. মান ৫. বিচিকিৎসা ৬. অবিদ্যা

৭. শীলব্রত পরামর্শ।

**৬৩৬. কোন সাতটি ধর্ম ভিক্ষু-শ্রামণদিগকে উন্নতির দিকে ধাবিত করে?**

উত্তর: ১. বুদ্ধ গৌরব ২. ধর্ম গৌরব ৩. সংঘ গৌরব ৪. শিক্ষা গৌরব ৫.

সমাধি গৌরব ৬. অপ্রমাদ গৌরব ৭. সাদরে পরোপকার গৌরব।

**৬৩৭. কোন সাতটি কারণে মানবের অধঃপতন হয়?**

উত্তর: ১. যেই ভিক্ষু বা সাধু সৎ পুরুষের দর্শন করে না।

২. যেই স্বধর্ম শ্রবণ করে না।

৩. যেই পঞ্চশীল-অষ্টশীল পালন করে না।

৪. যেই সৎ পুরুষের বা ভিক্ষুর প্রতি অপ্রসন্ন হয়।

৫. যেই দোষ গ্রহণার্থ ধর্ম শ্রবণ করে।

৬. যেই নিত্য ছিদ্র অন্বেষণ করে।

৭. যেই সজ্ঞ ক্ষেত্রের বাহিরে গ্রহীতা অন্বেষণ ও গৌরব প্রদর্শন করে।

**৬৩৮. অনুশয় ক্লেশ কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর: সাত প্রকার। যথা: (১) কাম বাসনা (২) ভব বাসনা (৩) ক্রোধ (৪)

মান (৫) ভ্রান্ত ধারণা (মিথ্যাদৃষ্টি) (৬) সংশয় (বিচিকিৎসা) (৭) অবিদ্যা।

**৬৩৯. ইন্দ্রত্ব লাভের কয়টি অঙ্গ?**

উত্তর: সাতটি অঙ্গ। যথা: ১. মাতাপিতার সেবা ২. বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে সেবা

পূজা ৩. মিষ্টি মধুর বাক্য ভাষণ ৪. পিণ্ডন বাক্য ভাষণ হতে বিরতি ৫.

কৃপণতা ত্যাগ করা  
হওয়া।

৬. ধর্মত সত্য বাক্য ভাষণ এবং ৭. ক্রোধহীন

### ৬৪০. চৈতসিক কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর: চৈতসিক ৫২ প্রকার। সেগুলো আবার সাত ভাগে বিভক্ত। যথা:

১. সর্বচিন্ত সাধারণ চৈতসিক ৭টি। যথা: স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, একাগ্রতা, জীবিতেন্দ্রি, মনস্কার।

২. প্রকীর্ণ চৈতসিক ৫টি। যথা: বিতর্ক, বিচার, অধিমোক্ষ, বীর্য, প্রীতি, ছন্দ।

৩. অকুশল চৈতসিক ১৪টি। যথা: মোহ, অহ্রী, অনপত্রপা, ঔদ্ধত্য, লোভ, দৃষ্টি, ঈর্ষা, মাৎসর্য, কৌকৃত্য, স্ত্যান, মিদ্ধ, বিচিকিৎসা।

৪. শোভন সাধারণ চৈতসিক ১৯টি। যথা: শ্রদ্ধা, স্মৃতি, হ্রী, অপত্রপা, অলোভ, অদ্বেষ, তত্রমধ্যস্থতা, কায়-প্রশদ্ধি, চিত্ত-প্রশদ্ধি, কায়-লঘুতা, চিত্ত-লঘুতা, কায়-মৃদুতা, চিত্ত-মৃদুতা, কায়-কর্মণ্যতা, চিত্ত-কর্মণ্যতা, কায়-প্রগুণতা, চিত্ত-প্রগুণতা, কায়-ঋজুতা, চিত্ত-ঋজুতা।

৫. বিরতি চৈতসিক ৩টি। যথা: সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব।

৬. অগ্রমেয়ে চৈতসিক ২টি। যথা: করুণা, মুদিতা।

৭. প্রজ্ঞেন্দ্রিয় চৈতসিক ১টি। যথা: প্রজ্ঞেন্দ্রিয় চৈতসিক।

### ৬৪১. পর্বতরাজ সুমেরুকে ঘিরে থাকা সপ্ত পর্বত কী কী?

উত্তর: যুগন্ধর, ঈষধর, করবীক, সুদর্শন, নেমিস্কর, বিনতক ও অশ্বকর্ণ।



বিবিধ শ্রেণি – ৮

### ৬৪২. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী?

উত্তর: ১. সম্যক দৃষ্টি ২. সম্যক সংকল্প ৩. সম্যক বাক্য ৪. সম্যক কর্ম ৫. সম্যক আজীব ৬. সম্যক প্রচেষ্টা ৭. সম্যক স্মৃতি ৮. সম্যক সমাধি।

### ৬৪৩. অষ্ট অক্ষণ কী কী?

উত্তর: ১. নরক ২. তির্যক ৩. প্রেত ৪. অরূপ ও অসংজ্ঞ লোক ৫. প্রত্যন্ত দেশে জন্ম ৬. ইন্দ্রিয় বিকলতা ৭. মিথ্যাদৃষ্টি কুলে জন্ম এবং ৮. বুদ্ধ অনুৎপত্তিকাল।

### ৬৪৪. আট প্রকার মারের সৈন্য কী কী?

উত্তর: ১. রতি বা কাম—নারীর প্রতি লোভ,

২. অরতি—ভিক্ষুত্ব জীবনে চিত্ত রমিত না হওয়া,



৩. ক্ষুৎপিপাসা— ক্ষুধা পাওয়া,
৪. তৃষ্ণা— নানা ধরনের খাদ্য-পানীয় খাওয়ার ইচ্ছা,
৫. স্ত্যানমিদ্ধ— আলস্য ও ঘুম,
৬. ভীৰুতা— একা একা থাকতে ভয় করা, ভাবনা করতে ভয় করা,
৭. বিচিকিৎসা— ত্রিরত্নের প্রতি সন্দেহ, ও
৮. ব্রক্ষ— অপরের গুণ এবং নাম-যশকে সহ্য করতে না পারা, অপরের গুণ ধ্বংস করার চেষ্টা করা এবং নিজেকে উৎকৃষ্ট করে অপরের ভুল ত্রুটি তুলে ধরা, অপরকে নিন্দা করা।

#### ৬৪৫. অষ্টলোক ধর্ম কী কী?

উত্তর: সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা।

#### ৬৪৬. সমাধি লাভের আট প্রকার অন্তরায় কী কী?

উত্তর: ১. লোভ ২. দ্বেষ ৩. মোহ ৪. ঔদ্ধত্য ৫. কৌকৃত্য ৬. বিচিকিৎসা ৭. প্রীতিহীনতা ৮. সুখের অবিদ্যমান।

#### ৬৪৭. কয়টি কারণে বৃষ্টি হয়?

উত্তর: আটটি কারণে। যথা: ১. নাগের প্রভাবে ২. সুপর্ণ প্রভাবে ৩. দৈব প্রভাবে ৪. সত্যক্রিয়া প্রভাবে ৫. ঋতুর ধর্মতা ৬. মারের আবর্তনা ৭. ঋদ্ধি বলে ৮. বিনাশক মেঘ দ্বারা।

#### ৬৪৮. ব্যতিক্রম ক্রেশ কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: আট প্রকার। যথা: ১. প্রাণীহত্যা ২. চুরি ৩. কামে মিথ্যাচার ৪. মিথ্যা বলা ৫. পিণ্ডন বাক্য ৬. পুরুষ বাক্য ৭. সম্প্রলাপ বাক্য ৮. অন্যায় জীবিকা।

#### ৬৪৯. শীল শিক্ষায় কোন কোন আট ক্রেশ ধ্বংস হয়?

উত্তর: ব্যতিক্রম আট ক্রেশ ধ্বংস করতে পারলে শীল শিক্ষা শেষ হয়। সেই আট ক্রেশ নিম্নরূপ : ১. প্রাণীহত্যা ২. চুরি করা ৩. ব্যাভিচার ৪. মিথ্যা বাক্য ৫. পিণ্ডন বাক্য ৬. সম্প্রলাপ বাক্য ৭. পুরুষ বাক্য ৮. মিথ্যা জীবিকা।

#### ৬৫০. কুমার সিদ্ধার্থে জন্মের সময় কে কে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর: ১. যশোধরা ২. সারথী হৃন্দক ৩. চারি মঙ্গলহস্তী ৪. অশ্বরাজ কঙ্ক ৫. অমাত্য কালুদায়ী ৬. রাজকুমার আনন্দ ৭. বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ ৮. চারি নিধিকুম্ভ।

#### ৬৫১. কোন আটটি কারণে নারীরা স্বামীকে অবজ্ঞা করে?

উত্তর: ১. দরিদ্রতা ২. আতুরতা ৩. বার্ষক্য ৪. সুরাসক্তি ৫. মূঢ়তা ৬.

অনবধানতা (অসতর্ক, অবিদিত) ৭. সর্বকার্যে স্ত্রীর অনুবর্তন ৮. নিজে না রেখে স্ত্রীর হাতে সর্বস্ব সমর্পণ।

#### ৬৫২. অষ্টবল কী কী?

উত্তর: ১. বালকের বল...রোদনে ২. স্ত্রীলোকের বল...ক্রোধে ৩. চোরের বল ...অস্ত্রে ৪. রাজার বল...সম্পদে ৫. মূর্খের বল...দোষ উত্থাপনে ৬. পণ্ডিতের বল...দমনে ৭. বহুশ্রুতের বল...উপায়ে ৮. শ্রমণ-ব্রাহ্মণের বল...ক্ষান্তিতে।

#### ৬৫৩. বুদ্ধি বৃদ্ধির আটটি উপায় কী কী?

উত্তর: ১. বয়স বৃদ্ধি দ্বারা ২. যশবৃদ্ধি দ্বারা ৩. পুনঃপুন জিজ্ঞাসার দ্বারা ৪. গুরুর নিকট বসবাস দ্বারা ৫. জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশ করা দ্বারা ৭. সযত্নে চর্চা দ্বারা ৮. প্রতিরূপ দেশে বসবাসের দ্বারা (যেই দেশে অনায়াসে পঞ্চশীল, অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল পালন করা যায়)।

#### ৬৫৪. কোন অষ্টবিধ উপায়ে স্ত্রীলোক পুরুষকে অভিভূত করে?

উত্তর: ১. রূপের দ্বারা ২. হাসির দ্বারা ৩. কথার দ্বারা ৪. গান দ্বারা ৫. অশ্রু দ্বারা ৬. পোশাক দ্বারা ৭. পুষ্প দ্বারা ৮. স্পর্শ দ্বারা।

#### ৬৫৫. বুদ্ধত্ব প্রার্থনার জন্য কি প্রয়োজন?

উত্তর: বুদ্ধত্ব প্রার্থনার জন্য অষ্ট অভিনীহা সম্পদের প্রয়োজন। সেই অষ্ট অভিনীহা হল : ১. পুরুষ হয়ে জন্ম লাভ ২. সংসার ত্যাগ করা ৩. অষ্ট সমাপত্তি লাভ ৪. বুদ্ধ হইবার বলবতী ইচ্ছা ৫. বুদ্ধের দর্শন লাভ করা ৬. মনুষ্য কূলে জন্ম ৭. প্রবল ত্যাগ শক্তি এবং ৮. অরহত্ব লাভের হেতু।

#### ৬৫৬. অষ্টরূপ কলাপ কী কী?

উত্তর: মাটি, পানি, বায়ু, তাপ, বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, ওজ।

#### ৬৫৭. ভূমিকম্পের প্রধান আটটি কারণ কী কী?

উত্তর: আটটি প্রধান কারণে ভূমিকম্প হয়। যথা:

১ম কারণ: এ মহাপৃথিবী জলের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এ জল বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত। যখন মহাবায়ু প্রবাহিত হয় তখন পৃথিবীকে ধারণকারী জল কম্পিত হয়। জল কম্পিত হলে পৃথিবীও কম্পিত হয়।

২য় কারণ: যে কোন ঋদ্ধিমান সংযত চিন্তা শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অথবা মহাশক্তিশালী মহানুভব দেবতার যদি পৃথিবী সংজ্ঞা সামান্য পরিমাণ এবং অপ (জল) সংজ্ঞা বলবৎভাবে ভাবিত হয় তাহলে তিনি এ পৃথিবীকে ঋদ্ধি প্রভাবে কম্পিত করতে পারেন। সঞ্চালিত করতে পারেন এবং প্রবলভাবে আন্দোলিত করতে পারেন। তথাগতের জীবনের ছয়টি মহিমান্বিত কর্ম

মুহুর্তে পৃথিবী কম্পিত হয়।

৩য় কারণ: যে মুহুর্তে বোধিসত্ত্ব স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে স্মৃতিসম্প্রযুক্ত জ্ঞানে মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। তখন এই পৃথিবী পুণ্যতেজে কম্পিত হয়।

৪র্থ কারণ: যে শুভক্ষণে অন্তিম জন্মধারী বোধিসত্ত্ব মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হন। তখন এই পৃথিবী পুণ্যতেজে কম্পিত-প্রকম্পিত হয়।

৫ম কারণ: যে মুহুর্তে তথাগত অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেন। তখন এই পৃথিবী জ্ঞান তেজে কম্পিত, প্রকম্পিত, সঞ্চালিত ও আন্দোলিত হয়।

৬ষ্ঠ কারণ: শুভক্ষণে তথাগত অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। তখন পৃথিবী সাধুবাদ প্রদান করতে কম্পিত হয়।

৭ম কারণ: যখন তথাগত স্মৃতিসম্প্রযুক্ত জ্ঞানে স্থায়ী আয়ুসংস্কার বিসর্জন দেন তখন পৃথিবী কারণ্যে কম্পিত, প্রকম্পিত ও ভয়ানকরূপে আন্দোলিত হয়।

৮ম কারণ: যখন তথাগত অনুপাদিশেষ নির্বাণ ধাতুতে পরিনির্বাণিত হয়, তখন এ মহাপৃথিবী রোদন করতে কম্পিত, প্রকম্পিত ও ভয়ানকরূপে আন্দোলিত হয়।

#### ৬৫৮. অষ্টপরিস্কার বলতে কি বুঝায়?

উত্তর: অষ্টপরিস্কার বলতে প্রব্রজিতগণের ব্যবহৃত আট প্রকার উপকরণকে বুঝায়। যথা: ১. সজ্জাটি ২. উত্তরাসঙ্গ ৩. অন্তর্বাস ৪. কটিবন্ধনী ৫. লৌহ বা মৃন্ময় পাত্র ৬. ক্ষুর বা রেজর ৭. সুঁচ-সূতা ৮. জল-ছাকনী।

#### ৬৫৯. আটটি মহানরক কী কী?

উত্তর: সঞ্জীব, কালসুত্ত, সজ্জাত, রোরুব, মহারোরুব, তাপন, মহাতাপন এবং অবীচি মহানরক।

#### ৬৬০. কামদমনের উপায় কী কী?

উত্তর: কামভাব জাগ্রত হলে আটটি বিষয়ের যেকোনোটি চিন্তা করতে হয়। যথা: ১. অশুভ চিন্তা ২. মরণ চিন্তা ৩. আহার্য বস্তুর প্রতি ঘৃণা উৎপাদন ৪. জগতের প্রতি উদাসীন বা উপেক্ষা ভাব ৫. অনিত্য বস্তুতে দুঃখ চিন্তা ৬. দুঃখময় বস্তুতে অনিত্য চিন্তা ৭. ত্যাগ চিন্তা ৮. যাবতীয় বিষয়ে বিরাগ চিন্তা।



## বিবিধ শ্রেণি— ৯

## ৬৬১. বুদ্ধের গুণ কয়টি ও কী কী?

উত্তর: নয়টি। যথা: ১. অর্হৎ ২. সম্যকসম্বুদ্ধ ৩. বিদ্যাচরণ সম্পন্ন ৪. সুগত ৫. লোকবিদ (কামলোক, রূপলোক, অরূপলোক সম্বন্ধে অভিজ্ঞ) ৬. অদম্যপুরুষদের দমনকারী অনুত্তর সারথী ৭. দেবতা ও মানুষের নির্বাণ ধর্মের শিক্ষক ৮. বুদ্ধ, এবং ৯. ভগবান।

## ৬৬২. সংঘের কয়টি গুণ ও কী কী?

উত্তর: সংঘের নয়টি গুণ। চার জোড়ায় আট ধরনের আর্য়শ্রাবক সমন্বিত ভগবানের শ্রাবক সংঘ— ১. সুপথে প্রতিষ্ঠিত ২. সোজা পথে প্রতিষ্ঠিত ৩. ন্যায়পথে প্রতিষ্ঠিত ৪. উত্তম পথে প্রতিষ্ঠিত ৫. আহ্বানের যোগ্য ৬. দূর থেকে আগত জ্ঞাতি মিত্রের ন্যায় খাদ্যভোজ্য পাওয়ার যোগ্য ৭. দানীয় সামগ্রী গ্রহণের যোগ্য ৮. নতঃশিরে অঞ্জলী বন্দনা করণীয় ৯. জগতে দেব নরের সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।

## ৬৬৩. সম্পত্তি কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: নয় প্রকার। যথা: ১. ভোগ সম্পত্তি ২. আয়ু সম্পত্তি ৩. আরোগ্য সম্পত্তি ৪. সৌন্দর্য সম্পত্তি ৫. প্রজ্ঞা সম্পত্তি ৬. মানবীয় সম্পত্তি ৭. দিব্য সম্পত্তি ৮. জাতি সম্পত্তি ৯. নির্বাণ সম্পত্তি।

## ৬৬৪. নবলোকোত্তর ধর্ম কী কী?

উত্তর: ১. স্রোতাপত্তি মার্গ ২. স্রোতাপত্তি ফল ৩. সকৃদাগামী মার্গ ৪. সকৃদাগামী ফল ৫. অনাগামী মার্গ ৬. অনাগামী ফল ৭. অর্হৎ মার্গ ৮. অর্হৎফল ৯. নির্বাণ।

## ৬৬৫. অর্হৎ কী?

উত্তর: সংক্ষেপে যার ১. নিদা ধ্বংস (জয়) ২. চঞ্চলতা ধ্বংস ৩. অলসতা ধ্বংস ৪. মানসিক দুঃখ নাই ৫. ক্ষুধা নাই ৬. দুর্বলতা নাই ৭. কায়িক-বাচনিক-মানসিক ত্রিধারে কোন পাপ করেন না ৮. দৈহিক চেহারা উজ্জ্বল-প্রসন্ন ৯. সিংহ গর্জনের মত দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ধর্মদেশনা করেন, তারাই অর্হৎ বা মুক্ত মানুষ।

## ৬৬৬. কোন নয়টি কারণে স্ত্রীলোকের কলঙ্ক রটে যায়?

উত্তর: ১-৩. যদি তারা সর্বদা আরামে, উদ্যানে, নদীতীরে বেড়াতে যায়, ৪-৫. যদি তারা সবসময় আত্মীয় স্বজন অথবা পরের বাড়িতে যাতায়াত করে ৬. যদি তারা সবসময় সেজেগুজে থাকে ৭. যদি তারা মদ খায় ৮. যদি তারা জানালা খুলে সর্বদা এদিক ওদিক তাকায় ৯. যদি তারা দরজায়

দাঁড়িয়ে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য দেখায়।

৬৬৭. বিভিন্ন সূত্রের উৎপত্তি স্থান ও কারণগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর: ১. মঙ্গল সূত্র: উৎপত্তি— জম্বুদ্বীপ। দেশনা করেছেন অনাথ পিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহারে।

২. রতন সূত্র: বৈশালী।

৩. করণীয় সূত্র: শ্রাবস্তীতে অবস্থান কালে হিমালয় পর্বতে।

৪. মোর পরিভুং: তিনটি পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করে চতুর্থ পর্বতশ্রেণী দণ্ডক হিরণ্য পর্বতে।

৫. বটক পরিভুং: এই পরিভ্রাণ ভগবান বুদ্ধ সারিপুত্র স্থবিরের নিকট দেশনা করেছিলেন।

৬. আটানাটিয়া সূত্র: রাজগৃহে গিজ্জাকূট পর্বতে অবস্থানকালে।

৭. ভূমি সূত্র: রাজগৃহে গিজ্জাকূট পর্বতে অবস্থানকালে।

৮. ধ্বজগ্র সূত্র: শ্রাবস্তীতে অনাথ পিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহারে।

৯. দশধর্ম সূত্র: শ্রাবস্তীতে অনাথ পিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহারে।

৬৬৮. নবাঙ্গ শাস্তাশাসন বলতে কী বুঝ?

উত্তর: ১. সূত্র ২. গেয় ৩. ব্যাকরণ ৪. গাথা ৫. উদান ৬. ইতিবৃত্ত ৭. জাতক ৮. অদ্ভুত ধর্ম ৯. বেদল্ল।

৬৬৯. নব সত্ত্বাবাস কী কী?

উত্তর: সত্ত্ব নয় প্রকার। যথা:

১. নানাত্বকায় নানাত্বসংজ্ঞী— মনুষ্য, কোনো কোনো দেবতা, কোনো কোনো বিনিপাতিক অসুর।

২. নানাত্বকায় একত্বসংজ্ঞী— ব্রহ্মকায়িক দেবতা, নিরয়-তির্যক প্রেত অসুরবাসী।

৩. একত্বকায় নানাত্বসংজ্ঞী— আভস্সর ব্রহ্মবাসী।

৪. একত্বকায় একত্বসংজ্ঞী— সুভকিণ্ণ ব্রহ্মবাসী।

৫. অসংজ্ঞসত্ত্ব — অসংজ্ঞ ব্রহ্মবাসী।

৬. আকাশানন্তায়তন সত্ত্ব — প্রথম অরূপবাসী।

৭. বিজ্ঞানানন্তায়তন সত্ত্ব — দ্বিতীয় অরূপবাসী।

৮. আকিঞ্চনায়তন সত্ত্ব — তৃতীয় অরূপবাসী।

৯. নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন সত্ত্ব — চতুর্থ অরূপবাসী।

বিবিধ শ্রেণি – ১০

৬৭০. ক্লেশমার কয়টি ও কী কী?

উত্তর: ১. লোভ ২. দ্বেষ ৩. মোহ ৪. মান ৫. মিথ্যাদৃষ্টি ৬. বিচিকিৎসা (সন্দেহ) ৭. আলাস্য-তন্দ্রা ৮. ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য ৯. নির্লজ্জতা ১০. নির্ভয়তা।

৬৭১. তথাগত বুদ্ধের ব্যবহার্য জিনিস কোথায় কোথায় আছে?

উত্তর: ১. মুকুটপুরে— বিছানার চাদর ২. বন্ধুমতিতে— ত্রিচীবর ৩. মথুরায়— পাত্র ৪. কুরু নগরে— বসবার আসন ৫. পাটলিপুত্রে— জল ছাঁকুনি পাত্র (ধর্মকরক) ও কটিবন্ধনী ৬. পাম্পগল রাজ্যে— স্নান চীবর ৭. কৌশল রাজ্যে— চর্ম খন্ড ৮. মিথিলায়— পাত্রাদার ও জল ছাঁকুনি বস্ত্র ৯. ইন্দ্রপ্রস্থে— ক্ষুর ও সুঁচ রাখার পাত্র ১০. উম্মির ব্রাহ্মণ গ্রামে— জুতা, কুচিকা ও থলে আছে।

৬৭২. অকুশল কর্মপথ কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: দশ প্রকার। যথা: ১. প্রাণীহত্যা ২. চুরি ৩. ব্যাভিচার ৪. মিথ্যা কথা ৫. কর্কশ কথা ৬. পিণ্ডন কথা ৭. সম্প্রলাপ কথা ৮. লোভ ৯. হিংসা ১০. মিথ্যাদৃষ্টি।

৬৭৩. কুশল কমপর্ষ কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: দশ প্রকার। যথা: ১. দান ২. শীল ৩. ভাবনা ৪. সম্মান ৫. সেবা ৬. পুণ্যদান ৭. পুণ্য অনুমোদন ৮. ধর্মদান ৯. ধর্ম শ্রবণ ১০. দৃষ্টি ঋজু কর্ম।

৬৭৪. রাজধর্ম কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর: ১. দান ২. শীল ৩. ত্যাগ ৪. ধর্মত জীবিকা ৫. দয়া ৬. অক্রোধ ৭. মৈত্রী ৮. অহিংসা ৯. ক্ষান্তি ১০. সত্য।

৬৭৫. বিশাখার প্রতি ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী কয়টি উপদেশ দিয়েছিলেন ও কী কী?

উত্তর: দশটি। যথা:

১. ঘরের আগুন বাইরে নিয়ো না।
২. বাইরের আগুন ভেতরে নিয়ো না।
৩. যে দেয় তাকে দিও।
৪. যে দেয় না তাকে দিও না।
৫. যে দিয়ে থাকে তাকে দিও এবং যে দেয় না তাকেও দিও।
৬. সুখে বসবে।
৭. সুখে আহার করবে।
৮. সুখে শয়ন করবে।

৯. অগ্নি পরিচর্যা করবে।

১০. অভ্যন্তরীণ দেবতাকে নমস্কার করবে।

**৬৭৬. উপাসকের দশগুণ কী কী?**

উত্তর: ১. যিনি উপাসক তিনি হবেন ভিক্ষু সংঘের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী,

২. ধর্মকে অধিপতিরূপে গ্রহণ করেন,

৩. সর্বদা যথাশক্তি দানে রত থাকেন,

৪. বুদ্ধ শাসনের পরিহানীমূলক কিছু দেখলে তার অভিবৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন,

৫. সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন এবং যাবতীয় মিথ্যাদৃষ্টিমূলক বিষয় ত্যাগ করেন,

৬. জীবনান্তেও অন্য ধর্মের গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন না,

৭. কায় বাক্যে সুসংযত হন,

৮. সর্বদা মৈত্রীপূর্ণ হৃদয়ে মিলেমিশে অবস্থান করেন,

৯. ঈর্ষাহীন হন, প্রবঞ্চক হয়ে বুদ্ধ শাসনে বিচরণ করেন না, ও

১০. সর্বদা বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘেরই শরণাপন্ন থাকেন।

**৬৭৭. কোন কোন মহাযোগী কত বছর শয়ন ত্যাগ করেছিলেন?**

উত্তর: ১. মহাকাশ্যপ স্থবির— ১২০ বছর

২. বক্কুলি স্থবির— ৮০ বছর

৩. অনুরুদ্ধ স্থবির— ৫৫ বছর

৪. মোগ্গলায়ন স্থবির— ৩০ বছর

৫. সারিপুত্র স্থবির— ৩০ বছর

৬. ভদ্রিয় স্থবির— ৩০ বছর

৭. সোন স্থবির— ১৮ বছর

৮. আনন্দ স্থবির— ১৫ বছর

৯. রাহুল স্থবির— ১২ বছর

১০. নালক স্থবির — আজীবন।

**৬৭৮. যাগু পান করলে কয়টি ফল পাওয়া যায় ও কী কী?**

উত্তর: ১. আয়ু ২. বর্ণ ৩. সুখ ৪. বল ৫. প্রজ্ঞা ৬. ক্ষুধা নিবৃত্তি ৭. পিপাসা নিবৃত্তি ৮. উদর বায়ু নিরসন ৯. বস্তিদেশ পরিশুদ্ধ ১০. ভুক্তদ্রব্য সম্যকভাবে জীর্ণ হয়।

**৬৭৯. দশ প্রকার আর্য সম্মত আলাপ কী কী?**

উত্তর: ১. অল্লোচ্ছা কথা— তৃষ্ণাবহুল না হইবার জন্য পরস্পরের আলাপ।

২. সন্তুষ্টি কথা— ধর্মতল্লব বিষয়ে সন্তুষ্টি থাকিবার আলাপ।
৩. প্রবিবেক কথা, যথা: ক. নির্জনবাস বিষয়ক (কায়-বিবেক) কথা। খ. কামচিন্তা ত্যাগে ধ্যান চিত্তোৎপাদক (চিত্ত বিবেক) কথা। গ. পঞ্চংস্কন্ধের আমিত্ব ত্যাগে (উপাদি বিবেক) কথা। এ তিন বিষয়ে আলাপ।
৪. অসংসর্গ কথা— স্ত্রী সংসর্গ ত্যাগে সুখ; এ প্রকার আলাপ।
৫. বীর্যানুষ্ঠান কথা— ধর্মানুষ্ঠান বীর্যোৎপাদনমূলক আলাপ।
৬. শীল কথা— শীল সম্বন্ধীয় আলাপ।
৭. সমাধি কথা— সমাধি সম্বন্ধীয় আলাপ।
৮. প্রজ্ঞা কথা— প্রজ্ঞা উৎপাদনমূলক আলাপ।
৯. বিমুক্তি কথা— অর্হত্ব ও নির্বাণ বিষয় আলাপ এবং
১০. বিমুক্তিজ্ঞান দর্শন কথা— অর্জিত জ্ঞানের পর্যবেক্ষণ আলাপ।

#### ৬৮০. দশ প্রকার কন্টক কী কী?

- উত্তর: ১. বিবেক বাসের কন্টক...জনসঙ্গপ্রিয়তা।
২. অশুভ চিন্তার কন্টক...শোভন নিমিত্ত।
  ৩. ইন্দ্রিয় সংযমের কন্টক...নাচ-গীত-বাদ্য-বিপরীত দর্শন।
  ৪. ব্রহ্মচার্যার কন্টক...স্ত্রীলোক।
  ৫. প্রথম ধ্যানের কন্টক...শব্দ।
  ৬. দ্বিতীয় ধ্যানের কন্টক...বিতর্ক বিচার।
  ৭. তৃতীয় ধ্যানের কন্টক...প্রীতি।
  ৮. চতুর্থ ধ্যানের কন্টক...নিঃস্বাস-প্রস্বাস।
  ৯. সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ সমাপ্তির কন্টক...সংজ্ঞা বেদনা।
  ১০. সাধারণের কন্টক...কাম-দেষ-মোহ।

#### ৬৮১. দশ প্রকার দেহের স্বভাব কী কী?

- উত্তর: ১. শীত ২. উষ্ণ ৩. ক্ষুধা ৪. পিপাসা ৫. বাহ্য ৬. প্রস্রাব ৭. কায়িক সংযম ৮. বাচনিক সংযম ৯. জীবিকা সংযম ১০. পুনঃজন্মদায়ক ভবচক্র।

#### ৬৮২. দশ প্রকার বন্ধন কী কী?

- উত্তর: ১. মাতা বন্ধন ২. পিতা বন্ধন ৩. স্ত্রী বন্ধন ৪. পুত্র বন্ধন ৫. মিত্র বন্ধন ৬. ধন বন্ধন ৭. লাভ-সৎকার বন্ধন ৮. জ্ঞাতি বন্ধন ৯. আধিপত্য বন্ধন ১০. পঞ্চকামগুণ বন্ধন।

#### ৬৮৩. বুদ্ধের দশবল কী কী?

- উত্তর: ১. দান বল ২. শীল বল ৩. ক্ষমা বল ৪. শ্রদ্ধা বল ৫. বীর্য বল ৬.



স্মৃতি বল ৭. হ্রী বল (পাপের প্রতি লজ্জা) ৮. অনপত্রপা (পাপের প্রতি ভয়)  
৯. সমাধি বল ও ১০. প্রজ্ঞা বল।

#### ৬৮৪. বুদ্ধের দশবল জ্ঞান কী কী?

উত্তর: তথাগত দশবল জ্ঞান সংযুক্ত ছিলেন বিধায় তাঁহাকে দশবল বুদ্ধ বলা হয়। দশবল বিবরণ—

১. কারণ-অকারণ জ্ঞান ২. কর্ম ও কর্মফল সম্পর্কে জ্ঞান ৩. কর্ম পরিচ্ছেদ জ্ঞান ৪. নানা ধাতু জ্ঞান বা লোক চরিত্র জ্ঞান ৫. সত্ত্বগুণের অভিপ্রায় সম্বন্ধে জ্ঞান ৬. ইন্দ্রিয়সমূহের (শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়) মৃদুতা-তীক্ষ্ণতা জ্ঞান ৭. ধ্যান ও তৎপ্রতিপক্ষ ক্লেশ ধর্ম জ্ঞান ৮. পূর্ব নিবাস স্মৃতি জ্ঞান ৯. সত্ত্বগুণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান এবং ১০. তৃষ্ণাক্ষয় বা আসবক্ষয় জ্ঞান।

#### ৬৮৫. দশ সংযোজন কী কী?

উত্তর: ১. সৎকায়দৃষ্টি ২. বিচিকিৎসা ৩. শীলব্রত পরামর্শ ৪. কামরাগ ৫. ব্যাপাদ (দ্বेष) ৬. রূপরাগ ৭. অরূপরাগ ৮. মান (অহংকার) ৯. ঔদ্ধত্য এবং ১০. অবিদ্যা।

#### ৬৮৬. দশ ক্লেশ কী কী?

উত্তর: ১. লোভ ২. দ্বেষ ৩. মোহ ৪. মান ৫. মিথ্যাদৃষ্টি ৬. বিচিকিৎসা ৭. স্ত্যান-মিদ্ধ ৮. ঔদ্ধত্য ৯. অহী (পাপের প্রতি লজ্জাহীনতা) এবং ১০. অনপত্রপা (পাপের প্রতি ভয়হীনতা)।

#### ৬৮৭. দশ উপক্লেশ কী কী?

উত্তর: ওভাস (আলোক দর্শন) ২. প্রীতি ৩. প্রশঙ্খি (প্রশান্তি) ৪. অধিমোক্ষ (বিদর্শন দ্বারা উৎপন্ন বলবতী শ্রদ্ধা) ৫. প্রগ্রহ (বীর্য) ৬. সুখ (সুখানুভূতি) ৭. এগণং (নির্ভুল জ্ঞান) ৮. উপট্টানং (উপ-প্রস্থাপন) ৯. উপেক্ষা এবং ১০. নিকন্তি (সূক্ষ্ম তৃষ্ণা)।

#### ৬৮৮. দশ প্রকার কুশল পথ কী কী?

উত্তর: ১. দান— যা সত্ত্বত্যাগ করে দেওয়া হয়, তাই দান।

২. শীল— কায়-মনো-বাক্যে সংযত করত সম্যকরূপে অনুশীলন বা অনুবর্তী হওয়াই শীল।

৩. ভাবনা— চারি সতিপট্টান বিষয়ে একাত্ততার সাথে পুনঃপুনঃ চিন্তা করবার নামই ভাবনা।

৪. সেবা অপচায়ন— গুণশ্রেষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান পূজা করাই অপচায়ন।

৫. বৈয়াকৃত্য— সেবা পরিচর্যা নিজের কাজের ন্যায় দেশের ও জনসমাজে উপকার কর্ম করাই বৈয়াকৃত্য।

৬. পুণ্যদান— নিজের সঞ্চিত পুণ্যাংশ দান করাই পুণ্যদান।

৭. পুণ্যানুমোদন— প্রসন্ন চিত্তে সম্পাদিত পুণ্য কর্মের প্রশংসা করাই পুণ্যানুমোদন।

৮. ধর্মশ্রবণ— শ্রদ্ধা, গৌরব সহকারে হিতকর উপদেশ মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ ও স্মৃতি সংরক্ষণই ধর্ম শ্রবণ।

৯. ধর্মোপদেশ— চারি আর্যসত্য প্রতীত্য সমুৎপাদনীতি, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রভৃতি অতি গৌরব সহকারে ধর্মদেশনা করাই ধর্মোপদেশ।

১০. দৃষ্টি ঋজুকর্ম— দৃষ্টি ঋজুকর্ম অর্থ কর্ম স্বকীয়তা জ্ঞান। প্রত্যেক জীব তার নিজের কর্মের দৃশ্যমান প্রতিমূর্তি এতাদৃশ জ্ঞানার্জন চেষ্টাই দৃষ্টি ঋজু কর্ম নামে অভিহিত।

**৬৮৯. খাওয়ার অযোগ্য দশ প্রকার প্রাণীর মাংস কী কী?**

উত্তর: ১. মনুষ্য মাংস ২. হস্তী মাংস ৩. অশ্ব মাংস ৪. কুকুর মাংস ৫. অহি (নাগ বা সাপ) মাংস ৬. সিংহ মাংস ৭. ব্যাঘ্র মাংস ৮. দ্বীপি (চিতাবাঘ) মাংস ৯. ভল্লুক মাংস এবং ১০. তরক্ষু (নেকড়ে বাঘ) মাংস। (ভিক্ষু-শ্রামণের) এই দশ প্রকার মাংস খাওয়ার অযোগ্য।

**৬৯০. আর্যনিন্দার ফল কী কী?**

উত্তর: যারা অর্হৎ বা আর্যদের নিন্দা করে তাদের নিম্নে দশটির মধ্যে অন্যতম অবস্থা প্রাপ্ত হয়—

১. সে শির পীড়া, শূলরোগ প্রভৃতির যে কোন তীব্র বেদনা ভোগ করে।

২. তার স্থায়ী শ্রম লব্ধ সম্পত্তির অপচয় হয়।

৩. তার শরীরের একাংশ পক্ষাঘাত গ্রস্থ, চক্ষুহানি, মেরুদণ্ড বিকৃত, কুষ্ঠরোগ প্রভৃতি গুরুতর রোগ উৎপন্ন হয়।

৪. সে উন্মাদ রোগগ্রস্ত হয়।

৫. তাকে রাজ্যোপরাধী সাব্যস্ত করে রাজকর্ম ত্যাগে বাধ্য করা হয়।

৬. সে অকৃতপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে জড়িত হয়ে নিদারুণ কলঙ্কের ভাগী হয়।

৭. তার নিজের আশ্রয়দাতা জ্ঞাতিগণের বিরোধ হয়।

৮. তার সঞ্চিত ধান্য পুতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

৯. স্বর্ণ-রৌপ্যাদি অঙ্গারতুল্য হয়, মণিমুক্তা কার্পাস বীজ তুল্য হয় এবং

গৃহের দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তু অন্ধ ও খঞ্জ হয়।

১০. বৎসরে দু'তিনবার তার গৃহদাহ হয়, কেউ শত্রুতা করে আগুন লাগিয়ে না দিলেও স্বভাবতই উৎপন্ন অগ্নিতে বা বজ্রপাতে গৃহদাহ হয়। ইহজন্মে দশবিধ শাস্তির যে কোন একটি ভোগ করে দেহান্তে নরকে উৎপন্ন হয়।

**৬৯১. ভাবনায় দশবিধ লৌকিক অন্তরায় কী?**

উত্তর: কূল, লাভ, নিকায়, করণীয়, কর্ম, পথ, জ্ঞাতি, রোগ, গ্রন্থ, ঋদ্ধি ও আরাম অন্তরায়।

**৬৯২. সূত্রানুসারে দান কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর: সূত্রানুসারে দান দশ প্রকার। যথা: ১. অন্ন ২. পানীয় ৩. বস্ত্র ৪. যান ৫. মালা ৬. সুগন্ধ দ্রব্য ৭. বিলেপন ৮. শয়নাসন ৯. আবাস এবং ১০. প্রদীপ বা প্রদীপের সমগ্রী।

**৬৯৩. দশ বিদর্শন জ্ঞান কী কী?**

উত্তর: ১. সংমর্শন জ্ঞান ২. উদয়-ব্যয় জ্ঞান ৩. ভঙ্গ জ্ঞান ৪. ভয় জ্ঞান ৫. আদীনব জ্ঞান ৬. নির্বেদ জ্ঞান ৭. মুমুক্ষা জ্ঞান ৮. প্রতিসংখ্যা জ্ঞান ৯. সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান এবং ১০. অনুলোম জ্ঞান।

**৬৯৪. দশ প্রকার পারমী কী কী?**

উত্তর: ১. দান পারমী ২. শীল পারমী ৩. নৈক্রম্য পারমী ৪. প্রজ্ঞা পারমী ৫. বীর্য পারমী ৬. ক্ষান্তি পারমী ৭. সত্য পারমী ৮. অধিষ্ঠান (দৃঢ় প্রত্যয়) পারমী ৯. মৈত্রী পারমী ১০. উপেক্ষা পারমী।

এই প্রত্যেক পারমী আবার পারমী, উপ-পারমী পরমার্থ পারমী ভেদে ত্রিশ প্রকার।



বিবিধ শ্রেণি – ১০+

**৬৯৫. একত্রিশ লোকভূমি কী কী?**

উত্তর: চার অপায়, সাত সুগতি ভূমি, এগার ব্রহ্মভূমি, পঞ্চম শুদ্ধাবাস ব্রহ্মভূমি, এবং চার অরূপ ব্রহ্মভূমি।

**৬৯৬. সাঁইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম কী কী?**

উত্তর: ১. চারি স্মৃতি প্রস্থান ২. চারি সম্যক ব্যায়াম ৩ চারি ঋদ্ধিপাদ ৪. পঞ্চ ইন্দ্রিয় ৫. পঞ্চবল ৬. সপ্ত বোধ্যঙ্গ ৭. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

**৬৯৭. ষোল প্রকার ব্রহ্মভূমি কী কী?**

উত্তর: ১. ব্রহ্ম পরিষদ ২. ব্রহ্ম পুরোহিত ৩. মহাব্রহ্মা ৪. পরিভাভ ৫.

অপ্রমাণভ ৬. আভস্র ৭. পরিভৃশভ ৮. অপ্রমাণশভ ৯. শুভাকীর্ণ ১০.  
বৃহৎফল ১১. অসংজ্ঞসত্ত্ব ১২. অব্হা ১৩. অতন্ত ১৪. সুদর্শ ১৫. সুদর্শী  
এবং ১৬. অকনিষ্ঠ।

**৬৯৮. একাদশ প্রকার অগ্নি কী কী?**

উত্তর: একাদশ প্রকার অগ্নি। যথা: ১. লোভ ২. দ্বেষ ৩. মোহ ৪. জন্ম ৫.  
জরা ৬. ব্যাধি ৭. মৃত্যু ৮. শোক ৯. দুঃখ দৌর্মনস্য ১০. বিলাপ পরিদেবন  
১১. উপায়াস অগ্নি।

**৬৯৯. দ্বাদশ আয়তন কী কী?**

উত্তর: আধ্যাত্মিক ছয় আয়তন— ১. চক্ষু আয়তন ২. শ্রোত্র আয়তন ৩. স্রাণ  
আয়তন ৪. জিহ্বা আয়তন ৫. কায় আয়তন ৬. মন আয়তন এবং বাহ্যিক  
ছয় আয়তন— ৭. রূপ আয়তন ৮. শব্দ আয়তন ৯. গন্ধ আয়তন ১০. রস  
আয়তন ১১. স্পৃষ্টব্য আয়তন ও ১২. ধর্ম আয়তন।

**৭০০. চৌদ্দ প্রকার অকুশল চৈতসিক কী কী?**

উত্তর: ১. লোভ ২. দ্বেষ ৩. মোহ ৪. মান ৫. দৃষ্টি ৬. ঈর্ষা ৭. মাৎসর্য ৮.  
কৌকৃত্য ৯. স্ত্যান ১০. মিত্র ১১. ঔদ্ধত্য ১২. বিচিকিৎসা ১৩. অহী ১৪.  
অনপত্রপা।

**৭০১. প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি ধারাবাহিক ভাবে বল।**

উত্তর: ১. অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কারের উৎপত্তি,  
২. সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞানের উৎপত্তি,  
৩. বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপের উৎপত্তি,  
৪. নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তনের উৎপত্তি,  
৫. ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শের উৎপত্তি,  
৬. স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনার উৎপত্তি,  
৭. বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণার উৎপত্তি,  
৮. তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদানের উৎপত্তি,  
৯. উপাদানের প্রত্যয়ে ভবের উৎপত্তি,  
১০. ভবের প্রত্যয়ে জন্মের উৎপত্তি, ও  
১১. জন্মের প্রত্যয়ে জরা, মরণাদির উৎপত্তি।

**৭০২. মৈত্রী ভাবনার কয়টি ফল ও কী কী?**

উত্তর: এগারটি। যথা: ১. সুখে ঘুমায় ২. সুখে জাহত হয় ৩. অশুভ স্বপ্ন  
দর্শন করে না ৪. মানুষের প্রিয় হয় ৫. নাগ-যক্ষ ও অমনুষ্যদের প্রিয় হয় ৬.  
দেবতারা তাদের রক্ষা করে ৭. অগ্নি-বিষ ও অস্ত্র প্রয়োগে তাদের মৃত্যু হয়

না ৮. সহজে চিত্ত সমাধিস্থ হয় ৯. মুখ মণ্ডল উজ্জ্বল হয় ১০. শান্তিতে দেহ ত্যাগ করে ১১. মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়।

৭০৩. চৌদ্দ প্রকার পুদগলিক দান কী কী?

উত্তর: ১. তির্যক জাতিকে দান ২. ব্যাধ, জেলে প্রভৃতিকে দান ৩. সাধারণ লোককে দান ৪. অষ্টসমাপ্তি লাভী সন্ন্যাসীকে দান ৫. শ্রোতাপন্নকে দান ৬. শ্রোতাপত্তি ফল লাভীকে দান ৭. সকৃদাগামীকে দান ৮. সকৃদাগামী ফল লাভীকে দান ৯. অনাগামীকে দান ১০. অনাগামী ফল লাভীকে দান ১১. অর্হৎকে দান ১২. অর্হৎফল লাভীকে দান ১৩. পচেকবুদ্ধকে দান ১৪. সম্যকসম্বুদ্ধকে দান।

৭০৪. ষোড়শ প্রকার সংশয় বা সন্দেহ কী কী?

উত্তর: ১. আমি কি অতীতে ছিলাম? ২. আমি কি অতীতে ছিলাম না? ৩. আমি কী ছিলাম? ৪. কিরূপ ছিলাম? ৫. কিরূপ অবস্থা হতে কিরূপ অবস্থায় আমার পরিবর্তন হয়েছিল? ৬. আমি কি ভবিষ্যতে থাকব? ৭. আমি কি ভবিষ্যতে থাকব না? ৮. কী হব? ৯. কিরূপ হব? ১০. কিরূপ অবস্থা হতে কিরূপ অবস্থায় আমার পরির্তন হবে? ১১. আমি কি বর্তমানে আছি? ১২. আমি কি নাই? ১৩. আমি কি হয়ে আছি? ১৪. কিরূপ আছি? ১৫. আমি কোথা হতে এসেছি এবং ১৬. কোথায় যাব?

৭০৫. চব্বিশ প্রকার প্রত্যয় কী কী?

উত্তর: ১. হেতু প্রত্যয় ২. আলম্বন প্রত্যয় ৩. অধিপতি প্রত্যয় ৪. অনন্তর প্রত্যয় ৫. সমনন্তর প্রত্যয় ৬. সহজাত প্রত্যয় ৭. অন্যান্য প্রত্যয় ৮. নিশ্রয় প্রত্যয় ৯. উপনিশ্রয় প্রত্যয় ১০. পূর্বজাত প্রত্যয় ১১. পশ্চাজাত প্রত্যয় ১২. আসেবন প্রত্যয় ১৩. কর্ম প্রত্যয় ১৪. বিপাক প্রত্যয় ১৫. আহার প্রত্যয় ১৬. ইন্দ্রিয় প্রত্যয় ১৭. ধ্যান প্রত্যয় ১৮. মার্গ প্রত্যয় ১৯. সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ২০. বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় ২১. অস্তি প্রত্যয় ২২. নাস্তি প্রত্যয় ২৩. বিগত প্রত্যয় ২৪. অবিগত প্রত্যয়।

৭০৬. প্রব্রজ্যা গ্রহণের অযোগ্য ব্যক্তি কারা?

উত্তর: ১. হস্ত ছিন্ন ২. পদ ছিন্ন ৩. হস্তপাদ ছিন্ন ৪. বর্ণ ছিন্ন ৫. নাসিকা ছিন্ন ৬. কর্ণ নাসিকা ছিন্ন ৭. অঙ্গুলি ছিন্ন ৮. অঙ্গুষ্ঠ ছিন্ন ৯. বাদুরের ডানার ন্যায় হস্ত বিশিষ্ট ১০. বামন ১১. কুজ ১৩. গলগণ্ড বিশিষ্ট ১৪. লক্ষণাহত ১৫. কশাহত ১৬. লিখিতক ১৭. শ্লীপদ ১৮. দুরারোগ্য রোগী ১৯. পরিষদ দূষক ২০. কানা ২১. খুনী ব্যক্তি ২২. খঞ্জ ২৩. পক্ষাঘাত রোগী ২৪. ইর্যাপথ রহিত ২৫. জরাগ্রস্ত দুর্বল ২৬. অন্ধ ২৭. মুক ২৮. বধির ২৯. অন্ধ ও মুক

৩০. অন্ধ ও বধির ৩১. মুক ও বধির ৩১. অন্ধ, মুক ও বধির ৩৩. নামজাদা চোর ৩৪. চৌর্যাপরাধে কারারুদ্ধ ৩৫. দাস ৩৬. রাজহত ৩৭. মৃগী রোগী এবং ৩৮. কুষ্ঠ রোগী।

৭০৭. বুদ্ধের ধর্ম নগরের বর্ণনা কিরূপ?

উত্তর: ধর্ম নগর...নির্বাণ। শীল...উহার প্রাচীর। লজ্জা...পরিখা। জ্ঞান...দ্বারমুখ। বীর্য...অট্টালিকা বা প্রাচীর ক্ষুদ্র গৃহ। শ্রদ্ধা...চৌকাঠ। স্মৃতি...দৌবারিক। প্রজ্ঞা...প্রাসাদ। সুসত্ত্ব...চত্বর। অভিধর্ম...শৃঙ্খাটক। বিনয়...বিচার।

৭০৮. বুদ্ধের শ্রাবকরা কে কোন গুণের অধিকারী?

১. প্রাচীনদের মধ্যে— কৌণ্ডিন্য শ্রেষ্ঠ।
২. মহাপ্রজ্ঞাবানদের মধ্যে— শারীপুত্র শ্রেষ্ঠ।
৩. মহাঋদ্ধিমানদের মধ্যে— মহামোহলায়ন শ্রেষ্ঠ।
৪. ধুতাজ্জীবীদের মধ্যে— মহাকশ্যপ শ্রেষ্ঠ।
৫. দিব্যচক্ষু সম্পন্নদের মধ্যে— অনুরুদ্ধ শ্রেষ্ঠ।
৬. উচ্চকুল জাতদের মধ্যে— কালিগোধার পুত্র।
৭. মিষ্টকণ্ঠীদের মধ্যে— লকুন্টক ভদ্রিয় শ্রেষ্ঠ।
৮. সিংহ নাদকারীদের মধ্যে— পিণ্ডেল ভারদ্বাজ শ্রেষ্ঠ।
৯. ধর্ম কথিকদের মধ্যে— মস্তানি পুত্র শ্রেষ্ঠ।
১০. সংক্ষিপ্ত ভাষিত বিষয়ে বিস্তৃত অর্থ বিভাজনকারীদের মধ্যে— মহাকাচায়ন শ্রেষ্ঠ।
১১. মনোরম কায় নির্মাতাদের মধ্যে— চুল্লপস্থক শ্রেষ্ঠ।
১২. সংজ্ঞা বিবর্তন কুশলীদের মধ্যে— মহাপস্থক শ্রেষ্ঠ।
১৩. শান্তি বসবাসকারীদের মধ্যে— সুভূতি শ্রেষ্ঠ এবং দক্ষিণা যোগ্যদের মধ্যেও সুভূতি শ্রেষ্ঠ।
১৪. খদির বনিয় আরণ্যিকদের মধ্যে— রেবত শ্রেষ্ঠ।
১৫. ধ্যানীদের মধ্যে— কজ্জা রেবত শ্রেষ্ঠ।
১৬. আরদ্ধবীর্যদের মধ্যে— সোণ কোলিবস শ্রেষ্ঠ।
১৭. স্পষ্ট ভাষণকারীদের মধ্যে— সোণ কোটিকন্ন শ্রেষ্ঠ।
১৮. মহালাভীদের মধ্যে— সীবলী শ্রেষ্ঠ।
১৯. শ্রদ্ধাকামীদের মধ্যে— বক্কলি শ্রেষ্ঠ।
২০. শিক্ষাকামীদের মধ্যে— রাহুল শ্রেষ্ঠ।

২১. শ্রদ্ধায় প্রব্রজিতদের মধ্যে— রাষ্ট্রপাল শ্রেষ্ঠ ।
  ২২. প্রথম শলাকা গ্রহণকারীদের মধ্যে— কুণ্ডধান শ্রেষ্ঠ ।
  ২৩. প্রত্যুৎপন্নমতিদের মধ্যে— বঙ্গীশ শ্রেষ্ঠ ।
  ২৪. সার্বিক অমায়িকদের মধ্যে— বঙ্গান্ত পুত্র উপসেন শ্রেষ্ঠ ।
  ২৫. শয্যাসন প্রজ্ঞাপনকারীদের মধ্যে— মল্লপুত্র দবর শ্রেষ্ঠ ।
  ২৬. ক্ষিপ্ত অভিজ্ঞান (অস্বাভাবিক শক্তি) লাভীদের মধ্যে— বাহিয় দারুচিরিয় শ্রেষ্ঠ ।
  ২৭. বিচিত্র কথিকদের মধ্যে— কুমার কশ্যপ শ্রেষ্ঠ ।
  ২৮. প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্তদের মধ্যে (বিশ্লেষণাত্মক প্রজ্ঞা প্রাপ্তদের)— মহাকোট্টী শ্রেষ্ঠ ।
  ২৯. বহুশ্রুতদের মধ্যে আনন্দ শ্রেষ্ঠ, স্মৃতিমানদের মধ্যে আনন্দ শ্রেষ্ঠ, গতিমানদের মধ্যে (সদাচারীদের) মধ্যে আনন্দ শ্রেষ্ঠ, ধৃতিমানদের মধ্যে (উদ্যম শীলদের) মধ্যে আনন্দ শ্রেষ্ঠ, উপস্থাপকদের ও তথাগত সেবকদের মধ্যে আনন্দ শ্রেষ্ঠ ।
  ৩০. মহাপরিষদ লাভীদের মধ্যে— উরুবেলা কাশ্যপ শ্রেষ্ঠ ।
  ৩১. কুল প্রসাদদের মধ্যে— কালুদায়ী শ্রেষ্ঠ ।
  ৩২. স্বাস্থ্যবানদের মধ্যে— বকুল শ্রেষ্ঠ ।
  ৩৩. পূর্বনিবাস অনুসরণকারীদের মধ্যে— সোভিত শ্রেষ্ঠ ।
  ৩৪. বিনয়ধরদের মধ্যে— উপালী শ্রেষ্ঠ ।
  ৩৫. ভিক্ষুগীদের মধ্যে উপদেশকারীদের মধ্যে— নন্দক শ্রেষ্ঠ ।
  ৩৬. ইন্দ্রিয়দ্বার রক্ষাকারীদের মধ্যে— নন্দ শ্রেষ্ঠ ।
  ৩৭. তেজধাতু কুশলীদের মধ্যে— সুগত শ্রেষ্ঠ ।
  ৩৮. উপস্থিত ক্ষেত্রে ভাষণকারীদের মধ্যে— রাধ শ্রেষ্ঠ ।
  ৩৯. রক্ষা চীবর পরিধানকারীদের মধ্যে— মোঘ রাজা শ্রেষ্ঠ ।
  ৭০৯. বুদ্ধের শ্রাবিকাদের কে কোন গুণের অধিকারী?
- উত্তর: ১. প্রাচীনদের মধ্যে— মহাপ্রজাপতি গৌতমী অগ্রগণ্য ।
২. মহাপ্রজ্ঞাবতীদের মধ্যে— ক্ষেমা শ্রেষ্ঠা ।
  ৩. ঋদ্ধিমতীদের মধ্যে— উৎপলবর্ণা অগ্রগণ্য ।
  ৪. বিনয়ধারীদের মধ্যে— পটাচারা অগ্রগণ্য ।
  ৫. ধর্মকথিকদের মধ্যে— ধর্মদিন্না অগ্রগণ্য ।

৬. ধ্যানশালীদের মধ্যে— নন্দা অগ্রগণ্য।  
 ৭. আরন্ধ বীর্যদের মধ্যে— সোণা অগ্রগণ্য।  
 ৮. দিব্যচক্ষু সম্পন্নাদের মধ্যে— সকলা অগ্রগণ্য।  
 ৯. ক্ষিপ্র অভিজ্ঞান (অতি প্রকৃত বিষয়ে জ্ঞান) সম্পন্নাদের মধ্যে— ভদ্রা কুণ্ডলকেশী অগ্রগণ্য।  
 ১০. পূর্ব নিবাস অনুসরণকারীদের মধ্যে— ভদ্রাকপিলানী অগ্রগণ্য।  
 ১১. মহা অভিজ্ঞা (অতি প্রকৃত বিষয়ে জ্ঞান) লাভীদের মধ্যে— ভদ্রা কাচ্চায়না অগ্রগণ্য।

১২. রক্ষচীবর পরিধানকারীদের মধ্যে— কিসা গৌতমী অগ্রগণ্য।

১৩. শ্রদ্ধাধিমুক্তাদের মধ্যে— সিগাল মাতা অগ্রগণ্য।

৭১০. বার প্রকার কর্ম কী কী?

উত্তর: ১. দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম ২. উপপজ্জ বেদনীয় কর্ম ৩. অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম ৪. অহোসি কর্ম ৫. গুরু কর্ম ৬. আসন্ন কর্ম ৭. আচরিত কর্ম ৮. অনির্দিষ্ট কর্ম ৯. জনক কর্ম ১০. উপস্তুম্বক কর্ম ১১. উপপীড়ক কর্ম ১২. উপঘাতক কর্ম।

৭১১. উপাসকগণের মধ্যে কে কোন গুণের অধিকারী?

উত্তর: ১. প্রথম শরণ গ্রহণকারীদের মধ্যে— বণিক তপুস্ ও ভল্লিক অন্যতম।

২. দায়কদের মধ্যে সুদত্ত গৃহপতি— অনাথপিণ্ডিক অগ্রগণ্য।

৩. ধর্মকথিকদের (ভাষক) মধ্যে— চিত্র গৃহপতি মচ্ছিক সঙ্ঘিক অগ্রগণ্য।

৪. চারি সংগৃহীত বস্তুদ্বারা পরিষদ সেবাকারীদের মধ্যে— আলবকের হথক অগ্রগণ্য।

৫. প্রণীত (উত্তম) বস্তুদায়কের মধ্যে— মহানাম শাক্য অগ্রগণ্য।

৬. মনোজ্ঞ দায়কের মধ্যে— উল্ল গৃহপতি অগ্রগণ্য।

৭. সজ্জ সেবকদের মধ্যে— উল্ল গৃহপতি অগ্রগণ্য।

৮. অবিচল আনুগত্য পরায়ণদের মধ্যে— সুর অম্বুট্টি অগ্রগণ্য।

৯. পুন্দাল প্রসন্নদের (জননন্দিত) মধ্যে— জীবক কুমার বচ্চ অগ্রগণ্য।

১০. বিশ্বস্তদের মধ্যে— নকুল পিতা গৃহপতি অগ্রগণ্য।

৭১২. উপাসিকাদের মধ্যে কে কোন গুণের অধিকারী?

উত্তর: ১. প্রথম শরণ গ্রহণকারীদের মধ্যে— সেনানি কন্যা সুজাতা অন্যতম।



২. দায়িকাদের মধ্যে— মিগারমাতা বিশাখা অন্যতমা।
৩. বহুশ্রুতাদের মধ্যে— খুজ্জুত্তরা অন্যতমা।
৪. মৈত্রী বিহারিনীদের মধ্যে— শ্যামাবতী অন্যতমা।
৫. ধ্যানশীলাদের মধ্যে— নন্দমাতা উত্তরা অন্যতমা।
৬. প্রণীত (উত্তম) বস্ত্র দায়িকাদের মধ্যে— কোলিয় কন্যা সুপ্রবাসা।
৭. রোগী সেবাকারিনীদের মধ্যে— উপাসিকা সুপ্রিয়া অন্যতমা।
৮. অবিচল আনুগত্য পরায়ণাদের মধ্যে— কতায়নী অন্যতমা।
৯. বিশ্বাসীনিদের মধ্যে— গৃহপত্নী নকুলমাতা অন্যতমা।
১০. গতানুগতিক প্রসন্নাদের মধ্যে— কুরর ঘরের উপাসিকা কালী অন্যতমা।

#### ৭১৩. বিয়াল্লিশ প্রকার ধাতু কী কী?

উত্তর: ২০টি পৃথিবী (মাটি) ধাতু : কাঠিন্য লক্ষণ, ১২টি আপ (জল) ধাতু : তরল লক্ষণ, ৬টি তেজ ধাতু : শীতোষ্ণ লক্ষণ, এবং ৪টি বায়ু ধাতু : সঞ্চালন লক্ষণ।

#### ৭১৪. মিত্র ও অমিত্রের (বন্ধু ও শত্রু) ষোড়শবিধ লক্ষণ কী কী?

উত্তর: মিত্র অমিত্রের ষোড়শবিধ লক্ষণ। তুলনামূলক ভাবে সেসব নিয়ে আলোচনা করা গেল :

মিত্রের ১৬টি লক্ষণ	অমিত্রের ১৬টি লক্ষণ
১. আপনার দর্শন লাভে যিনি প্রতিবার উৎফুল্ল হন।	১. যে ব্যক্তি বিষন্ন হয়।
২. আপনার বন্ধুকে যিনি বন্ধুর মতো মনে করেন।	২. যে ব্যক্তি শত্রুর মতো মনে করে।
৩. আপনার শত্রুকে যিনি সর্বদা বর্জন করেন।	৩. যে ব্যক্তি শত্রুর সাথে মিত্রতা করে।
৪. আপনার সুখ্যাতি শুনলে যিনি আনন্দিত হন।	৪. যে ব্যক্তি প্রতিবাদ করে।
৫. আপনার দুর্নাম শুনলে যিনি প্রতিবাদ করেন।	৫. যে ব্যক্তি আনন্দিত হয়।
৬. আপনার গোপন বিষয় যিনি অন্যের নিকট প্রকাশ করেন না।	৬. যে ব্যক্তি প্রকাশ করে।
৭. আপনার নিকট নিজের গোপন কথা যিনি প্রকাশ করেন না।	৭. যে ব্যক্তি প্রকাশ করে।

৮. সকলের নিকট যিনি আপনার গুণকীর্তন করেন।	৮. যে ব্যক্তি গুণকীর্তন করে না।
৯. সকলের নিকট যিনি আপনার প্রজ্ঞার প্রশংসা করেন।	৯. যে ব্যক্তি প্রশংসা করে না।
১০. আপনার ক্ষতিতে যিনি দুঃখ অনুভব করেন।	১০. যে ব্যক্তি সুখ অনুভব করে।
১১. আপনার লাভের কথা শুনে যিনি আনন্দ অনুভব করেন।	১১. যে ব্যক্তি আনন্দ অনুভব করে না।
১২. সুখাদ্য পেয়ে যিনি আপনার কথা স্মরণ করেন।	১২. যে ব্যক্তি স্মরণ করে না।
১৩. আপনার সুখাদ্য লাভে বঞ্চিত হলে যিনি দুঃখিত হন।	১৩. যে ব্যক্তি দুঃখিত হয় না।
১৪. প্রবাসে অবস্থানকালে যিনি আপনার কথা স্মরণ করেন।	১৪. যে ব্যক্তি স্মরণ করে না।
১৫. প্রবাসে থেকে আপনার আগমনে যিনি সুখী হন।	১৫. যে ব্যক্তি সুখী হয় না।
১৬. আপনার প্রবাস জীবনের কথা যিনি সাগ্রহে জানতে চান।	১৬. যে ব্যক্তি জানতে চায় না।

#### ৭১৫. দেহের বত্রিশ প্রকার অণুচি কী কী?

উত্তর: চুল, লোম, নখ, দাঁত, চামড়া, মাংস, স্নায়ু, হাড়, মজ্জা, কিডনি, হৃদপিণ্ড, লিভার, ক্রোম, প্লীহা, ফুসফুস, বৃহদন্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, পাকস্থলীর মধ্যকার ভুক্তদ্রব্য, ঘু, মগজ, পিত্তরস, কফ, পুঞ্জ, রক্ত, ঘাম, মেদ, অশ্রু, তেল, থুথু, সিকনি, লসিকা (হাড়ের জয়েন্টে থাকা পিচ্ছিল পদার্থ), এবং প্রস্রাব।

#### ৭১৬. অষ্টাদশ প্রকার ধাতু কী কী?

উত্তর: ১. চক্ষু ধাতু ২. রূপ ধাতু ৩. চক্ষুবিজ্ঞান ধাতু ৪. শ্রোত্র ধাতু ৫. শব্দ ধাতু ৬. শ্রোত্রবিজ্ঞান ধাতু ৭. ঘ্রাণ ধাতু ৮. গন্ধ ধাতু ৯. ঘ্রাণবিজ্ঞান ধাতু ১০. জিহ্বা ধাতু ১১. রস ধাতু ১২. জিহ্বাবিজ্ঞান ধাতু ১৩. কায় ধাতু ১৪. স্পৃষ্টব্য ধাতু ১৫. কায়বিজ্ঞান ধাতু ১৬. মন ধাতু ১৭. ধর্ম ধাতু ১৮. মনবিজ্ঞান ধাতু।

### ৭১৭. বত্রিশ প্রকার তিরচ্ছান কথা কী?

উত্তর: ১. রাজা বা রাষ্ট্রপতির কথা ২. চোরের কথা ৩. মহামন্ত্রীর কথা ৪. সৈন্যের কথা ৫. ভয়ের কথা ৬. যুদ্ধের কথা ৭. খাদ্যদ্রব্যের কথা ৮. পানীয় দ্রব্যের কথা ৯. বস্ত্রের কথা ১০. বিছানা ইত্যাদির কথা ১১. ফুলের মালা বা মণি-মুক্তাদি মালার কথা ১২. সুগন্ধিদ্রব্যাদির কথা ১৩. জ্ঞাতিগণের কথা ১৪. গাড়ী, পাল্কি ইত্যাদি যানের কথা ১৫. গ্রামের কথা ১৬. বড় বড় গ্রামের কথা ১৭. শহরের কথা ১৮. রাজ্যের কথা ১৯. স্ত্রীলোকের কথা ২০. বীরের কথা ২১. রাস্তার কথা ২২. মেয়েলোক জল আনতে যায় এমন ঘাটের কথা ২৩. মৃতলোকের কথা ২৪. নানাপ্রকার অযোগ্য কথা ২৫. গ্রহ-নক্ষত্রের কথা ২৬. সমুদ্রের কথা ২৭. লাভ-লোকসানের বা আয়-ব্যয়ের কথা ২৮. নেশাদ্রব্যাদির কথা ২৯. শাস্ত্রতদৃষ্টিমূলক কথা ৩০. উচ্ছেদ দৃষ্টিমূলক কথা ৩১. পঞ্চকামগুণের কথা ৩২. আত্মনিপীড়নে পুণ্যার্জনের কথা।



### পঞ্চবুদ্ধ পরিচিতি

মহাভদ্র কল্পে যে পাঁচজন সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন, হবেন তাদের সংক্ষিপ্তলোচনা:

### ৭১৮. কল্প কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর: কল্প পাঁচ প্রকার। যথা: ১. সারকল্প ২. বরকল্প ৩. মন্ডকল্প ৪. সারমন্ডকল্প ৫. মহাভদ্র কল্প।

### ৭১৯. বর্তমান কল্পকে কোন কল্প বলা হয়?

উত্তর: মহাভদ্র কল্প।

### ৭২০. এই মহাভদ্র কল্পে কয়জন বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন ও কয়জন বাকী আছেন?

উত্তর: এই মহাভদ্র কল্পে পাঁচজন সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হবেন। ককুসন্ধ, কোণাগমন, কশ্যপ, গৌতম বুদ্ধ উৎপন্ন হয়ে গেছেন। বাকী আছেন আর্যমিত্র বুদ্ধ।

### ককুসন্ধ বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

### ৭২১. ককুসন্ধ বুদ্ধের পিতার নাম কী?

উত্তর: রাজা অগ্নিদত্ত।

### ৭২২. মাতার নাম কী?

উত্তর: মহারাণী বিশাখা।

৭২৩. স্ত্রীর নাম কী?

উত্তর: বিরোচমানা।

৭২৪. বোধিবৃক্ষের নাম কী?

উত্তর: শিরিস বৃক্ষ।

৭২৫. জন্মস্থান কোথায়?

উত্তর: প্রসিদ্ধ ক্ষেমবতী নগরে।

৭২৬. গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত ঋতুর উপভোগের জন্য তার কয়টি প্রসাদ ছিল?

উত্তর: রুচি, সুরুচি ও বড়চমান নামে তিনটি মনোরম প্রাসাদ ছিল।

৭২৭. কত হাজার পরিচারিকা ছিল?

উত্তর: ত্রিশ হাজার।

৭২৮. কত বৎসর গৃহবাসে ছিলেন?

উত্তর: চার হাজার বৎসর।

৭২৯. অগ্রশ্রাবকের নাম কী কী?

উত্তর: বিধুর ও সঞ্জবী।

৭৩০. সেবকের নাম কী?

উত্তর: বদ্বিজ।

৭৩১. অগ্রশ্রাবিকার নাম কী কী?

উত্তর: সামা ও চম্পানামা।

৭৩২. অগ্রউপস্থায়কের নাম কী কী?

উত্তর: অচ্চুত ও সুমন।

৭৩৩. অগ্রউপস্থায়িকার নাম কী কী?

উত্তর: নন্দা ও সুনন্দা।

৭৩৪. মহামুনি ককুসন্ধ বুকের দেহের উচ্চতা কত ছিল?

উত্তর: দেহের উচ্চতা ৪০ হাত ছিল এবং শরীর হতে কনক প্রভার তুল্য রশ্মি চারিদিকে দ্বাদশ যোজন পর্যন্ত নিঃসৃত হত।

৭৩৫. তার পরমাযু কত বৎসর ছিল?

উত্তর: ৪০ হাজার বৎসর।

৭৩৬. কত দিন ধ্যান-সাধনা করে সম্বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত হন?

উত্তর: মাত্র ৮ মাস।

৭৩৭. ধর্মচক্র প্রবর্তন সময় প্রথম দেশনায় কত হাজার প্রাণীর ধর্মান্তিষ্ঠান লাভ করেন?

উত্তর: ৪০ হাজার কোটি।

৭৩৮. দ্বিতীয় দেশনায় কত হাজার প্রাণীর ধর্মাভিজ্ঞান লাভ হয়?

উত্তর: ৩০ হাজার কোটি।

৭৩৯. তৃতীয় দেশনায় কত হাজার প্রাণীর ধর্মাভিজ্ঞান লাভ হয়?

উত্তর: সংখ্যানুসারে গণনাতীত।

৭৪০. প্রত্যেক সম্মুদ্রগণের ধর্মাঙ্গমাগম হয়। ককুসন্ধ বুদ্ধের কতবার ধর্মাঙ্গমাগম হয়েছিল এবং কত জন অর্হৎ ভিক্ষুর সমাগম হয়েছেন?

উত্তর: একবার মাত্র ধর্মাঙ্গমাগম হয়েছিল এবং সেখানে ৪০ হাজার অর্হৎ ভিক্ষুর সমাগম হয়েছিল। তখন আমাদের বোধিসত্ত্ব গৌতম “ক্ষেম” নামে ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন।

৭৪১. ককুসন্ধ বুদ্ধ কোথায় পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন এবং কত যোজন প্রমাণ স্তূপ নির্মিত করেন?

উত্তর: ক্ষেমারামে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন এবং তথায় গব্যুত প্রমাণ (১ গব্যুত=৪ মাইল) সমুল্লত স্তূপ নির্মিত হয়েছিল।

কোণাগমন বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

৭৪২. কোণাগমন বুদ্ধের জন্মস্থান কোথায় ছিল?

উত্তর: প্রসিদ্ধ সোভবতী নগরে।

৭৪৩. তার পিতার নাম কি ছিল?

উত্তর: মহারাজ যজ্ঞদত্ত।

৭৪৪. মাতার নাম কী?

উত্তর: মহারাণী উত্তরা।

৭৪৫. স্ত্রীর নাম কী?

উত্তর: রুচিগন্ধা।

৭৪৬. পুত্রের নাম কী?

উত্তর: সখাবাহু।

৭৪৭. তিনি কত হাজার বৎসর গৃহবাসে ছিলেন?

উত্তর: ৩ হাজার বৎসর।

৭৪৮. গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত ঋতু উপভোগের জন্য তার কয়টি প্রাসাদ ছিল ও কী কী?

উত্তর: তুষিত, সত্তুষিত ও সত্তুষ্টা নামে তিনখানা উত্তম প্রাসাদ ছিল।

৭৪৯. তার পরিচারিকার সংখ্যা কত?

উত্তর: ১৬ হাজার।

৭৫০. অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের নাম কি ছিল?

উত্তর: ভিষোশ ও উত্তর ।

৭৫১. প্রধান সেবকের নাম কি ছিল?

উত্তর: স্বস্তিজ ।

৭৫২. অগ্রশ্রাবিকাদ্বয়ের নাম কি ছিল?

উত্তর: সমুদ্রা ও উত্তরা ।

৭৫৩. বোধিবৃক্ষের নাম কি ছিল?

উত্তর: উদুম্বর ।

৭৫৪. প্রধান দায়ক কারা ছিলেন?

উত্তর: উগ্র ও সোমদেব ।

৭৫৫. প্রধানা দায়িকা কারা ছিল?

উত্তর: গীবল ও সামা ।

৭৫৬. দেহের উচ্চতা কত ছিল?

উত্তর: ৩০ হস্ত ।

৭৫৭. পরমায়ু কত ছিল?

উত্তর: ৩০ হাজার বৎসর ।

৭৫৮. কিভাবে অভিনিষ্ক্রমণ করেন?

উত্তর: হস্তী যানারোহণে ।

৭৫৯. গৃহত্যাগের কত মাস পর সম্বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত হন?

উত্তর: ৬ মাস পর ।

৭৬০. প্রথম ধর্মদেশনায় কত কোটি প্রাণী ধর্মজ্ঞান লাভ করেন?

উত্তর: ৩০ হাজার কোটি ।

৭৬১. দ্বিতীয় ধর্মদেশনায় কত কোটি?

উত্তর: ২০ হাজার কোটি ।

৭৬২. তৃতীয় ধর্মদেশনায় কত কোটি?

উত্তর: তাবতিংস স্বর্গে সপ্তপ্রকরণ অভিধর্ম দেশনা করে ১০ হাজার কোটি

দেবতা ধর্মজ্ঞান লাভ করেন ।

৭৬৩. ধর্মাঙ্গমাগমে কত হাজার ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন?

উত্তর: একবার মাত্র সমাগম হয়েছিল । সেখানে ৩০ হাজার অর্হৎ ভিক্ষু

একত্রিত হয়েছিল ।

কশ্যপ বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

৭৬৪. মহর্ষি কশ্যপ বৃদ্ধের জন্মস্থান কোথায় ছিল?

উত্তর: বারাণসী নগরে।

৭৬৫. তার পিতার নাম কি ছিল?

উত্তর: মহারাজা ব্রহ্মদত্ত।

৭৬৬. মাতার নাম কী?

উত্তর: মহারাণী ধনবতী।

৭৬৭. স্ত্রীর নাম কী?

উত্তর: সুনন্দা।

৭৬৮. পুত্রের নাম কী?

উত্তর: বিজিত সেন।

৭৬৯. কত হাজার পরিচারিকা ছিল?

উত্তর: ৪৮ হাজার।

৭৭০. অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের নাম কি ছিল?

উত্তর: তিস্য ও ভারদ্বাজ।

৭৭১. অগ্রশ্রাবিকাদ্বয়ের নাম কী?

উত্তর: অনুলা ও উরুবোলা।

৭৭২. প্রধান সেবক কে?

উত্তর: সর্বমিত্র।

৭৭৩. বোধিবৃক্ষের নাম কী?

উত্তর: ন্যাথোধ ব্রহ্ম।

৭৭৪. প্রধান দায়ক কারা ছিল?

উত্তর: সুমঙ্গল ও ঘটীকার।

৭৭৫. প্রধান দায়িকা কারা ছিল?

উত্তর: সেনা ও ভদ্রা।

৭৭৬. তার দেহের উচ্চতা কত ছিল?

উত্তর: ২০ হস্ত।

৭৭৭. পরমায়ু কত বৎসর ছিল?

উত্তর: ২০ হাজার বৎসর।

৭৭৮. কিভাবে অভিনিষ্ক্রমণ করেন?

উত্তর: পদব্রজে।

৭৭৯. গৃহত্যাগের কত মাস পর সম্বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত হন?

উত্তর: মাত্র ১ সপ্তাহকাল পরে।

৭৮০. ধর্ম সমাগমে কত হাজার অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিত ছিলেন?

উত্তর: এই বুদ্ধের সময়ে ও একমাত্র ধর্মসমাগম হয়েছিল। সেখানে ২০ হাজার অর্হৎ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। তখন আমাদের গৌতম বোধিসত্ত্ব “জ্যোতিপাল” নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন।

গৌতম বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

৭৮১. শাক্যমুনি গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান কোথায়?

উত্তর: লুম্বিনী বনে (নেপাল)।

৭৮২. পিতার নাম কী?

উত্তর: রাজা শুদ্ধোধন।

৭৮৩. মাতার নাম কী?

উত্তর: মহারাণী মায়াদেবী।

৭৮৪. স্ত্রীর নাম কী?

উত্তর: যশোধরা বা গোপাদেবী।

৭৮৫. পুত্রের নাম কী?

উত্তর: রাহুল।

৭৮৬. গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত ঋতু উপভোগের জন্য কয়টি প্রাসাদ ছিল ও কী কী?

উত্তর: রম্মা, সুরম্মা ও প্রভক নামে তিনটি উত্তম প্রাসাদ ছিল।

৭৮৭. কত হাজার পরিচারিকা সেবা করত?

উত্তর: ৪০ হাজার।

৭৮৮. কোথায় বুদ্ধত্ব লাভ করেন?

উত্তর: বুদ্ধগয়ায় (ভারতের বিহার রাজ্যে)।

৭৮৯. অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের নাম কী কী?

উত্তর: কৌলিত ও উপতিষ্য (সারিপুত্র ও মোগ্গলায়ন)।

৭৯০. অগ্রশ্রাবিকাদ্বয়ের নাম কী কী?

উত্তর: ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা।

৭৯১. প্রধান সেবক কে ছিলেন?

উত্তর: আনন্দ।

৭৯২. অগ্রউপস্থায়ক কারা ছিলেন?

উত্তর: চিত্ত ও হথালবক।

৭৯৩. অগ্রউপস্থায়িকা কারা ছিলেন?

উত্তর: নন্দমাতা ও উত্তরা।



৭৯৪. বোধিবৃক্ষের নাম কী?

উত্তর: অশ্বথ বৃক্ষ।

৭৯৫. পরমায়ু কত বৎসর ছিল?

উত্তর- ৮০ বৎসর।

৭৯৬. কিভাবে অভিনিষ্ক্রমণ করেন?

উত্তর: অশ্বযানারোহণে।

৭৯৭. গৃহত্যাগের কত দিন পর সম্বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত হন?

উত্তর: ৬ বৎসর পর।

৭৯৮. গৌতম বুদ্ধের শাসন কাল কত বৎসর?

উত্তর: পাঁচ হাজার বৎসর।

৭৯৯. প্রথম দেশনায় কত সংখ্যক প্রাণীর ধর্মজ্ঞান লাভ হয়?

উত্তর: ১৮ কোটি।

৮০০. দ্বিতীয় দেশনায় কত সংখ্যক প্রাণীর ধর্মজ্ঞান লাভ হয়?

উত্তর: গণনাতীত।

৮০১. তৃতীয় দেশনায় কত সংখ্যক প্রাণীর ধর্মজ্ঞান লাভ হয়?

উত্তর: তৃতীয় বারেও গণনাতীত।

৮০২. ধর্ম সমাগমে কত জন ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন?

উত্তর: একবার মাত্র ধর্ম সমাগম হয়েছিল। সেখানে সাড়ে ১২ শত অর্হৎ ভিক্ষুর সমাগম হয়েছিল।

৮০৩. কোথায় পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন?

উত্তর: কুশীনগর মল্লদের শালবনে (ভারতের উত্তর প্রদেশে)।

অনাগত আর্যমিত্র বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

৮০৪. অনাগত আর্যমিত্র বুদ্ধ কতদিন পর ধরাতলে আভির্ভূত হবেন?

উত্তর: মানুষের গড় আয়ু যখন ৮০ হাজারে উপনীত হবে তখন।

৮০৫. তিনি চারি কুলের মধ্যে কোন কুলে জন্ম গ্রহণ করবেন?

উত্তর: ব্রাহ্মণকুলে (প্রত্যেক সম্যকসম্বুদ্ধগণ উচ্চতর ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নেন)

৮০৬. জন্মস্থান কোথায় হবে?

উত্তর: কেতুমতী নগরে। (বর্তমান বারাণসীতে)

৮০৭. পিতার নাম কি হবে?

উত্তর: সুব্রহ্মা।

৮০৮. মাতার নাম কি হবে?

উত্তর: ব্রহ্মবতী ।

৮০৯. স্ত্রীর নাম কি হবে?

উত্তর: চন্দ্রমুখী ।

৮১০. পুত্রের নাম কি হবে?

উত্তর: ব্রহ্মবন্ধন ।

৮১১. বোধিবৃক্ষের নাম কি হবে?

উত্তর: নাগেশ্বর ।

৮১২. সেই নাগেশ্বর বোধি কোন স্থানে উৎপন্ন হবে?

উত্তর: বর্তমান বুদ্ধগয়া মহাবোধি স্থানে ।

৮১৩. গৃহত্যাগের কত দিন পর সম্বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত হবেন?

উত্তর: মাত্র ১ সপ্তাহ পর । (কোনো কোনো গ্রন্থে মাত্র ১ দিন উল্লেখ আছে কিন্তু সম্মুদ্রগণের রীতি সম্বোধি জ্ঞান লাভ করতে কমপক্ষে এক সপ্তাহ লাগে)

৮১৪. পরমায়ু কত বৎসর হবে?

উত্তর: ৮০ হাজার বৎসর ।

৮১৫. আর্যমিত্র বুদ্ধের গৃহীর নাম কি হবে?

উত্তর: অজিত ।

৮১৬. গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত ঋতু উপভোগের জন্য কয়টি প্রাসাদ থাকবে? ও কী কী?

উত্তর: শ্রীবদ্ধ, বদমান, সিদ্ধার্থ ছন্দক নামে তিনটি মনোরম প্রাসাদ থাকবে ।

৮১৭. তার পরিচারিকার সংখ্যা কত হবে?

উত্তর: শত সহস্র ।

৮১৮. কিভাবে অভিনিষ্ক্রমণ হবেন?

উত্তর: প্রাসাদ যোগে । (গ্রন্থে উল্লেখ আছে তিনি যখন গৃহত্যাগের মনস্থির করবেন তখন তার অবস্থানরত প্রাসাদটি আকাশে উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমান বুদ্ধগয়া বোধিপালঙ্কের কাছাকাছি এসে মাটিতে অবস্থিত হবে । তথায় ভাবীবুদ্ধ আর্যমিত্র বোধিসত্ত্ব মনোরম একস্থান খুঁজে নিয়ে বজ্রাসনে ধ্যানে মগ্ন হবেন এবং সপ্তাহকালাবধি সাধনার পর সম্বোধি জ্ঞান বা বুদ্ধজ্ঞান প্রাপ্ত হবেন) ।

৮১৯. প্রথম দেশনায় কত সংখ্যক প্রাণীর ধর্মজ্ঞান লাভ করবেন?

উত্তর: একশত কোটি ।

৮২০. দ্বিতীয় দেশনায় কত সংখ্যক প্রাণী ধর্মজ্ঞান লাভ করবেন?

উত্তর: ৮০ হাজার কোটি ।

৮২১. তৃতীয় দেশনায় কত সংখ্যক প্রাণী ধর্মজ্ঞান লাভ করবেন?

উত্তর: গণনাভীত।



শ্রাবকবুদ্ধ পরম শ্রদ্ধেয়

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির

(বনভন্তে)'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

৮২২. গৃহীর নাম কী?

উত্তর: রথীন্দ্র লাল চাকমা।

৮২৩. পিতার নাম কী?

উত্তর: শ্রীযুক্ত হারমোহন চাকমা।

৮২৪. মাতার নাম কী?

উত্তর: পুণ্যশীলা বীরপতি চাকমা।

৮২৫. শুভ জন্ম তারিখ কত সনে?

উত্তর: ৮ই জানুয়ারী ১৯২০ সনে।

৮২৬. জন্মস্থান কোথায়?

উত্তর: নাকসাহাড়ি কিজিং, মোরঘোনা, মগবান মৌজা।

৮২৭. বনভন্তে কোন গোজার লোক ছিলেন?

উত্তর: ধামেই গোজা পীড়াভাঙ্গা গোষ্ঠীর লোক।

৮২৮. তারা কয় ভাই-বোন ছিলেন?

উত্তর: ৬ ভাই-বোন। যথা: ক. রথীন্দ্র লাল চাকমা, খ. বৈকর্তন চাকমা, গ. পদ্মঙ্গিনী চাকমা, ঘ. জহর লাল চাকমা, ঙ. ভূপেন্দ্র চাকমা, চ. বাবুল চাকমা।

৮২৯. তিনি কত বছর বয়সে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হন?

উত্তর: ১১ বছর বয়সে, ১৯৩১ সালে।

৮৩০. তিনি কতদূর পর্যন্ত পড়ালেখা করেন?

উত্তর: চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত।

৮৩১. তিনি যুবক বয়সে কী কী বই পড়তেন?

উত্তর: ধর্মীয় বইয়ের পাশাপাশি খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকের লেখা বই, নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক বই এবং জ্ঞানী-গুণী মনীষীদের জীবনীগ্রন্থ। তখন তিনি পড়তেন হস্তসার, কায়বিজ্ঞান, উদান, শান্তিপদ ও প্রজ্ঞাদর্শন, খংমৌজা ইত্যাদি বই।

৮৩২. তিনি কত বছর বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন?

উত্তর: ২৯ বছর বয়সে, ১৯৪৯ সনে শুভ ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে।

৮৩৩. প্রব্রজ্যাগুরু কে ছিলেন?

উত্তর: শ্রীমৎ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

৮৩৪. প্রব্রজ্যার স্থান কোথায় ছিল?

উত্তর: নন্দনকানন বৌদ্ধ বিহার, চট্টগ্রাম।

৮৩৫. তার শ্রামণের নাম কী ছিল?

উত্তর: রথীন্দ্র শ্রামণ।

৮৩৬. তিনি নন্দনকান বৌদ্ধবিহারে শ্রামণ হিসেবে কয়মাস ছিলেন?

উত্তর: আনুমানিক তিন থেকে চার মাস।

৮৩৭. রথীন্দ্র শ্রামণের উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় আচরণ কী কী ছিল?

উত্তর: তিনি তখন পিণ্ডচারণ করতেন, এতে কম-বেশি পেলেও তিনি নিরবে খেয়ে নিতেন। তিনি বিকালে খেতেন না, টাকা-পয়সা স্পর্শ করতেন না, জমা রাখতেন না। আর খাওয়া শেষে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

৮৩৮. এক উপাসক রথীন্দ্র শ্রামণকে কী উপদেশ দিয়েছিলেন?

উত্তর: সেই উপাসক রথীন্দ্র শ্রামণকে দুটি উপদেশ দিয়েছিলেন। প্রথমটি হচ্ছে ভাত কম খাওয়া। ভাত বেশি খেলে কামভাব বেড়ে যায়। ফলে একসময় বাধ্য হয়ে চীবর ত্যাগ করতে হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে বর্তমান ভিক্ষুদেরকে নিন্দা, অবজ্ঞা বা তুচ্ছ না করা। তারা শীল পালনে ও ধ্যান-সমাধিচার্য্য বিমুখ হলেও এবং তাদেরকে পছন্দ না করলেও নিন্দা বা অবজ্ঞা না করা। কশ্যপ বুদ্ধকে এমন নিন্দা করেছিলেন বলেই তো গৌতম বুদ্ধের এমন দীর্ঘ ছয় বছর কঠোর সাধনা করতে হয়েছিল, অন্যান্য বুদ্ধদের এমন দীর্ঘকাল তপস্যা করতে হয় নি।

৮৩৯. তিনি চিৎমরম বিহারের উদ্দেশ্যে নন্দনকানন বৌদ্ধ বিহার ত্যাগ করলেন কোন সালে?

উত্তর: ১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি সময়।

৮৪০. চিৎমরম বিহারের অধ্যক্ষ উঃ পারাক্কামা তাকে কী উপদেশ দিয়েছিলেন?

উত্তর: আমাকে বিছানা দাও, চীবর দাও, পিণ্ড দাও, ওষুধ দাও এসব বলতে পারবে না। তারা স্বইচ্ছায় যা দান দেয়, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সর্বদা অল্পেচ্ছুক হয়ে অরণ্যে অবস্থান করতে হয়। তৃষ্ণাবহুল হলে অরণ্যবাস খুবই দুঃখদায়ক ও কষ্টকর হয়ে ওঠে। যথালোভে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। দায়ক

দায়িকারা কুটির নির্মাণ করে না দিলে জঙ্গলের গাছতলায়, বাঁশতলায় থাকতে হবে খুশিমনে। কক্ষনো তাদের কাছ থেকে কিছু চেয়ে নিতে পারবে না।

**৮৪১. তিনি ধনপাতায় পৌঁছলেন কত সালে?**

উত্তর: তিনি চিৎমরম বিহার থেকে জালিপাগজ্যা বিহার, ধূল্যাছড়ি বিহার, রেংহং কেংড়াছড়ি বিহার, চংড়াছড়ি হয়ে অবশেষে ধনপাতায় পৌঁছলেন ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে।

**৮৪২. বনভন্তের সাধনাস্থান কোথায় ছিল?**

উত্তর: ধনপাতা, জীবতলী ইউনিয়ন, রাঙ্গামাটি জেলা।

**৮৪৩. এখানে লোকজন তাকে কী নামে ডাকতে থাকে?**

উত্তর: যারা তার নাম জানে তারা তাকে ডাকে রথীন্দ্র শ্রামণ। যারা জানে না, তারা বলে ধনপাতার শ্রামণ। অন্যরা বলে বনে বনে থাকে, তাই বনশ্রামণ। শেষমেশ তিনি সবার কাছে বনশ্রামণ হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেন।

**৮৪৪. তার সাধনা পদ্ধতি কীরকম ছিল?**

উত্তর: একটি আলমারি তৈরি করতে যেমন করাত, হাতুড়ি, রন্দা, বাটালি, বাইস ইত্যাদি লাগে, ঠিক একইভাবে চিত্তকে নির্বাণের স্তরে উন্নীত করতে হলেও বুদ্ধের নির্দেশিত সব ধ্যান পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। যখন যেই ভাবনা প্রয়োজন সেই ভাবনা করতে হয়। চিত্ত যখন কামভাব দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন কায়গতাস্মৃতি অথবা অশুভ ভাবনা করতে হয়, হিংসাভাব উৎপন্ন হলে মৈত্রীভাব অথবা সংস্কারধর্মের অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মতা পদ্ধতি চর্চা করতে হয়। এভাবে স্থায় চিত্তের অবস্থা বুঝে বুদ্ধের প্রজ্ঞাপিত শমথ, বিদর্শন ধ্যান পদ্ধতি অনুশীলন করতে হয়। সেই আরণ্যিক জীবনে তাকে এসব ধ্যান পদ্ধতি অনুশীলন করে লোভ, দ্বেষ, মোহ ধ্বংস করতে সচেষ্ট থাকতে হয়েছিল।

**৮৪৫. সেখানে বনশ্রামণকে প্রথম চীবর দান করেন কে?**

উত্তর: মোরঘোনা নিবাসী পেচাগালা চাকমা।

**৮৪৬. বনশ্রামণ ধনপাতায় কয়দিন ছিলেন?**

উত্তর: ১১ বছর, ১৯৪৯ সালের শেষার্ধ থেকে ১৯৬০ সালের শেষার্ধ পর্যন্ত।

**৮৪৭. ধনপাতায় তার সাধনাস্থলে বোধিবৃক্ষটি কে রোপণ করেন?**

উত্তর: বনশ্রামণের অন্যতম সেবক নিশিমণি চাকমার বড়বোন কালাবী চাকমা।

৮৪৮. বনশ্রামণকে ধনপাতা থেকে দীঘিনালায় নিয়ে যান কে?

উত্তর: নিশিমনি চাকমা, ১৯৬০ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে, জীপ গাড়িতে করে।

৮৪৯. বনশ্রামণের মরণাপন্ন অবস্থায় কে তাকে দুধ খাইয়েছিলেন?

উত্তর: রাজেন্দ্র লাল বড়ুয়া নামের এক বড়ুয়া উপাসক।

৮৫০. তিনি কত সনে দুর্লভ উপসম্পদা লাভ করেন?

উত্তর: ২৭শে জুন ১৯৬১ সনে; ১২ই আষাঢ় ১৩৬৮ বাংলা, ২৫০৫ বুদ্ধবর্ষ, দীঘিনালা বোয়ালখালীতে; ৫টা ৩০ মিনিটে।

৮৫১. বনভন্তের উপাধ্যায় কে ছিলেন?

উত্তর: শ্রীমৎ গুণালংকার মহাস্থবির।

৮৫২. সঙ্গীতিকারক কে কে ছিলেন?

উত্তর: ক. শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবির, খ. শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাস্থবির, গ. শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির, ঘ. শ্রীমৎ প্রিয়দর্শী মহাস্থবির, ঙ. শ্রীমৎ জিনবংশ মহাস্থবির। গ্রীষ্মঋতু, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা তিথি। মঙ্গলবার।

৮৫৩. মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে বনভন্তে কী বলতেন?

উত্তর: লারমা বাবু নাকি প্রায়ই দেশনা ও উপদেশ শোনার জন্য বনভন্তের কুটিরে যেতেন। চাকমা জাতির পিছিয়ে পড়া অবস্থা নিয়ে প্রায়ই তিনি ভন্তের কাছে আক্ষেপ করতেন। কিন্তু ভন্তে সেসবে কান না দিয়ে বলে উঠতেন, ‘আমার লাইন আলাদা। তোমরা গৃহীরা জাতি নিয়ে চিন্তা করলেও বনভন্তের কোনো জাতি নেই। জাতি, গোত্র, সম্প্রদায়ের উর্ধ্ব উঠে পরম সুখ নির্বাণ লাভ করাই বনভন্তের লক্ষ্য। নির্বাণ ব্যতীত কোথাও প্রকৃত সুখ নেই, শান্তি নেই। প্রকৃত সুখ, শান্তি চাইলে নির্বাণই অনুসন্ধান করতে হবে।’

৮৫৪. বনভন্তে দীঘিনালায় কত বছর কাটান?

উত্তর: ১০ বছর, ১৯৬১ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত।

৮৫৫. বনভন্তে কখন দীঘিনালা থেকে লংগদুর তিনটিলা বিহারের উদ্দেশ্যে রওনা হন?

উত্তর: ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে।

৮৫৬. লংগদুতে বনভন্তেকে সর্বপ্রথম চংক্রমণ ঘর বানিয়ে দেন কে?

উত্তর: সত্যব্রত চাকমা বা কালামন্যা বাপ।

৮৫৭. বাংলাদেশে প্রথম বারের মত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তুলা থেকে সুতা কেটে চীবর বুনে কঠিন চীবর দান করা হয় কবে?

উত্তর: ১৯৭৩ সালের ৪ ও ৫ নভেম্বর, লংগদুর তিনটিলা বনবিহারে।

৮৫৮. তিনি কবে মহাশুভির আসনে ভূষিত হন?

উত্তর: ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ ইং।

৮৫৯. তিনি কবে পরিনির্বাণ লাভ করেন?

উত্তর: ২০১২ সালের ৩০ জানুয়ারি, বিকাল ৩টা ৫৬ মিনিটে, ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে।



রাজবন বিহারের কিছু তথ্য সংগ্রহ

৮৬০. রাজবন বিহার কত সালে স্থাপিত হয়?

উত্তর: ১৯৭৪ ইং।

৮৬১. রাজবন বিহারের আয়তন কত?

উত্তর: প্রায় ত্রিশ একরের অধিক। [তথ্যসূত্র: শ্রাবকবুদ্ধ বনভন্তে, লেখক: ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু]

৮৬২. কত সালে বনভন্তে স্বশিষ্য রাজবন বিহারে আগমন করেন?

উত্তর: ১৯৭৬ সালে।

৮৬৩. বনবিহারে সীবলী পূজা প্রবর্তন হয় কত সালে?

উত্তর: ১৯৮২ সালে।

৮৬৪. বনভন্তে যমচুগ বনবিহারের উদ্বোধন করেন কত সালে?

উত্তর: ২৪ মে ১৯৮২ সালে।

৮৬৫. যমচুগ ভাবনাকেন্দ্রে সর্বপ্রথম অবস্থানকারী কে কে?

উত্তর: পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু, অনুরুদ্ধ শ্রামণ, আনন্দপাল শ্রামণ, ভৃগু শ্রামণ।

৮৬৬. বনভন্তের ধর্মদেশনার সংকলন ‘বনভন্তের দেশনা’ নামে বই আকারে সর্বপ্রথম প্রকাশ হয় কবে?

উত্তর: ৬ মে ১৯৯৩ সালে, সংকলক : ডা. অরবিন্দ বড়ুয়া। পরবর্তীতে এর আরো দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়।

৮৬৭. পরবর্তীতে আরো কে কে বনভন্তের ধর্মদেশনার সংকলন প্রকাশ করেন?

উত্তর: ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষুর ‘আর্যশ্রাবক বনভন্তের ধর্মদেশনা (১-৯ সিরিজ)’, জনি ভট্টাচার্যের ‘পরম পূজনীয় বনভন্তের ধর্মদেশনা’, ভদন্ত আনন্দজগত ভিক্ষুর ‘অমৃতময় উপদেশবাণী’ এবং ভদন্ত ধর্মতিলক ভিক্ষুর ‘শ্রাবকবুদ্ধ বনভন্তের ধর্মদেশনা’।

৮৬৮. বনভন্তে রচিত দুটি বইয়ের নাম কী কী?

উত্তর: ‘সুত্তনিপাত’ ও ‘সুদৃষ্টি’।

৮৬৯. সুত্তনিপাত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় কবে?

উত্তর: ১৯৮৭ সালের জুলাই মাসে।

৮৭০. ধৃতান্তবিষয়ক গ্রন্থ ‘সুদৃষ্টি’ প্রকাশিত হয় কবে?

উত্তর: ১৯৯২ সালে, প্রবারণা পূর্ণিমায়।

৮৭১. বনভন্তের প্রধান সেবক কে?

উত্তর: শ্রীমৎ আনন্দমিত্র ভিক্ষু।

৮৭২. এর আগে কে কে ছিলেন?

উত্তর: ক. শ্রীমৎ জ্যোতিসার ভিক্ষু, খ. শ্রীমৎ বিধুর ভিক্ষু, গ. শ্রীমৎ বিমলানন্দ ভিক্ষু, ঘ. শ্রীমৎ মনিপাল ভিক্ষু।

৮৭৩. বনভন্তের সাধনা কুটির কত সালে স্থাপিত হয়? এ কুটিরকে লাকী ভবন বলা হয় কেন?

উত্তর: ১৪ই মার্চ ১৯৯৩ ইং, ৩০শে ফাল্গুন ১৪০০ বাংলা স্থাপিত হয়। শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা লাকী চাকমা এ ভবনটি দান করেছিলেন বলে লাকী ভবনও বলা হয়।

৮৭৪. এযাবতকালে রাজবনবিহারের শ্রামণদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদানে কার অবদান সবচেয়ে বেশি?

উত্তর: শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ জ্ঞানপ্রিয় মহাস্থবির। তিনি দীর্ঘ প্রায় বার বছরেরও অধিককাল যাবত শ্রামণ ও নবদীক্ষিত ভিক্ষুদেরকে বিনয় ও ধর্মশিক্ষা দিয়ে আসছেন।

৮৭৫. বনভন্তেকে সর্বপ্রথম গাড়ি দান করা হয় কোন সালে?

উত্তর: ১৯৮৯ সালের প্রবারণা তিথিতে।

৮৭৬. পূজ্য বনভন্তের চংক্রমণ ঘরটি কত সালে স্থাপিত হয়?

উত্তর: ১৯৯৪ ইং, ১৪০১ বাংলা।

৮৭৭. বনভন্তে বিষকচু খেয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন কবে?

উত্তর: ২৬ অক্টোবর ২০০০ সালে মহালছড়ি উপজেলার মিলনপুর শাখা বনবিহারে কঠিন চীবরদান উপলক্ষে সফরকালে।

৮৭৮. বনভন্তে কবে থেকে বার্ষিক্যজনিত কারণে বাইরে ফাঙে যাওয়া বন্ধ করেন?

উত্তর: ২০০০ সালের ২৬ অক্টোবরে মহালছড়ি মিলনপুর বনবিহারে বিষকচু খাওয়ার পর থেকে।



৮৭৯. বনভন্তের শিষ্যসঙ্ঘের মধ্যে সর্বপ্রথম পালি ত্রিপিটক খণ্ড অনুবাদ করেন কে?

উত্তর: ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু, বিনয় পিটকের ‘পাচিঙিয়’ গ্রন্থ, প্রকাশকাল: ২০০৬ সালে।

৮৮০. বনভন্তের পরিনির্বাণের পর বনভন্তের শিষ্যসঙ্ঘের প্রধান প্রথমবারের মত কে হন?

উত্তর: শ্রীমৎ প্রজ্ঞালঙ্কার মহাস্থবির।

৮৮১. সুললিত কণ্ঠে সূত্র ও চাকমা ভাষায় বিভিন্ন গাথা আবৃত্তির জন্য দেশেবিদেশে সুপরিচিত কে?

উত্তর: শ্রীমৎ প্রজ্ঞালঙ্কার মহাস্থবির।

৮৮২. ধর্মের গভীর তত্ত্বকে প্রাঞ্জল ভাষায় দেশনার জন্য সবার কাছে জনপ্রিয় কে?

উত্তর: শ্রীমৎ শাসন রক্ষিত মহাস্থবির।

৮৮৩. কত সালে নতুন দেশনালয়টি স্থাপিত হয়?

উত্তর: ৬ই মে ২০০১ ইং, ২৩ বৈশাখ ১৪০৮ বাংলা, ২৫৪৫ বুদ্ধাব্দ। এর শুভ উদ্বোধন করেন শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ২০শে জুন ২০০৩ ইং।

৮৮৪. কত সালে পূজ্য বনভন্তের নতুন আবাসিক ভবনটি স্থাপিত হয়?

উত্তর: ৮ই জানুয়ারী ২০০৮ ইং।

৮৮৫. এ ভবনটি নির্মাণের কাদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি ছিল?

উত্তর: পূজ্য ভন্তের এ ভবনটি নির্মাণের পেছনে গুণোত্তম ভিক্ষু সংঘের ভূমিকা সর্বাপেক্ষে। লাকী কর্তৃক দানকৃত ভবনটি পূজ্য ভন্তের বয়স বাড়ায় গ্রীষ্ম ঋতু বাসের জন্য খুব কষ্টকর ছিল। ভন্তের সেবক শ্রদ্ধেয় আনন্দমিত্র ভন্তের কথায় এবং সাংঘিক সিদ্ধান্তক্রমে অতি অল্প সময়ে বর্তমান মনোরম ভবনটি দেড় শত লক্ষ ব্যয়ে স্থাপন করা হয়।

৮৮৬. কত সালে সারিপুত্র ভবনটি স্থাপিত হয়?

উত্তর: ২০০২ ইং সনে, ১৪০৭ বাংলা, ২৫৪৪ বুদ্ধাব্দ।

৮৮৭. কত সালে অতিথিশালা স্থাপিত হয়?

উত্তর: ২২শে জুন ১৯৯১ ইং, ১৮ ইং আষাঢ় ১৪০৭ বাংলা।

৮৮৮. কত সালে বনবিহারে প্রথম ছিমিতং পূজা বা তাবতিংস পূজা হয়?

উত্তর: ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ সালে, প্রবারণা পূর্ণিমা তিথিতে।

৮৮৯. বনভন্তেকে সর্বপ্রথম স্পীডবোট বা জেটবোট দান করেন কে?

উত্তর: প্রাক্তন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, ১৯৯৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি।

৮৯০. বনভন্তে রাষ্ট্রাণ্যমাটিতে আসার পর থেকে একবার মাত্র রাষ্ট্রাণ্যমাটির বাইরে কোথায় বর্ষাবাস যাপন করেছেন?

উত্তর: খাগড়াছড়িতে, ১৯৯৯ সালের বর্ষাবাসে।

৮৯১. কত সালে ভিক্ষু জিরানী হল স্থাপিত হয়?

উত্তর: ২৫ নভেম্বর ২০০৯ ইং, ২৫৫৪ বুদ্ধাব্দ।

৮৯২. কত সালে নতুন ঘ্যাং ঘরটি স্থাপিত হয়?

উত্তর: ১৯৮১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি।

৮৯৩. কত সালে রাজবন হাসপাতালটি স্থাপিত হয়?

উত্তর: ৮ই জানুয়ারী ২০০০ইং।

৮৯৪. বিদেশে সর্বপ্রথম বনবিহারের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় কোথায়?

উত্তর: মনুগাং বনবিহার, ত্রিপুরা, ভারত। ২৬ অক্টোবর ২০০০ সালে।

৮৯৫. কত সালে বনভন্তের লাইব্রেরীটি স্থাপিত হয়?

উত্তর: ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০১০ ইং, ১৪ ফাল্গুন ১৪১৬ বাংলা, ২৫৫৩ বুদ্ধাব্দ।

৮৯৬. কত সালে মহাবোধিবৃক্ষ (শ্রীলঙ্কা সরকার কর্তৃক দানকৃত) রোপন করা হয়?

উত্তর: ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ ইং।

৮৯৭. রাজবনবিহারের মহাবোধিবৃক্ষের চারপাশে লোহার নেট ও টাইলস্ লাগিয়ে ভাবনাপোষোগী পরিবেশ সৃষ্টি করেন কে?

উত্তর: গুণীবর শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ জ্ঞানপ্রিয় মহাস্থবির মহোদয়। প্রতিদিন এ বোধিবৃক্ষে শত শত পুণ্যার্থী জল সিঞ্চন করে পুণ্যার্জন করেন। পবিত্র বুদ্ধগয়া বোধিবৃক্ষের গুণকথা স্মরণ করে অনেকে বোধিবৃক্ষের নীচে প্রব্রজিত হন।

৮৯৮. দ্বিতীয় বোধিবৃক্ষটি (মহাবোধি সোসাইটি কর্তৃক বীজ প্রদত্ত) রোপন করা হয় কখন?

উত্তর: ১৯৮১ সালের ১৪ মে বুদ্ধ পূর্ণিমায়।

৮৯৯. কত সালে রাজবন পালি কলেজটি স্থাপিত হয়?

উত্তর: ১৯ মার্চ ২০০৯ সালে।

৯০০. রাজবন অফসেট প্রেসটি কবে স্থাপিত হয়?

উত্তর: ২৯ জুলাই ২০০৪ সাল।

৯০১. কে উদ্বোধন করেন?

উত্তর: পরম পূজ্য বনভন্তে।

৯০২. বনভন্তের চোখের ছানি অপারেশন করেন কে?

উত্তর: ভেলোর খ্রিষ্টিয়ান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চীফ সার্জন ডা. এন্ড্রু ব্রাগেন, ৩০ নভেম্বর ২০০৪ সালে।

৯০৩. আমেরিকার রষ্ট্রদূতদের মধ্যে প্রথম বনভন্তের সাথে দেখা করেন কে?

উত্তর: মিস জুডিথ চামাস, ২৫ মে ২০০৫ সালে।

৯০৪. সারারাতব্যাপী পরিত্রাণ সূত্র শ্রবণ অনুষ্ঠান প্রথম অনুষ্ঠিত হয় কবে?

উত্তর: ৯ ডিসেম্বর ২০০৫ সালে, বনবিহার প্রাঙ্গনে।

৯০৫. পরমপূজ্য বনভন্তেকে প্রাডো গাড়ি দান করা হয় কত সালে?

উত্তর: ৮ জানুয়ারি ২০০৮ সালে, বনভন্তের ৮৯তম জন্মদিনে।

৯০৬. কত সালে বনভন্তের মেমোরিয়াল হলটি স্থাপিত হয়?

উত্তর: ৮ই জানুয়ারী ২০১০ ইং।

৯০৭. কত সালে সার্বজনীন উপাসনালয়টি স্থাপিত হয়?

উত্তর: ২৫ ডিসেম্বর ১৯৮৭ ইং (শুক্রবার), ৯-৯-১৩৯৪ বাংলা।

৯০৮. কত সালে পূজ্য বনভন্তের ভোজনালয়টি স্থাপিত হয়?

উত্তর: ২১-১০-১৯৮৮ ইং, ৪ কার্তিক ১৩৯৫ বাংলা।

৯০৯. বনভন্তে সর্বপ্রথম হেলিকপ্টারে চড়েন কত সালে?

উত্তর: ১৯৯১ সালে, যমচূণে যাওয়ার সময়।

৯১০. ধর্মপুর আর্থবনবিহার প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?

উত্তর: ১৯৯৫ সালে।

৯১১. বনভন্তের শুভ জন্মদিন প্রথম উদযাপন করা হয় কবে?

উত্তর: বনভন্তের ৭৭তম জন্মদিনে, ১৯৯৬ সালের ৮ই জানুয়ারি।

৯১২. বনভন্তে সেন্ট্রাল লাইব্রেরির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয় কত সালে?

উত্তর: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০ সালে।

৯১৩. বাংলাদেশে উপগুপ্ত ভন্তেকে পূজা করার রীতি প্রচলন হয় কবে?

উত্তর: ১৯৭৫ সালে।

৯১৪. বনভন্তে জন্মস্মারক নামক বার্ষিক প্রকাশনা প্রথম প্রকাশিত হয় কবে?

উত্তর: ২০০৪ সালে।

৯১৫. পূজ্য বনভন্তে সর্বশেষ ধর্মদেশনা দেন কবে?

উত্তর: ২০১২ সালের ১১ জানুয়ারি ভোরে।

৯১৬. বনবিহারের অনুমোদিত শাখা, ভাবনাকেন্দ্র ও কুটিরের সংখ্যা কয়টি?

উত্তর: বাংলাদেশে ৮৬ টি, ভারতে ১২টি (২০১৪ সালের হিসাব অনুযায়ী)।

৯১৭. বনভন্তেকে নিয়ে সবচেয়ে তথ্যবহুল এবং নির্ভরযোগ্য জীবনীগ্রন্থ কোনটি?

উত্তর: শ্রাবকবুদ্ধ বনভন্তে, রচয়িতা: ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, প্রকাশকাল: ১৪ এপ্রিল ২০১৪।

৯১৮. বনভন্তের জীবনী নিয়ে আরো বই লেখেন কে কে?

উত্তর: নলিনীকুমার চাকমার ‘মহামানব বনভন্তে’, দীপক বড়ুয়া সৃজনের ‘মহাযোগী বনভন্তে’, মুরতিসেন চাকমার ‘বনভন্তের জীবনালেখ্য’, শ্রীমৎ শোভিত ভিক্ষুর ‘সদ্ধর্মে আলোকিত লোকোত্তর মহামানব বনভন্তে’, পূর্ণমোহন চাকমার ‘মানবকল্যাণে বনভন্তে’।

৯১৯. আধুনিক রাজবনবিহার বিনির্মাণে কে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন?

উত্তর: ভদন্ত সৌরজগত মহাস্থবির।

৯২০. রাজবনবিহারে পরম পূজ্য বনভন্তে মোট কত বর্ষা যাপন করেন?

উত্তর: ১৯৭৬ থেকে ১৯৯৮ এবং ২০০০ থেকে ২০১১ এর বর্ষাবাসসহ মোট ৩৫ বর্ষা।



### ত্রিপিটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

৯২১. ত্রিপিটক কী?

উত্তর: বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থের নাম ত্রিপিটক। ত্রিপিটক হল তিনটি পিটক বা পুস্তকের সমন্বয়। যথা: (ক) বিনয় পিটক (খ) সুত্ত পিটক (গ) অভিধর্ম পিটক।

৯২২. বিনয় পিটক কী?

উত্তর: বিনয় পিটক হল বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পরিশুদ্ধ জীবন গঠনের জন্য আচার-আচরণের বিধি বিধান।

৯২৩. সুত্ত পিটক কী?

উত্তর: সুত্ত পিটক হল ভিক্ষু-গৃহী প্রব্রজিত সকল শ্রেণীর লোকের ধর্মত জীবন যাত্রার ব্যবহার পদ্ধতি ও উপদেশ।

৯২৪. অভিধর্ম পিটক কী?

উত্তর: অভিধর্ম পিটক হল আধ্যাত্মিক বিষয়ের বিচার বিশ্লেষণ ও বৌদ্ধ মনস্তত্ত্বের বর্ণনা। সুত্ত পিটকে যা সাধারণ ভাবে উপদিষ্ট আছে, অভিধর্ম

পিটকে তা অসাধারণ ভাবে বিভাজিত, বিশ্লেষিত, আলোচিত ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

**৯২৫. বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম পিটকের শিক্ষা কী কী?**

**উত্তর:** বিনয়ের শিক্ষা উচ্চতর চরিত্র। সুত্তের শিক্ষা উচ্চতর চিন্তা। অভিধর্মের শিক্ষা উচ্চতর জ্ঞান। বিনয় আচরণকে করে মহান। সূত্র মহান ভাব জন্মায়। অভিধর্ম চিত্ত পরিশুদ্ধ করে দুশ্চরিত্রের মূলোচ্ছেদ করে।

**বিনয় পিটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি**

**৯২৬. বিনয় পিটকের গুরুত্ব কীরূপ?**

**উত্তর:** বুদ্ধ শাসনের স্থিতি অকল্পনীয়। সুত্ত ও অভিধর্ম পিটক বিলুপ্ত হলেও যদি বিনয় পিটক বিদ্যমান থাকে, তবে বুদ্ধের ধর্ম বিলুপ্ত হবে না। কারণ, ভিক্ষুরা বুদ্ধপুত্র রূপে পরিচিত। তাই সম্মানিত ভিক্ষুদের বিনয়ের প্রতি অবহেলা না করে কঠোর সংযম ও মহান আত্মত্যাগের দ্বারা বুদ্ধের শাসন উজ্জীবিত করা সমীচীন।

**৯২৭. বিনয় পিটক কয় ভাবে বিভক্ত ও কী কী?**

**উত্তর:** বিনয় পিটক পাঁচখণ্ডে বিভক্ত। যথা: ১. পারাজিকা ২. পাচিভিয়া ৩. মহাবল্ল ৪. চুল্লবল্ল ৫. পরিবার পাঠ।

**৯২৮. পারাজিকা ও পাচিভিয় গ্রন্থে কী কী আছে?**

**উত্তর:** এতে আছে ভিক্ষুদের পালনীয় সর্বমোট ২২৭ টি শীল। যথা:

৪ প্রকার পারাজিকা।	১৩ প্রকার সাংঘাদিসেস।
২ প্রকার অনিয়ত।	৩০ প্রকার নিস্‌সগ্‌গিয়া।
৯২ প্রকার পাচিভিয়া।	৪ প্রকার পটিদেসনীয়া।
৭৫ প্রকার সেখিয়া।	৭ প্রকার অধিকরণ সমথ শীল।

**৯২৯. ভিক্ষুগণের পালনীয় শীলগুলো কী কী?**

**উত্তর:** ভিক্ষুগণের সর্বমোট ৩১১টি শীল।

৮টি পারাজিকা।	৮টি পটিদেসনীয়া।
১৭টি সাংঘাদিসেস।	৭৫টি সেখিয়া।
৩০টি নিস্‌সগ্‌গিয়া।	৭টি অধিকরণ সমথ শীল।
১৬৬টি পাচিভিয়া।	

**৯৩০. পারাজিকা ও পাচিভিয় গ্রন্থকে আর কি নামে বলা হয়?**

**উত্তর:** মহাবিভঙ্গ।

**৯৩১. মহাবল্ল গ্রন্থে কি আছে?**

উত্তর: ভিক্ষুদের প্রতিপালনীয় ক্ষুদ্রশীলসমূহ ১০টি অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। সেগুলো হল: ১. মহা স্কন্ধ, ২. উপোসথ স্কন্ধ, ৩. বসুপনায়িকা স্কন্ধ, ৪. পবারণা স্কন্ধ, ৫. চন্ম স্কন্ধ, ৬. ভেসজ্জ স্কন্ধ, ৭. কঠিন স্কন্ধ, ৮. চীবর স্কন্ধ, ৯. চম্পেয়্য স্কন্ধ, ১০. কোসম্বী স্কন্ধ।

**৯৩২. চুল্লবল্ল গ্রন্থে কি আছে?**

উত্তর: ভিক্ষুদের প্রতিপালনীয় ১২টি অধ্যায়ে ক্ষুদ্রশীল সমূহ বর্ণিত আছে। সেগুলো হল: ১. কর্ম স্কন্ধ, ২. পরিবাস স্কন্ধ, ৩. সমুচ্চয় স্কন্ধ, ৪. সমথ স্কন্ধ, ৫. ক্ষুদ্র বস্ত্র স্কন্ধ, ৬. সেনাসন স্কন্ধ, ৭. সংঘভেদক স্কন্ধ, ৮. ব্রত স্কন্ধ, ৯. প্রাতিমোক্ষ পাঠ স্কন্ধ, ১০. ভিক্ষুণী স্কন্ধ, ১১. পঞ্চশতী স্কন্ধ, ১২. সপ্তশতিকা স্কন্ধ।

**৯৩৩. মহাবল্ল ও চুল্লবল্ল গ্রন্থকে আর কি নাম বলা হয়?**

উত্তর: খন্ধক।

**৯৩৪. পরিবার পাঠ গ্রন্থে কি আছে?**

উত্তর: বিনয়ের বহু জটিল ও কঠিন বিনয় সমূহ অতি সহজ সুন্দর ও সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপিত আছে। সেগুলো হল:

১. ভিক্ষু বিভঙ্গ, ২. ভিক্ষুণী বিভঙ্গ, ৩. সমুট্ঠান সংক্ষেপ, ৪. অন্তর পেয়াল, ৫. সমথভেদ, ৬. খন্ধক পুচ্ছাবার, ৭. একুত্তরিকনয়, ৮. উপোসথ পুচ্ছবিসজ্জনা, ৯. অথবসপকরণ, ১০. গাথাসঙ্গনিকা, ১১. অধিকরণভেদ, ১২. অপরাগাথা সঙ্গনিকা, ১৩. চোদনাকন্ড, ১৪. চুলসঙ্গাম, ১৫. মহাসঙ্গহ, ১৬. কঠিনভেদ, ১৭. উপালি পঞ্চক, ১৮. অথপত্তি সমুট্ঠান, ১৯. দূতিয়গাথা সঙ্গনিকা, ২০. সেদমোচন গাথা, ২১. পঞ্চগাথা।

**সুত্তপিটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি****৯৩৫. সুত্তপিটকের পরিচয় দাও।**

উত্তর: তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের ধর্মের মূল তত্ত্বগুলোর উপদেশের সমষ্টিই হল সুত্ত পিটক (সূত্রপিটক)। শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞানুশীলনের মাধ্যমে মানুষের দুঃখমুক্তি পথ নির্দেশনাই এসব সূত্র দেশনার মূল উদ্দেশ্য।

**৯৩৬. সুত্তপিটক কয় ভাগে বিভক্ত ও কী কী?**

উত্তর: সুত্তপিটক পাঁচভাগে বিভক্ত। যথা:

১. দীর্ঘনিকায়, ২. মজ্জিম নিকায়, ৩. সংযুক্ত নিকায়, ৪. অঙ্গুত্তর নিকায়, ৫. খুদ্দক নিকায়।

### ৯৩৭. দীর্ঘ নিকায় কী?

উত্তর: এখানে দান, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, ধ্যান, বিমোক্ষ, অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, চিত্ত, চৈতন্যিক রূপ ও নির্বাণ এর সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে।

### ৯৩৮. দীর্ঘ নিকয়ে কয়টি সূত্র আছে?

উত্তর: মোট ৩৪টি আছে।

### ৯৩৯. এগুলো কয় ভাগে বিভক্ত ও কী কী?

উত্তর: এ সূত্রগুলি তিনভাগে বিভক্ত। যথা:

১. শীলস্কন্ধ বর্গ, ২. মহাবর্গ ও ৩. পাটিক বর্গ। এগুলো একেক বর্গে একটি পুস্তক রয়েছে।

### ৯৪০. মজ্জিম নিকায় কী?

উত্তর: এখানে বৌদ্ধ দর্শনের গুরুত্বগুলো অতি চমৎকারভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। এর সূত্রগুলো মধ্যম সংগ্রহ বা মধ্যম পরিমাণ বিশিষ্ট নামেও পরিচিত।

### ৯৪১. মজ্জিম নিকয়ে কয়টি সূত্র আছে?

উত্তর: মোট ১৫২টি সূত্র আছে।

### ৯৪২. এগুলো কয়ভাগে বিভক্ত ও কী কী?

উত্তর: এ সূত্রগুলো তিনভাগে বিভক্ত। যথা:

১. মূল পঞ্ণাশক, ২. মজ্জিম পঞ্ণাশক, ৩. সেল পঞ্ণাশক। এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডে ৫০টি করে সূত্র আছে এবং তৃতীয় খন্ডে ৫২টি সূত্র রয়েছে।

### ৯৪৩. সংযুক্ত নিকায় কী?

উত্তর: সংযুক্ত নিকায় সূত্র পিটকের তৃতীয় গ্রন্থ।

### ৯৪৪. সংযুক্ত নিকয়ে কয়টি সূত্র আছে?

উত্তর: মোট ২৮৮৯টি সূত্র আছে।

### ৯৪৫. এগুলি কয়ভাগে বিভক্ত ও কী কী?

উত্তর: এ সূত্রগুলো ৫ ভাগে বিভক্ত। যথা:

১. সগাথা বর্গ, ২. নিদান বর্গ, ৩. খন্ধ বর্গ, ৪. সলায়তন বর্গ, ৫. মহাবর্গ।

### ৯৪৬. অঙ্গুত্তর নিকায় কী?

উত্তর: অঙ্গুত্তর নিকায় সূত্র পিটকের চতুর্থ গ্রন্থ।

### ৯৪৭. অঙ্গুত্তর নিকয়ে কয়টি সূত্র আছে?

উত্তর: মোট ২৩০৮টি সূত্র আছে।

**৯৪৮. এ সূত্রগুলো কয়ভাগে বিভক্ত?**

উত্তর: এগুলি ১১টি নিপাত বা অধ্যায়ে বিভক্ত।

**৯৪৯. খুদ্ধক নিকায় কী?**

উত্তর: এখানে ক্ষুদ্র বা ছোটখাট বিষয়ের যেমন : গল্প, জাতক, থেরথেরীর জীবন, সূত্র ইত্যাদির সমষ্টি বা সমন্বয় এই নিকায়ে নিবদ্ধ করা হয়েছে। বিধায় এ নিকায়কে খুদ্ধক নিকায় নামে অভিহিত হয়।

**৯৫০. খুদ্ধক নিকায় কয় ভাগে বিভক্ত?**

উত্তর: এই খুদ্ধক নিকায় আবার ১৫ খন্ডে বিভক্ত আছে। সেগুলো হল:

১. খুদ্ধক পাঠ, ২. ধম্মপদ, ৩. উদান, ৪. ইতিবুত্তক, ৫. সুত্তনিপাত, ৬. বিমানবথু, ৭. প্রেত বথু, ৮. থেরগাথা, ৯. থেরীগাথা, ১০. জাতক, ১১. নিদ্দেশ, ১২. পটিসম্বিদামাঙ্গ, ১৩. অপদান, ১৪. বুদ্ধবংস, ১৫. চরিয়া পিটক।

**অভিধর্ম পিটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি****৯৫১. অভিধর্ম পিটকের পরিচয় দাও।**

উত্তর: সূত্র পিটকে যা সাধারণভাবে উপদিষ্ট হয়েছে, অভিধর্ম পিটকে তা পুঞ্জানুপুঞ্জরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সূত্র পিটকে যে ধর্ম লৌকিকভাবে দেশনা করা হয়েছে; অভিধর্মে তা অসাধারণভাবে পারমার্থিক উপায়ে আলোচিত, বিভাজিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। অভিধর্ম যেমন ভাষাহীন শুধু ছেদন, বিশ্লেষণ, বিভাজন, পর্যবেক্ষণ এবং নৈর্ব্যক্তিক পরম সত্যজ্ঞানের উদ্ভাবন। সাথে সাথে চির চঞ্চল ব্যবহারিক জগতের নিরবশেষ বিলয় সাধন।

**৯৫২. অভিধর্ম পিটক কয়ভাগে বিভক্ত ও কী কী?**

উত্তর: অভিধর্ম পিটক সাত ভাগে বিভক্ত। যথা:

১. ধম্ম সঙ্গনী, ২. বিভঙ্গ, ৩. ধাতুকথা, ৪. পুগ্গল পঞ্ণত্তি, ৫. কথাবথু, ৬. যমক, ৭. পট্টান।

**৯৫৩. ধর্ম সঙ্গনী কী?**

উত্তর: ধম্ম সঙ্গনী শব্দের মূল অর্থ “ধর্ম সংগণনা” অথবা ধর্মের সংক্ষিপ্ত দেশনা বলা হয়। এর মধ্যে কামলোক, রূপলোক, অরূপলোক ও নির্বাণ সম্পর্কীয় বিষয় সমূহ সুন্দরভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সংগঠিত করা হয়েছে। ধর্ম সঙ্গনীকে অভিধর্ম পিটকের সারাংশও বলা হয়।



**৯৫৪. নাম ও রূপকে কার্যকারণ নীতি অনুসারে ধর্ম সঙ্গনীকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?**

**উত্তর:** তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. কুশল ২. অকুশল ৩. অব্যাকৃত।

**৯৫৫. কুশল-অকুশল ও অব্যাকৃত ধর্ম সঙ্গনীকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?**

**উত্তর:** তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. চিত্ত ও চৈতন্যের পরিচয় ২. রূপ বা জড় পদার্থের পরিচয় ৩. পূর্বোক্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার বা নিক্ষেপ। অথবা নিম্নের চারি ভাগেও ভাগ করা যায়। যথা: ১. কুশল ধর্ম ২. অকুশল ধর্ম ৩. অব্যাকৃত ধর্ম ৪. নিক্ষেপ।

**৯৫৬. বিভঙ্গ কী?**

**উত্তর:** এক কথায় বিভঙ্গকে ধর্ম সঙ্গনীর পরিপূরক ও ধাতু কথার ভিত্তিমূল বলা যায়।

**৯৫৭. বিষয়বস্তু বিচারে বিভঙ্গকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?**

**উত্তর:** তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. সুত্ত ভাজনীয়, ২. অভিধর্ম ভাজনীয়, ৩. পঞ্‌ঞপুচ্ছক।

এদেরকে আবার ১৮ ভাগেও ভাগ করা যায়। যথা:

১. পঞ্চস্কন্ধ, ২. দ্বাদশ আয়তন, ৩. অষ্টাদশ ধাতু, ৪. চার আর্ষসত্য, ৫. দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয়, ৬. প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি, ৭. চারি স্মৃতিপ্রস্থান, ৮. চার সম্যক প্রধান, ৯. চার ঋদ্ধিপাদ, ১০. সপ্তবোধ্যঙ্গ, ১১. অষ্টাঙ্গিকমার্গ, ১২. ধ্যান, ১৩. চার অপ্রমেয়, ১৪. শিক্ষাপদ, ১৫. চার প্রতিসম্ভিদ্ধা, ১৬. জ্ঞান বিভঙ্গ, ১৭. ক্ষুদ্রবস্তু বিভঙ্গ (চিত্তের অকুশল অবস্থা), ১৮. ধর্ম হৃদয় বিভঙ্গ।

**৯৫৮. ধাতুকথা কী?**

**উত্তর:** ধাতুকথা শব্দের অর্থ ধাতু সম্পর্কীয় কথা। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে বিষয় বস্তুর বিচারে এটাকে ধর্মসঙ্গনীর অন্তর্ভুক্ত করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ বিভঙ্গের প্রথম তিন অধ্যায়কে ভিত্তি করে নানাদিক দিয়ে নানাভাবে নানা প্রশ্নালীতে স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বৌদ্ধ অধ্যায় ব্যাপী আলোচনাই এই ধাতুকথা। এতে যোগী বা ধ্যান পরায়ণ ভিক্ষুর মানসিক বৃত্তি বা চিত্ত চৈতন্য সম্পর্কীয় আলোচনায় ভরপুর।

**৯৫৯. পুণ্ণল পঞ্‌ঞত্তি কী?**

**উত্তর:** পুদাল অর্থ ব্যক্তি, পুরুষ, সত্তা বা আত্মা বুঝায়। পরমার্থ সত্যানুসারে কিন্তু পুদালের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। এটা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল চিত্ত-সন্ততি মাত্র।

পঞ্‌ঞত্তি বা প্রজ্ঞাপ্তি শব্দের অর্থ প্রজ্ঞাপনা, জ্ঞাত করা, প্রকাশ করা বা যথার্থ

বলে নির্দেশ করা। সুতরাং পুদাল প্রজ্ঞপ্তির অর্থ দাঁড়ায়, যে পুস্তক পুদাল বা ব্যক্তি বিশেষের পরিচয় প্রদান করে।

#### ৯৬০. কথাবথু কী?

উত্তর: এটাকে বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কীয় তর্কশাস্ত্র বলা হয়। এ কথাবথু গ্রন্থটি বিশুদ্ধ বুদ্ধবাক্য অবলম্বনে সম্রাট অশোকের গুরু সংঘনায়ক অর্হৎ মোগলিপুত্ত তিস্স স্থবির রচয়িতা।

#### ৯৬১. যমক কী?

উত্তর: যমক অর্থ যুগ্ম বা জোড়া অর্থাৎ প্রতিপক্ষ বুঝায়। গ্রন্থখানি ১০টি যমকে বিভক্ত। যথা: ১. মূল যমক ২. স্কন্ধ যমক ৩. আয়তন যমক ৪. ধাতু যমক ৫. সত্য যমক ৬. সংস্কার যমক ৭. অনুশয় যমক ৮. চিন্তা যমক ৯. ধর্ম যমক ও ১০. ইন্দ্রিয় যমক।

#### ৯৬২. পট্টান কী?

উত্তর: পট্টান অর্থ প্রধান কারণ বা প্রকৃত কারণ। নাম-রূপের যাবতীয় ব্যাপারের পরস্পর সম্পর্ক বা কারণ নির্ণয়ই এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।



### বুদ্ধ পরিচয়

#### ৯৬৩. বুদ্ধ বলতে কি বুঝায়?

উত্তর: বুদ্ধ শব্দের অর্থ অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী। সর্ব ধর্ম যথার্থভাবে জানার ও বুঝার ক্ষমতা আছে বলে বুদ্ধ। সর্বকালেদর্শী বলে বুদ্ধ। বিনা গুরু উপদেশে স্বয়ং নির্বাণ উপলব্ধি করেছেন বলে বুদ্ধ। নিজে সুন্দররূপে জ্ঞাত হয়ে অন্যকেও শিক্ষা দিয়েছে বলে বুদ্ধ। সর্বক্লেশ, সর্বমার এবং ১০৮ প্রকার তৃষ্ণা সমূলে বিনাশ করেছেন বলে বুদ্ধ। চারি আর্যসত্য জ্ঞাত হয়েছেন বলে বুদ্ধ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে রাগ-দ্বेष-মোহ ক্ষয়সাধন করেছেন বলে তিনি সম্যকসম্বুদ্ধ নামে অভিহিত হন।

#### ৯৬৪. বুদ্ধকে ভগবান বলা হয় কেন?

উত্তর: ত্রিলোকের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম বলে ভগবান। কুশলাকুশল ধর্ম সমূহ বিভাজন করে দেখেন বলে ভগবান। তিনি ভব-ভয়-বিমুক্ত ও সকল বন্ধন ছিন্ন করে নবলোকুত্তর ধর্মে স্থিত এবং নির্বাণগত বলে ভগবান। তিনি আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ ও অন্তে কল্যাণপ্রদ ধর্ম-অর্থ ব্যঞ্জনসহ উপদেশ দিয়েছেন এবং একমাত্র পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেছেন বলে ভগবান। বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণসম্পন্ন, অশীতি অনুব্যঞ্জন

প্রতিমণ্ডিত এবং মান-সম্মান, যশ-খ্যাতি, শক্তি-ঋদ্ধি, জ্ঞান-বিদ্যা প্রভৃতি অনন্ত গুণসম্পন্ন বলে এবং জগতে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান এ অর্থে ভগবান বলা হয়।

**৯৬৫. “বুদ্ধের নয়গুণ” সে নয়গুণ গুলো কী কী?**

**উত্তর:** বুদ্ধ অর্হৎ, সম্যক সম্মুদ্র, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষ-দম্য সারথি, দেব-মনুষ্যর শাস্তা বা শিক্ষক, বুদ্ধ ও ভগবান।

**৯৬৬. “অর্হৎ” কী?**

**উত্তর:** প্রজ্ঞা দ্বারা ক্লেশ হত করেছেন। তিনি পাপ হতে দূরে অবস্থান করেন। তিনি জন্মচক্র ভঙ্গ করেছেন। নির্বাণগত ও পূজ্য। প্রকাশ্যে ও গোপনে তিনি কোন পাপ কার্য সম্পাদন করেন না বলে তিনি অর্হৎ।

**৯৬৭. “সম্যকসম্মুদ্র” কী?**

**উত্তর:** বুদ্ধ সকল ধর্ম, সকল বিষয় সম্যকরূপে অবগত বলে সম্যকসম্মুদ্র। বিনা গুরুর উপদেশে সম্বোধি জ্ঞান ও স্বয়ম্ভু বলে সম্মুদ্র। তিনি সত্যজ্ঞান সম্বন্ধে যা জানবার জেনেছেন, যা ভাববার ভেবেছেন, যা বর্জন করার বর্জন করেছেন সেহেতুতে তিনি সম্যকসম্মুদ্র।

**৯৬৮. “বিদ্যাচরণ সম্পন্ন” কী?**

**উত্তর:** বিদ্যাচরণ সম্পন্ন। বুদ্ধ অষ্ট বিদ্যা ও পঞ্চদশ আচরণ সম্পন্ন। অষ্টবিদ্যা : ১. বিদর্শন জ্ঞান ২. মনোময় ঋদ্ধি অর্থাৎ চিন্তের চিন্তানুযায়ী রূপধারণ ৩. ঋদ্ধি শক্তি অর্থাৎ নানা প্রকার ঐশীশক্তি ৪. দিব্যশ্রোত্র বা দিব্যকর্ণ ৫. চিত্ত পর্যায় জ্ঞান বা অন্যের চিত্ত জ্ঞাত হওয়া ৬. পূর্ব নিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান অর্থাৎ পূর্ব জন্ম বা নিবাস স্মরণ করার জ্ঞান ৭. সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান ৮. আসবক্ষয় জ্ঞান অর্থাৎ কামাদি তৃষণাক্ষয় জ্ঞান। (দীর্ঘনিকায়ে সামএংএফল সুত্র দেখুন)

**৯৬৯. পঞ্চদশ আচরণ সমূহ কী কী?**

**উত্তর:** ১. শীল সংবর ২. ইন্দ্রিয় সংবর (অর্থাৎ চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা ত্বক ও মন এই ষড়ইন্দ্রিয় দমন) ৩. পরিমিত ভোজন জ্ঞান ৪. জাগরণশীলতা (অর্থাৎ পাপ হতে বিরত) ৫. শ্রদ্ধা ৬. হ্রী বা পাপের প্রতি লজ্জাশীল ৭. পাপকর্মে ভয়শীল ৮. বহুশ্রুতি বা পাণ্ডিত্য ৯. বীর্যবান ১০. স্মৃতি ১১. প্রজ্ঞা ১২. প্রথম ধ্যানসম্পন্ন ১৩. দ্বিতীয় ধ্যানসম্পন্ন ১৪. তৃতীয় ধ্যানসম্পন্ন ১৫. চতুর্থ ধ্যানসম্পন্ন।

**৯৭০. “সুগত” কী?**

**উত্তর:** বুদ্ধ সুন্দররূপে, সম্যকরূপে গত বলে সুগত। সুখস্থানে গত ও নিরাপদ স্থানে গত বলে সুগত অর্থাৎ নির্বাণে গত বলে সুগত। সুমার্গে বা

আর্যমার্গে গত বলে সুগত; বোধিসত্ত্ব জন্মে ত্রিশটি পারমী পূরণ করতঃ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দিয়ে গমন করেছেন বলে সুগত এবং সর্বদা মানুষের হিত-সুখাবহ বাক্য বলেন বিধায় সুগত।

**৯৭১. “লোকবিদ” কী?**

উত্তর: সংস্কার লোক, সত্ত্বলোক (প্রাণীজগৎ) অবকাশ লোক (চন্দ্র-সূর্য লোক) সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধ পুঞ্জানুপুঞ্জরূপে জানেন বলে লোকবিদ।

**৯৭২. “অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথী” কী?**

উত্তর: শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি ও বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন গুণে বুদ্ধ হতে শ্রেষ্ঠ বা সমান কেউ ছিলেন না বলে তিনি অনুত্তর। “নমে আচরিযো অথি সদিসো মেন বিজ্জতি” আমার আচার্য কেহ নেই। আমার সমগুণ সম্পন্ন কোন ব্যক্তি বিদ্যমান নেই এবং আপন পুরুষত্ব প্রজ্ঞাগুণে দমন করেছেন বলে অনুত্তর পুরুষ দমনকারী। অদান্ত, অবিনীত সত্ত্বদের দমন করে নির্বাণাভিমুখী করেন বলে তিনি অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথী।

**৯৭৩. “সংঘের নয়গুণ” কী?**

উত্তর: সুপটিপন্নো ভগবতো সাবক সঙ্ঘো, উজ্জুপটিপন্নো ভগবতো সাবক সঙ্ঘো, ঐগ্যপটিপন্নো ভগবতো সাবক সঙ্ঘো, সমীচিপটিপন্নো ভগবতো সাবক সঙ্ঘো, যদিদং চত্তারি পুরিসযুগানি অট্ঠপরিস পুগ্গলা এস ভগবতো সাবক সঙ্ঘো, আহুনেয্যো, পাহুনেয্যো, দকখিনেয্যো অঞ্জলি করণীয্যো, অনুত্তরং পুঞ্ণক্কেত্তং লোকস্সতি।

**৯৭৪. “সুপটিপন্নো” অর্থ কি বুঝায়?**

উত্তর: ভগবানের প্রতিষ্ঠিত সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন (অর্থাৎ স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভী বা স্রোতাপন্ন)।

**৯৭৫. “উজ্জুপটিপন্নো” অর্থ কি বুঝায়?**

উত্তর: ভগবানের শ্রাবক সংঘ ঋজু প্রতিপন্ন (অর্থাৎ সক্‌দাগামী মার্গফল লাভী বা সক্‌দাগামী মার্গস্থ ও ফলস্থ)।

**৯৭৬. “ঐগ্যপটিপন্নো” অর্থ কি বুঝায়?**

উত্তর: ভগবানের শ্রাবক সংঘ ন্যায় প্রতিপন্ন (অর্থাৎ অনাগামী মার্গ ফল লাভী বা অনাগামী মার্গস্থ ও ফলস্থ)।

**৯৭৭. “সমীচিপটিপন্নো” অর্থ কি বুঝায়?**

উত্তর: ভগবানের শ্রাবক সংঘ সম্যক পথে প্রতিপন্ন (অর্থাৎ অর্হত মার্গফল লাভী বা অর্হত মার্গস্থ ও ফলস্থ)।

**৯৭৮. “আহুনেয্যো” অর্থ কি বুঝায়?**

**উত্তর:** ভগবানের শ্রাবক সংঘ আহ্বানের যোগ্য (অর্থাৎ নিমন্ত্রণ করে এনে পূজা করার যোগ্য)।

**৯৭৯. পাছনেয্যো” অর্থ কি বুঝায়?**

**উত্তর:** ভগবানের শ্রাবক সংঘ বিনা আমন্ত্রণে উপস্থিত হলে সৎকার যোগ্য, উত্তম বস্তু দানযোগ্য, সর্বপ্রথম দান গ্রহণযোগ্য, উত্তমদান পাত্র।

**৯৮০. “দক্ষিণেয্যো” অর্থ কি বুঝায়?**

**উত্তর:** ভগবানের শ্রাবক সংঘ উত্তম দানক্ষেত্র (অর্থাৎ পরলোক বিশ্বাস করে প্রদত্ত দানকে দক্ষিণা বলে এবং তারা দক্ষিণা গ্রহণের যোগ্য)।

**৯৮১. “অঞ্জলি করণীয্যো” অর্থ কি বুঝায়?**

**উত্তর:** ভগবানের শ্রাবক সংঘ অঞ্জলীবদ্ধ হয়ে প্রণামযোগ্য।

**৯৮২. “অনুত্তরং পুণ্ড্রক্কেতুং লোকস্‌সাত্তি” অর্থ কি বুঝায়?**

**উত্তর:** ভগবানের শ্রাবক সংঘ জনগণের একমাত্র অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। তাদের ন্যায় অন্যতম পুণ্যক্ষেত্র আর নেই। (অর্থাৎ পুণ্যফল উৎপাদনের পক্ষে সংঘ উর্বর ক্ষেত্রতুল্য)।

## অন্যান্য বিষয়

**৯৮৩. পারমী কী?**

**উত্তর:** পারমী বা পারমিতা শব্দের অর্থ পরিপূর্ণতা অর্থাৎ সংগুণাবলীর চরম উৎকর্ষ সাধন। গৌতম বুদ্ধ পূর্বপূর্ব জন্মে (বোধিসত্ত্বাবস্থায় পারমী পূরণকালে) দানশীল ইত্যাদি দশবিধ সৎকর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা সংগুণের বিকাশ সাধন করে সিদ্ধার্থ জন্মে পরিপূর্ণতা লাভ করে সম্যকসম্মুদ্র হন।

**৯৮৪. বুদ্ধত্ব লাভের জন্য পারমীর এত প্রয়োজন কেন?**

**উত্তর:** সংক্ষেপে বুদ্ধ সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রেষ্ঠ। একজন সমৃদ্ধশালী রাজার যেমন ধনবল, জনবল, সৈন্যসমত্ত এবং সর্ব রাজৈশ্বর্য প্রয়োজন তেমন সম্যকসম্মুদ্র হতে দশ পারমী, দশ উপ-পারমী ও দশ পরমার্থ পারমীর অবশ্যই প্রয়োজন হয়। পারমী পরিপূর্ণতা ব্যতীত বুদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। তাই বুদ্ধত্ব লাভের জন্য পারমীর এত প্রয়োজন।

**৯৮৫. বোধিসত্ত্ব কাকে বলে?**

**উত্তর:** বোধিসত্ত্ব শব্দটা বোধি ও সত্ত্বের সমন্বয়ে গঠিত। বোধি অর্থ বোধিজ্ঞান, সত্ত্ব অর্থ জীব। সুতরাং বোধিসত্ত্ব অর্থ দাঁড়ায়— যে সত্ত্ব বোধিজ্ঞান লাভের জন্য সচেষ্টিত। বুদ্ধাঙ্কুর জন্মকে বোধিসত্ত্ব বলা হয়।

### ৯৮৬. বোধিসত্ত্বের আদর্শ ও উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: বোধিসত্ত্বের আদর্শ ও উদ্দেশ্য অতীব মহান। বোধিসত্ত্বের আদর্শ হচ্ছে মহামৈত্রী ও মহাকরুণা। তিনি নিজের দেহ, নিজের জীবন, নিজের সকল কুশলের মূল পর্যন্ত জীব জগতকে দান করেন অথচ তার কোন প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা করেন না।

### ৯৮৭. বোধিসত্ত্বের উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: বোধিসত্ত্বের উদ্দেশ্য হল: “বুদ্ধো বোধেয্যং, মুত্তো মোচেয্যং, তিন্নো তরেয্যং” আমি নিজে বুদ্ধ হয়ে অন্যকেও বোধি লাভের সাহায্য করবো, নিজে মুক্ত হয়ে অন্যকেও মুক্ত করবো, নিজে সংসার সাগর উত্তীর্ণ হয়ে অন্যকেও উত্তীর্ণ করবো।

### ৯৮৮. ত্রিপুর বন্দনার প্রয়োজনীয়তা কী?

উত্তর: বন্দনা গুণমহিমা অনুসরণ করার প্রক্রিয়া বিশেষ এবং পূজা হল ত্যাগের মহিমা বিকাশের প্রক্রিয়া। তবে এটা সত্য যে— এ পূজা প্রার্থনামূলক হলে মিথ্যাদৃষ্টির আকার ধারণ করে। মানব চিন্তা সন্ততি লোভ-দ্বेष-মোহ পাপ ধর্মে লিপ্ত। বন্দনা ও পূজার মাধ্যমে মহামানব বুদ্ধ, তার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম ও তার সৃষ্ট সংঘের গুণ স্মরণ করলে মানব চিন্তের কালিমা ক্ষণিকের জন্যে হলেও দূরীভূত হয়। মুক্তি লাভ করতে না পারলেও বন্দনার দ্বারা ত্রিপুরের প্রতি অচলা শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়। বুদ্ধ বলেছেন— “সদ্ধায় তরতি ওঘং” শ্রদ্ধার দ্বারা মহাপ্লাবন অতিক্রম করা যায়। তাই শ্রদ্ধার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের সুযোগ হয় যা মুক্তির সহায়ক। বুদ্ধগুণে চিন্তের তন্ময়তা কুশল সংস্কার উৎপাদনের অতীব প্রকৃষ্ট পন্থা।

### ৯৮৯. ত্রিশরণকে বুদ্ধ ধর্মের প্রবেশ দ্বার বলা হয় কেন?

উত্তর: বুদ্ধ ধর্মে প্রবেশের প্রথম ও প্রধান দ্বার হল ত্রিশরণ। ত্রিশরণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রব্রজ্যা, উপসম্পদা প্রদান করা হয় এবং গৃহীদেরকেও বুদ্ধ ধর্মে এভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বুদ্ধের শরণ অর্থ জ্ঞানীর শরণ, ধর্মের শরণ অর্থ সদ্ধর্মের শরণ, সংঘের শরণ অর্থ সৎ বা আর্য ব্যক্তিদের শরণ বুঝায়।

### ৯৯০. শীল বলতে কি বুঝায়?

উত্তর: শীল শব্দের অর্থ স্বভাব বা চরিত্র। সৎ স্বভাব ও চরিত্র গঠনের জন্য ভগবান বুদ্ধ গৃহী ও প্রব্রজিতদের উদ্দেশ্যে কিছু বিধিবদ্ধ নীতিমালা প্রবর্তন করেন। এসব নীতিমালার নাম শীল। শীলন অর্থে এ শীল শব্দ ব্যবহৃত হয়। শীলন অর্থ অনুশীলন। অনুশীলন ব্যতীত এ শীলের কোন মূল্য নেই। বৌদ্ধধর্মে শীলের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। শীল হচ্ছে সমাধির ভিত্তি।

সমাধি হল প্রজ্ঞার ভিত্তি। প্রজ্ঞা লাভ করতে হলে সমাধিস্থ হওয়া দরকার এবং সমাধি পরায়ণ হতে হলে শীলবান হতে হয়। সেজন্য শীল-সমাধি-প্রজ্ঞাই হল পরম সুখ নির্বাণের স্বরূপ।

### ৯৯১. চতুরার্য সত্য কী?

উত্তর: চারি আর্যসত্যকে চতুরার্য সত্য বলা হয়। যথা: ১. দুঃখ আর্যসত্য ২. দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য ৩. দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য ৪. দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য।

এভাবেও বলা যায়— দুঃখ সত্য, সমুদয় সত্য, মার্গ সত্য, নিরোধ সত্য।

পরম শ্রদ্ধেয় বনভক্তে এভাবে বলেন— দুঃখসত্য জ্ঞাত হও, সমুদয় সত্য ত্যাগ কর, মার্গসত্য গঠন কর, নিরোধ সত্য প্রত্যক্ষ কর।

### ৯৯২. ত্রিলক্ষণ জ্ঞান বলতে কি বুঝায়?

উত্তর: অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মকে ত্রিলক্ষণ জ্ঞান বলা হয়। জগতের সবকিছু অনিত্য, কিছুই নিত্য নহে। নাম-রূপ ক্ষয় স্বভাব ও বিপরিণাম ধর্মী সূতরাং অনিত্য। পঞ্চস্কন্ধ অনিত্যধর্মী। এজন্য সবসময় হারিয়ে যাবার ভয়। ভয়াবহ বলে দুঃখময়। আবার নাম-রূপ বা পঞ্চস্কন্ধ প্রত্যয় সমুৎপন্ন, স্বাবলম্বনহীন, আহারসাপেক্ষ। সূতরাং অসার, তাই অনাত্ম। অতএব, সম্পূর্ণ পঞ্চস্কন্ধই অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম— এ ত্রিলক্ষণযুক্ত। এটাই ত্রিলক্ষণ জ্ঞান।

### ৯৯৩. পাপ বলতে কি বুঝায়?

উত্তর: যে কার্য, যে বাক্য ও যে চিন্তা দ্বারা নিজের বা অন্যের দুঃখ এবং দুঃখের হেতু তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায় তাই পাপ বা অকুশল কর্ম। পাপ মনের অবস্থা। সূতরাং মনের মধ্যে এর বসবাস। কারও মনে যখন প্রাণীবধের চুরির কিংবা কামভোগের ইচ্ছা জন্মে এবং মিথ্যাবাক্য, পিণ্ডনবাক্য, পরুষ বাক্য, বাজে আলাপ বলার ইচ্ছা জন্মে তখনই মনের সাহায্যে পাপকর্ম করা হয়। যখন ঐসব বিষয় সম্পাদন করার জন্য আলোচনা করা হয় তখন এ আলাপ আলোচনা দ্বারা মনের পাপ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এটা বাক্য দ্বারা পাপ অর্জন। কেহ যখন সেই মনের চিন্তা ও বাক্যানুসারে কার্য করে, তখন তার মনের পাপ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এজন্য পাপ হল মনের অবস্থা। বাক্য ও কার্য এমনেক অবস্থাকে পাপময় করতে সাহায্য করে।

### ৯৯৪. পুণ্য বলতে কি বুঝায়?

উত্তর: পাপ যেমন মনের অবস্থা, পুণ্যও সেরূপ মনের অবস্থা এবং মনের মধ্যে বাস করে। যখন শীল পালন করা হয় এবং দান ও ভাবনা করা হয় তখন মনের পাপ-তৃষ্ণা কমতে থাকে। যদি কেহ প্রাণীবধে বিরত হয় এবং

মৈত্রী ভাবনা করে, তখন তার লোভ-হিংসা কমতে থাকে। চিন্তে লোভ হিংসা কমাতে পরিলেই পুণ্য বৃদ্ধি হয়।

পাপ পুণ্যের অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়— আমের মুকুল বের হওয়ার পূর্বে বৃক্ষের কোথায় ছিল যেমন বলা যায় না; সেরূপ পাপ-পুণ্যের অবস্থানও শরীরের কোন স্থানে তা নির্ণয় করা যায় না।

#### ৯৯৫. বুদ্ধ কি সর্বজ্ঞ?

উত্তর: হ্যাঁ বুদ্ধ সর্বজ্ঞ ছিলেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, সকল সময়ে, সকল বিষয়ে তার জ্ঞানদর্শন উপস্থিত। ভগবানের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান মানসিক চেতনার প্রতিফলন সাপেক্ষ। ধ্যানস্থ হয়ে মানসিক প্রতিফলনের দ্বারা তিনি যথা ইচ্ছা জানতে পারেন।

যেমন: কোন ব্যক্তি এক হাতে স্থিত কিছু জিনিস অপর হাতে সহজে স্থাপন করে, খোলা মুখে বাক্য উচ্চারণ করে, মুখগত খাদ্য গলাধকরণ করে, চক্ষু উন্মীলিত করে নিমীলিত করে, পুনঃ নিমীলিত করে উন্মীলিত করে, সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে, এসব করতে যত সময় লাগে, ভগবানের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান তদপেক্ষা শীঘ্রতর হয়। তিনি আরো কম সময়ে ধ্যানস্থ হয়ে মানসিক চেতনার প্রতিফলনের দ্বারা যথেষ্ট জানতে পারেন।

যেমন: কোন ধনবান লোকের প্রভূত ধনসম্পত্তি আছে। দৈবাৎ তার বাড়ীতে ক্ষুধার্ত ও অনুপ্রার্থী অতিথি উপস্থিত হল; ঘটনাক্রমে তার গৃহে যে খাদ্য প্রস্তুত ছিল তা শেষ হয়ে যায়। যে কারণে পুনঃ প্রস্তুত করতে একটু সময়ের প্রয়োজন। তাই বলে তাকে তা দরিদ্র বা কৃপণ বলা যাবে না।

যেমন : কোন ফলবান বৃক্ষ ফল ভারে অবনত। ফলগুচ্ছ পরিপূর্ণ কিন্তু বৃক্ষের নিচে একটি ফলও পড়ে নাই। নিচে ফল পড়ে নাই বলে যেমন বৃক্ষটি ফলশূন্য বলা যায় না সেরূপ ভগবানের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান মানসিক চেতনার সাপেক্ষ। ভগবান এর সাহায্যে সর্ববিষয় জানেন। যেমন চক্রবর্তী রাজা চক্ররত্ন স্মরণ করেন “আমার চক্ররত্ন উপস্থিত হোক”। তখন স্মরণ করা মাত্রই চক্ররত্ন উপস্থিত হয়। সেরূপ তথাগত যা জানতে ইচ্ছা করেন, ধ্যানস্থ হয়ে তা জানতে পারেন। এভাবেই বুদ্ধ সর্বজ্ঞ ছিলেন।

#### ৯৯৬. সৎ পুরুষ ও অসৎ পুরুষের ভাব-প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: অসৎ ব্যক্তি যদি উচ্চবর্ণ থেকে প্রব্রজিত হয় অথবা অভিজাত বংশ থেকে আসে সেভাবে আমি উচ্চবর্ণ থেকে সন্ন্যাসের পথে এসেছি কিংবা অভিজাত বংশ থেকে আসেনি। এভাবে সে বর্ণ কিংবা অভিজাত নিয়ে



নিজেকে বড় বলে ভাবে পরকে ছোট করে দেখে।

অসৎ ব্যক্তি যদি যশ-সম্মান সৌভাগ্যের অধিকারী হয় তাহলে সেভাবে আমি যশস্বী, সম্মানিত ও সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। অন্যেরা যশ, সম্মান ও সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। এ ভেবে সে অহংকারে স্ফীত হয়।

অসৎ ব্যক্তি যদি বিদ্বান বহুশ্রুত হয় তাহলে সেভাবে আমি বিদ্বাস; বহুশ্রুত আর এই ভিক্ষুরা বিদ্যাহীন অর্ধ শিক্ষিত। এভাবে সে নিজের পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের বড়াই করে।

অসৎ ব্যক্তি যদি বাগ্মী ও সুবক্তা হয়, তাহলে সে নিজের বাকশক্তি ও বাগ্মীতা নিয়ে গর্ববোধ করে এবং অপরকে অবজ্ঞার চোখে দেখে।

অসৎ ব্যক্তি যদি ধ্যানের কোন স্তর লাভ করে, তাহলে সে নিজেকে ধ্যানী বলে ভাবে এবং পরকে ধ্যানহীন মনে করে। এগুলো হল অসৎ পুরুষের ভাব-প্রকৃতি।

সৎ ব্যক্তি যদিও উচ্চবর্ণ ও অভিজাত বংশ থেকে প্রব্রজিত হয়, তাহলে সেভাবে উচ্চবর্ণের বা অভিজাতের জন্য অন্তরের লোভ-দেষ-মোহ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে না। উচ্চবর্ণের না হয়েও অভিজাত বংশের না হয়েও যে প্রব্রজিত ধর্মপরায়ণ ও কর্মমুখী হয় সেই প্রশংসাই ও পূজনীয়। সে ধর্ম ও ধর্মচর্চাকে আদর্শ মনে করে।

সৎ ব্যক্তি যদি যশ, সম্মান ও সৌভাগ্যের অধিকারী হয়, শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বাস কিংবা বাগ্মী সুবক্তা হয়, তাহলে সে ভাবে যশ, সম্মান ও সৌভাগ্য বিদ্যা কিংবা বাগ্মীতা মানুষের অন্তরের লোভ-দেষ-মোহকে ক্ষয় করে না। যে ব্যক্তি এসবের অধিকারী না হয়েও ধর্মপথে আছেন, সাধনার পথেও সত্যের সন্ধানে মগ্ন। সে প্রশংসার যোগ্য ও পূজ্য। সে ধর্ম ও সাধনাকে আদর্শ ভাবে।

সৎ ব্যক্তি যদি কোন ব্রত পালন করে, তখন তার মনে হয় না যে, সে ব্রতবান, ব্রতধারী ও অন্য ভিক্ষুরা ব্রতহীন, দুঃশীল। অধিকন্তু সেভাবে কেবল এব্রত পালনে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় না। যারা লক্ষ্য পথে এগিয়ে চলেছে তারাই প্রশংসা ও পূজার যোগ্য।

সৎ ব্যক্তি যদি ধ্যানের বিশেষ বিশেষ স্তর লাভ করে, তবুও তার আত্মাভিমানের উদয় হয় না। অর্থাৎ সে নিজেকে ধ্যান পরায়ণ যোগী পুরুষ বলে ভাবে না। মহালক্ষ্যের পথে এগিয়ে চলাকেই আদর্শ করে। এগুলো সৎ পুরুষের ভাব-প্রকৃতি।

**৯৯৭. মাতৃ জাতির প্রতি ভিক্ষুদের কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য?**

**উত্তর:** অন্তিম শয্যায় শায়িত অন্তঃগামী তথাগতকে সুযোগ্য বিচক্ষণ সেবক আনন্দ স্থবির বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করেন— “প্রভু! মাতৃ জাতির প্রতি আমাদের কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য?

বুদ্ধ বললেন— আনন্দ! নারী জাতির প্রতি দৃষ্টিপাত না করাই ভালো।

আনন্দ— প্রভু! যদি নয়ন গোচর হয়; তখন কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য?

বুদ্ধ বললেন— আলাপ করবে না। করলে চিত্ত চঞ্চল হয়ে কামভাব উৎপন্ন হলে শীল ভঙ্গের আশঙ্কা।

আনন্দ— প্রভু! ওরা যদি আলাপ করে, তখন কি করা কর্তব্য?

ভগবান— আনন্দ! স্বীয় মাতা বা ভগ্নি বা কন্যার সাথে যেন আলাপ করছো; এরূপ চিত্ত উৎপাদন করা কর্তব্য।

বুদ্ধ আরো বললেন— শিরশ্ছেদে উদ্যত অসি হস্ত ব্যক্তির সাথে কথা বলবে, রক্ত মাংস ভক্ষণোদ্যত পিশাচের সাথে আলাপ করবে এবং সর্প দংশন করলে জীবন নাশ হয় তেমন আশীবিষের সম্মুখে দাঁড়াবে। কারণ, এদের দ্বারা মৃত্যু হলে নারকীয় দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। কিন্তু একাকী মাতৃজাতির সাথে দাঁড়াবে না এবং আলাপও করবে না, কারণ শীলভঙ্গ হলে মৃত্যুর পর ঘোরতর নরকে পতন অনিবার্য। (মহাপরিনির্বাণ সূত্র)

### ৯৯৮. উপাসকের দশগুণ সেগুলি কী কী?

**উত্তর:** উপাসকের এই দশবিধ গুণ থাকা আবশ্যিক। সেই দশবিধ গুণ হল :  
এক্ষেত্রে উপাসককে— (১) সংঘের সুখ-দুঃখে সহানুভূতিসম্পন্ন হতে হয়, (২) ধর্মকে অধিপতিরূপে স্বীকার করতে হয়। (৩) যথাশক্তি দানকার্য করতে হয়, (৪) বুদ্ধশাসনের পরিহানি দেখে উহার উন্নতির জন্য উদ্যোগ করতে হয়, (৫) সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হয়, (৬) মঙ্গল আশায় কৌতূহলপরবশ হয়ে জীবনের জন্যও অন্য ধর্মগুরু শরণ নিতে হয় না, (৭) কায়িক এবং বাচনিক সংযম রক্ষা করতে হয়, (৮) ঐক্যপ্রিয় ও একাতায় রত থাকতে হয়, (৯) দীর্ঘাপরায়ণ হয়ে শঠতার বশে ধার্মিকের ভাণ করা চলবে না এবং (১০) যথার্থভাবে বুদ্ধ, ধর্ম ও সত্ত্বের শরণাপন্ন হতে হয়।

### ৯৯৯. সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম কী কী?

**উত্তর:** যারা সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাদের কেহই পরাজয় করতে পারবে না এবং ইহা (সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম) তাদেরই হিত-সুখের কারণ হবে।

(১) যতদিন তারা সভা-সমিতিতে সর্বদা একত্রিত হবে ততদিন তাদের

শ্রীবৃদ্ধি ব্যতীত পরিহানি হবে না।

(২) যতদিন তারা একতাবদ্ধভাবে সম্মিলিত হবে, সভাশেষে একত্রে চলে যাবে আর একমত হয়ে কার্য সম্পাদন করবে, ততদিন তাদের শ্রীবৃদ্ধি ব্যতীত পরিহানি হবে না।

(৩) যতদিন তারা অপ্রজ্ঞাণ্ড (নতুন) বিধি (আইন) প্রজ্ঞাণ্ড করবে না, প্রজ্ঞাণ্ড (প্রচলিত) বিধি লঙ্ঘন করবে না, ততদিন তাদের শ্রীবৃদ্ধি ব্যতীত পরিহানি হবে না।

(৪) যতদিন তারা বৃদ্ধদের মান্য করবে, সম্মান, গৌরব ও পূজা করবে, তাদের হিতোপদেশ মেনে চলবে, ততদিন তাদের শ্রীবৃদ্ধি ব্যতীত পরিহানি হবে না।

(৫) যতদিন তারা কুলবধু, কুলকুমারীদের সম্মান (সতীত্ব নষ্ট না করে) করে, মাতৃজাতির অসম্মান করে না আর তাদের প্রতি অন্যায় (অশোভন আচরণ) করবে না, ততদিন তাদের শ্রীবৃদ্ধি ব্যতীত পরিহানি হবে না।

(৬) যতদিন তারা নগরমধ্যে ও নগরের বাইরে চৈতন্যসমূহের সৎকার, গৌরব, সম্মান ও পূজা করবে, পূর্ব প্রচলিত ধর্মতঃ দান-পূজাদির প্রচলন ও রক্ষা করবে, ততদিন তাদের শ্রীবৃদ্ধি ব্যতীত পরিহানি হবে না।

(৭) যতদিন তারা অহিং ও শীলবানদিগকে ধর্মতঃ (চারি প্রত্যয় দিয়ে) রক্ষা করবে, অনাগত অহিংগণের রাজ্যে আগমনের সুব্যবস্থা করবে, আগত অহিংগণের সুখ-সুবিধা সুব্যবস্থা করবে, ততদিন তাদের শ্রীবৃদ্ধি ব্যতীত পরিহানি হবে না।

### ১০০০. সপ্ত পরিহানীয় ধর্ম কী কী?

উত্তর: সাত প্রকার ধর্ম আচরণ করলে উপাসকের জীবনে পরিহানি (অবনতি) ঘটে। যথা:

(১) ভিক্ষু ও সৎপুরুষ (সাধু-সজ্জনাতি) দর্শন থেকে বিরত থাকলে।

(২) সন্ধর্ম শ্রবণে উদাসীন (বিরত) হলে।

(৩) কমপক্ষে পঞ্চশীল শিক্ষাও পালন না করলে।

(৪) ভিক্ষু ও অন্যান্য সৎপুরুষদের প্রতি অপ্রসন্ন হলে।

(৫) বিক্ষিপ্ত চিন্তে (অমনযোগের সহিত) ধর্ম শ্রবণ করলে।

(৬) পরের দোষ অন্বেষণ করলে।

(৭) বুদ্ধশাসনের বাইরে দানাদি দিবার পাত্র অন্বেষণ করলে।

বুদ্ধ কর্তৃক নিন্দিত এ সপ্ত পরিহানীয় ধর্ম আচরণ করলে, তাদের ইহ-পরকাল অত্যন্ত দুঃখপূর্ণ হয়। সুতরাং ইহ-পরকাল সুখান্বেষী ব্যক্তিগণ এ

সপ্ত পরিহানীয় ধর্ম ত্যাগ করে, সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম আচরণ করলে, দুর্লভ মানবজন্ম সার্থক ও সুখময় হয়।

### ১০০১. অনাগত আর্যমিত্র বুদ্ধের সাক্ষাৎ পাওয়ার উপায় গুলি কী কী?

উত্তর: শাস্ত্রে উল্লেখ আছে— ত্রিলোকপূজ্য আর্যমিত্র বুদ্ধের সাক্ষাৎ পেতে হলে নিম্নোক্ত দশ প্রকার কুশলকর্মে আত্মনিয়োগ করতে হবে। যথা:

০১. দানকর্মে আত্মনিয়োগ করতে হবে। ০২. শীল পালন করতে হবে। ০৩. ভাবনা করতে হবে। ০৪. গুরুজনদের শ্রদ্ধা করতে হবে। ০৫. মাতাপিতাকে সেবা-শুশ্রূষা করতে হবে। ০৬. দেব-মনুষ্য তথা সকল প্রাণীর উদ্দেশ্যে নিজের কৃত পুণ্যরাশি নিঃস্বার্থভাবে বিতরণ করতে হবে। ০৭. অন্যর পুণ্যকর্ম মনে-প্রাণে সাধুবাদ দিয়ে অনুমোদন করতে হবে। ০৮. উপযুক্ত সময়ে মনোযোগসহকারে ধর্মশ্রবণ করতে হবে। ০৯. জীব-জগতের মঙ্গলের জন্য ধর্মদেশনা বা বিভিন্নভাবে ধর্মপ্রচারের কাজে সহায়তা করতে হবে। ১০. দৃষ্টি ঋজুকর্ম অর্থাৎ সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে এবং যারা সম্মুদ্রেরশাসনে প্রব্রজিত হবে, বুদ্ধশাসনে নিজের ছেলে-মেয়েকে দান করবে, পশু-পাখীর জন্য পুকুর খনন করবে, মানুষের চলা-ফেরার সুবিধার জন্য রাস্তা-ঘাটে সেতু ও বিশ্রামাগার বানিয়ে দিবে, বুদ্ধশাসন উন্নতির জন্য বিহার-ভাবনাকুটির-গুহা বানিয়ে দিবে, বোধিবৃক্ষমূলে জল সিঞ্চন করবে এবং বিবিধ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করবে, তারাই শুধু ত্রিলোকপূজ্য অনাগত আর্যমিত্র বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করবে।

### ১০০২. যে ব্যক্তি নির্দোষীকে শাস্তি প্রদান করে তাহাকে নিম্নলিখিত দশটি অবস্থার অন্যতম অবস্থাপ্রাপ্ত হইতে হয় সেগুলি কী কী?

উত্তর: ১. নিদারুণ বেদনা, ২. ভীষণ ক্ষতি, ৩. অঙ্গহানি, ৪. কঠিন ব্যাধি, ৫. চিত্তবিকৃতি, ৬. রাজদণ্ড, ৭. দারুণ অপবাদ, ৮. জ্ঞাতিবিয়েগ, ৯. সম্পদহানি এবং ১০. পুনঃ পুনঃ গৃহদাহ। এইগুলি ছাড়া অন্যায়ভাবে দণ্ড প্রদানকারী ব্যক্তি মৃত্যুর পর তীব্র নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। এইজন্য জ্ঞানীব্যক্তিগণ বহু বিষয় চিন্তা করিয়া অন্যায়কারীকে শাস্তি প্রদান করেন এবং শ্রদ্ধা, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও তত্ত্বানুশীলনে রত হইয়া অনল্প দুঃখ পরিহার করিয়া নির্বাণ লাভে সচেষ্ট হন।

### ১০০৩. পরিদাহ কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর: পরিদাহ দুই প্রকার: কায়িক এবং চৈতসিক। যাহারা ক্ষীণাশ্রব (অর্হৎ) তাহাদের শীতোষ্ণজনিত কায়িক পরিদাহ অনিবর্ত্তই তাই জীবক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। শাস্তা ধর্মরাজ বলিয়া, দেশনাবিধিকুশলী বলিয়া, চৈতসিক

পরিদাহবশে দেশনাকে বিনিবর্তিত করিয়া বলিলেন—‘হে জীবক, পরমার্থবশে এইরূপ ক্ষীণাশ্রব ব্যক্তির পরিদাহ থাকে না।’

#### ১০০৪. পরিজ্ঞাত্রয় বলিতে কী বুঝ?

উত্তর: পরিজ্ঞাত্রয় বলতে জ্ঞাতপরিজ্ঞা, তীরণপরিজ্ঞা এবং প্রহাণপরিজ্ঞাকে বলে। যেমন : পরিজ্ঞাত্রয়ের সহিত ভোজন করেন যাগু প্রভৃতির যাগুভাবকে জানা ‘জ্ঞাতপরিজ্ঞা’। আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞাবশে ভোজনকে জানা ‘তীরণপরিজ্ঞা’। কবলীংকার আহারে (অর্থাৎ স্থূল আহারে) ছন্দরাগ দূরীকরণের জ্ঞান ‘প্রহাণপরিজ্ঞা’।

#### ১০০৫. সঞ্চয় বলিতে কী বুঝ?

উত্তর: ‘সঞ্চয়’ দুই প্রকার যথা: কর্মসঞ্চয় ও প্রত্যয়সঞ্চয়। ইহাদের মধ্যে কুশলাকুশল কর্ম হইতেছে কর্মসঞ্চয় এবং চারি প্রকার প্রত্যয় হইতেছে প্রত্যয় সঞ্চয়।

#### ১০০৬. ধর্মপদ চারি প্রকার সেগুলি কী কী?

উত্তর: অনভিধ্যা (নির্লোভ, রাগশূন্যতা) ধর্মপদ, অব্যাপাদ (অবিদ্বেষ, অদ্বৈত) ধর্মপদ, সম্যকস্মৃতি ধর্মপদ এবং সম্যক সমাধি ধর্মপদ।

#### ১০০৭. কিসের দ্বারা অনর্থ হয়?

উত্তর: উৎসূরশয্যা (সূর্যোদয় পর্যন্ত শুইয়া থাকা), আলস্য, নিষ্ঠুরতা, দীর্ঘসূত্রতা, কাহাকেও আঘাত করা (শরীরিক বা মানসিক), পরজীগমন—হে ব্রাহ্মণ, এইগুলির দ্বারা অনর্থই হয়।

#### ১০০৮. চার প্রকার উপাসক সে গুলো কে কে?

উত্তর: হে উপাসকগণ (চার প্রকার উপাসক আছে)—১. কোন উপাসক নিজে দান দেয়, অন্যকে দান দিবার জন্য উৎসাহিত করে না। সে জন্ম-জন্মান্তরে ভোগসম্পদ লাভ করে ঠিকই, কিন্তু পরিবারসম্পদ লাভ করে না। ২. কোন উপাসক নিজে দান দেয় না, তবে অন্যকে দান দিবার জন্য উৎসাহিত করে। সে জন্ম-জন্মান্তরে পরিবারসম্পদ লাভ করে ঠিকই, কিন্তু ভোগসম্পদ লাভ করে না। ৩. কোন উপাসক নিজেও দান দেয় না, অন্যকেও দান দিবার জন্য উৎসাহিত করে না। সে জন্ম-জন্মান্তরে ভোগসম্পদও লাভ করে না, পরিবারসম্পদও লাভ করে না। পরের উচ্ছিষ্টভোজী হইয়া সে জীবনধারণ করে। ৪. কোন উপাসক নিজেও দান দেয়, অন্যকেও দান দিবার জন্য উৎসাহিত করে। সেই ব্যক্তি জন্ম-জন্মান্তরে ভোগসম্পদও লাভ করে, পরিবারসম্পদও লাভ করে।

১০০৯. যে নির্দোষ নিরপরাধ ব্যক্তিকে দণ্ডের দ্বারা উৎপীড়িত করে, সে শীঘ্রই দশবিধ গতির মধ্যে এক প্রকার গতি প্রাপ্ত হয় :

উত্তর: সে দারুণ ‘দৈহিক যন্ত্রণা’, ‘ধ্বংস’, ‘অঙ্গহানি’, ‘কঠিন ব্যাধি’ এবং ‘উন্মত্ততা’ প্রাপ্ত হয়।

‘সে ‘রাজদণ্ড’ ও দারুণ ‘অপবাদ’, ‘জ্ঞাতিক্ষয়’ এবং ‘ধনহানি’ প্রাপ্ত হয়—‘ইহার ‘গৃহসকল অগ্নির দ্বারা দক্ষ হয়’, ‘দেহান্তে এই মূঢ় নরকে গমন করে।’—ধর্মপদ, শ্লোক-১৩৭-১৪০

১০১০. দেব ধর্ম কাকে বলে?

উত্তর: জগতে যাহারা হ্রী-ঐতাপ্যসম্পন্ন, শুদ্ধধর্ম সমন্বিত, সন্ত এবং সৎপুরুষ তাহাদেরই দেবধর্ম বলা হয়।

১০১১. চারি প্রকার সম্পদ সেগুলি কী কী?

উত্তর: চারি প্রকার সম্পদ আছে— বস্তুসম্পদ, প্রত্যয়সম্পদ, চেতনাসম্পদ এবং গুণাতিরেকসম্পদ। ইহার মধ্যে নিরোধসমাপত্তি হইতে উথিত অর্হৎ বা অনাগামী ‘বস্তুসম্পদ’ লাভের যোগ্য। ধর্ম ও শমগুণের দ্বারা প্রত্যয়সমূহের উৎপত্তিই ‘প্রত্যয়সম্পদ’। দান দিবার পূর্বে, দান দিবার সময়ে এবং দান দিবার পরে, এই ত্রিকালে চেতনার যে সৌমেনস্যসহগত জ্ঞানসম্প্রযুক্ত ভাব তাহাই ‘চেতনাসম্পদ’। দক্ষিণার্হ ব্যক্তির নিরোধসমাপত্তি হইতে যে উথিতভাব তাহাই ‘গুণাতিরেকসম্পদ’।

১০১২. পরদারসেবী দুঃশীল ব্যক্তি চারি প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করে সেগুলি কী কী?

উত্তর: যথা: ১. মহা অপুণ্য সঞ্চয়, ২. শাস্তিহীন শয়ন, ৩. নিন্দাভাজন, এবং ৪. মৃত্যুর পর নরকে গমন। পরদারসেবী ব্যক্তি স্বল্পস্থায়ী শারীরিক তৃপ্তির জন্য পরদার সেবন করিয়া বহু প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করে। সেইজন্য পরদারসেবন করা অনুচিত।

১০১৩. ক্ষণসম্পদ কি কি?

উত্তর: বুদ্ধের উৎপত্তিক্ষণ, মধ্যদেশে উৎপত্তিক্ষণ, সম্যকদৃষ্টির প্রাদুর্ভাবক্ষণ, ষড়ায়তনের বৈকল্যহীনতার ক্ষণ। এই ক্ষণসম্পদ তোমরা নষ্ট করিও না।

১০১৪. ছয়টি কারণ আছে যে গুলোর দ্বারা ভ্রাতৃসংঘ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে ও কি কি?

উত্তর: কথাবার্তার আন্তরিকতা; দায়িত্বের প্রতি আন্তরিকতা ও দয়াভাব; মতাদর্শের প্রতি আন্তরিকতা ও সহানুভূতি; সাধারণ সম্পত্তির সম বিভাজন; একইভাবে বিশুদ্ধশীল প্রতিপালন; ও সকলকে সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে, তথা আপন কাজ ও তার ফলের প্রতি এবং জন্মান্তরের প্রতি অগাধ বিশ্বাসী হতে হবে।

১০১৫. যাহার অন্ত জানা যায় না সেই অসংখ্যা চারটি বিষয় কি কি?

উত্তর: জীবলোক; আকাশ; অনন্ত চক্রবাল; এবং বুদ্ধ জ্ঞান অপ্রমেয়। এই চারটি বিষয় গনণাতীত।

১০১৬. জগতে ছয়টি ছিদ্রে চিত্ত স্থিত হয় না ও কি কি?

উত্তর: আলস্য; প্রমাদ; উদ্যমহীনতা; অসংযম; নিদ্রালুতা; ও তন্দ্রালুতা। এই ছিদ্র গুলোকে সর্বতোভাবে বর্জন করা কর্তব্য।

\*\*\* বিবিধ প্রশ্নোত্তর সমাপ্ত \*\*\*

\*\*\* আলোকিত জীবনে ব্রহ্মচর্য সমাপ্ত \*\*\*